# INDEX

**Wednesday, the 26th March, 1980.**

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, 21st March, 1980.

The House meet in the Assembly House ( Ujjayanta Palace ) Agartala at 11 A. M. on Friday, the 21st March, 1980.

## PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Hon'ble Speaker in the Chair, Chief Minister, 8 ( Eight ) Ministers, Deputy Speaker and 40 Members.

## QUESTIONS & ANSWERS.

মি: স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণের প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মি: স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৬।

প্রশ্ন

১) ১৯৮০-৮১ আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতটি লিফ্‌ট ইরিগেশান বসানোর পরিকল্পনা আছে ?

২) ধর্মনগর মহকুমার বাগান মাঠ ও রাজেন্দ্রনগর মাঠকে উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা ?

৩) করা হলে কবে পর্যন্ত কার্যকরী করা হবে ; এবং

৪) না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) ১৯৮০-৮১ সালে মোট ১২টি নূতন লিফ্‌ট স্কীম হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

২) এই দুইটি প্রস্তাব ১৯৮০-৮১ সালে হাতে নেবার কোন সম্ভাবনা নাই।

৩) ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৪) আর্থিক সংকুলানের অভাব ও অন্যান্য কারণে সব কাজই এক সংগে হাতে নেওয়া সম্ভব নয়। এই প্রস্তাবগুলি আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী যথা সময়ে উপযুক্ত বিবেচিত হইলে হাতে নেওয়া হইবে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার। ১২টি লিফ্ট ইরিগেশান বসানো হবে বলেছেন। তা কোথায় কোথায় বসানো হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের হাতে ২৩টা স্কীম বিবেচনার মধ্যে আছে। আমরা সামনের বছর কোন্ বারটা করব তা এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি নি। ২৩টার মধ্যে প্রায়রিটি ভিত্তিতে ঠিক করব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুবোধ দাস। অ্যাবসেন্ট। শ্রীতারিণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতারিণী মোহন সিন্‌হা—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

## প্রশ্ন

১) টি, আর, টি, সি, বাস ধোয়া মোছার জন্য আলাদা কোন সরকারী ষ্টাফ আছে কি না?

২) যদি থাকে তবে তাদের সংখ্যা কত এবং বৎসরে কত টাকা এই খাতে খরচ করা হয়?

৩) যদি বাস ধোয়া মোছার ষ্টাফ না থাকে তবে বর্তমান আর্থিক বৎসরে নিয়োগের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

## উত্তর

১) নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) বর্তমানে এই প্রকার পরিকল্পনা নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলতে চাই যে আমাদের বর্তমানে ২৫ জন পার্ট টাইমার আছে বিভিন্ন ষ্টেশনে যাদের আমরা পার্ট টাইম কাজের জন্য কিছু কিছু মজুরী দিয়ে থাকি তাতে মোট আমাদের বছরে ৩৯,০৩৫ টাকা খরচ হয়।

শ্রীতারিণী মোহন সিন্‌হা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে গাড়ীগুলি ধোয়া মোছার জন্য যে ২৫ জন কন্টিজেন্ট লোক রাখা হয়েছে বললেন ঠিক সেইভাবে সেগুলি ধোয়া মোছা হয় কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা বলা খুব মুশকিল। এমনও হতে পারে যে কখনও কখনও হয় না। তবে এই জন্য পার্ট টাইমার রাখা হয়েছে।

শ্রীতারিণী মোহন সিন্‌হা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় টি, আর, টি, সি, এর ৪১৯ নাম্বার গাড়ীর ভিতরে যে ধুলা বালি লাগানো আছে সেই ময়লার উপর আঙ্গুল দিয়ে লেখা আছে—সুকুমার পাল, কে, ভট্টাচার্য, সুদীপ দেব ইত্যাদি নাম। সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা একটা স্পেসিফিক প্রশ্ন। আগে থেকে প্রশ্নটা করলে বলতে পারতাম। তবে গাড়ী তো রাস্তায় চললে ১০ কিলোমিটার গেলেই তার উপর ধুলা জমবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ২৫ জন পার্ট' টাইম আছে। কত বছর ধরে তারা পার্ট' টাইমার হিসাবে আছে এবং তাদের রেগুলেরাইজ করা হবে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—কতদিন ধরে আছে তার সময় সীমা নাই। ২ | ৩ বছরও হতে পারে। তবে তাদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট আছে পার্ট' টাইম হিসাবে থাকতে হবে। অবশ্য ওদের থেকে দাবী আছে রেগুলেরাইজ করার।

শ্রীরাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে সব টি, আর, টি, সি, এর গাড়ীর ভিতর ময়লা ভরতি থাকে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—আগেই বলেছি যে আমাদের এই রকম বেতনভুক্ত লোক নেই। আমরা পার্ট' টাইম লোক রেখেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে এটা ঘটতে পারে। অসম্ভব নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে কোন কোন বাসে ছারপোকাও থাকে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—অনেকের বাড়ীতে বিছানাতেও থাকে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা ও জেলা শহরগুলিতে পানীয় জল, রাস্তাঘাট ও বৈদ্যুতিকরণ সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

২) এ সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাংক বা বীমা জাতীয় আর্থিক সংস্থাগুলি থেকে রাজ্য সরকার কোন রকম আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন কি?

উত্তর

১) মিউনিসিপাল শহরে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় জল, বৈদ্যুতিকরণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব মিউনিসিপালিটির উপর আছে, তৎসত্বেও আগরতলা শহরের কয়েকটি প্রধান রাস্তার উন্নয়নের কাজ পূর্তদপ্তর হাতে নিয়েছেন।

২) এই জাতীয় কোন প্রকারের জন্য ব্যাংক অথবা জীবনবীমা জাতীয় আর্থিক সংস্থা হইতে রাজ্য সরকার কোন আর্থিক অনুদান চান নাই এই বছরের জন্য। তবে আমার যতটুকু জানা আছে কয়েক বছর আগে আগরতলা ওয়াটার প্ল্যান যেটা হয়েছে তার জন্য আমরা ঋণ নিয়েছিলাম।

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের বিভিন্ন মহকুমা শহরগুলিতে উন্নয়ন না করার প্রেক্ষিতে যে অবস্থা চলছে, সেটার সমাধান করতে যে আর্থিক সঙ্গতির প্রয়োজন, তা রাজ্য সরকার মনে করেন কিনা এবং প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন ব্যাংক-এর সংগে যোগাযোগ করেছেন কিনা অথবা সেই রকম কোন উদ্যোগ রাজ্য সরকার নিয়েছেন কিনা জানতে পারি কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—আমাদের রাজ্য সরকার এই সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করেছেন এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির উন্নয়নের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগও নিয়েছেন। তাছাড়া মহকুমাগুলিতে যে নটিফাইড এরিয়া রয়েছে, সেগুলির উন্নয়নের জন্যও আমরা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কি কি পরিকল্পনার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এবং অন্যান্য নটিফাইড এরিয়া কমিটি যেগুলি হয়েছে, সেগুলি নূতন ভাবে গঠিত হয়েছে এবং আমরা এই শহরগুলি উন্নয়নের জন্য যে প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করার প্রয়োজন, তাতে হাত দিতে পারি নি। শুধু পানীয় জলই নয়, অন্যান্য যে সব ব্যবস্থা শহরাঞ্চলে করার দরকার, সেগুলি করার জন্য আমরা এল, ই, সিকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং তারাও রাজী হয়েছে। আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রথমে আগরতলা শহরের প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করার কাজে হাত দিয়েছি এবং অন্যান্য নটিফাইড এরিয়ার জন্য আমরা পরবর্ত্তী সময়ে প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করার কাজে হাত দেব। আর এর জন্যই ফিনান্সিয়েল ইন্স্টিটিউশান যেগুলি আছে, তারাও আমাদেরকে এই কাজের জন্য সাহায্য দিতে রাজী হয়েছে। আমরা অবশ্য ইতিমধ্যে কিছু পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছি এবং কিছু টাকাও আমরা এদের, সেগুলির হাতে দিয়ে দিয়েছি এবং আশা করছি যে ভবিষ্যতে তাদেরকে আরও বেশী পরিমাণে টাকা দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (শ্রীসমর চৌধুরী ও শ্রীবাদল চৌধুরী)

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—স্যার, প্রশ্ন নং ৬১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, প্রশ্ন নং ৬১।

প্রশ্ন

১) সম্প্রতি রাজ্যের পূর্ত্ত দপ্তরের স্নাতক ইঞ্জিনীয়ারদের 'নিয়ম মাফিক কাজ' আন্দোলনের ফলে কতগুলি প্রকল্পের কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে শেষ করা সম্ভব হয় নি ?

২) কোন্ কোন্ প্রকল্পে কি জাতীয় ক্ষতি হয়েছে এবং এতে মোট ক্ষতির পরিমাণ কত ?

৩) কতগুলি কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দিতে দেরী হয়েছে ?

৪) কতগুলি কাজের টেণ্ডার সময় মত হতে পারে নি ?

৫) কতগুলি কাজের পে-মেন্ট দিতে দেরী হয়েছে ?

৬) এই আন্দোলনের ফলে ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরের ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজের মোট আনুমানিক কত টাকা অব্যয়িত থাকবে ?

৭) আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী ইঞ্জিনীয়ারদের সংখ্যা কত এবং তারা কোন্ কোন্ দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছেন ?

৮) আন্দোলনকারী ইঞ্জিনীয়ারদের দাবী সমূহের সাথে রাজ্য সরকারের বিরোধের বিষয়গুলি কি কি ?

উত্তর

১) স্নাতক ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ম মাফিক কাজে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে যে সব প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব হয় নি, সে সব কাজের তথ্য এখনও জানা যায় নি।

২) বিভিন্ন প্রকল্পের কি প্রকার ক্ষতি হয়েছে, তার সঠিক মূল্যায়ন করা এখনও সম্ভব হয় নি।

৩) সেই সব কাজের প্রয়োজনীয় তথ্য এখনও জানা যায় নি।

৪) যে সব কাজের টেণ্ডার সময় মত হতে পারে নি—সেই সব তথ্য এখনও জানা যায় নি।

৫) কোন কোন কাজের পেমেন্ট দিতে দেরী হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য এখনও জানা যায় নি।

৬) এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে বিভিন্ন রকমের উন্নয়নমূলক কাজের মোট আনুমানিক কত টাকা অব্যয়িত থাকবে, তার সঠিক মূল্যায়ন করা এখনও সম্ভব হয় নি।

৭) ক) চীফ ইঞ্জিনীয়ার— ১ জন।
খ) অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনীয়ার— ১ জন।
গ) সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার— ৭ জন।
ঘ) ইঞ্জিনীয়ারিং অফিসার— ১ জন।
ঙ) এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার— ৩৩ জন।
চ) এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার— ৭১ জন।
ছ) জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার— ৩১ জন।

মোট— ১৪৫ জন

৮) আন্দোলনকারী উক্ত ইঞ্জিনীয়ারদের দাবী সমূহ নিম্নে দেওয়া হইল :-
ক) ডাক্তার ও অন্যান্যদের মতো রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ারদের বেতন বৃদ্ধি ও নানাবিধ সুবিধা প্রদান।
খ) বর্তমান স্কেলের বেতন নির্দ্ধারণ।

গ) প্রশাসনিক এ্যালাউন্স।

ঘ) পরিকল্পনা, নকসা, পরীক্ষা ও গবেষণা এ্যালাউন্স।

ঙ) ফিল্ড অফিসারদের জন্য বিনা ভাড়ায় বাসস্থান।

চ) পশ্চিম বঙ্গের মতো ত্রিপুরায় ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসের নিয়োগ প্রণালী যুক্তি সম্মতভাবে পুনর্গঠন।

ছ) সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে বহু বছর ধরে অমীমাংসীত বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি। তাছাড়া বিশেষ করে এবারকার আসামের পরিস্থিতি, ডিজেল এবং পেট্রোলের অভাবে আমাদের কাজ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা বছরের গোড়া থেকেই খুব গতি নিয়েই কাজ শুরু করেছিলাম এবং আপ-টু ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমাদের কাজের গতি খুব দ্রুত ছিল। কিন্তু আসামের সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য আমাদের কাজের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে এবং ইঞ্জিনীয়ারদের এই রকম কাজের জন্যও আমাদের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু এই রকম কাজের জন্য কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা এক্ষুনি নিরূপণ করা একটা কঠিন কাজ এবং তা করতে গেলে আমাদের প্রত্যেকটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখতে হবে, কাজেই নির্দিষ্টভাবে এর জন্য কোন সীমা রেখা টানা যাবে না।

শ্রীসমর চৌধুরী—তাদের দাবীগুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে তারা ডাক্তারদের মতো সুযোগ সুবিধা পেতে চান। আমরা দেখছি সরকারী ডাক্তারেরা একদিকে যেমন চাকুরী করছেন, অন্য দিকে আলাদাভাবে ব্যবসাও করছেন, যদিও তারা নন্ প্রেকটিসিং এ্যালাউন্স পাচ্ছেন। এখন ইঞ্জিনীয়ারেরাও সেই রকম আলাদা ব্যবসা ও নন্ প্রেকটিসিং এ্যালাউন্স পেতে চান কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—প্রথমে আমাদের এখানে একজন ডাক্তার যখন চাকুরীতে ঢুকেন এবং একজন ইঞ্জিনীয়ার যখন চাকুরীতে ঢুকেন তখন তাদের প্রাথমিক বেতন সমানই ছিল। ডাক্তারদের জন্য আগে থেকে এখানে একটা হেল্থ সার্ভিস ছিল না, মাত্র ১৯৭২ সালে ত্রিপুরাতে হেল্থ সার্ভিস বলে একটা সার্ভিস হয়েছে। আগে এখানে যে সব ডাক্তার ছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল সেন্ট্রাল হেল্থ সার্ভিসের লোক এবং পরবর্তী সময়ে যখন গভঃ অব ইণ্ডিয়া সেন্ট্রাল হেল্থ সার্ভিসের পে-স্কেল রিভাইজড করে ১৯৭৩ সালে এ্যাফেক্ট দিল, তখন অনেক ডাক্তার আমাদের ত্রিপুরা ছেড়ে চলে যায়। আবার অনেকে এখান থেকে যাওয়ার জন্য অপশানও দেয়। যারা এখানে রয়ে গেছে আমরা তাদের ক্ষেত্রে কিছু ইন্‌ক্রিমেন্ট দিয়ে তাদের যে সেন্ট্রাল পে-স্কেল পাওয়ার কথা ছিল, সেটাকে কভার-আপ করার চেষ্টা করেছি। তাই এখন দেখা যাচ্ছে যে একজন ডাক্তার যে সুযোগ সুবিধা পান, একজন ইঞ্জিনীয়ার ঠিক সেই সুযোগ সুবিধা পান না। কাজেই ইঞ্জিনীয়াররা তাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সরকারের কাছে একটা রি-প্রেজেনটেশান দেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি ঠিক যে রাজ্য সরকারের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করার জন্যই ইঞ্জিনীয়াররা এই ওয়ার্ক টু রুল-এর আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথা ঠিক যে যদি তাদের দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে কাজের গতি শ্লথ হয় তাহলে ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে সেটা হবে ক্ষতিকর। যাই হউক আমরা বার বার তাদের কাছে আপীল করেছি এবং তারা শেষ মুহূর্তে সাড়া দিয়ে আমাদের সংগে ঐক্য মতে উপস্থিত হয়েছেন। তবে এই কথা ঠিক যে তারা অনেক দিন যাবত তাদের দাবীগুলি উপস্থিত করেছিলেন এবং এই সময়ে এই মুভমেন্ট চালিয়ে যাওয়াতে আমাদের ক্ষতি হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ডাক্তাররা চাকুরীতে প্রথমে জয়েন করে কত টাকা বেতন পান এবং ইঞ্জিনীয়াররা কত বেতন পান—ইনক্লুডিং এলাউন্স ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডাক্তাররা প্রথমে এক হাজার টাকার কিছু উপরে পান, আর ইঞ্জিনীয়াররা এক হাজার টাকার কিছু কম—তবে নন্-প্রেক্টিসিং এলাউন্স ডাক্তারদের ভারতবর্ষের সব রাজ্যেই দেওয়া হয়ে থাকে এবং ইনিশিয়েল যে স্কেল সেটা ডক্তার এবং ইঞ্জিনীয়ার সবারই এক।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমার প্রশ্ন ছিল ডাক্তার এবং ইঞ্জিনীয়ার তারা চাকরীর প্রথম অবস্থায় ইনক্লুডিং এলাউন্স কে কত বেতন পান ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ইঞ্জিনীয়ারদের যে দাবি সেগুলি ন্যায়সঙ্গত বলে সরকার মনে করেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা মনে করি যে জিনিষ পত্রের দাম বেড়েছে সেই অনুপাতে তাদের খরচাও বেড়েছে এবং আমাদের সরকারী কর্মচারী যারা আছেন তাদের জন্য আমরা পে কমিশন বসিয়েছি—সেখানে প্রত্যেকটা কর্মচারীর বেতনক্রম কি হবে না হবে তার স্ক্রুটিনি করা হবে এবং সেখানে এই ইঞ্জিনীয়ারদের বেতন ক্রম কি হবে না হবে সেটাও পে কমিশন ঠিক করবে—সেখানে সবার জন্যই ভাবা হচ্ছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ডাক্তার এবং ইঞ্জিনীয়ার এদের মধ্যে কার কাজের গুরুত্ব বেশী ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার. প্রত্যেকেরই কাজের গুরুত্ব রয়েছে। ডাক্তার এবং ইঞ্জিনীয়ার এদের কাজের তুলনা করতে যাওয়া ঠিক নয়। ডাক্তারা মানুষের জীবন রক্ষা করেন আর ইঞ্জিনীয়াররা দেশ গঠনে সহায়তা করেন—কাজেই এই দুটি কাজের মধ্যে কোন তুলনা করা যায় না।

মিঃ স্পীকার—শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—কোয়েশ্চান নং ১২

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—কোয়েশ্চান নং ১২

প্রশ্ন

১। অমরপুর এম, পি, ব্লকের অধীনে সিজন্যাল বাঁধ নির্মাণে মোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ?

উত্তর

১। অমরপুর এম, পি, ব্লকের অধীনে মোট ৩৩,৬৫৫·০০ টাকা ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে ব্যয় করা হয়েছে।

প্রশ্ন

২। উক্ত প্রকল্পে কোন গাঁও সভার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ?

উত্তর

২। গাঁও সভা ভিত্তিক কোন বরাদ্দ করা হয় নাই।

প্রশ্ন

৩। এই বরাদ্দ বি, ডি, সি, সভার আলোচনার মাধ্যমে করা হয়েছে কি না ?

উত্তর

৩। ৫ই নভেম্বর ১৯৭৯ ইং তারিখের বি, ডি, সি, মিটিংয়ে মরসুমী বাঁধ (seasonal bund) সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহাতে গাঁও প্রধানগণকে পঞ্চায়েতের প্রস্তাব গ্রহণক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিক মরসুমী বাঁধের তালিকা দিতে অনুরোধ করা হয়। এ তালিকা অনুযায়ী বরাদ্দ স্থিরকৃত হয়।

প্রশ্ন

৪। না হলে তার কারণ ?

উত্তর

৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বি. ডি. সি.তে যে আলোচনা হয়েছে সেটা হয়েছে কাম তৈরী করার জন্য কিন্তু কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ সেটা করা হয়েছে বি. ডি. সি.র বাইরে এবং সেটা কারা করেছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি তারিখ দিয়ে বললাম যে ৫ই নভেম্বর ১৯৭৯ইং বি. ডি. সি.র মিটিংয়ে এই প্রিন্সীপল্ ঠিক হয় যে গাঁও প্রধানরা তাদের সিজন্যাল বাঁধের লিষ্ট দেবেন এবং প্রায়রিটি ভিত্তিতে বি. ডি. ও. সেগুলির সেংশান দেবেন। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে সেগুলি নিয়ে বি ডি. সি.র মিটিংয়ে স্ক্রুটিনি করে প্রায়রিটি বেসিসে সেগুলি সেংশান দেওয়া হয় এবং মোট ৫১টি গাঁও সভার মধ্যে ৪৯টি গাঁও সভাতে টাকা দেওয়া হয়েছে—মাত্র ২টিতে দেওয়া হয় নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস—কোয়েশ্চান নং ৮৬

মিঃ স্পীকার—শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী কেশব দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৮৬, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮৬।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের ও নোটিফায়েড এরিয়ার যে সমস্ত বাজারে মার্কেট শেড তৈরী হয়েছে সেগুলোতে বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে কি?

২। যদি না হয়ে থাকে তবে ইহার কারণ কি?

উত্তর

১। সবগুলি শেডে বৈদ্যুতিকরণ করা হয় নি।

২। সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি চান তবে বৈদ্যুতিকরণের কাজ হাতে নেওয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯২, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯২।

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বছরে আগরতলা হইতে টাকারজলার রাস্তাটি সলিং করার পরিকল্পনা আছে কিনা?

২) যদি থাকে তাহলে কবে হইতে টাকারজলা রাস্তাটি সলিং করার কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়?

৩) যদি না থাকে তার কারণ?

উত্তর

১) এই রাস্তাটি সলিং করা আছে। কিন্তু রিগ্রেডিং এবং অন্যান্য ক্ষতির দরুণ রাস্তার কোন কোন অংশে পুনরায় সলিং-এর প্রয়োজন। তাই পুনরায় প্রয়োজনীয় সলিং-এর প্রস্তাব করা হয়েছে।

২) সলিং-এর কাজ ১৯৮০-৮১ সনের প্রথম ভাগে হাতে নেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩) এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাস্তাটি ১৯৭৭ সালে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল এবং আজ অবধি এটা হয় নাই। এই জন্য কোন টেণ্ডার কল করা হয়েছিল কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এটা তিনটা গ্রোপে ভাগ করেছি। প্রথম গ্রোপে আমাদের টাকার পরিমাণ ছিল ২,৯৮,৬০০, দ্বিতীয় গ্রোপে ২,৯২,০০০ টাকা এবং

তৃতীয় গ্রোপে ১,৯২,২২০ টাকা ছিল। তার ভিত্তিতে এষ্টিমেট তৈরী করা হয়েছিল। বিগত ১৯-৩-৭০ সনে প্রথম গ্রোপের জন্য আমরা টেণ্ডার কল করেছিলাম কিন্তু পাওয়া যায় নি। দ্বিতীয় গ্রোপের জন্য ১৯-৩-৮০ তারিখে দরপত্র ড্রপ করার ডেট ছিল। কিন্তু পাওয়া যায় নি। তৃতীয় গ্রোপের জন্য কাজ অ্যাওয়ার্ডেড করা হয়েছিল এবং কাজটা করিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৫। ইরিগেশান এ্যাণ্ড ফ্লাড কনট্রোল ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৫।

প্রশ্ন

১) তিলথৈ ছড়ার উজানে জলাধার তৈরী করে তিলথৈ দুভাংগা, পালগাঁও বৈরাগী বাড়ী ও বেতাংগী মাঠগুলিতে জলসেচের ব্যবস্থা হাতে নেওয়ার সরকারী পরিকল্পনা আছে কি?

২) এই সম্পর্কে দপ্তরের ধর্মনগরস্থিত ডিভিশন অফিস কোন ইনভেষ্টিগেশন রিপোর্ট সরকারের নিকট দাখিল করেছেন কি?

উত্তর

১) আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই।

২) ছড়ার উজানে জলাধার তৈরী করার কোন রিপোর্ট হাতে আসে নাই।

শ্রীরামকুমার নাথ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে জলসেচের জন্য ১৯৭৮ সনের মার্চ মাসে এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার সহ আমি নিজে ঐ এলাকায় গিয়েছি। ত্রিপুরায় যেখানে ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী সেখানে এই জলসেচের ব্যবস্থা একান্ত দরকার। কাজেই এই ব্যাপারে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে দরখাস্ত আমাদের কাছে এসেছে আমরা ইনভেষ্টিগেশনও করেছি কিন্তু এক সংগে সব কাজ করা সম্ভব নয়। আস্তে আস্তে সেগুলি করা হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীফৈজুর রহমান।

শ্রীফৈজুর রহমান—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩১, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩১।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমার চৌড়াই বাড়ী বাজার হইতে ফুল বাড়ী মাত্রাসা ভায়া ইচাই লাল ছড়া তহশিল অফিস পর্য্যন্ত রাস্তাটি তৈরীর পরিকল্পনা আছে কি?

২) থাকলে কবে নাগাদ ঐ রাস্তা তৈরীর কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) এই রকম কোন পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীফৈজুর রহমান—সাপ্লিমেন্টারী স্যার ধর্মনগর চৌড়াইবাড়ী বাজার হইতে ফুলবাড়ী যাত্রাপথ এই রাস্তাটির কাজ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রয়োজন তো আছেই। তবে আমরা আস্তে আস্তে এটা করব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩৪। ফিসারিস ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩৪।

প্রশ্ন

১) এ পর্য্যন্ত ডম্বুর জলাশয় থেকে কি পরিমাণ মাছ আগরতলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মাধ্যমে আগরতলার বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করা হয়েছে?

২) এতে সরকার কত টাকা রাজস্ব পেয়েছেন এবং কত পরিমাণ মাছ পচে নষ্ট হয়েছে; এবং

৩) দপ্তরের প্রত্যক্ষ তদারকি কালীন সময়ে সরকার কত টাকা রাজস্ব পেয়েছিলেন এবং কত মাছ পচে নষ্ট হয়েছিল?

উত্তর

১) ডম্বুর জলাশয় থেকে ৮৪,৬০৮ কে জি ৭০৭ গ্রাম মাছ আগরতলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মাধ্যমে গত মার্চ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করা হয়েছে।

২। রাজস্ব বাবদ ১,৮০,০৯০ টাকা এবং পরিবহন খরচ ২৬,৯০৮ টাকা সমিতির অফিসে তথ্য অনুসারে ১০৫০ কেজি মাছ পচে নষ্ট হয়েছে।

৩) দপ্তরের তদারকির সময়ে সরকার ৩,৪৯,০২২.৫১ টাঃ রাজস্ব পেয়েছিলেন এবং ৫৫,০২৪ কে. জি পচে নষ্ট হয়েছিল।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন, রাজস্ব ৩ লক্ষ টাকা পেয়েছেন এর জন্য প্রতি কে জি, মাছে কত করে রাজস্ব পেয়েছে তা জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—প্রতি কে, জি, এর হিসাব আমার কাছে নেই স্যার। তবে আমি মোট বলতে পারব। মাছ পচে যায় ৬,৮১৭.৫০ টাকার।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—এই যে মাছ নষ্ট হচ্ছে এটা কার দোষে হচ্ছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—প্রাথমিক অবস্থায় জলযানের অভাব, অনিয়মিতভাবে মাছ ধরার ফলে, জেলেদের কাছ থেকে মাছ বিলম্বে আমার ফলে, অধিকাংশ বরফ গলে যাওয়ায় আগরতলা পর্য্যন্ত পৌছুতে পচন ক্রিয়া শুরু হয়ে যেত। বর্তমানে সুনির্দিষ্ট স্থানে মৎস্য ধরার পদ্ধতি চালু

হওয়ায় এবং লক ও স্পীড বোটের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে মাছ আগরতলায় আনা সম্ভব হচ্ছে। পচে যাওয়া মাছের পরিমাণ হচ্ছে, ৫৫,০০০,২৪ কে, জি, ৪০০ গ্রাম। মূল্য ১,৩২,৯৩৬·৭২ টাকা।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, লক এবং স্পীড বোট আগে চালু ছিল না। কিন্তু আমরা জানি লক্কের ব্যবস্থা আগেও চালু ছিল। বর্ত্তমানেও স্পীড বোট চালু করা হচ্ছে না। তাহলে আগে কেন বেশী মাছ নষ্ট হত এবং আগের থেকে কম ব্যবস্থা চালু হওয়া সত্বেও এখন কম পচন ধরছে এর কারণ কি? আমি বলব, হাউসে যে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন তা ঠিক নয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—আগে লক ব্যবহার ছিল না। আগে যদিও একটি লক ছিল তাও সেটা মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে থাকত যার ফলে এটা চালু রাখা সম্ভব ছিল না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, ঐ পচা মাছ কি করা হয়েছিল?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান নিয়োগনীতি অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের একজন ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারের কতবার প্রমোশন পাবার সুযোগ রয়েছে?

২। সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার পদের জন্য মাষ্টার ডিগ্রি থাকতে হবে এমন কোন বাধ্য বাধকতা চালু করার কথা ত্রিপুরা সরকার ভাবছেন কি?

উত্তর

১। দুই বার।

২। না।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, দুইবার প্রমোশন পাবার সুযোগ রয়েছে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারদের। সেই সুযোগ দুটি কি কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার যারা রয়েছেন তারা স্বভাবতঃ ওভারসিয়ার, ড্রাফ্‌টসম্যান, এবং এষ্টিমেটার হন। তারা ৬ বৎসর ঐ সব পদগুলিতে থাকার পর অ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার পদের যোগ্য হন। ঐ অ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ারগণ ১১ বছর কাজ করার ফলে চীফ ইঞ্জিনীয়ার হতে পারেন।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—বর্ত্তমানে ত্রিপুরার এস, ই, পদের ব্যক্তিরা সবাই যোগ্য কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—বর্ত্তমানে যারা এস, ই, পদে আছেন তারা সবাই ডিগ্রী প্রাপ্ত।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—সরকার কি মনে করেন না, এস, ই, পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ? এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরই থাকা উচিত। কাজে কাজেই এই পদের যোগ্য ব্যক্তিকে অবশ্যই মাষ্টার ডিগ্রী প্রাপ্ত হতে হবে এটা সরকার মনে করছেন কি? ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে এই পদে মাষ্টার ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিরাই আসীন আছেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই পদটি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, এবং উচ্চ পদ। কাজে কাজেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ, এবং উচ্চ পদে অধিক দক্ষতা সম্পন্ন লোকের প্রয়োজন এটা অস্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তথ্য আমার হাতে নেই। কাজে কাজেই সেখানে মাষ্টার ডিগ্রী প্রাপ্ত লোকেরা এই পদে আছেন কিনা তা বলতে পারব না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এই পদে এড-হক বেসিসে প্রমোশন প্রাপ্ত কর্মচারী আছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে এড-হক কর্মচারী কত জন আছেন তা বলা সম্ভব নয়। যদি পরবর্তী সময়ে এ প্রশ্ন আনেন তাহলে বলা যাবে।

মিঃ স্পীকার :—ব্রাকেটেড শ্রীশ্যামল সাহা, শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীশ্যামল সাহা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৭।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ ও ১৯৭৯-৮০ সালে সারা ত্রিপুরায় কতটি ডাইভারসন, ডিপ টিউবওয়েল ও লিফট ইরিগেশনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল (বিভাগ ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

উত্তর

১৯৭৮-৭৯ সালে ১টি ডাইভারসন, ১৪টি ডিপ-টিউবওয়েল ও ১১টি লিফট্ ইরিগেশনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং ১৯৭৯-৮০ সালে ১৩টি ডাইভারসন, ২৬টি ডিপ টিউবওয়েল ও ২৭টি লিফট্ ইরিগেশনের কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে। নিম্নে তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল।

| বিভাগের নাম | ১৯৭৮-৭৯ ডিপ টিউবওয়েল | লিফট্ ইরিগেশন | ডাইভারশন | ১৯৭৯-৮০ ডিপ টিউবওয়েল | লিফট্ ইরিগেশন | ডাইভারশন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ধর্মনগর | — | ১। ইছাই<br>সোনাপুর | — | ১। তিলথৈ বেতাঙ্গা<br>২। উত্তর চুরুয়া<br>৩। জলেবাসা<br>৪। বরুয়াকান্দি<br>৫। পূর্ব্ব রাজনগর<br>৬। বেতারসা | ১। উত্তর মাতুগাঁও | ১। সেওছড়া |
| কৈলাসহর | | ১। কমলপুর নং-১<br>২। কমলপুর<br>৩। দুর্গাছড়া<br>৪। ডুপাতা ছড়া<br>৫। পেচার ডহর | —<br>—<br>-<br>-<br>-- | ১। গৌর নগর<br>২। কনকপুর | ১। রাধানগর<br>— | —<br>— |
| কমলপুর | ১। আভাঙ্গা<br>২। ডাভছাউরী | — | -- | ১। মোহনপুর মলয়া<br>২। মহারাণী<br>৩। উত্তর নয়া গাঁও | ১। মেছুরিয়া<br>২। কালাছড়া | ১। কুলাইছড়া<br>২। পূর্ব ডলুছড়া |
| খোয়াই | ১। অশারাম বাড়ী<br>২। বাইজল বাড়ী | ১। কমল নগর নং-২<br>২। মাইগঙ্গা | ১। ইছালীছড়া | ১। কুঞ্জবন<br>২। ডুমালী | ১। মুহুরীছড়া | ১। মর্জাছড়া |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| খোয়াই | ৩। বাহুছড়া | ৩। চামপ্রাই হাওর<br>৪। দুর্গানগর<br>৫। বাইশঘরিয়া নং-২<br>৬। লক্ষ্মীনারায়ণপুর<br>৭। ত্রিসাবাড়ী নং-২<br>৮। জামাইরমাঠ<br>৯। দক্ষিণ দ্বারিকাপুর | | ৩। তুইচিন্দ্রাই | | |
| সদর | ১। ঈশানপুর<br>২। কেনামিঞা মাঠ | — | -- | ১। জলিলপুর<br>২। ভুমভুমিয়া<br>৩। ঢাকাইয়া পল্লী<br>৪। ব্রজপুর<br>৫। রাউত খোলা | ১। দুর্গানগর<br>২। চান্দিনা মুড়া<br>৩। গোলাঘাটি নং-২<br>৪। টাকার জলা<br>৫। গজারিয়া | ১। আথালিয়া ছড়া<br>২। নাগিছড়া |
| সোনামুড়া | | - | — | ১। কালি কৃষ্ণনগর<br>২। পুনামাটি মঠ | ১। দলাইজলা<br>২। সোনামুড়া মঠ | ১। কুড়্লিয়া ছড়া<br>২। সোনাই ছড়া |
| উদয়পুর | ১। গর্জনমুড়া<br>২। তুলামুড়া | ১। শিলাঘাটি<br>-- | -<br>— | ১। কুপিলং<br>— | ১। আমতলী<br>২। চাকমা জলা<br>৩। উজান বাড়ী | ১। ভুবুরী পাথর |
| বিলনীয়া | ১। সরসীমা | — | - | ১। পূর্ব্বচরক বাড়ী | — | ১। বিলনীয়া ছড়া<br>২। পালুয়া ছড়া |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ৩। মহারাম ছড়া |
| | | | | | | ৪। ঘোড়াছড়া |
| শাব্রুম | ১। সাতচান্দ | ১। বৈষ্ণবপুর | — | ১। উত্তর বুরাতলী | ১। সিন্দুক পাথর | — |
| | | ২। গোবিন্দ মঠ | | ২। শেখবাড়ী | ২। উত্তর বড়ুল | — |
| | | | | ৩। বৈরছড়া | ৩। বাবুগ্রাম | — |
| | | | | | ৪। আমলিঘাট | — |
| | | | | | ৫। দিয়েনাঢেপা | — |
| | | | | | ৬। চালিতা মহু বংকুল নং-২ | |
| আমরপুর | — | ১। জামুকছড়া | — | — | ১। ডালাক | — |
| | | | | | ২। উত্তর চেলাগাঙ | — |
| | | | | | ৩। চালিয়া খলা | — |
| | | | | | ৪। বাঘামাটি | — |
| | | | | | ৫। দেববাড়ী | — |
| | | | | | ৬। বগাপাড়া | — |

**প্রশ্ন**

২। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে কত একর জমি জল সেচের আওতায় এসেছে এবং কত কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছে ?

**উত্তর**

২। ১৯৭৮-৭৯ সালে যে সব প্রকল্পের কাজ শুরু হয় তাহার মধ্যে ১১টি প্রকল্প চালু হয়েছে এবং মোট ৮৮৮ হেক্টর জমি জল সেচের আওতায় আনা হয়েছে। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে যে সব কাজ শুরু হয় তাহা এখনও চালু হয় নাই। কত কৃষক পরিবার উপকৃত হইয়াছে তাহার বিবরণ রাখা হয় না। তবে এরকম প্রশ্ন উঠলে আমরা যাতে তথ্য দিতে পারি সে জন্য আমরা যেখানে যেখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি সেখানে ঐ রেকর্ডগুলি রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছি।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ইট, সিমেণ্ট প্রভৃতি অনেক কিছুর অভাবে এবং অনেক জায়গায় কনট্রাকটরের অভাবে এই সমস্ত ডাইভারশন স্কীম, ডিপ টিউবওয়েল ও লিফট্ ইরিগেশন-এর কাজগুলি করা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকার কি চিন্তা করছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এটা কমন প্রবলেম যে ডাইভারশন স্কীম এবং অন্যান্য স্কীমের ক্ষেত্রে বারে বারে টেণ্ডার কল করেও কনট্রাকটর পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে কনট্রাকটররা যে রেট দিচ্ছেন সেটা হাই, সেই হাই রেটে আমরা তাদেরকে কাজ দিতে পারছি না। কোন কোন ক্ষেত্রে টেণ্ডার নেওয়ার পরেও কনট্রাকটাররা সারেণ্ডার করে দিচ্ছেন মেটেরিয়েলস-এর অভাবে, এই সমস্ত অবস্থা চলছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী সমর চৌধুরী :—স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মার কোয়েশ্চানটি করছি। কোয়েশ্চান নং ৪২।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ৪২, স্যার।

**প্রশ্ন**

১। ১৯৭৮ ইং আর্থিক বছরে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে বরাদ্দকৃত টাকার কত শতাংশ ব্যয় করা হয়েছিল ?

২। যদি বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় না হয়ে থাকে, তাহলে তার কারণ কি ?

৩। স্থায়ী জল সেচের জন্য কত টাকা ও অস্থায়ী জল সেচের জন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

**উত্তর**

১। শতকরা ১০২ শতাংশ ব্যয় হয়েছিল।

২। এই প্রশ্ন আসে না।

| | | |
|---|---|---|
| ৩। | স্থায়ী | ৯১,০৪,০০৭ টাকা |
| | অস্থায়ী | ৩৪,৮৯,৬৯৮ টাকা |
| | প্রশাশনিক ব্যয় | ১২,৮৪,৬২৩ টাকা |
| | হাইড্রোলজিক্যাল অনুসন্ধান | ১,০৪,০৭৭ টাকা |
| | | মোট—১,৩৯,৮২,৪০৫ |

প্রশ্ন

৪। সেগুলো কোথায় কোথায়

উত্তর

৪। স্থায়ী জল সেচের অর্থাৎ রিভার লিফ্‌ট, ক) ডিপ টিউবওয়েল এবং ডাইভারশন প্রকল্পের তালিকা দেওয়া হইল।

খ) অস্থায়ী জল সেচ প্রকল্প অর্থাৎ সিজন্যাল বাঁধ আর্টিসিয়ান ওয়েল পঞ্চায়েতের নিকট ৫০০ টি পাম্প দেওয়া ভর্ত্তকীতে পাম্প দেওয়া সারা ত্রিপুরায় করা হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত তালিকা এখ.নর হাতে আপাততঃ নাই।

ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প

১। কমল নগর (তেলিয়ামুড়া)
২। মোহুরী
৩। মঙ্গল খালি
৪। পূর্ব্ব কৃষ্ণপুর (ধর্মনগর)
৫। গোলাঘাটি
৬। তাতখাউরী (সালেমা)
৭। বাংশ ঘরিয়া (তেলিয়ামুড়া)
৮। করিলং (তেলিয়ামুড়া)
৯। মহেশপুর (সোনামুড়া)
১০। গোপীনগর (বিশালগড়)
১১। মতাই মিঞা হাওর (কমলপুর)
১২। কাসিমনগর (ধর্মনগর)
১৩। ছনতাইল (কৈলাসহর)
১৪। ঈশানপুর কুমারঘাট রতিয়াবাড়ী
১৫। কমলপুর মহকুমা অস্থায়ী স্কীম, স্থায়ী স্কীম করণ
১৬। দেবী ছড়া
১৭। লক্ষীপুর
১৮। কাউলিকুড়া
১৯। মই গাঁড়া (তেলিয়ামুড়া)
২০। চম্পাই হাওর
২১। তৈসাবাড়ী
২২। দুর্গাপুর
২৩। রতিয়াবিল (কমলপুর)
২৪। রোয়া ভিলেজ (পানী সাগর)
২৫। গর্জ্জারিয়া মার্কেট
২৬। দক্ষিণ তারুচন্দ্রনগর
২৭। কলসী বাজরি (বগাফা)
২৮। কাঞ্চনপুর (ধর্মনগর)
২৯। মাছমারা ধর্মনগর)
৩০। কাঞ্চন বাড়ীর দক্ষিণ দিক
৩১। পিত্রা ছড়া
৩২। সিপাই হাওর (খোয়াই)
৩৩। হারের খোলা
৩৪। ধুমাছড়া
৩৫। চালিতা মস্থ বজুল
৩৬। হালাহালি
৩৭। অম্পিমাঠ (অমরপুর)

ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প

৩৮। জাম্বুক ছড়া
৩৯। রামপুর (অমরপুর)
৪০। দক্ষিণ চেলাগাঙ
৪১। গামাকো বাড়ী নং-১ (অমরপুর)
৪২। গামাকো বাড়ী নং-২ ,,
৪৩। দেওয়ান পাশা } (ধর্মনগর)
৪৩। লাতুগাঙ, তিলথৈ } (ধর্মনগর)
৪৪। বাইস ঘরিয়া নং-২ (খোয়াই)
৪৫। ত্রিসাবাড়ী নং-২

৪৬। কমলনগর নং-২
৪৭। ঘিলাতলী
৪৮। দক্ষিণ দ্বারিকাপুর
৪৯। লক্ষীনারায়ণপুর নং-২
৫০। জামাইর মাঠ
৫১। ধুপতলা ছড়া (কুমারঘাট)
৫২। ঈশাই সোমাপুর (পানিসাগর)
৫৩। ছৈলেংটা
৫৪। কমলপুর (পেচারথল মাঠ নং- )
৫৫। ,, ,, নং-২)
৫৬। শিলঘাটি (উদয়পুর)
৫৭। পেচার দহর
৫৮। সোনামুড়া মাঠ
৫৯। যন্ত্রণা পাড়া
৬০। ছৈলেংটা ছড়া (ছামনু)
৬১। বৈষ্ণবপুর এবং গোবিন্দ মাঠ

ডাইভারসন স্কীম

৬২। পঞ্চাসী
৬৩। বাবু গ্রাম
৬৪। বাগবাসা (উদয়পুর)
৬৫। কোয়াটার টাইপ টু (৩টি)
৬৬। তারফাডুম ছড়া (উদয়পুর)
৬৭। অভয়া ছড়া
৬৮। চাম্পুক ছড়া (অমরপুর)
৬৯। ডিজেল পাম্প (১০টা)
৭০। বংবোজ কলোনী (বিলোনীয়া)
৭১। কাগাছড়া (মোহনপুর)
৭২। ঈশালী ছড়া দেওলীতলা

গভীর নলকূপ স্কীমের নাম :—

৭৩। কামালঘাট
৭৪। সমতলস্ (বাগমা)
৭৫। আমতলী (বিশ্রামগঞ্জের নিকট)
৭৬। বকুল নগর
৭৭। বরকাঁঠালিয়া
৭৮। বারভূঞা
৭৯। ভেপানীয়া
৮০। রাইথখলা (বিশালগড়)
৮১। মোহনপুর মলয়া (কমলপুর)
৮২। ঈশানপুর (মোহনপুর ব্লক)
৮৩। মহারাণী (কমলপুর)
৮৪। কেনামিঞা মাঠ (বিশালগড়)
৮৫। পূর্ব্ব রাজনগর (ধর্মনগর)
৮৬। উত্তর নয়াগাঙ (কমলপুর)
৮৭। কনকপুর (পানিসাগর)
৮৮। কুঞ্জবন (খোয়াই)
৮৯। ভুস্কি মোহর ছড়ার নিকটে)
৯০। বালুছড়া (খোয়াই)

মিঃ স্পীকার :—শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :—কোয়েশ্চান নং ৪, স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ৪, স্যার।

প্রশ্ন

১) কদমতলা থেকে মহেশপুর পি, ডাবলিউ, ডি, রাস্তা এবং রাণীবাড়ী থেকে চোরাই বাড়ী পি, ডাবলিউ, ডি, রাস্তার ভূমি অধিগ্রহণ জনিত ক্ষতিপূরণের টাকা জমির মালিকেরা না পাওয়ার কারণ কি ?

২) ইহা কি সত্য যে, কদমতলা বাজারে পি ডবলিউ, ডি, রাস্তার উভয় পার্শ্বে কতিপয় ব্যবসায়ীরা দখল করে নূতন নূতন ঘর করে ব্যবসা করছেন ?

৩) ভবিষ্যতে উপরোক্ত রাস্তা সম্প্রসারণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর

১) জমি অধিগ্রহণের কাজ নিষ্পত্তি না হওয়ার দরুন জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে দেরী হইতেছে।

২) হ্যাঁ, কিছু ব্যবসায়ী, অধিগ্রহণের বাবদ ক্ষতিপূরণের টাকা না পাওয়ায় রাস্তার পার্শ্বের জায়গা এখনও খালি করে নাই বরং ঘর তুলিয়া ব্যবসা করিতেছে।

৩) না, এই রকম পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সমস্ত রাস্তায় নূতন নূতন ঘর তৈরী করার ফলে রাস্তা ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই ক্ষতিপূরণের টাকা তাদেরকে কবে নাগাদ দেওয়া হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার, স্যার, যেহেতু একুইজিশন কমপ্লিট হয় নি, সেহেতু আইনগত দিক থেকে সরকার এ জায়গা দখল নিতে পারে না। এ বিষয়টি অনেক পরে আমাদের নজরে আসে যে, এ জায়গা একুইজিশন কমপ্লিট করা হয় নি। আমরা ইতিমধ্যে সে একুইজিশনের প্রপোজাল পাঠিয়েছি। সেটা কমপ্লিট হলেই তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং জায়গা অধিগ্রহণ করা হবে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাস্তা ১৯৫২ইং সনে করা হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই রাস্তা একুইজিশন না হওয়ার কারণ কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়টি আমাদের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমরা প্রপোজাল পাঠিয়েছি। সেটা কমপ্লিট হলে আমরা একুইজিশানের কাজ ত্বরান্বিত করব।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, শুধু ধর্মনগরের কদমতলাতেই নয়, ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমা শহরেও ব্যবসায়ীরা এই ধরণের ঘর তৈরী করে যানবাহন চলাচলের বিঘ্ন ঘটছে। সুতরাং এই ব্যাপারে সরকার কি চিন্তা করছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার, স্যার, সারা ত্রিপুরাতে এরকম অনেক ঘটনা আছে যে পি, ডবলিউ, ডি,র জায়গাগুলিতে ব্যবসায়ীরা ঘর তৈরী করছে। সেগুলি আমরা অপসারণের চেষ্টা করছি এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়াতেও আমরা অপসারন করছি। মাননীয় সদস্য যদি সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেন যে কোন জায়গায় পি, ডবলিউ. ডি র কোন রাস্তার উপর এই ঘর তৈরী করা হয়েছে, তাহলে আমাদের পক্ষে একশন নিতে সুবিধা হয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রী তরণী মোহন সিন্‌হা :—কোয়েশ্চান নং ২৮, স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নং ২৮, স্যার।

প্রশ্ন

১) কাঁঠালছড়া (নেপালটিলা) তে ও ফটিকরায়-এর গঙ্গা নগরে প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছিলেন কিনা,

২) যদি নিয়ে থাকেন তদনুযায়ী ঐ কেন্দ্র দুইটি চালু করা হয়েছে কিনা ?

৩) না করে থাকলে তার কারণ এবং কবে নাগাদ ঐ পশু কেন্দ্র দুইটি চালু করা সম্ভব হইবে ?

উত্তর

১) হাঁ, নেওয়া হয়েছিল।

২) হাঁা, চালু করা হয়েছে ১৩-১১-৭৮ইং সনে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতরনী মোহন সিনহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনার উত্তরে বলেছেন যে চালু করা হয়েছে। কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যের সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যে ষ্টক সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় ষ্টাফ নেই। যার জন্য এগুলি চালু করা যাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্নের সঙ্গে এটা জড়িত নয়। তবে নির্দিষ্ট ভাবে প্রশ্ন করলে তার উত্তর জানানো হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নং ৬২, স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ৬২, স্যার।

প্রশ্ন

১) ২৮শে জানুয়ারী ১৯৮০ইং থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পূর্ত্ত দপ্তরের স্নাতক একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার তাদের 'ট্যুর ডাইরী' জমা দিয়েছেন ?

২) কতজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার (স্নাতক) এই 'ট্যুর ডাইরীর' পরিপ্রেক্ষিতে টি, এ, বিল জমা দিয়েছেন ?

৩) কতজন স্নাতক একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মোট কত টাকার টি, এ, বিল করেছেন ?

৪) এই টি, এ, বিল দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন কি ?

উত্তর

১) ৪ (চার) জন পূর্ত দপ্তরের এবং ২ (দুই) জন সেচ ও বন্যা দপ্তরের স্নাতক এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ট্যুর ডাইরী জমা দিয়েছেন।

২) ৪ (চার) জন পূর্ত দপ্তরের এবং ২ (দুই) জন সেচ ও বন্যা দপ্তরের স্নাতক এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার টি, এ, বিল জমা দিয়েছেন।

৩) ৪ (চার) জন পূর্ত দপ্তরের স্নাতক এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মোট ১৪৮·৪০ পঃ এবং সেচ ও বন্যা দপ্তরের ২ জন স্নাতক এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মোট ৯৯৪·৫০ পয়সা টি, এ, বিল করেছেন।

৪) পূর্ত দপ্তরের এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের ১১৬ টাঃ ৪০ পঃ টি, এ, বিল এবং সেচ ও বন্যা দপ্তরের ৯৬২ টাকা ৫০ পয়সা টি, এ, বিল ভালভাবে পরীক্ষার পর পাশ করা হইয়াছে। পূর্তদপ্তরের ৩২·০০ টাকা এবং সেচ ও বন্যা দপ্তরের ৩২·০০ টাকার টি, এ, বিল এখনও পরীক্ষাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্ন প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

## বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি রিপোর্ট

উত্থাপন ও গ্রহণ।

অধ্যক্ষ মহাশয় : মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা"।

বর্তমান সেসানের ২১শে মার্চ, ১৯৮০ ইং (তারিখ) থেকে ২৬শে মার্চ ১৯৮০ ইং (তারিখ) পর্য্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ঘট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনের ২১শে মার্চ, ১৯৮০ ইং (তারিখ) থেকে ২৬শে মার্চ, ১৯৮০ ইং (তারিখ) পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় : এই রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

অধ্যক্ষ মহোদয় : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় কর্তৃক উত্থাপিত ঘোষণাটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্ট-এর সহিত এই সভা একমত"।

( রিপোর্টটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো )

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক একটি ঘোষণা

মাননীয় অধ্যক্ষ : হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত বিলে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর সম্মতি দিয়েছেন।

| বিলের নাম : | সম্মতির তারিখ |
|---|---|
| ১। "দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮০)"। | ১৩.২.১৯৮০ ইং। |

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশ

মাননীয় অধ্যক্ষ : আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটীশ পেয়েছি :—

১। শ্রীবাদল চৌধুরী।
২। শ্রীতপন চক্রবর্তী।
৩। শ্রীসমর চৌধুরী।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী বিলোনীয়ায় ইন্দিরা কংগ্রেসীদের আইন অমান্য ও এস, ডি, ও অফিস তছনছ করার ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, ২৪শে মার্চ ১৯৮০ ইং তারিখ এই ঘটনার উপর আমি বিবৃতি দিতে পারবো।

মাননীয় অধ্যক্ষ : আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৮ থেকে ১০ই মার্চ পর্যন্ত কৈলাসহর ডিভিশনে জেল হাজতে কং (ই) দলের কর্মী

বন্দীদের জেল অভ্যন্তরে ভাঙ্গ চুর, জেল গেট ভাঙ্গা, হাসপাতাল, দোকান, রাস্তায় পথচারীদের উপর বেপরোয়া পাথর ও ইটের টুকরা ছোড়া এবং জেলের সাধারণ নিয়ম শৃংখলা ভেঙ্গে অরাজকতা সৃষ্টি সম্পর্কে।"

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, আমি ২৫শে মার্চ ১৯৮০ ইং তারিখ এই সম্পর্কে বিবৃতি দিতে পারবো।

মাননীয় অধ্যক্ষ: আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হলো:—

"গত ১৬ই মার্চ জগৎরামপুর মৌজা নীলা ত্রিপুরার দুবৃর্ত্তের গুলিতে নিহত হওয়া সম্পর্কে"।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেবার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২৪শে মার্চ, ১৯৮০ইং তারিখ বিবৃতি দিতে পারবো।

রিপোর্ট এ্যাণ্ড লেয়িং অব দি ম্যাসেজ ফ্রম দি রাজ্য সভা ফর দি রেটিফিকেশান অব দি কনষ্টিটিউশান অব ইণ্ডিয়া (ফরটি-ফিথ্ এামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮০

অধ্যক্ষ মহাশয়:- এখন আমি বিধানসভার সচিব মহোদয়কে অনুরোধ করছি রাজ্য সভার সচিবালয় থেকে তিনি সংবিধানের ৪৫তম সংশোধনী বিল, ১৯৮০ অনুমোদন করার জন্য যে বার্ত্তা পেয়েছেন সেটি এই সভায় পেশ করবেন এবং সভাকে জানাবেন।

সচিব মহাশয়:- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা বিধানসভা নিয়মাবলী ৮৬(২) ধারা মূলে আমি এই সভাকে জানাচ্ছি যে, ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করার জন্য সংবিধানের ৪৫ তম সংশোধনী বিল, ১৯৮০, যে বিলটি লোক সভায় এবং রাজ্য সভায় উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়েছে সেই বিলের প্রতিলিপি এবং রাজ্য সভার সচিবালয় থেকে এই সম্পর্কে যে বার্ত্তা আমি পেয়েছি তার প্রতিলিপি আমি এই সভায় পেশ করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয়:- মাননীয় সদস্যদের নিকট এই বিলের প্রতিলিপি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাদের অবগতির জন্য পূর্বেই বিতরণ করা হয়েছে।

(পেপারস্ টু বী লেইড অন দি টেবিল)

লেয়িং অব্ রুলস

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"সেটিং অব দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ

এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফরমস্ (টুয়েলফথ্ এ্যামেণ্ডমেণ্ড) রুলস্ ১৯৮০" ।

আমি মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলস্‌টি সভার সামনে পেশ করার জন্য ।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার আপনার অনুমতি নিয়ে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে আমি ' দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফরমস্ (টুয়েলফথ্ এ্যামেণ্ডমেণ্ড) রুলস্" সভার সামনে পেশ করছি ।

গভর্ণমেণ্ট বিজনেস্ (ফিনানসিয়্যাল)

প্রেজেণ্টেশান অব দি ফারদার ডিমাণ্ডস্ ফর সাপ্লিমেণ্টারী গ্রাণ্টস্ ফর দি ইয়ার ১৯৭৯-৮০

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"১৯৭৯-৮০ ইং সনের আর্থিক বৎসরে

অনুপূরক (সাপ্লিমেণ্টারী) ব্যয়-বরাদ্দের দাবী উপস্থাপন" ।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয়কে "১৯৭৯-৮০ ইং সনের আর্থিক বৎসরের অনুপূরক (সাপ্লিমেণ্টারী) ব্যয়-বরাদ্দের দাবী উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি" ।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ১৯৭৯-৮০ ইং সনের আর্থিক বৎসরের সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডস্ ফর দি এক্সপেনডিচার অব দি গভর্ণমেণ্ট অব ত্রিপুরা, এখানে উপস্থিত করছি । মোট বরাদ্দ আমি চাচ্ছি ১ কোটি, ৯৮ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা । এর মধ্যে চার্জ্‌ড এক্সপেনডিচার হচ্ছে ৬৭,০০০ টাকা । এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দে দেখা যাচ্ছে বর্তমান বছরে যে সমস্ত খরচ আমাদের করতে হবে সেই সম্পর্কে এখানে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে ।

মাননীয় অধ্যক্ষ : - মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে উনারা যেন ১৯৭৯-৮০ইং সনের আর্থিক বৎসরের অনুপূরক (সাপ্লিমেণ্টারী) ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্বলিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করে নেন ।

প্রেজেণ্টেশান অব দি ডিমাণ্ডস্ ফর

এ্যাক্সেস্ গ্র্যাণ্টস্ ফর দি ইয়ার ১৯৭৫-৭৬ইং

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "১৯৭৫-৭৬ইং সনের আর্থিক বৎসরের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরীর দাবী উপস্থাপন" । এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয়কে ১৯৭৫-৭৬ইং সনের আর্থিক বৎসরের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরীর দাবী উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি ।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ১৯৭৫-৭৬ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত আর্থিক বৎসরের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সভার সামনে উপস্থাপন করছি ।

১৯৭৫-৭৬ এ যে হিসাব রিপোর্টে বেরিয়েছে কমপট্রোলার এ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল অব ইণ্ডিয়া সেখানে এই অতিরিক্ত ব্যয় ধরা পরে তার ভিত্তিতে পাবলিক একাউণ্টস্ কমিটি তাদের ২৮ নম্বর রিপোর্টে অতিরিক্ত ব্যয় রেগুলারাইজ করার জন্য সংবিধানের ২০৫ ধারা অনুসারে আমাদের কাছে সুপারিশ করেন। এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী আমি উপস্থিত করছি। তার পরিমাণ হচ্ছে ৮ কোটি ৭১ লক্ষ ১২ হাজার ৫৪৬। এর মধ্যে ভোটেড হচ্ছে ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৭৪। এবং charged হচ্ছে ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬৭২ টাকা। আরো ডি.ট-স্ এখানে দেওয়া হয়েছে। আমি আশা করব যে এসেম্বলি, এই যে দাবী সেটা মেনে নেবেন। যাতে এই ইরেগুলারিটি ছিল সেটা যাতে রেগুলারাইজড হয়।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, উনারা যেন ১৯৭৫-৭৬ইং ৩১শে মার্চ সনের আর্থিক বৎসরের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরীর দাবী সম্বলিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করে নেন।

## গভর্ণমেণ্ট বিজনেস (ফিনান্সিয়াল)

### মুভিং অব্ মোশান অন্ ভোট অন্ এ্যাকাউণ্ট ফর এ পার্ট অব্ দি ফিনান্সিয়াল ইয়ার ১৯৮০-৮১ইং।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—"১৯৮০-৮১ইং আর্থিক সালের ভোট অন্ এ্যাকাউণ্ট প্রস্তাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয় কর্তৃক উত্থাপন।" আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয়কে অনুরোধ করছি ভোট অন এ্যাকাউণ্টস প্রস্তাব (১৯৮০-৮১ইং সালের) উত্থাপন করার জন্য।

Chief Minister : –On the recommendation of the Governor, I beg to move that an amount not exceeding Rs. 31 crores 80 lakhs 69 thousand excluding the charged expenditure of Rs. 2 crores 51 lakhs 96 thousand be granted on account for or towards defraying charges for the following Services and purposes for the part of the Financial year ending on 31st March, 1981.

মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮০-৮১ সনের ৪ মাসের জন্য ভোট অন এ্যাকাউণ্টস আমি এখানে উপস্থিত করছি। আমি আশা করছি যে সংবিধানের ২০৬ ধারা অনুসারে এই হাউস এই ভোট অন এ্যাকাউণ্টস অনুমোদন করবেন। যাতে আমরা আমাদের ৪ মাসের খরচ বহন করতে পারি। আমাদের যে পূর্ণাংগ বাজেট ১৯৮০-৮১ সালের জন্য, সেটা পরবর্তী কালে বিস্তৃতভাবে হাউসের সামনে রাখবো এবং তখন সেই বাজেটের মধ্যে ভোট অন এ্যাকাউণ্টস

অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই ভোট অন এ্যাকাউন্টস্ আমরা অতিরিক্ত কোথায় কি জন্য টাকা চাচ্ছি তার কিছু বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে, যাতে এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই ১৯৮০ সনের আনুমানিক যে ব্যয় বরাদ্দ আমরা দাবী করছি তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি আশা করব হাউস ভোট অন এ্যাকাউন্টস্ সমর্থন করবেন।

( প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিশান )

মি: স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো : "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিশান।" আজকের কার্য্যসূচীতে ৩টি (তিন) প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলেশান আছে। প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিংহ এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাসের রিজিউলিশানটিকে প্রথমে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেন।

মি: স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তাঁর রিজিউলেশানটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রীনকুল দাস : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রস্তাবটি এখানে এনেছি সেটা হলো : "তপশীলি জাতির ভূমিহীনদের বর্তমান পুনর্বাসন স্কীম ১৯১০ টাকার পরিবর্তে ৬৫১০ টাকা করা হোক"। আমি আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে আজকে বলছি যে, যেখানে এই তপশীলি জাতির জনগণের জন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধার কথা ভারতবর্ষের সংবিধানে রয়েছে, সেখানে আজও তাদেরকে তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না, তাদের সমস্ত অধিকার তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না. তাদেরকে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সমান করে নেওয়া হচ্ছে না। আমরা দেখলাম যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আবার নতুন করে মন্ত্রীত্বে এসেছেন, আজকে নিশ্চয়ই তিনি হরিজনদের কথা ভাববেন। কিন্তু আমরা দেখলাম যে তপশীলি জাতির জনগণরা আজও পেছনে পড়ে রয়েছে। মুখেই শুধু বলা হয় যে তপশীলি জাতির জনগণের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার সময় ১০ বছর বাড়ানো হলো। কিন্তু মুখে মুখেই শুধু বললেই ত চলবে না। কাজেও কিছু দেখাতে হবে। নেহেরুর আমলেও আমরা শুনেছি যে তাদের জন্য ১০ বছর বাড়ানো হয়েছে, গান্ধীজীর আমলেও শুনেছি যে তাদের জন্য দশ বছর বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখলাম যে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের জন্য কোন সঠিক ব্যবস্থা নেন নি। যেমন এখানে আমরা দেখেছি সরকার বলেছেন যে, 'জাল যার জলা তার'। অবশ্য কিছু কিছু ভূমিহীন মানুষকে এখানে ভূমি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে এখানে শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ ভূমিহীন। তপশীলি জাতির মানুষ যাঁরা এখানে বাস করেন তাদের কারও পেশা ছিল মাছ ধরা, আবার কারও পেশা ছিল চাষ করা। সেখানে যারা ছিল মৎস্যজীবী এখানে এসে তারা মৎস্য ধরার সুযোগ পাচ্ছে না। যারা ছিল চাষী, এখানে এসে তারা চাষ করার সুযোগ পাচ্ছে না। তপশীলি জাতি ভূমিহীনদের জন্য পুনর্বাসন স্কীমে যে টাকাটা ছিল, সেটা দিয়ে সঠিক পুনর্বাসন করা সম্ভব হচ্ছে না।

বর্তমান সরকার আজকে সঠিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। যারা ছিল কৃষিজীবী তাদেরকে কৃষি করার জন্য যে ভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে তাতে তারা কৃষির কাজ ঠিক ভাবে করতে পারে না। যারা জেলে তারা মাছ ধরতে পারে না। ফলে তাদেরকে উদ্বাস্তুর মত জীবন যাপন করতে হচ্ছে। কাজেই তাদের জন্য যে ১৯১০ টাকার পুনর্বাসন স্কীম করা হয়েছিল সেই স্কীমের মাধ্যমে সুষ্ঠু পুনর্বাসন হতে পারে না। তপশীলি জাতির ভূমিহীনদের জন্য সুষ্ঠু পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক এবং আশা করব এই পরিকল্পনা আজকের সরকার গ্রহণ করবেন। বিশেষ করে আজকে যারা কেন্দ্রে রাজত্ব করছেন তাদের কাছে এই ব্যাপারে আমি অনুরোধ করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, হরিজনদের উপর আবার অত্যাচার শুরু হয়েছে। কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম উত্তর প্রদেশে যে হাঙ্গামা হয়েছিল সেই হাঙ্গামায় একজন হরিজন নিহত হয়েছেন। আর প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেখানে গিয়ে বলেছেন যে, তাদের দেশের আইন নাকি ঠিক ভাবে প্রণয়ন করা হচ্ছে না। কাজেই এই যে অবস্থা চলছে এই অবস্থাকে দীর্ঘ দিন চলতে দেওয়া যায় না। তাঁরা আজকে হরিজনদের কথা চিন্তা করেন না। কোন একটা দেশ এই হরিজনদের নিরাপত্তার জন্য কোন কাজ করবেন না, এটা হতে পারে না। দেশে যে আইন আছে, সেই আইনের মাধ্যমেই আজকে হরিজনদের জন্য তারা সঠিক ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা দেখেছি যেখানে জনতা কংগ্রেস রাজত্ব করেছেন, সেখানেই হরিজনদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। যে দেশে এই হরিজনদেরকে ঠিক মানুষের মত দাম দেয়া হচ্ছে না, সেখানেই হরিজনরা অত্যাচারিত হচ্ছে। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ আজকে বুঝতে পেরেছে যে এই গরীব অংশের মানুষের সঙ্গে অন্যদের কোন বিভেদ নাই। আজকে আমরা দেখছি যে সিডুল্ড কাষ্ট ও সিডুল্ড ট্রাইবরা সংগ্রাম করছে, তারা আজকে আন্দোলন করছে তথাপি তারা আজ বাঁচার মত বাঁচতে পারছে না। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে আজ চলছে নানা ঘটনা। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হবে না। হরিজনরা আজকেও পশুর মত জীবন যাপন করছে। তারা আজকেও সামান্যতম অবস্থার মধ্যে বাঁচতে পারছে না তাই শুধু তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তাদেরকে শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত করে তুলতে হবে. আন্দোলন শুরু করে ঐক্যবদ্ধ করা যায় না। দরিদ্র বলে যে একটি কথা আছে তার অবসান এভাবে হতে পারে না। তার অবসান গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালা রাজ্যের মধ্যে এ সমস্ত ঘটনা নেই। অনেক অ-উপজাতিরা নিজেদেরকে তপশীলি বলে দাবী করেন। কংগ্রেস আমলে, শ্রীমতি গান্ধীর আমলে সেই রাজবেরিলিতে সিডুল্ড কাষ্টরা এখনও নির্বিঘ্নে থাকতে পারে না। এ অবস্থা আমরা গত ৩০ বছর ধরে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দেখে আসছি। কিন্তু এই রাজ্যের মধ্যে বর্তমানে তার বিলোপ ঘটানো হচ্ছে। এই রাজ্যের মধ্যে সিডুল্ড কাষ্টের কোটা পূরণ করা হয়নি গত ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস আমলে। আমরা আরও দেখেছি যে যোগ্য প্রার্থীর ধুয়া তুলে এখানে হাজার হাজার বেকার সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমান সরকার তাদের জন্য কাজ করছেন, যা পারছেন তার চাইতেও

বেশী চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাতেও চক্রান্ত চলছে যাতে এসমস্ত কাজ না হয়, তার জন্য বিভ্রান্তিকর স্লোগান দেওয়া হচ্ছে। সিডুল্ড কাষ্টের ও সিডুল্ড ট্রাইবের জন্য যে রিজার্ভ ব্যবস্থা আছে তাও নাকি থাকা উচিত নয়। সুপ্রিম কোর্ট বার বার বলছেন যে এটা সংবিধান সম্মত। এই ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও পুনর্বাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়নি তাই সামগ্রিকভাবে সুষ্ঠু সমাধানের জন্য এই বিলটিকে আজকে সময়োপযোগী করে তৈরী করা দরকার এবং ভারতবর্ষের সংবিধানের মধ্যে তারজন্য প্লেন, পরিকল্পনা ইত্যাদি থাকা দরকার যাতে সুষ্ঠু পুনর্বাসন হতে পারে। বর্তমানে তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের যথাযথ উন্নতি না হওয়ায় আরও ১০ বৎসর মেয়াদ বাড়ান হয়েছে কিন্তু তাতেও যে তাদের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি হবে, তা বিশ্বাস করা যায় না। তপশীলি মানুষ, যারা এখনও ভূমিহীন, তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য যে ১৯১০ টাকার স্কীম আছে তা বাড়িয়ে ৬৫১০ টাকা করা হউক যাতে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয়। এই দাবী জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চৌধুরী:—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিধায়ক শ্রীনকুল দাস কর্তৃক যে প্রস্তাব এখানে এসেছে তার সমর্থনে আমি দুয়েকটা কথা বলছি। তপশীলি জাতির উপরে যে অন্যায়, অত্যাচার তার ইতিহাস শুধু আজকের দিনে নয়, সুদীর্ঘকাল আগেও ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার অনেককাল আগে থেকেই ছিল, এটা রামায়ণ, মহাভারতের যুগেও ছিল, সেখানেও সেই একই ইতিহাস আছে যে একলব্য ক্ষত্রিয় ছিল না বলে তাকে তার আঙ্গুল কেটে গুরু দক্ষিণা দিতে হয়েছিল গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে। কাজেই আজকের দিনে নয় সে আবাহমানকাল থেকেই চলে আসছে। সে যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা আজকে ভারতবর্ষের সর্বত্র চলছে। বর্তমান বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মধ্যে এমন কোন দিন নেই যে, হরিজনদের উপর অত্যাচার, হরিজনদের উপর নীপিড়ন, নিগ্রহের কোন খবর নেই। বর্তমানে ঘটনাগুলি ভারতবর্ষে যেভাবে ঘটছে তা পণ্ডিত নেহেরু থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত চলছে। সংবিধানের মধ্যে যে সাংবিধানিক অধিকার আছে যে সমস্ত জাতির জন্য তপশীলিজাতি উপজাতির জন্য ১০ বছরের মধ্যে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে স্বাবলম্বি করার একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা হবে। যারা সবচাইতে বেশী অনগ্রসর তাদের জন্য বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনা তৈরী করা হবে কাজেই সে দিক থেকে এখানে যে প্রস্তাটা এসেছে তপশীলি জাতির পুনর্বাসনের জন্য ১৯১০ টাকার পরিবর্তে ৬৫১০ টাকা করা হউক। আমার মনে হয় তাতেও সম্পূর্ণ পুনর্বাসন হবে না তার কারণ ১৯৫১ সালে এই ১৯১০ টাকার স্কীম তৈরী করা হয়েছে। ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষে জিনিষপত্রের যে দাম ছিল আজকে জনিষপত্রের দাম সে তুলনায় অনেক বেশী। ১৯১০ টাকার স্কীমটা তখনও সঠিক ছিলনা। এ সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মন্তব্য আছে। আমি মনে করি একটা জাতি তার ন্যূনতম চাহিদা যাতে মিটাতে পারে তার দ্বারা প্রকৃত সমস্যার সমাধান হতে পারে না। আজকে ১৯৮০ ইংরাজীতে জনিষপত্রের যে দাম তা ১৯৫১ ইংরাজীর তুলনায় অনেকগুণ বেড়ে গেছে। কাজেই এটা চিন্তা করতে হবে এবং চিন্তা করে সমস্ত জনিষটা ঠিক

করতে হবে। তপশীলি জাতিতে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, মাননীয় সদস্য যে মৎস্যজীবীদের কথা বলছেন তারা যখন পূর্ববঙ্গে ছিল তখন তাদের দীঘি ছিল, বঙ্গোপসাগর ছিল সেখান থেকে তারা মৎস্য ধরে বাজারে বিক্রি করতে পারত কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেওয়ার ফলে তারা তাদের সে পরিবেশ হারিয়ে ফেলেছে। তারা সম্পূর্ণ উদ্বাস্তু হয়ে নূতন পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছে, যেখানে মৎস্য চাষের জন্য যথোপযুক্ত জল নেই, নৌকা চালাবার জায়গা নেই-জলের মাছ ডাঙ্গায় এসে পড়লে যে অবস্থা হয় ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে মাহিষ্য দাস এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লাকও এসেছেন। যাকে সুজলা-সুফলা- সোনার বাংলা বলা হত, অল্প চেষ্টা করে সেখানে যে কোন একটা ব্যবস্থা করতে অসুবিধা হত না কিন্তু উদ্বাস্তু হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে তারা সম্পূর্ণ ভূমিহীন হয়ে গেলেন। বর্তমান পারিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার পক্ষে জীবন সংগ্রামে সামিল হওয়া এবং নিজের অবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা তার পক্ষে আর সম্ভব হল না।

আরেকটি জিনিস যেটি হচ্ছে এই ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ ভূমিহীন তপশীল সম্প্রদায় রয়েছেন তাদের পুনর্বাসন করতে হলে টিলা জমিতেই করতে হবে। কারণ এত সমতল জায়গা কোথায়ইবা পাওয়া যাবে। তবে এই টিলা জমিতে ভূমিহীন তপশীল জাতির লোকেরা যাতে ঘরবাড়ী করতে পারেন, টিলার অনুর্বর মাটিকে উর্বর করে চাষ-আবাদ এর উপযোগী করতে পারেন তার ব্যবস্থা নিতে হবে। এর জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই সকল পরিকল্পনা ও স্কীমের মধ্যেই তপশীল জাতির লোকেদের পুনর্বাসন এবং তাদের বাঁচার জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই এখানে তপশীল সম্প্রদায়ের লোকেদের পুনর্বাসনের জন্য যে ৬৫১০ টাকা হিসেবে অনুদান দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে তা যথার্থ ভাবে এই টাকা সঠিকভাবে খরচ করা হচ্ছে কি না তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

আরেকটি জিনিস যেটি হলো চাকুরী ক্ষেত্রে তপশীল উপজাতিদের যে কোটা তা যাতে ভালভাবে রক্ষা করা যায় তার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা নিতে হবে। কংগ্রেস আমলে চাকুরীর ক্ষেত্রে তপশীল জাতিদের জন্য সংরক্ষিত কোটা সঠিকভাবে রক্ষিত হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তপশীল সম্প্রদায়ের লোকদের চাকুরীর ক্ষেত্রে যে কোটা তা রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গরীব সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য যে সব ব্যবস্থা নিয়েছেন সত্যি তা প্রশংসনীয়, এটা তাদের গরীব মানুষদের প্রতি যে আন্তরিক মমত্ববোধ তারই পরিচায়ক। কাজেই ভূমিহীন তপশীল সম্প্রদায়ের লোকেদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯১০ টাকার পরিবর্তে যে ৬৫১০ টাকা প্রদানের প্রস্তাব মাননীয় বিধায়ক শ্রীনকুলদাস মহাশয় এখানে উপস্থাপিত করেছেন আমি তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :- মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুলদাস তপশীল জাতির ভূমিহীনদের বর্তমান পুনর্বাসন স্কীম ১৯০০ টাকার পরিবর্তে ৬৫১০ টাকা করার

জন্য যে প্রস্তাব এই সভায় এনেছেন আমি তা সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে, ৩০ বছর আগে এই পুনর্বাসন স্কীমে যে ১৯১০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল দীর্ঘ ৩০ বছর পরেও সেই ১৯১০ টাকার স্কীমে তপশীল জাতিদের পুনর্বাসনের কাজ করা সম্ভব নয়। ৩০ বছর আগে মানুষের যে আর্থিক সঙ্গতি ছিল বর্তমানেও তার সেই সঙ্গতি রয়েছে তার আর্থিক সঙ্গতির কোন পরিবর্তন হয়নি। অথচ জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে একটি সাধারণ ঘর তৈরী করতে প্রায় ছয়সাত শত টাকার মতন লাগে। তার পর তারা যে টিলা জমিতে পুনর্বাসন পেয়েছেন সে জমিকে চাষোপযোগী করে তুলতে হলে আরো অনেক টাকার দরকার। হালের বলদ আজকাল আর এক হাজার টাকার কমে পাওয়া যায় না। সুতরাং এমতাবস্থায় গরীব এই তপশীল সম্প্রদায়ের লোকেরা এই ১৯১০ টাকার পুনর্বাসন স্কীমে নিজেদের ঘরবাড়ী, হালের বলদ, সার বীজ ইত্যাদি কিনে উপযুক্তভাবে বসবাস করতে পারেন না। পাঁচ সাত শত টাকা ঘরবাড়ী তৈরীর কাজে খরচ করে, বলদ কিনে তারপর তারা একটা ফসল হয়তো তুলতে পারেন তারপর পরবর্তী ফসলের জন্য তাদের আরো প্রায় ছয় মাস বসে থাকতে হবে। এই ছয় মাস তাদের খাওয়া খরচ চালাতে হবে এইভাবে তাদের পরবর্তী ফসল তুলার সময় পর্যন্ত চলতে হবে, এমতাবস্থায় এই টাকায় কোনমতেই তাদের পুনর্বাসন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই টাকা পেতে গেলেও তাদের অনেক টাকা খরচ করতে হয় যেমন যারা কাঞ্চনপুর বা ছামনুতে পুনর্বাসন পেয়েছেন তারা এই টাকা পেতে হলে তাদের কৈলাশহরে যেতে হবে। সুতরাং তাদের গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি বাবদ খরচ করে তারা খুব কম টাকাই ঘরে নিয়ে যেতে পারেন। সুতরাং তপশীল সম্প্রদায়ের লোকেদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯১০ টাকা যথেষ্ট নয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি যে তপশীল জাতির লোকেরা আজ সমাজে তাদের মর্যাদা এখন আদায় করে নিতে পারেন নি। তপশীল জাতির লোকেদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু এবং তার সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী মুখে মুখে বড় বড় কথা বলেছেন কার্যক্ষেত্রে তাঁরা কিছুই করতে পারেন নি। কারণ আমারা দেখেছি হরিজনদের উপর তাঁদেরই পোষা জমিদার শ্রেণীর লোকেদের অনুগত গুণ্ডারা বার বার আক্রমণ চালিয়েছে। যে উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বলে সেখানকার শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন সেখানেই শ্রীমতি গান্ধীর শাসনাধীনেই হরিজনদের উপর জমিদারদের গুণ্ডারা আক্রমণ চালিয়ে হরিজনদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে তাঁদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। সুতরাং শুধু মুখে বললেই হবে না হরিজনদের তথা তপশীল সম্প্রদায়ে লোকেদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমরা দেখেছি তপশীল সম্প্রদায়ের লোকেরা যে ফসল উৎপন্ন করেন সে ফসল মহাজনরা ক্রয় করে নিয়ে আসেন। এই সকল মহাজনরা সকলেই উচ্চ বর্ণের হিন্দু। তারা তপশীল সম্প্রদায়ের লোকেদের নিকট থেকে ধান, চাল, পাট ইত্যাদি কিনে নিয়ে আসেন তাতে কোন দোষ হয় না কিন্তু এই তপশীল সম্প্রদায়ের কোন লোক এমন কি কোন পূজা উপলক্ষেও ঐ উচ্চ বর্ণের মহাজনদের বাড়িতে প্রসাদও পায় না। যদি পায় তবে তা

বাড়ির বাইরে বসেই পেতে হবে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই যে অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল পাস করে ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন তা এই সকল স্বার্থান্বেষী লোকেরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারছেন না। আজকে মহাজনদের শোষণের হাত থেকে তপশীল সম্প্রদায়ের লোকেদের রক্ষা করবার জন্য আইন আছে ঠিকই কিন্তু দেখা গেছে এই সব মহাজনরা আজও গোপনে তাদের শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব আজকে শুধু এই টাকা নয়, টাকার সংগে অন্য কথাও বলতে হয় যে তাদের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে যাতে তাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সেই সংগে তাদের প্রকৃত অর্থনৈতিক জীবন যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সেটাও দেখা দরকার। এই বলেই আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীজিতেন সরকার।

শ্রীজিতেন সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমরেড নকুল দাস যে প্রস্তাব এনেছেন এখানে তাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের সময় থেকে আমরা দেখছি যে ভারতের সংবিধান প্রণেতা যাঁরা ছিলেন তাঁরা এই দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের জন্য, তাদের উন্নতি করার জন্য কিছু বিধান তারা রেখেছেন। অথচ স্বাধীনতা পাওয়ার পরে আমরা দেখলাম যে জাতি বিদ্বেষ এবং বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে বাংলাদেশ বা পাকিস্তান হয়ে গেল এবং তখন সংবিধান প্রণেতা ডক্টর আম্বেদকার বলেছিলেন যে এইরকম ভাবে একটা জাতি যারা উন্নততর জাতির কাছ থেকে নিষ্পেষিত হয়ে আসছে এবং নিপীড়ন ভোগ করে আসছে তাদের জন্য রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের উন্নত করে তুলবার জন্য ব্যবস্থা সংবিধানে রাখতে হবে। আমরা জানি সেই প্রতিশ্রুতি সংবিধানে থাকা সত্বেও দীর্ঘদিন জওহরলাল এবং ইন্দিরা গান্ধী শাসন করে গেলেন অথচ যা সংবিধানে বলা হয়েছিল বাস্তবে তার রূপায়ণ আমরা দেখি নি। ১৯৭৫ সালে যখন আমরা জেলখানায় চলে যাই ভেলুরের সেণ্ট্রাল জেলে তখন ১৯৭৫-৭৬ সালে মাদ্রাজে একটা ঘটনা ঘটেছিল। তখন সামন্ত প্রভুরা তপশীলি জাতির লোকদের খুব কম পয়সায় খাটাতে চাইছিলেন এবং তারা তার প্রতিবাদ করেছিলেন। তারপর তাদের ৮টা পরিবারকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তখন ইন্দিরা গান্ধীর যুগ ছিল। শুধু নারায়ণপুর বা বিহার নয়, আমি কর্ণাটকে গিয়েছিলাম, সেখানেও দেখেছি যে তপশীল সমাজের উপর অন্যায় চলছে। কাজেই গোটা ৩০।৩২ বৎসর ধরে তারা এমন কোন ব্যবস্থা নেননি যাতে এই গরীব তপশীলি জাতির উন্নতি হতে পারে। আজকে আমরা দেখছি কেরালা পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় যেখানে একটা নতুন ইতিহাস তৈরী হয়েছে সেখানে আমরা তপশীলি সমাজের উপর অত্যাচার দেখিনি। সুতরাং শুধু কেরালা, পশ্চিমবংগ এবং ত্রিপুরায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের তপশীলি সমাজের কথা আমাদের ভাবতে হবে। সুতরাং পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা থাকলে তপশীলি জাতির উন্নতি হবে এটা ভাবা যায় না। জগজীবন বাবুতো ভারতবর্ষে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে প্রথম থেকে মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু কি করেছেন তিনি? কিন্তু জ্যোতিবসু, তিনি তো তপশীলি জাতির লোক নন। কিন্তু সেখানে তো কোন অত্যাচার হচ্ছে না। কাজেই আমাদের ভাবা উচিত কোন সমাজ ব্যবস্থায় এটা বন্ধ হতে পারে।

কমরেড নকুল দাস যে প্রস্তাব রেখেছেন যে পুনর্বাসনের জন্য আজকে আমাদের যে টাকা ১৯১০ টাকার স্কীম, এটা কোন বাস্তব সম্মত স্কীম নয়। এটা কেউ মানবে না। এতে জাতীয় বিকাশ হতে পারে না। পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত ছিন্নমূল উদ্বাস্তরা এসেছেন এবং শুধু উদ্বাস্তরাই নয়, এখানেও যুগ যুগ ধরে বহু ভূমিহীন বাস করছেন, তাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য টাকার দরকার। সেজন্য যে ৬,৫১০ টাকার কথা বলা হয়েছে তা দিয়েও হয়ত সঙ্কুলান করা যাবে না। তবে আমি বলতে চাই মানবতার দিক থেকে যারা বঞ্চিত তাদের জন্য এটা দরকার। শুধু বড় বড় বক্তৃতা দেওয়া নয়, শুধু রেডিওতে বললেই হবে না। আমি আশা করি রামকৃষ্ট সরকার আজকে সেই চেষ্টা করবেন। এই দাবী আমি ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের কাছেও রাখছি এবং একটা তপশীলি সমাজের উন্নতির জন্য যে প্রস্তাব কমরেড নকুল দাস এখানে রেখেছেন তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস যে প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছেন সেই প্রস্তাব আমরা সরকারের তরফ থেকে সমর্থন করি এবং এটা সাধারণত এখানে তপশীলি জাতির, ভূমিহীনদের বর্ত্তমান পুনর্বাসনের স্কীম ১৯১০ টাকার পরিবর্ত্তে ৬,৫১০ টাকা করার দাবী করা হয়েছে। কাজেই তপশীলি সম্প্রদায়ের সামগ্রিক সমস্যা সম্পর্কে সামগ্রিক আলাপ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, সময়ও নেই। আমি শুধু যে বিষয়টা এখানে উপস্থিত করেছেন সেই বিষয়ের উপর একটা বক্তব্য রাখছি। তবে প্রধানতঃ আমাদের জানা দরকার তপশীলি সম্প্রদায়ের যে সমস্যা সেই সমস্যাটার মূল শ্রমিক এবং কৃষকের সমস্যা যদিও তার মধ্যে আরও কিছু সমস্যাও আছে। কিন্তু মূলতঃ এই সম্প্রদায়ের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ হয় শ্রমিক নয় কৃষক।

মিঃ স্পীকার— সভা আজ বেলা দুইটা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সভার পুনরারম্ভে তাঁর অসমাপ্ত বক্তব্য বলার সুযোগ পাবেন।

## (AFTER RECESS)

### (Mr. Deputy Speaker in the Chair)

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি বলেছিলাম যে তপশীল সম্প্রদায়ের যে সমস্যা, অবশ্য এটাকে সিডিউলড কাস্ট বলা হয় এবং বাংলাতে তপশীল জাতি বলা হয়, যদিও একথাটা ঠিক যে তাদের অনগ্রসরতার জন্যই এটা বলা হয়। তাদের সমস্যা হচ্ছে মূলতঃ কৃষক এবং শ্রমিক সমস্যা, তাদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক পেশাগত ভাবে কৃষক এবং শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত, আর তাদের মধ্যে মধ্যবিত্তের সংখ্যা খুবই নগণ্য। কাজেই তাদের সমস্যার সমাধান করতে হলে, প্রাথমিক এবং সামগ্রিক ভাবে কৃষক ও শ্রমিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। অবশ্য আমাদের সংবিধানে তাদের জন্য কিছু উন্নতিমূলক কাজের প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং সরকার তাদের উন্নতির জন্য সেগুলির কিছু কিছু করছেন। আমরা জানি যে শত শত বৎসর ধরে এই সম্প্রদায় সমাজের মধ্যে নানা রকম সুযোগ সুবিধার থেকে বঞ্চিত হয়ে

আসছেন, আর সেই কারণেই তাদের অনগ্রসরতাকে কাটিয়ে তোলার জন্য তাদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে রাখা হয়েছে। আমাদের বৃহত্তর সমাজের মধ্যে এই তপশীল সম্প্রদায়ের লোকেরাও রয়েছেন, তাদের যাতে অন্য সম্প্রদায়ের সমকক্ষ করে তোলা সম্ভব হয় এবং তাদের সমস্যার সমাধান করা যাতে সম্ভব হয়, তার আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের দুই একটি কথা মনে রাখা দরকার। বহুদিন ধরে এই তপশীল সম্প্রদায় সমাজের নানা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে দিন কালাতিপাত করছে, তারা কোন দিনই সমাজের কাছ থেকে ন্যায় বিচার পান নি। এই ভারতবর্ষে যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল, যখন জমিদার, বড় বড় জোতদার এবং রাজা মহারাজারা ছিলেন, তখনও এই সম্প্রদায়ের প্রতি নজর দেওয়া হয় নি, তাদেরকে একটা শোষণের শিকার হিসাবেই ব্যবহার করা হয়েছে— হয় দিন মজুর না হয় ক্ষেত মজুর হিসাবে বা বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত বেদনা দায়ক। এমন কি বিগত ৩৩ বছরেও এই অবহেলিত সম্প্রদায়ের প্রতি সঠিক নজর দেশ দিতে পারে নি, তা আগেই দেওয়া উচিত ছিল। মাননীয় সদস্য, যিনি এই প্রস্তাবটা এনেছেন, তিনি মৎস্যজীবী, হরিজন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষকদের কথা বা এই তপশীল সম্প্রদায়ের কথা এখানে বলেছেন। আমাদের ত্রিপুরাতেই যে এই তপশীল সম্প্রদায় আছে, তা নয়, এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে, বিভিন্ন রাজ্যেও এই সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে। ত্রিপুরাতে পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে আগত মৎস্যজীবীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য এবং তারা যে শুধু পেশাগত ভাবে মৎস্যজীবী তা নয়, তাদের অনেকে অন্যান্য পেশাতেও নিযুক্ত রয়েছে এবং তাদের অবস্থাও যে খুব ভাল তা নয়। আমি অবশ্য সংখ্যা তত্বের দিকটা আলোচনা করতে যাচ্ছি না। তাদের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন সেটা ঠিক মতো করা হয়েছে কিনা সেই দিকটাই আমি আলোচনা করব আর তাদের অগ্রগতিও ঠিক এটার উপরই নির্ভর করছে। সাম্প্রদায়িক ভাবে তাদের জন্য যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সেগুলিকে যদি বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়, তাহলে তাদের সংখ্যা যত বড়ই হউক না কেন, সামগ্রিক ভাবে তারা তার দ্বারা উপকৃত হবেনই। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে সমাজ ব্যবস্থা—তা প্রথম দিক থেকেই পুজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ লাভ করে আসছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা যারা সমাজের মধ্যে সব চেয়ে শোষিত, তাদের উপর আরও বেশী শোষণ ও নির্য্যাতন চালানো হচ্ছে। ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থায় তাদের কোন পরিবর্ত্তনই হয় নি বরং এই ব্যবস্থার দ্বারা পুজিবাদীরা তাদের উপর আর ও বেশী করে শোষণ চালাচ্ছে। কাজেই এই শোষণের দ্বারা আমাদের সমাজের মধ্যে যারা তপশীল সম্প্রদায় আছে, তারা নানা ভাবে তাদের ন্যায্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই সমস্ত নির্য্যাতনের ঘটনা এই সমস্ত শোষণের ঘটনা ঐ বিহারে কিম্বা উত্তর প্রদেশের নারায়ণপুরে ঘটেছে, তা মাননীয় সদস্যরা জানেন কাজেই ঐসব ঘটনার কথা আমি আবার এখানে উল্লেখ করতে চাই না। এখানে বলা হয়েছে যে পূর্ব্বতন পাকিস্তান থেকে অনেক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু আমাদের ত্রিপুরাতে এসেছে কাজেই তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক অসুবিধায় পড়েছে। আমি বলব যে ভারত-বর্ষের অন্যান্য জায়গাতেও এই তপশীল সম্প্রদায় আছে এবং তারা কেউ উদ্বাস্তু হয়ে এই

ঢ়েশে আসে নি, অথচ তাদের অবস্থাও একই রকম, তাদের কোন অগ্রগতি হয় নি। অর্থাৎ তারা যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের তপশীল সম্প্রদায়ের চাইতে তুলনামূলক ভাবে ভাল আছেন, একথা কোন অবস্থাতেই বলা যায় না। কাজেই তাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে হলে, আমাদের সরকারেরও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে এবং সেই দিক থেকে যে দাবীটা এই হাউসের সামনে এসেছে যে তাদের ১৯১০ টাকার পরিবর্ত্তে ৬৫১০ টাকার স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু আমি বলব যে বর্ত্তমান সময়ে এই ৬৫১০ টাকাও তাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কিছুই না। কারণ সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে টাকা দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়। এবং তাদের সত্যিকারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হলে সরকারকে তার সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে. কারণ শুধু টাকা দিয়ে পুনর্বাসন হয় না, তবে হয়তো সেই সমস্যার খানিকটা মোকাবিলা করা সম্ভব। কিছু দিন আগেও ভারত সরকার একটা ঘোষণা দিয়েছিলেন যে ভারতের তপশীলি সম্প্রদায় এবং তপশীলি উপজাতিদের জন্য তাদের বিশেষ উন্নতি করার জন্য বিশেষ ধরনের একটা স্কীম নেওয়া হবে এবং আমরাও নিশ্চয় ভারত সরকারের সেই স্কীমের জন্য অপেক্ষা করব। সেই স্কীম তৈরী করার ব্যাপারে আমাদের সমাজের মধ্যে পিছিয়ে পড়া যে সম্প্রদায়গুলি আছে অথবা অবহেলিত যে লোকগুলি আছে, তারা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে উন্নতি দিকে অগ্রসর হতে পারে, আমাদের নিশ্চয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। তবে আমার অভিজ্ঞতা আছে যে যেসব পরিকল্পনা আগে তাদের জন্য নেওয়া হয়েছিল, অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলির স্বার্থক রূপায়ণ হয় নি, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। অন্ততঃ ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও আমরা এটা দেখতে পাই। তবে ত্রিপুরাতে আমরা বামফ্রন্ট সরকারের আসার পর আমরা যে একটু বেশী অগ্রসর হতে পেরেছি এটা নিশ্চয় আমরা দাবী করব। তবু আমি বলব যে আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে, যেগুলি আমরা এখন পর্য্যন্ত করতে পারি নি। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই সব পরিকল্পনাগুলি কেন্দ্রীয় সরকার তৈরী করেছেন—এমন কি সেই সব পরিকল্পনার জন্য যে টাকার প্রয়োজন তাও কেন্দ্রীয় সরকারেরই দেওয়া। কাজেই সেগুলির সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থার কোন মিল নাই। তাই মাননীয় সদস্য বিধুভূষণ মালাকার বলেছেন যে ১৯১০ টাকায় কি হবে? এই টাকাতেও একটা ঘরও তৈরী করা যায় না। কাজেই এই অল্প টাকা দিয়ে কোন পরিকল্পনাই সুষ্ঠ ভাবে করা সম্ভব নয়। কাজেই এই পরিকল্পনাগুলি কি রাজ্য স্তরে কি কেন্দ্রীয় স্তরে এমন ভাবে হওয়ার যা বাস্তবের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। কাজেই সে দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যে ঘোষণা দিয়েছেন সেটা যেন কাগজে না থেকে বাস্তবে উদ্যোগী হন, ত্রিপুরা থেকেও আমরা সেই দাবী রাখি এবং আমরা আমাদের দাবী অল রেডী রেখেছি। এখন আমি একটা বিষয়ে মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের এই ত্রিপুরা ভারত-বর্ষের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য যেখানে সিডিউলড কাস্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবস অর্থনৈতিক ভাবে সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। এই অংশের জনগনের কল্যাণে সেই টাকা খরচা হবে অন্য খাতে ডাইভার্টেড হবে না। যদিও

আমি যখন পার্লামেন্টে ছিলাম তখন থেকেই একটা প্রশ্ন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রেখেছিলাম যে মানি যেন ডাইভার্টেড না হয়। ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে যে সব বাজেট হবে সেই বাজেট-গুলিতে এটা পয়েন্ট আউট করে দেওয়া হবে যে এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না। যেমন শিক্ষার খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না বা গ্রাম উন্নয়নের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না। এটা পয়েন্ট আউট করে দিতে হবে তাহলেই অনগ্রসর এলাকায় তপশিলী জাতি উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া যাবে। এখন কি হচ্ছে? বাজেটে টাকা ধরা হয় ঠিকই তপশীল জাতি উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের উন্নয়নের জন্য, কিন্তু সেই টাকা ডাইভার্টেড হয়ে যায় অন্য খাতে। এটা আমরা বিগত ৩০ বছর যাবত দেখে আসছি। কিন্তু আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোন খাতের কোন টাকা অন্য খাতে ডাইভার্টেড না করে, সেই অংশের জন্যই ব্যয় করা হচ্ছে। আমরা তপশীল সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য সেপারেট বাজেট আমরা করছি। আপনারা খবর নিয়ে দেখুন এর আগে অন্য কেউ এই ভাবে সেপারেট করে ধরেন নাই। আমরাই এটা প্রথম করেছি। গত বছর সিডিউল্ড ট্রাইবদের জন্য ল্যাণ্ড ডেভলাপ-মেণ্ট কর্পোরেশন আমরা গঠন করেছি। অনুরূপ ভাবে সিডিউল্ড কাষ্টের জন্যও কর্পোরেশন আলাদাভাবে গঠন করা হয়েছে। এবং আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করে বলেছি যে এই কর্পোরেশনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যদি ৫০ শতাংশ অনুদান দেন, তাহলে আর বাকী ৫০ শতাংশ আমাদের রাজ্য সরকার দেবে। এবং তপশীল সম্প্রদায়ের লোকদের কি ভাবে সাহায্য করা যায়, কি ভাবে তাদের জমি উন্নয়নের সাহায্য করা যায়, সেই দৃষ্টি ভংগী সামনে রেখেই আমরা এই কর্পোরেশন করছি। অবশ্য এই কর্পোরেশন এখনই ঠিক ঠিক ভাবে কাজ আরম্ভ করে নাই। এর জন্য রুলস ইত্যাদি হয়ে গেছে। কিছুদিনের মধ্যেই যাতে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করা যায় সেই দিকে আমরা চেষ্টা করছি। প্রথম অবস্থায় ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট থেকে ৫ লাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে। অনুরূপ ভাবে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট ৫ লাখ টাকা দেবেন বলে রাজী হয়েছেন। এইভাবে যদি ৫০ লাখ টাকার ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল এক দেড় বছরের মধ্যে করা যায়, তাহলে তপশীল জাতির গরীব অংশের মানুষের জন্য, তপশীল ভূমিহীনদের জন্য আলাদা ভাবে বাজেট যা ধরা হয়েছে এবং এই টাকা এই দু'টো মিলিয়ে সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের অনগ্রসর অংশের মানুষকে কিছুটা রিলিফ দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি আমার বক্তব্য খুব দীর্ঘ করতে চাই না। মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, সেটাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর ১৯১০ টাকা থেকে ৬৫১০ টাকা করলেই এই সমস্যার সমাধান হবে এটা মনে করার কোন কারণ নাই। কারণ এটা দীর্ঘদিনের একটা প্রসেসিংয়ের ব্যাপার। প্রথমে এই যে স্কীমগুলি আছে সেই স্কীমগুলি পরিবর্তন করে তপশীল সম্প্রদায়ের জনগণের আর্থিক পুনর্বাসন যাতে হয় সেই দিকে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। সেই দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণের সহযোগিতা আমরা পাব, তপশীল জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের সমস্ত অংশের জনগণের সহযোগিতা আমরা নিশ্চয় পাব।

তারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন যে কি ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষকে সাহায্য করতে পারেন এবং এটা তারা নিশ্চয় এপ্রিসিয়েট করেছেন। এই কাজগুলি যাতে আমরা চালিয়ে যেতে পারি তার জন্য তারা বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে এসে দাঁড়াবেন এই আশা আমি রাখি। এই প্রস্তাবকে আমরা নীতিগতভাবে গ্রহণ করে নিচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা এজন্য লিখেছি এবং আরও লিখব। কেন্দ্রীয় সরকার যদি আমাদের টাকা না দেন তাহলে আমাদের নিজেদের তহবিল থেকে টাকা দিয়ে এর পরিমাণ বাড়াব। এই বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় শিল্প মন্ত্রী।

শ্রীঅনিল সরকার : মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নকুল দাস যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন 'তপশীল জাতির ভূমিহীনদের বর্ত্তমান পুনর্ব্বাসন স্কীম ১৯১০ টাকার পরিবর্ত্তে ৬৫১০ টাকা করা হউক' এটাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। আর্থিক এবং সামাজিক দিক থেকে এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষগুলি হয় বঞ্চিত না হয় লাঞ্ছিত। আজ কাল হামেশাই পত্র পত্রিকাতে দেখা যায় যে এই সব অনুন্নত ধরনের লোকেরা বা হরিজনেরা বিভিন্ন ভাবে নিগৃহীত হচ্ছে কোথাও বা লাঠি পেটা হচ্ছে নইলে তাদের নানা ভাবে ভয় দেখান হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র এই দুইটি জায়গাতেই এই সব হরিজন এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের উপর নিগৃহ হচ্ছে না। কারণ এই সব জায়গায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন দীর্ঘদিন যাবত পুষ্ট হয়ে আসছে এবং সকল অংশের মানুষ পরস্পর পরস্পরের সংগে মিলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে লড়াই করছে এবং সেখানে এই শ্রেণী বিন্যাস ক্রমশ: স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই তপশীল জাতি এবং উপজাতির কৃষক শ্রমিক তাদের জীবন স্থায়ী ভাবে রোখা যায় সে জন্য ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা—জাত পাত ধর্ম এমন ভাবে গড়া হয়েছে যতই তাদের উপর শোষণ হউক না কেন ঐ জমিদার জোতদারদের প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় থাকে। যেমন : অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সেখানে হরিজনরা কোন জমি ক্রয় করতে পারবে না। কোন হরিজন যদি কারও কাছ থেকে জমি ক্রয় করে সেটা উচ্চ বর্ণের লোকের নাম ভাংতো, যে হরিজনদের কাছে জমি বিক্রি করত তাকে সমাজের মধ্যে বর্জন করা হত। এখনও তাই চলছে। এখনও পরিত্যাগ করা হয়, তিনি কেন ট্রাইবেলদের কাছে জমি বিক্রি করল। এই ধরনের একটা ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে। স্বাধীনতার পর আমরা বারবার লক্ষ্য করেছি যে যিনি প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন তিনি বার বার হরিজনদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন, সংখ্যালঘুদের জন্য বড বড় কথা বলেছেন। গত লোকসভার নির্ব্বাচনে আমরা দেখেছি শ্রীমতি গান্ধী—যিনি জিতলেন, তাঁর ইলেকশনের প্রধান যে এজেন্টরা তারা উত্তর বংগের সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য, হরিজনদের জন্য তাদের প্রচুর কান্না এবং তিনি যখন ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী হলেন তখন নারায়ণপুরে যে ঘটনা ঘটল, তখন দেখা গেল তিনি সব চাইতে বেশী বিচলিত হয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রধান

মন্ত্রী এই দুই আড়াই মাসে সবচেয়ে বেশী এই ঘটনায় বিচলিত হয়েছেন। কারণ নারায়ণপুরে পুলিশের হাতে সংখ্যালঘুরা, হরিজনরা নিগৃহীত হয়েছেন। কাজেই তিনি তখন দৌড়ে গেলেন তার ছেলে গেল গিয়ে তারা রিপোর্ট দিল যে এখানে আইন শৃংখলা নাই। হরিজনদের উপর অত্যাচার হয়েছে। কাজেই এই সরকারকে সহ্য করা যায় না। কারণ ভারতবর্ষের সবচেয়ে নিপীড়িত মানুষ যারা হরিজন তাদের জীবনের নিরাপত্তা নেই, তারা ধর্ষিত হয়, তারা বঞ্চিত হয় অত্যন্ত পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে তাদের উপর। প্রধান মন্ত্রীর ঘুম নেই। কিন্তু প্রধান কারণটা ছিল ভারতবর্ষে যে অ-কংগ্রেসী সরকারগুলি আছে সেগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য একটা অজুহাত পাওয়া গেছে, একটা ঘটনা পাওয়া গেছে। সেই জন্য দেখা গেল তার চোখের জল বেশী ঝড়ল। অথচ পাশাপাশি আসামে যেখানে এই ঘটনা, সেখানে তিনি এলেন না। তারপরে নয়টি রাজ্য ভেংগে দেওয়া হল। এবং বলা হল যে হরিজনদের জীবন সবচেয়ে বিপন্ন। কাজেই আমার দায়িত্ব হল এই অ-কংগ্রেসী রাজ্যগুলির সরকার ভেঙ্গে দেওয়া। এইটুকু করার জন্য তিনি একটা পয়েন্ট পেলেন। তারপর দেখা গেল পরশবিঘায় সেই অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ, তাদের ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হল, মানুষ খুন হল শ্রীমতী গান্ধী সেখানে গেলেন না সেখানে চোখের জল খানিকটা কমে গেল। তারপরে পিপড়ায়, সেখানে হরিজনদের বস্তিতে আগুন লাগিয়ে ১৭ জনকে অগ্নিদগ্ধ করা হল। পাটনা থেকে কত দূরে? দশ কিলোমিটার দূর হবে। কিছুদিন আগে বিহারের যিনি হরিজন মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন রাম সুন্দর দাস সেই সময়ে জামসেদপুরে সংখ্যালঘুরা জবাই হয়েছেন, মুসলমানরা খুন হয়েছেন কিন্তু তখন কিছু হয় নি। অথচ ইন্দিরা গান্ধী অ-কংগ্রেস (ই) সরকারগুলিকে ভেংগে দিয়েছেন, তিনি অন্যায় করেছেন, এটা করতে পারেন না। এখন তিনি গদীতে আছেন বিহারে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে তখন সেখানে হরিজনদের উপর সবচেয়ে বেশী অত্যাচার হয়। কাজেই কমরেড দশরথ বাবু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলেছেন যে এই সমাজ ব্যবস্থায় তাঁদের জন্ম হয়েছে এবং এই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না হলে কিছু করা সম্ভব নয়।৩০ বৎসর ধরে এরা রাজত্ব করেছেন এবং মহাত্মাজী বলেছেন যে এরা সাধারণ মানুষ না, এরা হরিজন, নাম বদলে দেওয়া হল হরিজন কিন্তু গরীব মানুষ তারা, তারা আজও নিপীড়িত শোষিত। আমরা দেখেছি গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে লেখক গোষ্ঠী চাকুরীর দাবীতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার দাবীতে তারা বোম্বাই রাস্তায় মিছিল করছিল এবং এর ফলে তারা গুলিবিদ্ধ হয়েছে, খুন হয়েছে। আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এই জিনিস চলছে। কাজেই এরা সরকারে আসার আগে ইলেকশানের এজেনডার মধ্যে ইলেকশান মেনিফেষ্টের মধ্যে তারা সব চেয়ে বেশী বেশী করে বলেন কিন্তু এরাই যখন সরকারে আসে তখন হরিজনরা নিগ্রীহিত হয়, হরিজনদেরকে ল্যাম্প পোষ্টে দাঁড় করিয়ে খুন করা হয়। আজকে উত্তর প্রদেশের কোন উচ্চ বর্ণের লোকের বাড়ীতে যদি একটা গরু মারা যায় সেটা হরিজনরা স্থানান্তরিত করে। এই ধরনের একটা অব্যবস্থা সমাজে চালু আছে। আজকে জনতা পার্টি ভেংগে যাচ্ছে। নির্ব্বাচনে জনতার একটি অংশ আর. এস. এস পার্টি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করেছিল এবং আর এস এসের যে নেতা

তিনি বলেছেন যে ইন্দিরা গান্ধীর সংগে আমাদের মতের কোন ফারাক নেই। আজকে সংখ্যালঘুদের উপর নির্য্যাতন, হরিজনদের উপর অত্যাচার এই সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনতা পার্টি ভেংগে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে হরিজনদের উপর নির্য্যাতনের যে প্রক্রিয়া তাদেরকে শোষণ করার যে প্রক্রিয়া এই শোষণের চাকাকে ধরে রাখবার জন্য হাজার হাজার বছর ধরে সমাজের মধ্যে জাতপাতের সৃষ্টি হয়েছে এবং মূল উদ্দেশ্য হলো অত্যাচারের চাকাকে অব্যাহত রাখা। একটা জাতের উপর দিয়ে তারা চলবে, তাদেরকে মাথা তুলতে দেবে না, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। তারা বিয়ে করলে পাল্কী চড়তে পারবে না। এই সমাজ ব্যবস্থা আমরা হাজার হাজার বছর যাবত লক্ষ্য করছি। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন আমার রাজ্যে সারা দেশে আজকে হরিজনদের জন্য এবং তপশীলি জাতির জন্য তাদের অর্থনীতি এবং তাদেরকে যদি শিক্ষিত করে না তোলা হয় তাহলে তাদেরকে সজাগ করা যাবে না। তাদেরকে সামাজিক মর্য্যাদা দেওয়া যাবে না। হাজার হাজার টাকা ঢাললেও তাদেরকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে না। কাজেই ১৯১০ টাকায় এদের পরিকল্পনা হতে পারে না মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে তাদের জন্য বাজেটের মধ্যে টাকা বাড়াতে চেষ্টা করব। এর মধ্যে আমরা দেখেছি তাদেরকে নানাভাবে তপশিলী জাতির জন্য পেশাগতভাবে তাদের মধ্যে যারা কর্মকার তাদেরকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে।

আমরা নানা ভাবে তপশীলি সম্প্রদায় ভুক্ত লোকদের উপকৃত করার জন্য চেষ্টা করছি। যারা চর্মকার তাদের কর্মের সুযোগ দিয়ে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। এই ভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত গরীব অংশের মানুষদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। সেই সাথে সাথে তাদের চাকুরী দেবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করছি। আমরা দেখেছি, পূর্ব্বতন সরকারের আমলে তপশীলি জাতি এবং উপজাতি ভুক্ত লোকেদের চাকুরার যে কোটা ছিল তা তারা পুরণ করতেন না। বলতেন, যোগ্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিক্ষিত এবং অর্দ্ধ শিক্ষিত তপশালি জাতি এবং উপজাতির লোকেরা হাজারে হাজারে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে চাকুরার জন্য। তারা বেশী চাকুরী চায় না। একটি মাত্র চাকুরী পেলেই তারা বেঁচে যায়। কিন্তু তাদের যে ন্যুনতম চাহিদা সেটা যদি তারা পুরণ করতেন তাহলে আজকে এটা হতো না। আজকে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার শ্রমজীবি মানুষ, কৃষক, মধ্যবিত্তের পাশে এসে দাড়িয়েছেন। আমরা দেখেছি, দিল্লীর সরকার হরিজনদের জন্য চোখের জল ফেলেছেন, কিন্তু কার্য্যকরী কিছু করেন নি। কিন্তু আমাদের যা সাধ্য, আমাদের যা ক্ষমতা আছে তা আমরা উজার করে ঢেলে দিয়েছি। আমাদের দু'বছরের শাসন ক্ষমতায় এবং আজকের দিনটি পর্য্যন্ত এমন কোন কাজ আমরা বাকী রাখি নি। কিন্তু ক্ষমতা আমাদের সীমাবদ্ধ। সেই সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়েই তপশীলি জাতি এবং উপজাতি ও অন্যান্য গরীব অংশের মানুষের জন্যে কাজ আমরা করে যাব। কিন্তু আমরা যাতে কোন কাজ করতে না পারি, তারজন্য এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। যারা দিল্লীতে বসে বসে বেশী কাঁদে তাদের রাজত্বে আজকে হরিজন খুন হচ্ছে গুলিবিদ্ধ

হয়ে, আগুনে পুড়ে। আজকে জোতদার ও জমিদারদের বন্দুকের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে আজকে আমাদের মিলিত ভাবে চেষ্টা করতে হবে এ সব বন্ধ করার জন্য। ত্রিপুরার নানা দিক থেকে আমাদের চিন্তা করতে হবে, শ্লোগান তুলতে হবে গরীব অংশের মানুষের বাঁচার জন্য। কাজে কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন এটাকে আমি সমর্থন করছি, এবং সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এর উপরে রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা খুবই দুঃখের কথা যে, স্বাধীনতার ৩০ বৎসরেও এই তপশিলী জাতি এবং উপজাতিদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয় নি কেন হয় নি সেটা যদি আমরা আলোচনা করতে যাই, তাহলে দেখব এই তপশিলী উপজাতি এবং তপশিলী জাতিদের সমস্যাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে বিচার করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই তপশিলী জাতি এবং উপজাতির লোকেরা সব থেকে অশিক্ষিত। এই অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন দল তাদের রাজনীতির একটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এবং এই ব্যবহার করেই তাদের দলে টেনেছেন, এবং শাসন ক্ষমতায় যেয়ে ভুলে গেছেন তাদের কথা। আজকে যারা সাম্যবাদী দল বলে নিজেদের দাবী করছেন, তারাও এই তপশিলী জাতি এবং উপজাতিদের সমস্যাদি নিয়ে সঠিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন নি। আজকেও মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন, কেন্দ্র থেকে যদি টাকা পাওয়া যায় তবে ৮৫১০ টাকা তাদের পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া হবে নতুবা তা দেওয়া যাবে না। তারা বলেছেন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কিছু করা যাবে না। কাজেই এই সমাজ ব্যবস্থাটাকে পালটিয়ে দিতে হবে। যতদিন এটা সম্ভবপর হবে না ততদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কিন্তু বাস্তব সমস্যা তা নয়। যে কোন দল সেই কংগ্রেসী পার্টিই বলুন তাদের আমলে দেখেছি, এই সমস্যার কোন গুরুত্ব না দিয়ে একটা চাহিদা নিয়ে তারা ব্যবহার করেছেন এই সমস্যাকে। কাজে কাজেই এই সমস্যা দূর হয় নি। আমরা দেখেছি, বামফ্রন্ট সরকারের আড়াই বৎসরের রাজত্বে বহু বিল তারা পাশ করেছেন, বহু গাল ভরা বুলি আওড়িয়েছেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোন কাজই হয়নি। অবশ্য তাঁরা বলেছেন, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। কাজে কাজেই এই সমস্যা দূর করতে বহু বৎসর লাগবে। এই জন্যেই আমার মনে হয় তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে তাদের বাঁচার অধিকার স্থাপন করতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না। এই বলেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহাশয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :—

"তপশীলি জাতির ভূমিহীনদের বর্ত্তমান পুনর্বাসন স্কীম ১৯১০ টাকার পরিবর্ত্তে ৬৫১০ টাকা করা হোক"।

(প্রস্তাবটি সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে ধ্বনি ভোটে সভা কর্ত্তৃক পাশ হল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী তপন কুমার চক্রবর্তী মহাশয়কে উনার প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী:—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে এই সভায় আমি একটি প্রস্তাব এনেছি আলোচনার জন্য। আমরা গত পাঁচ মাস ধরে লক্ষ্য করেছি, আসামে কিছু সংখ্যক লোক এবং কিছু সংখ্যক ছাত্র আসাম থেকে বিদেশী বিতাড়ণের নামে এক আন্দোলন শুরু করে এবং এই আন্দোলন-এর পেছনে আমরা লক্ষ্য করেছি, সি, আই, এর, চক্রান্ত আছে। এবং প্রত্যক্ষ ভাবেই তারা এই আন্দোলনে এগিয়ে যাচ্ছে। ইদানিং কালে আমরা দেখেছি, আর, এস, এস, ও জনসংঘ সেই আন্দোলনের পেছনে ছুটেছেন এবং এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মদত পেয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আজকে আসামে চলছে, পাঁচ মাস ধরে যে আগুন আজকে সমগ্র আসামকে জ্বালাচ্ছে সেই আগুন শুধু আসামেই থাকছে না, তার প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া এবং আন্দোলনের ধারা আসামের বুকেই থাকছে না, আজকে উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের প্রত্যেকটি রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ার মুখে। এটা আমি পরবর্তী সময়ে আনব। এখন আমি এই শুধু বলতে চাই, যাদের মদৎ পুষ্ট হয়েই এই আন্দোলন শুরু করে থাকুক না কেন সেই আন্দোলন ভারতবর্ষের মানুষের একতাকে নষ্ট করছে, জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হচ্ছে সেই আন্দোলনকে কেহ সমর্থন করতে পারে না। আমরা দেখেছি এই আন্দোলন প্রথম দিকে কিছু সংখ্যক ছাত্র শুরু করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে অল আসাম গণসংগ্রাম পরিষদ এই আন্দোলনের পেছনে যায় এবং অল আসাম ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নও সেই গণসংগ্রাম পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সেই আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলে। প্রথমদিকে এই আন্দোলন হিংসাত্মক ছিল না, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই আন্দোলন একটা হিংসাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। এবং শুধু মাত্র অসমীয়া বলতে যা বুঝায় তাদেরকে বাদ দিয়ে সমস্ত অংশের মানুষ যারা আসামে বাস করেন—হিন্দু, মুসলিম, বাংগালী, নেপালী এবং অন্যান্য অ-অসমীয়া মানুষদের বিদেশী বলে শ্লোগান তোলে তারা এই আন্দোলন শুরু করে। তাদের যে সমস্ত ডিমাণ্ড, সেই ডিমাণ্ডের ভিত্তিতে বহুপূর্ব্বেও তারা আন্দোলন করেছিল এবং আমরা দেখেছি ১৯৬০ ইং সনের আন্দোলন খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়নি, একটা জায়গায় এসে সেই আন্দোলন থেমে গিয়েছিল। কারণ সে আন্দোলনের পেছনে আসামের অন্যান্য অংশের গণতান্ত্রিক মানুষ—শ্রমিক, কৃষক, অন্যান্য মেহনতী মানুষের কোন সমর্থন ছিল না। ১৯৬০ইং সাল এবং তার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ভাবে সেই আন্দোলন মাথা চারা দিয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেই আন্দোলন বার বার ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কোন আন্দোলনই বর্ত্তমান আন্দোলনের মত ৫ মাস কাল স্থায়িত্ব লাভ করেনি। তাদের মূল দাবী হচ্ছে—১) আসাম ফর আসামীস,

২) অল জবস ফর সনস অব দি সয়েল, ৩) দ্য অয়েল ওয়েলথ ইন আসাম ইজ ফর আসাম এলোন, ৪) অল নন-আসামীসা আর ফরেনার্স। তাদের প্রথম এবং প্রধান সর্ত্ত হলো—১৯৫১ ইং সনের পর থেকে যারা আসামে বসবাস করছেন, তাদেরকে বিতাড়ণ। ১৯৫১ ইং সালের পরবর্তী সময়ে যারা পুরুষানুক্রমে আসামে বসবাস করছেন তাদেরকে তারা বিদেশী আখ্যা দিয়ে বিতাড়িত করার জন্য আন্দোলন শুরু করেছে। আমরা দেখেছি সেই গণসংগ্রাম পরিষদের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক আছে যারা ১৯৭৬ইং সালকে ভিত্তি বছর করতে চান, আবার কেউ কেউ ১৯৩৭ ইং সালকে ভিত্তি বছর করতে চান। এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫১ ইং সালকেই তারা ডেডলাইন ঠিক করেছে। এই ১৯৫১ ইং সালের পর থেকে যারা আসামে বসবাস করছেন তারা সবাই বিদেশী। আসামে ১৫০ লক্ষ লোকের মধ্যে সংখ্যালঘু বাংগালী হিন্দু রয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ যাদেরকে মেইন টারগেট করা হয়েছে। আর নেপালী রয়েছে ১০ | ১২ লক্ষের মত এবং এমন কি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জমিদার-দের নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে সেই গরীব কৃষক মুসলমানগণ যারা এই সীমান্ত পেরিয়ে আসামে চলে গিয়েছিল যাদের সংখ্যা হবে প্রায় ২০ লক্ষের মত, তাদেরকেও ফরেনার্স বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আসামে বসবাসকারী ভারতের বিভিন্ন অংশের মানুষকে বাদ দিলে দেখা যায় মোট জনসংখ্যার অর্দ্ধেকেরই বেশী লোক অ-অসমীয়া এবং আজকে তাদেরকেই বিদেশী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, এই আন্দোলনের পেছনে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থন নেই। আমরা দেখেছি যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে মিটিং করে ১৯৭১ইং সালকে যে ডেড লাইন ঠিক করা হয়েছে, সেটা সমস্ত রাজ-নৈতিক দলই মেনে নিয়েছেন। ১৯৫১ইং সালের পর যারা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসেছে এটা নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি অনুযায়ী। এটা একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি। এই চুক্তিকে লংঘন করা যায় না এবং শ্রীমতী গান্ধীও এই চুক্তিকে লংঘন করতে চান না। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মুজিবুর রহমান এবং শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যে আরেকটা আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১ইং সালের ২৫শে মার্চের পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে যেসমস্ত লোক ভারতে চলে এসেছে এবং ভারতে বসবাস করছে, তাদেরকে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না এবং তাদেরকে স্বদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যও একটা চুক্তি হয়েছে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের কোন রাজ-নৈতিক দলই যে আন্দোলনকে সমর্থন করে না, সেই জায়গায় এই আন্দোলন দীর্ঘ ৫ মাস ধরে চলতে পারে সেটা সহ্য করা যায় না। গতকালের একটা পত্রিকায় দেখলাম যে, আসামের নও-গাঁও এবং বরপেটাতে আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল, যে সমস্ত অ-অসমীয়া আসামের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে অত্যাচারিত হয়ে এই আশ্রয় শিবিরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই আশ্রয় শিবিরও ভেংগে দেওয়া হয়েছে। ফলে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার মানুষ পশ্চিম বংগের রেল ষ্টেশনে গত পরশু দিন এসে আশ্রয় নিয়েছে। এই ধরণের ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক। এই দীর্ঘ ৫ মাসের আন্দোলনের ফলে, এটা অবশ্য অসমর্থিত সংবাদ হলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ৫ থেকে ৬

শত লোক খুন হয়েছে। হাজার হাজার লোক নিগৃহীত হয়েছে কিন্তু হাসপাতালে প্রপার ট্রিট-মেণ্ট পাচ্ছে না। হাজার হাজার ঘর বাড়ী অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে, হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে অ-অসমীয়া চাষীদের কিছু উৎপাদন করতে দেওয়া হচ্ছে না। এইভাবে হাজার হাজার কৃষক যারা এই কৃষির উপর একান্তভাবে নির্ভশীল তাদের অবস্থা আজকে শোচনীয়। হাজার হাজার শ্রমিক আজকে বেকার হয়ে পড়েছে সমস্ত কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে। আসামের আন্দোলনের ফলে প্রতিদিন ভারতের প্রায় ৩ কোটি টাকার মত ক্ষতি হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৮০০ কোটি টাকার মত ভারতের ক্ষতি হয়ে গেছে। সুতরাং এই যে ক্ষতি সেটা সামগ্রিক ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা আঘাত হানবে। শুধু তাই নয়, রেল ষ্টেশানগুলিতে পিকেটিং-এর ফলে শুধু আসামই নয়, অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যগুলি—মনিপুর, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদি আসামের মধ্য দিয়ে আসে, সেই সমস্ত রাজ্যে এই পিকেটিং-এর ফলে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ডিজেলবাহী ওয়াগন, পেট্রলবাহী ওয়াগনগুলিকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। খাদ্য বোঝাই ট্রাক, লবন, চিনি বোঝাই ট্রাকগুলিকে পথের মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয়েছে। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সীমেণ্টের অভাবে কাজকর্ম হচ্ছে না, লোহার অভাবে কাজকর্ম হচ্ছে না এক কথায় বলতে গেলে আমাদের রাজ্যের সামগ্রিক, আর্থিক এবং উন্নয়ন-মূলক সমস্ত কাজের মধ্যে আজকে বাধার সৃষ্টি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর মূল কারন যদি আমরা বুঝতে চাই অবশ্য অন্য অনেক কারন থাকতে পারে কিন্তু সেই সব ছাড়া আজকে আসামের এই লাগাতর গোলমালের ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আজকে দুর্ভোগ, অভাব অনটন সমস্ত সমস্যাগুলিই সৃষ্টি হয়েছে। আমরা দেখেছি এই আন্দোলন যখন শুরু হয়েছে তখন জুড়ালো ভাবে কারও হস্তক্ষেপ সেখানে আমরা আশা করতে পারিনি কারন তখন কেয়ার-টেকার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সেই সময় আমরা বলেছি যে এই ধরণের বিচ্ছিনতাবাদী আন্দোলন যে আন্দোলন ভারতবর্ষের সংহতি বিপন্ন করে যে আন্দোলনের ফলে মানুষকে দুর্ভোগ পোয়াতে হয়, যে আন্দোলনের ফলে মানুষের অভাব অনটন বেড়ে যায় এবং যে আন্দোলনের ফলে মানুষের সমস্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলে সে ধরণের আন্দোলন একদিনও চলতে দেওয়া উচিত নয়। পরবর্ত্তী সময় আমরা দেখলাম কেয়ার টেকার প্রধানমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং চলে গেলেন এবং ভারতবর্ষে নুতন করে নির্ব্বাচন হলো সেই নির্বাচনে আসামের দুটি কনষ্টিটিউনিসর ছাড়া আর বাকী ১২টি কনষ্টিটিনিসর মধ্যে প্রার্থীরা নমিনেশান পেপার জমা পর্য্যন্ত দিতে পারলেন না। এটাকে কি আমরা বলতে পারবো না যে পরোক্ষভাবে তাদের আন্দোলনের মধ্যে মদত দেওয়া হয়েছে। কেয়ার টেকার প্রধানমন্ত্রী সেখানে রাজ্য পরিচালনা করতে পারলেন না। তাই সেখানে একটা নুতন সরকার গঠন করা হলো যাতে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সেখানে সৃষ্টি করা যায় এবং একটা মীমাংসার উপায় উদ্ভাবন করা যায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার জানুয়ারী মাসে ভোট হয়েছে এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট নিয়ে যে দল শাসন ক্ষমতায়

আসীন রয়েছেন সেই দল আজকে আড়াই মাস হয়ে গেল কিন্তু আসামের সমস্যা মেটাতে পারছেন না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জৈল সিং সেখানে গেলেন কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসামে দূত পাঠালেন সেখানে আলোচনা হলো কিন্তু কোন আলোচনার ফয়শালা হচ্ছে না। আমরা দেখলাম প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে আলোচনা করে তাদের সঙ্গে ঠিক হয়েছে, আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি এমন কোন কাজ করবেন না যা আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করা হয় এবং তাঁরা ঠিক করে দিয়েছেন যে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যারা আসামে এসেছেন তাঁরা আসামে থাকতে পারবেন। কিন্তু তারপরও সেখানে আসামীরা গোলমাল করছে। এই অবস্থা কোন মতেই চলতে দেওয়া উচিত নয়। আজকে যদি আসামের মধ্যে দিনের পর দিন এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে আমার ত্রিপুরা রাজ্যে মার্চ মাসে যে টাকা পয়সা খরচ হবার কথা ছিল সেটা নানা কারনে খরচ করা যাচ্ছে না তাতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের স্বার্থে এই আন্দোলনকে আর চলতে দেওয়া উচিত নয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে হস্তক্ষেপ করবেন বলে আমরা মনে করি। সেই জন্য আজকে এই সভার মধ্যে আমি প্রস্তাব করছি :

"এই সভা আসামে বহিরাগত বিতারনের নাম করে উগ্রজাতীয়তাবাদীরা গত কয়েক মাস যাবৎ যে অরাজকতা সৃষ্টি করছে, সংখ্যালঘুদের জান মান বিপন্ন করছে, তার তীব্র নিন্দা করছে। দিল্লীতে সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে সম্মেলন করেছিলেন সেই সম্মেলনের সূত্র অনুসারে প্রধানমন্ত্রীকে অবিলম্বে আসাম পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য সভা অনুরোধ জানাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে আসাম পরিস্থিতির ফলে উদ্ভূত ত্রিপুরার জরুরী সমস্যাগুলি তারা অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুন"। আমি আশা করি এই সভার মধ্যে এই প্রস্তাবের উপর বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং এটা স্বীকৃতি পাবে। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রী সমর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী যে প্রস্তাব এনেছেন আজকে এই হাউসে সেই প্রস্তাবকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। আসামে দারিদ্র বেকারী এবং জন দুর্ভোগ তীব্র। এই সমস্ত সমস্যা সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সেখানকার অনগ্রসর মানুষ, সেই অঞ্চলের উপজাতি এবং অনান্য অনগ্রসর মানুষ সাংঘাতিক ভাবে অবহেলিত হচ্ছে সেটা বাস্তব সত্য। কিন্তু এই আসামের গণ্ডগোলের ফলে সারা ভারতবর্ষে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, ঐক্য ও সংহতি ইত্যাদি সমস্ত কিছুর মধ্যে আঘাত হানছে এই পরিবেশ। আজকে এই বিদেশী হটানোর নাম করে আসামে যে অ-অসমীয়াদের ভারত থেকে বিতাড়ণ করা হচ্ছে তার ফলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সারা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক মানুষকে তা নাড়া দিতে বাধ্য। বিদেশী কথার কোন সংজ্ঞা ঠিক করা হয় নি। বিদেশী কে এই কথা

বাহির করবে কে। ভারতের মানুষ? ভারত একটা সার্বভৌম দেশ। ভারতের মানুষ একমাত্র শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে, আইনগত ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে বর্ত্তমানে যে সংবিধান সেই সাংবিধানিক সংবিধানসম্মত যে বিদেশী সংজ্ঞা সেইটাকে তারা অনুসরণ করবেন। না তাদের খেয়াল খুশী মত সবাইকেই বিদেশী মনে করে তাদের বিতাড়ণ করবেন? বিদেশী ভারতে থাকুক তা কেউই চায় না। এই প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে আমি এই কথা বলতে চাই যে বিদেশী ভারতবর্ষে থাকুক তা কেউ চাইতে পারে না। এই প্রস্তাব হয়ত বিধানসভার সকলেই একমত হবেন। কে বিদেশী? এর কোন সংজ্ঞা এখনও নির্দ্ধারণ করা হয়নি। ৫ মাস যাবৎ যে এক ভয়াবহ অবস্থা চলেছে আসামের মধ্যে এটা লজ্জার কথা। মাঝখানে একটা সময় গেছে যে সময়ে কেন্দ্রে কোন সরকার আছে কি নেই এই বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্থায়ী সরকার গঠন করেছেন। সারা ভারতবর্ষের দুই তৃতীয়াংশ মানুষের সমর্থন নিয়ে বেশী আসন দখল করে পার্লামেন্টে বসেছেন। স্থায়ী সরকার করেছেন। সেই স্থায়ী সরকারের ভূমিকা কি? আসামে সমগ্র জনগণের এই যে সমস্যা, ভারতের এই যে সমস্যা, এই সমস্যার সমাধানের কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছিল না। আমরা দেখলাম পার্লামেন্টে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির যারা এম, পি, সংসদের দলীয় নেতা শ্রীসমর মুর্খার্জী এক প্রস্তাব তুললেন যে অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকতে হবে। সর্বদলীয় বৈঠক ১লা মার্চ বসেছিল এবং তখন আলাপ আলোচনা হয়েছে। সেখানে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সেই বৈঠকে আবেদন জানানো হল অবিলম্বে এই আন্দোলন স্থগিত রাখ এবং অনুকুল অবস্থার সৃষ্টি কর। এই আসামের গুরুতর সমস্যার সমাধান করা চাই। এর পরেও এই অবস্থা চলে যাচ্ছে। কলসীর মধ্যে থেকে যখন জল বেরিয়ে গেল সেই জল আর কলসীতে ঢুকছে না। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দল, ধনী জমিদারদের দল, তারাই আসামে সেই গোলমালের সৃষ্টি করছে। সেই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট চক্রান্তকারীরা এই সুযোগ গ্রহন করছে। তারা ভারতবর্ষের উত্তরপূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটা নূতন উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। সেখানে বিদেশী হটানোর নাম করে সেখানে বিপন্নতার শ্লোগান, উগ্রজাতীয়তাবাদীর শ্লোগান ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত আর চলতে দেওয়া যায় না। আসামের এই পরিস্থিতির ফলে ত্রিপুরাও এক জটিল সমস্যার সর্ম্মুখীন হয়ে পড়েছে। ত্রিপুরায় গত কয়েক মাস ধরে তেল নেই, ডিজেল নেই, পেট্রল নেই। গাড়ী চলছে না। মাত্র ১০ কিলোমিটার রেলপথ। ধর্মনগর এসে তা শেষ। তারপর ত্রিপুরার সমস্ত পরিবহন ব্যবস্থা একমাত্র ডিজেল এবং পেট্রলের উপর নির্ভর করে চলে। মাসের পর মাস এই অবস্থা চলেছে। বর্ত্তমান যে ত্রিপুরার সরকার বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় এই সংকট জনক পরিস্থিতির মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করছেন। বর্ত্তমানে পেট্রল, ডিজেলের দরকার তার সামান্য অংশও ত্রিপুরায় এসে পৌছায় না। বিড়ী ফ্যাক্টরীগুলি অচল অবস্থায় আছে। কারণ বাজার থেকে কাঁচামাল এসে পৌছায় না। এখানকার কুটির শিল্পগুলির উৎপাদন বাইরে পাঠানো যাচ্ছে না। বাইরে থেকে

সুতো আমদানী করতে হবে। সমস্ত অঞ্চলে অঞ্চলে সরকারী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে তাদের সুতো দেওয়া হবে। কিন্তু ২ মাস ৩ মাস পার হয়ে যাচ্ছে ঠিকভাবে সুতো দেওয়া হচ্ছে না। গ্রামে গ্রামে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ বন্ধ। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামীন বেকাররা ফুড ফর ওয়ার্ক মাধ্যমে কিছুটা কাজ পাচ্ছিল, অনাহার বন্ধ হয়ে গেছিল। কিন্তু সব বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন করে আবার সংকট দেখা দিচ্ছে, পেট্রল এবং ডিজেলের অভাবে। এই অবস্থা আর চলতে দেওয়া যায় না। আমাদের বিধানসভায় যে প্রস্তাব এসেছে এটাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আসুন সকলে সর্বসম্মতিভাবে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমরা জানিয়ে দেই গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে, আমরা আছি তাদের সাথে। পশ্চিম বাংলার বিধানসভায় আমরা দেখেছি, তারাও এগিয়ে এসেছেন। পশ্চিমবাংলার বিধান-সভায় এই প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছে। সেই প্রস্তাবটি হচ্ছে "অবিলম্বে বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলন. উগ্রজাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বন্ধ করে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় যাতে আসামের সমস্যার সমাধান হয়। সর্বদলীয় সম্মেলনে যে সূত্র অনুসরণ করা হচ্ছে এই বিধানসভা এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকেও সেই সূত্রকে অনুসরণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করি, যে অনতিবিলম্বে আসামের অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হোক। এই বলে. এই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার উপর বক্তব্য রাখবো। প্রস্তাবক মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী তিনি নিজেই বলেছেন এই সমস্যার তিনি সুষ্ঠু সমাধানের চান এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীও এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের কথা বলেছেন। আমরাও চাই এই সমস্যার সুষ্ঠুভাবে সমাধান হোক। কিন্তু তারা সমাধানের কোন পথ নির্দ্দেশ করে দেন নি। কাজেই এই সমস্যার সমাধান করতে হলে, কিভাবে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে তা আলোচনা হওয়া দরকার। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে আসামের যে সমস্যা সেই সমস্যার উৎস কোথায়, সেই জিনিসটা আমাদের বের করতে হবে। আজকে আসামে যে বিক্ষোভের দানা বেঁধে উঠেছে, যে আন্দোলন চলছে তার মূল বিক্ষোভের কারণ হচ্ছে আসামের মূল যে অধিবাসী অসমীয়ারা সংখ্যালঘুতে পরিনত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। তারা হিসাব করে দেখেছেন যে ১৯৮১ সন নাগাদ সেখানে ৯১ লক্ষ বহিরাগত সংখ্যা দাঁড়াবে। মূল অধিবাসীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। আমি চিলড্রেন্স পার্কে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর মুখে আসামের সমস্যা নিয়ে বক্তৃতা শুনেছি। ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীর মুখেও এই কথাটা শুনেছি, যে গণতন্ত্র উগ্র জাতীয়তাবাদী ইত্যাদির কথা শুধু মুখে মুখেই আওরান হয়েছে এবং তার মধ্যে কংগ্রেস ও অন্যান্য নানান দলকে টেনে আনা হয়েছে। আমার মনে হয় যারা কমিউনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী, যে সমস্ত দেশে কমিউনিষ্ট সরকার কায়েম হয়েছে সেখানেও মূল অধিবাসীদের

গ্রাস করার অনুমতি দেওয়া হয় নি। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই মূল অধিবাসী-দের গ্রাস করার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সেই আন্দোলনই হচ্ছে আসামের আন্দোলন। মাননীয় ডেপুট স্পীকার স্যার, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তিনিও বলেছেন যে আসামের আন্দোলনের উৎস সেখানেই। সেখানেও ত্রিপুরার মত মূল অধিবাসীরা বহিরাগতদের চাইতে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে এবং তাদের দ্বারা গ্রাস হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ত্রিপুরার দিকে তাকিয়ে আসামের মূল অধিবাসীরা আজ শংকিত হচ্ছে, নাগাল্যাণ্ড মিজোরাম, মেঘালয় সেখানকার মানুষেরাও আজকে শংকিত আজ ত্রিপুরার অবস্থার দিকে তাকিয়ে। তাদের সামনে আজ ত্রিপুরা একটা উদাহরণ হয়ে আছে। কারণ আমি দেখেছি যে ত্রিপুরায় ১৯৮১ সাল পর্যন্ত যারা মূল অধিবাসী এখানকার উপজাতীরা, যারা বিগত হাজার বছর ধরে এই মাটি চাষ করে আসছে। আর আজকে তাদের সেই মাটির মালিকানাকে গ্রাস করা হচ্ছে, তাদের জমিজমা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের ন্যাশানেল আইডেন্টিটি প্রভৃতিকে গ্রাস করা হচ্ছে—কাজেই এই যে অবস্থা এখানে কোন রাজনৈতিক আদর্শ সমর্থন করতে পারে, এটা আমার জানা নাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটা তথ্য তুলে ধরতে পারি, যেমন আমি দেখেছি ১৯৪১ সালে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ১৩ হাজার। সেখানে ১৯৫১ সালে দেখা গেছে ৬ লক্ষ ৩৯ হাজার, অর্থাৎ এটা নরমেল একটা বৃদ্ধি। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সাল, এই দশ বছরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো ৬ লক্ষ থেকে ১১ লক্ষে। কাজেই এটা নরমেল বৃদ্ধি নয়। এবং তখন থেকেই ত্রিপুরার উপজাতীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে, তখন থেকেই এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এইদিকে তাকিয়ে আজকে আসাম ও মেঘালয়ের মানুষরা এই দাবী পেশ করবে, এটা স্বাভাবিক কথা। কাজেই আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বুকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই বলতে চাই যে আসামের যে আন্দোলন এটা উগ্রজাতীয়তাবাদী নয়। তারা ভারতের মূল নাগরিক, তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই এই আন্দোলন। আসামের যারা মূল অধিবাসী তারাই প্রকৃত নাগরিক অন্য জায়গা থেকে লোক এসে তাদের সমস্ত জিনিষকে অধিকার করবে এবং আমাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করবে, সত্যিকারের গণতন্ত্র বিশ্বাসী যারা, তারা এটাকে সমর্থন করতে পারে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি আসামের লোকসংখ্যার ক্ষেত্রে—যেখানে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে সর্ব্ব ভারতীয় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় ২১ পারসেন্ট, সেখানে আসামের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় এই সময়ের মধ্যে ২৫ পারসেন্ট. যেখানে ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্য্যন্ত সর্ব্বভারতীয় লোকসংখ্যা হয় ২৫ পারসেন্ট, সেখানে আসামে হয়েছে এই সময়ের ৩৫.২৮ পারসেন্ট। কাজেই আগামী ১৯৮১ সালের মধ্যে সেখানের অহমিয়ারা যে সংখ্যালঘু হতে পারে এ আশংকাটা অমূলক নয়। তাই আজকে এই সমস্যার মূল উৎস খুঁজে বের করতে হবে এবং তারপর তার সমাধান করতে হবে আমি মনে করি যারা এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দাবী করেছেন, তাদের উচিত আসামের মূল অধিবাসীরা যাতে সংখ্যালঘু হতে না পারে এবং তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে নাগরিকত্বের প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আমি জানি ভিন্ন রা এবং আসামে যারা বহিরাগত তারা

বাংলাদেশ থেকে তদানিন্তন পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে চলে এসেছে এবং এখানে তারা নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে ও দাবী তুলেছে যে আমাদের ভূমি দিতে হবে, চাকুরী দিতে হবে। এমনি করে ত্রিপুরাতে আজ ৭০ হাজার বেকারে সৃষ্টি হয়েছে এবং ভূমিহীনদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ এই ছোট ত্রিপুরাতে। যে ষ্টেইট আসামের একটা ডিষ্ট্রিক্টের সমানও নয়। যে ষ্টেইট সমস্ত উত্তর পূর্ব্ব ভারতের সব চাইতে ছোট ষ্টেইট। সেখানে এখানের যে লোকসংখ্যা তা অবাস্তর বটে। ১৯৫৪ সালে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ বল্লভ পন্থের মুখে শুনেছি যে ত্রিপুরাতে আর বাহির থেকে লোক আনা যাবে না। এইভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, এটা কোন জাতির বিরুদ্ধে বা কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ নয়। এটা হচ্ছে মূলতঃ রাজ্যের যারা মূল বাসিন্দা তাদের সমস্যার কথা চিন্তা করেই এই সমস্ত দাবী করা হয়েছে।

আমাদের উপজাতিদের তরফ থেকে যখন এই দাবী করা হয় তখন এটাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয়। আমি জানি সুখময় বাবুর আমলেও অনেক বাঙ্গালীদের কাছ থেকে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এসেছে, আমিও এই ধরনের অনেক অভিযোগ সুখময় বাবুর কাছে দিয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম যে তার কোন এ্যাকশান নেওয়া হল না। এই বামফ্রন্টের আমলেও স্বামী দয়ানন্দ বিদ্যানিকেতনের আশেপাশের বেকাররা আমার কাছে একটা প্রমাণ সহ তথ্য দাখিল করেছে, যেমন এই দয়ানন্দ বিদ্যানিকেতনের যে এ্যাসিষ্টেণ্ট টিচারের পদ শূন্য রয়েছে, সেখানে নাকি স্থানীয় বেকারদের দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু সরকার তা না করে, বাণী বিদ্যানিকেতনের ১৯৭১ সালের যে রিলিফ ক্যাম্পে ছিলেন, তাকেই সেখানে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, স্থানীয় বেকাররা দাবী করেছে যে এই শিক্ষককে বহিষ্কার করে সেখানে যেন স্থানীয় বেকারদের নিয়োগ করা হয়।

তাই নিয়ে সেই জনতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তারা একটি চিঠিও লিখেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার,, অ-উপজাতিরা উপজাতিদের ট্রাউবেলস্ সৃষ্টি করছে তারা খাস জমি দখল করছে এসমস্ত বহু অভিযোগ ও বহু লিষ্ট আমি পাচ্ছি সোমবার দিন এই এসেম্ব্লিতে আমি দাখিল করব। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে অবস্থা এটা এখানকার শাসক গোষ্ঠীরা সৃষ্টি করছে। নাহলে আসামে এভাবে গণ্ডগোল চলতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে শাসক গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সরকার তাদের চক্রান্ত ও অবহেলায় সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার,, কাজেই আমি বলতে চাই যে আমাদের এখানে যখন ১৯৭১ সালের পরেও হাজার হাজার উদ্বাস্তু এসেছে উপজাতি অঞ্চলে। উপজাতি অঞ্চলে অ-উপজাতিদের প্রবেশ সর্বনাশ করেছে। তারা যে জমি চাষ করত সেখানে অ-উপজাতিদের পুনর্বাসন দেওয়ার ফলে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। উৎবাস্তু কলোনীর লোকেরা উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করত। আমি সোনামুড়াতে দেখেছি উৎবাস্তুদের কারণে জুমিয়ারা বাধ্য হয়ে জমি বিক্রি করেছে। আজকে সেখানকার উপজাতিরা দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্যার মধ্যে ছিল তা আরও তীব্র করা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ

চলার ফলে। তাহলে এটাত একটা চক্রান্ত তারফলে সৃষ্টি হয়েছে আসামের সমস্যা, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে উৎবেগের সৃষ্টি হয়েছে। আজকে বলা হয়েছে নেহেরু লিয়া কত চুক্তি সে চুক্তি স্বীকার করে যদি বলি তাহলেও ত একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে এর বোঝা শুধু মাত্র ত্রিপুরার উপরে পড়বে শুধু মাত্র আসামে উপরে পড়বে এটা হতে পারে না। সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ঠিক করতে হবে। তা না হলে এটা অবিচার মাত্র। শুধু ২।৩ টা উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তাহলে ঐ কংগ্রেস আমলের মত, সুখময় বাবুদের মত, শচীন বাবুদের মত কাজ হচ্ছে। আজকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কিন্তু আজকে যে আন্দোলন আসামে হচ্ছে তা শুধু বাঙালীদের বিরুদ্ধে নয়, নেপালীদের বিরুদ্ধেও? তারাও উচ্ছেদ হচ্ছে সেখান থেকে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আসামের যে আন্দোলন তার ভিত্তি আছে, তার প্রকৃত ঐতিহাসিক সমস্যা রয়েছে তবে এই আন্দোলনে যে সমস্ত মানুষ অসামাজিক উগ্রপন্থী-দের দ্বারা নিগৃহিত হয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের নিশ্চয়ই সম বেদনা থাকবে কিন্তু এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে গ্রাস চলছে সেই অবস্থায় আমাদের ভাবতে হচ্ছে কি করে তার সুষ্ঠু সমাধান আসতে পারে। আমি মনে করি যদি নানা প্রকার বিচ্ছিন্নতাবাদী ইতিহাসকে বিকৃত না করে তবে ইতিহাস তার নিজস্ব পথে সমস্যার সমাধান করে নেবে। মানুষ যদি সুষ্ঠুভাবে সামাজিক পথে চলে তবে ইতিহাসও চলবে যদি বিকৃত পথে চলে, বা চলার চেষ্টা করে তবে বিকৃত পথে চলতে থাকবে। নিশ্চয়ই আসামের সমস্যা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে না। সুষ্ঠু পথে আজকে এই অবস্থার সমাধান হতে পারে আর যদি বিকৃত করে তবে বিকৃত হয়ে থাকবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব।

শ্রীদশরথ দেব :— মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে প্রশ্নটা আলোচনার জন্য আনা হয়েছে সেটি নিশ্চয়ই সময়োপযোগী। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আরো আগে উপযুক্ত ষ্টেপ নেওয়া উচিত ছিল। আমি মনে করি আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না। কাজেই কমপ্লিট ষ্টেপ কেন্দ্রীয় সরকারের নেওয়া উচিত। আসামের আন্দোলনে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আমি যাচ্ছি না। সমগ্র জাতি হিসাবে আসাম কম ক্ষতিগ্রস্ত নয়। সেখানে স্কুল কলেজ থেকে আরম্ভ করে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত আমরাও সেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত। উগ্র জাতিয়তাবাদ যে ধ্যান ধারনা তা মানুষকে কত বিপদের দিকে নিয়ে যায় এবং ভারতের জাতীয় সংহতিকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে আসামের ঘটনাবলী তার একটা দৃষ্টান্ত। আমি একথা বলছি না যে আসামের কোন সমস্যা নেই। আসাম একটা অনগ্রসর এলাকা, তার একটা বিরাট অংশ উপজাতি শাসিত এলাকা ছিল। তাতে অনেক ভাগ আছে। কাজেই সব দিক দিয়ে এটাত অনগ্রসর। কাজেই সর্ব্ব দিক দিয়ে তাদের অনেক গ্রিভেন্স আছে, অনেক অভাব এবং অনেক অভিযোগ আছে। এইসব অভিযোগ উড়িয়ে দেবার মত নয়। সেগুলি বিচার বিবেচনা করে দেখার দরকার আছে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সমস্যা থাকলেত সমাধান হবে কিন্তু আসামের ছাত্রদের যে আন্দোলন আজকে চলছে সেটাত

সঠিক সমাধানের পথ নয়। এতেত সমাধানের ব্যবস্থাটাকে আরও জটিল করে তোলা হবে। সমস্যা থাকলে সমাধান নিশ্চয়ই করতে হবে। দুঃখের বিষয় যে এখনও আমরা তা সমাধান করতে পারি নাই। নাগাল্যাণ্ডের বহু সমস্যা আছে। নানা ভাবে ওরা বঞ্চিত। অনেক সমস্যা আছে যার সমাধান আমরা চাই। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই আমাদের করতে হবে। বন্দুক দেখিয়ে, এই সমস্যার সমাধান ভারতবর্ষের কোন গণতান্ত্রিক মানুষ নিঃশ্চয়ই সমর্থন করবেন না। এটা আমরাও করিনা। আজকে আসামে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা নতুন নয়। এটা আরও আগেও দেখা দিয়েছিল। সেই ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হল। তখন ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের অর্থাৎ কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের নেতাদের মধ্যে সরকারী লেভেলে চুক্তি হলো—জনসংখ্যাকে কি ভাবে ভাগ করে নেওয়া হবে। পাকিস্তান থেকে যে সকল হিন্দু ভারতবর্ষে আসবে তাদের কি ভাবে ট্রিট করা হবে এবং ভারতবর্ষ থেকে যে সকল মুসলমান পাকিস্তানে চলে যাবেন তাদেরই বা কি ভাবে ট্রিট করা হবে। হঠাৎ করে পূর্ব্ব বাংলা থেকে হিন্দু বাঙ্গালীরা আসাম এবং পশ্চিম বঙ্গে চলে আসেন নি। এই ব্যাপারে বহুবার নানারকমের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। পরে এই ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এই চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ্চের পর যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষে এসে বসবাস করছেন এবং আসবেন, তাদের ভারতের নাগরিক বলে গণ্য করা হবে না। কাজেই ভারতবর্ষে যারা বিদেশী তাদের নির্দ্ধারণ করা আইন আমাদের হাতে আছে। এখন যদি আসামীরা বলেন যে ১৯৫১ সালের পর থেকে যারা এসেছেন তাদের সকলকেই বিদেশী হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে—তারা (বিদেশীরা) আর আসামে থাকতে পারবেন না, আবার ত্রিপুরায় উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা বলেন যে ১৯৪৯ সালের পর থেকে যারা ত্রিপুরায় এসেছে তাদের সকলকেই বিদেশী বলে চিহ্নিত করতে হবে তাহলে এটা আইন সঙ্গত এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হলো না। ভারতবর্ষের নাগরিক কারা হবেন এটা ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি এবং আসামের ছাত্ররা ঠিক করবে না ; ভারতবর্ষের সকল রাজনৈতিক দল মিলে এটা ঠিক করবে ? কোনটা গণতান্ত্রিক ? এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা হলো ঠিক পথ। সেই পথই অনুসরণ করা দরকার।

গত ১৬ই মার্চ্চ আমি এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করি। অন্যান্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা শ্রীমতি গান্ধীকে বলি যে, "আপনি ১৯৭১ সালকে যে ভিত্তি বৎসর বলে ঘোষণা করেছেন এটা আপনি ঠিক করেছেন—আমরা এটা চাই যাতে প্রকৃত ভারতবর্ষের নাগরিকদের নিয়ে কোন গোলমাল না হয়। এটা একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং এই ব্যাপারে আমরা আপনাকে পূর্ণ সমর্থন করি।" ১৯৭১ সালকে যে ভিত্তি বৎসর হিসাবে ধরা হয়েছে এটা একটা আন্তর্জাতিক চুক্তিতেই করা হয়েছে—সুতরাং এই আন্তর্জাতিক চুক্তিকে শ্রীমতি গান্ধী কি কখনো একতরফাভাবে বাতিল করতে পারেন ? এটা কখনো করা উচিত নয়। কাজেই আজকে

আসামে যে সংগ্রাম চলছে সেই সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমজীবি মানুষের, শোষিত মানুষের মুক্তি কখনোই আসতে পারে না। যারা এই ভারতবর্ষের মাটিতে তিন-চার পুরুষ ধরে বসবাস করে আসছেন তাদের আজ বিদেশী বলে বিতাড়িত করা হচ্ছে—তারা আজ নিগৃহীত হচ্ছেন আশ্চর্যের ব্যাপার—যারা তিন-চার পুরুষ ধরে এই ভারতবর্ষে বসবাস করছেন তাদের বিদেশী বলে বিতাড়ন এবং নিগৃহীত করার নির্দেশ তারা রেখেছেন কোন সংবিধানে? তিন পুরুষ ধরে যেসব নেপালী বাঙ্গালীরা বসবাস করছেন আজ তাদের বলা হচ্ছে বিদেশী। বাঙ্গালী, নেপালী অর্থাৎ অ-অসমীয়া হলেই এবং আসামে যদি বসবাস করে তবে তারা বিদেশী! এটাতো ঠিক নয় তবে বিদেশী যারা আছে তাদের চিহ্নিত করা দরকার কিন্তু নীতি হচ্ছে যারা ১৯৭১ সালের পর থেকে যারা ভারতে বসবাস করছে একমাত্র তাদেরই বিদেশী বলে চিহ্নিত করতে হবে। ত্রিপুরাতেও যারা ১৯৭১ সালের পর থেকে এসেছে তাদের আমরা খোঁজে বের করতে চেষ্টা করব। আজকে আসামে যে ঘটনা ঘটছে তার যদি অতি দ্রুত রাজনৈতিক সমাধান না করা যায় তবে কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা (যারা সব জায়গাই থাকে এবং যারা দেশকে লণ্ড ভণ্ড অবস্থায় দেখতে চায়) এবং প্রতিক্রীয়াশীলরা সে সুযোগকে নিজেদের স্বার্থে লাগাবে।

এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা যে কেন্দ্রে শ্রীমতি গান্ধীর এবং তাঁর দল আসামের বিদেশী সমস্যার সমাধানের জন্য যেখানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে করে দেশের শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গ না হয় এবং দেশের সাধারণ মানুষ যাতে কোন অসুবিধায় না পড়েন—আর সেই কংগ্রেস(ই) দলের একটি শাখা পশ্চিমবঙ্গে সুব্রত মুখার্জির নেতৃত্বে আসাম ট্রাইবুন পত্রিকার অফিস এবং পরিবহন ব্যবস্থা অচল করে দিয়ে দেশে এক অরাজকতা উচ্ছৃংখলতার সৃষ্টি করবার জন্য চেষ্টা করছেন। এটা হলো একটা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা এইরূপ প্রতিশোধমূলক আচরন কোন সরকারেরই বরদাস্ত করা ঠিক হবে না। আসামের পরিস্থিতিকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় একটা অরাজকতা সৃষ্টি করে বামফ্রন্ট সরকারের হেয় করার এটা একটা গোপন অভিসন্ধি। আইনশৃংখলার অবনতি হয়েছে বলে একটি অজুহাত দেখিয়ে কেন্দ্রের কংগ্রেস(ই) সরকার নয়টি রাজ্য বিধানসভাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। এখন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তিনটি রাজ্যে যে বামফ্রন্ট সরকার কাজ করে যাচ্ছেন সেই কেরেলা, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায়ও একটা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দিয়ে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটিয়ে দিয়ে যাতে করে এই তিনটি বামফ্রন্ট সরকারকেও ভাঙ্গা যায়। তারই একটা চক্রান্ত চলছে সব জায়গায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ষ্টিফেনের এবং গনিখাঁন চৌধুরীর বক্তব্য পরিষ্কার। গণিখাঁন চৌধুরী বলেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না বামফ্রন্ট সরকারকে তিনি বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করতে পারছেন ততক্ষন পর্য্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হবেন না। মন্ত্রী হয়েই তাঁর এই ফাষ্ট মন্তব্য। এবং তিনিও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রীসভার একজন মেম্বার। কাজেই আসামে বিদেশী বিতাড়ণের নামে,আসামে যা ঘটেছে সেটা নিন্দনীয়। আসামে যা ঘটেছে তাতে আমরা সবচেয়ে বেশী বেদনা অনুভব করি। পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁরাও সেটা অনুভব করবেন

ঠিক কথা। কিন্তু যদি আসাম ট্রিবিউনকে অ্যাটাক করে, তাহলে কি এর সমাধান হবে? এতে পরস্পরের প্রতি একটা বৈরী মনোভাবই শুধু সৃষ্টি হয়। যার ফলে ভারতবর্ষের মানুষের বিশেষতঃ সংগ্রামী শ্রমজীবি মানুষের ঐক্যের ফাটল ধরে। এই পথ সুষ্ঠু পথ হতে পারে না। আজকে আসামে যে আন্দোলন চলছে সেটা সেখানকার শ্রমজীবি মানুষের এবং কৃষকের বিরুদ্ধেও যাচ্ছে। কারণ যতদিন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন না হচ্ছে ততক্ষণ সেটা আসামের শ্রমিক-দের এবং পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের পক্ষেও যাবে না। আজকে যদি কংগ্রেস আই মানুষকে বিভ্রান্ত করে দলে টানতে পারেন তাহলে আসামের শ্রমিকদেরও ক্ষতি হবে। কোথায় তার মজুরী বৃদ্ধি হবে, কোথায় কৃষক তার উৎপাদন বৃদ্ধি করবে? সমস্ত কিছু বন্ধ। সামগ্রিকভাবে আসামের জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যারা লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক সেই বুর্জোয়াদের তো কোন ক্ষতি হবে না। তারা পিকনিক খাবেন, তারা ভালই থাকবেন। ত্রিপুরাতেও কি তাই হবে? কাজেই আমাদের আজকে এটা বুঝতে হবে। এতে ফায়দা উঠায় কারা। এই লক্ষ লক্ষ টাকার মালিকেরা। আজকে জেলা পরিষদ বিল পাশ হয়েছে। যারা প্রতিক্রিয়াশীল, যারা শ্রমজীবি মানুষের ঐক্য চায় না তাদের হবে বিপদ। কারণ তারা শোষণ চালাতে পারবে না যদি শোষিত শ্রেণী এক হয়। এই জন্য এদের হবে বিপদ। সেজন্য যাতে সেই ঐক্য গড়ে উঠে সেটা দেখতে হবে। যারা আসামে এসেছে তাদের বিদেশী বলতে হবে। ফেলে দিন ১৯৭১ সালের চুক্তির কথা। ১৯৪৯ সালের পরে যারা এসেছে এবং ৩০ বছর ধরে যারা এখানে বাস করছে তাদের আমরা তাড়িয়ে দেব? দুই পুরুষ তো হয়ে গেল। আর এই দিকে ট্রাইবেলদের কাছ থেকে বাহবা পাবার জন্য আসাম থেকে কিছু নেতা ডেকে এনে তাঁরা বলেন যারা ১৯৪৯ সনের পরে এসেছে তাদের তাড়িয়ে দিতে হবে এবং এই কথা বলে ট্রাইবেলদের বুঝাতে হবে যে ট্রাইবেল কাউন্সিলটা আমাদের হাতে দিয়ে দাও, আমরা তাড়িয়ে দেব তাদের। ট্রাইবেলরা এত বোকা নয়। কাজেই এটা ভুল পথ। উপজাতি যুব সমিতির নেতা-দের বলি ডোণ্ট ট্রাই টু ক্যাচ ফিশ ইন দি ট্রাবল ওয়াটার। ঘোলা জলে মাছ ধরবার চেষ্টা করবেন না। শত চেষ্টা করেও বাঙ্গালী পাহাড়ীদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধাতে পারবেন না। এক ঘণ্টার জন্য দাঙ্গা বেঁধেছিল আমরা বাঙ্গালী দলের সঙ্গে তেলিয়ামুড়ায়। এরপর আর দাঙ্গা বাঁধাতে পারে নি। ইন্দিরা কংগ্রেস বলছে ১৯৭১ সন তো ধরেই নিয়েছি। রাজনৈতিক সমাধান চাই। আসামের ছাত্ররা বলছে রাজনৈতিক দলটল বুঝি না, আমরা আসাম সমস্যার সমাধানের মালিক। এরাই যদি মালিক হয় তাহলে ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী থাকবেন কি, থাকবেন না, এটাও এরাই ঠিক করে দেবে। সুতরাং যদি কোন সরকার থেকে থাকে কেন্দ্রে তাহলে তাদের উচিত হবে এই সমস্যা সমাধান করা। সেই ১৯৭৭ সন থেকে জনগণ কর্তৃক বর্জিত ইন্দিরা কংগ্রেস। কোন এক মহিলা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বলে দিয়েছেন যে আমি নেতৃত্ব দিতে পারি ইন্দিরা কংগ্রেসের। আমি বলি যে ইন্দিরা গান্ধী যদি তাদের সহায়তা করেন তাহলে তিনি অত্যন্ত ভুল করবেন। কারণ এখন তারা যে ভুল পথ ধরেছেন এবং সঠিক পথ যখন তারা ধরবে তখন আসামের জনতা এই নেতাদের তাদের ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করবে। বেশী দিন এই সমস্ত

নেতৃত্ব থাকে না। কাজেই সামগ্রিক ব্যাপারটা দুঃখজনক। ত্রিপুরাতেও এটা অ্যাফেকটেড। সমগ্র ভারতবাসী হিসাবে আমরাও অ্যাফেক্টেড। হয়ত পাঞ্জাব, কেরালা সরাসরি অ্যাফেক-টেড নয়। কারণ আসাম দিয়ে তাদের মাল যায় না। সেখানকার মানুষদের বক্তব্য হবে এর একটা রাজনৈতিক সমাধান। শ্রীমতী গান্ধী যেটা মেনে নিয়েছেন এটাই ভিত্তি হোক। এটাই সমস্যার সমাধান হোক। কাজেই মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাব রেখেছেন এটা শুধু ত্রিপুরা বিধানসভার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের এটা মেনে নেওয়া উচিত। কারণ সমগ্র ভারত র্ষের মানুষ ভারতের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে আগ্রহী এবং এটা আমাদের মেনে নেওয়া দরকার। এটা আমাদের আজকে বুঝা উচি এবং এই প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমা-তিয়া যে বক্তব্য রেখেছেন, তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই। তিনি আসামের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে সেখানকার সমস্ত ট্রাইবেলদের জমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব ঘটনা ঘটতে পারে আবার না ঘটতেও পারে, আমি সেই সম্পর্কে কোন ডিস্‌পুট করছি না। কিন্তু আমাদের এখানে আমি বলতে পারি যে সেই ধরণের কোন ঘটনা ঘটে নি।· তবু তারা এখনও চান যে ইন্দিরা গান্ধী ফিরে আসুন, কারণ দ্রাউ বাবু বলেছেন যে আমাদের নাকি আর বেশীদিন নেই, শীঘ্রই ইন্দিরা গান্ধী ফিরে আসছেন। কিন্তু আমি বলি, দ্রাউ বাবুর কথায় কি আসে যায়, ত্রিপুরার জনগণ তো সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন এবং এবারকার নির্বা-চনেও তারা আবার প্রমাণিত করেছেন, যে দ্রাউ বাবুরা যা বলেছেন, সেটা ঠিক নয়। কাজেই বামফ্রণ্ট জনগণের উপর আস্থা রেখে এবং বামফ্রণ্ট জনগণের শক্তির উপর ভর করেই চলে। আবার মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া অভিযোগ করেছেন যে আমরা নাকি বলেছি যে ত্রিপুরার জন সংখ্যা বৃদ্ধি এ্যাবনর্ম্যাল নয়। কে এই কথা বলেছেন? আমরা তো সব সময়ে বলে আসছি যে ত্রিপুরার জনসংখ্যা বৃদ্ধি এ্যাবনর্ম্যাল এবং এটা বলা স্বাভাবিক। কারণ ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পর ত্রিপুরাতে যে জনসংখ্যা এসেছে তা এ্যাবনর্ম্যাল এবং সব সময়ে এটা বলে আসা হচ্ছে। কাজেই নরম্যাল একথা কেউ বলছেন না। তাছাড়া দেশ ভাগ হওয়ার পর জনসংখ্যাকে কোন মতেই সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয় এবং দেশ ভাগের ফল স্বরূপ বহু উদ্বাস্তু দেশ ছেড়ে ছিন্নমূল হয়ে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরাতে এসেছে, এবং চুক্তি অনুযায়ী এই লোকগুলি ভারতে এসেছে। এক সময়ে বলা হয়েছে যে এই উদ্বাস্তুরা আমাদের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ—কে এইকথা বলেছিলেন? তিনি অন্য কেউ নন, তিনি পূর্ব্বতন মুখ্যমন্ত্রী শচীন সিং যাকে নিয়ে উপজাতি যুবসমিতি ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেল সন্মেলন করতেন। কাজেই এখন যারা এসব কথা বলছেন যে ১৯৪৯ সনের পরে যারা ত্রিপুরাতে এসেছে, তারা বিদেশী—তাদের তাড়াতে হবে। এতে ট্রাইবেলদের কোন কল্যাণ হবে না, এটা তাদের এখন বুঝা দরকার। কিন্তু আমরা এইসব কথা কিছু বলিনি। আমরা বলেছি. ১৯৭১ সালের কথা, ভারত সরকারের চুক্তির কথা, ইন্দিরা গান্ধী—মুজিবের

চুক্তির কথা। এবং সেই চুক্তি আমরাও মানতে বাধ্য। ১৯৭১ সালের আগে যারা এসেছে, তাদেরকে তাড়িয়ে দেব, এই ক্ষমতা আমাদের নাই। কারণ সর্ব ভারতীয় সরকারের যে স্বীকৃতি, সেই ভাবে আমরা কাজ করতে চাই। এখন কে কখন এল বা এল না, সেটা আমি আপনি কি করে প্রমাণ করব? শুধু মুখে বললেই তো হল না। কারণ যার নাগরিক সার্টিফিকেট দখলে আছে, সেই সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া, তাকে বিদেশী বলে তাড়িয়ে দেওয়ার ত্রিপুরা সরকারের ক্ষমতা নাই। এমন কি তাকে নাগরিক নয় বলে অস্বীকার করারও কোন রকম সুবিধা নাই। কাজেই যে সার্টিফিকেট একজন ম্যাজিষ্ট্রেট নাগরিকত্ব আইনের খুটিনাটি পরীক্ষা করে ইস্যু করেছে, সেটাকে আমরা কি করে বাতিল করব? নগেন্দ্র বাবুও নিশ্চয় বাতিল করতে পারবেন না। কাজেই নগেন্দ্র বাবু যে আইনে বাধা আমরাও ঠিক সেই একই আইনে বাঁধা, তাই আমরাও আইনের বাইরে চলতে পারি না। কাজেই সামগ্রিক ভাবে আজকে আমাদের যেটা দেখার দরকার, বিশেষ করে আসামে যেসব ঘটনা ঘটছে, সেটা খুবই বেদনা দায়ক এবং আমাদের ত্রিপুরা বাসীদের পক্ষেও সেটা ক্ষতিকর। আজকে আসাম যে ভাবে বিপদগামী হয়ে উঠেছেন বা তাকে বিপদগামী করা হয়েছে তার থেকে তাকে শীঘ্রই তাকে ফিরিয়ে আনা উচিত। আর তা নাহলে আসামেরও কোন লাভ হবে না। কেন না, আসামে এখন যে অবস্থা চলছে, সেই অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। সামগ্রিক ভাবে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল এবং কেন্দ্রীয় সরকার দল মত নির্বিশেষে এই রকম একটা অবস্থার শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত, যাতে এর মীমাংসা খুব তাড়াতাড়ি হয়। কারণ সেখানে অবস্থানকারী বিরাট একটা অংশকে বিদেশী আখ্যা দিয়ে যে অশান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে, তার মূল সমাধান না হলে, সেখানে কোন দিনই শান্তি ফিরে আসতে পারে না। কাজেই ১৯৭১ সালকে যে বেইস ইয়ার ধরা হয়েছে, সেটাকে ধরেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে এবং তাতে যদি কোন রাজনৈতিক দল তাদের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করে তাহলে সেটা কোন মতেই সমর্থন যোগ্য হতে পারে না। আসামে আজকে কোন নির্ব্বাচিত সরকার নেই, সেখানে নির্ব্বাচিত সরকারকে বাতিল করে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু রাখা হয়েছে, যদিও বিধান সভা ভাঙ্গা হয় নাই। সেখানে নির্ব্বাচিত সরকার গঠন করার ক্ষমতা কাউকে দেওয়া হচ্ছে না যদিও ইন্দিরা গান্ধীর দল তলে তলে সরকার গঠন করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, আর তারজন্যই সেখানকার বিধান সভাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, ইন্দিরা গান্ধীর এই কৌশল দেশবাসী সবাই দেখছেন। কাজেই আজকে যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করা হয়েছে, সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি, তারা এই সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন, সেটাকে শীঘ্রই বাস্তবে রূপ দেন। আসামের ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, তাদের যে মতামত দিয়েছেন, সেটা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও জানেন, তবু কেন তাড়াতাড়ি এই সমস্যার একটা সমাধান করা হচ্ছে না, সেটা আমার বোধগম্য নয়। এই কিছুদিন আগেও আমি যখন দিল্লী গিয়েছিলাম, তখন শ্রীমতি

গান্ধীকে অনুরোধ জানিয়েছি যে আপনি যখন আসামে যাবেন, তখন আমাদের ত্রিপুরাতেও যাবেন এবং ত্রিপুরাতে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার কি কাজ করছেন, সেটাও একবার দেখে আসবেন। কিন্তু তিনি বলেছেন যে হয়তো তাঁর আসামে যাওয়া হবে না। আমি বলি তাঁর সেখানে যাওয়া উচিত এবং সেখানে গিয়ে আসামে যারা আছে, ছাত্ররা যারা আছে, তাদের সঙ্গে কথা বলুন এবং তাদের সবার সঙ্গে কথা বলে সেখানে যাতে তাড়াতাড়ি শান্তি ফিরে আসতে পারে তার জন্য একটা চেষ্টা করুন। তাই আমি আশা করব যে তাড়াতাড়ি আসাম পরিস্থিতির একটা সুষ্ঠু মীমাংসা হবে এবং এই আশা রেখে আবারও এই প্রস্তাবটির প্রতি আমার সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায় :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্ত্তী যে প্রস্তাবটা এনেছেন, এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এজন্য যে আজকে ৫ মাস যাবত বিদেশী তাড়ানোর নামে আসামে যে আন্দোলন চলছে, সেই আন্দোলন কোন অবস্থাতেই মানুষের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। কারণ শুরু থেকে এই আন্দোলনের যে চেহারা ফুটে উঠেছে, তাতে আমাদের সবাইকে আতঙ্কিত করে তুলছে। আসাম ভারতেরই একটি অঙ্গ রাজ্য এবং আসামের এই আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে. আর তাহলে পরে বর্ত্তমানে ভারতের জনগণের মধ্যে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে, এই আন্দোলনের নামে একটা অশান্তি নেমে আসতে বাধ্য। যেমন আমরা লক্ষ্য করছি আসামের যে ঘটনা, সেই ঘটনার প্রতিফলন ইতিমধ্যে আমাদের ত্রিপুরাতে প্রতিবাদ হচ্ছে। কেন না, মাত্র কয়েক দিন আগে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি যুব সমিতি যে প্রস্তাব নিয়েছে, তাতে তারা বলে দিয়েছে যে ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবরের পরে যারা ত্রিপুরাতে এসেছে, তারা সবাই বিদেশী, তাদের তাড়াতে হবে। আসামে যে সমস্যা আছে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হউক সেটা আমরা চাই। আসামে যদি বিদেশী থেকে থাকে তাদের চিহ্নিত করার জন্য একটা সুষ্ঠু পথ নির্নিত হওয়া দরকার। সেজন্য আমাদের সংবিধানের কাঠামোর ভিতর থেকে আমাদের সেটার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। সেটা না করে উন্মত্ত হয়ে যদি সংখ্যালঘুদের উপর বিভিন্ন ভাবে অত্যাচার করা হয় তাহলে আসামের সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হবে না। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে '৭১ সালের পর যারা এসেছে তাদের বিদেশী বলা হোক। এটা যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে সেখান থেকেই কাজ আরম্ভ হওয়া দরকার। সেখানকার সংখ্যালঘুদের উপর বিভিন্ন ভাবে যে উৎপাত হচ্ছে সেটা বন্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু আমরা আজকে কি লক্ষ্য করছি? সেখানকার সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। সেখানে অন্যান্য ষ্টেটের ছাত্র যারা আছে, তাদের কি সেখানে থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে? আমাদের ত্রিপুরার যারা ছাত্র আসামের মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা করছে, যারা 'ল' পড়ছে তাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে এবং তারা সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা আরও দেখলাম যে, সেই

অত্যাচারের ফলে যারা বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই সব আশ্রয় শিবির গুণ্ডারা সেই সব আশ্রয় শিবির ভেঙ্গে দিয়েছে তারা সেগুলি উঠিয়ে দিয়েছে। কাজেই আজকে প্রশ্ন এই মানুষগুলি কোথায় যাবে। ত্রিপুরার মানুষ যারা সেখানে কর্ম উপলক্ষে গিয়েছে, এমন মানুষও সেখানে খুন হয়েছে, তারও দৃষ্টান্ত আছে। শুধু এই দিকে কেন এরা গাড়ী আটকে দিচ্ছে, মাল আসতে দিচ্ছে না, ট্রেনে চলার পথে বাধা দিচ্ছে এবং সেখানে তারা একটা দুর্যোগের সৃষ্টি করছে। কাজেই সেখানে এই যে অবস্থা চলছে সেটাকে চলতে দিতে পারি না। আজকে ত্রিপুরায় ডিজেলের অভাবে কাজ করা যাচ্ছে না। কাজেই এর দ্রুত সমাধান হওয়া দরকার। এবং প্রস্তাবের মধ্যে সেই কথাটাই বলা হয়েছে এই সমস্যার অবিলম্বে সমাধান হওয়া দরকার। এর উপর অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা দরকার, এই কথাই আমাদের আজকে মনে রাখতে হবে। আমাদের মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া আজকে প্রশ্ন তুলেছিলেন এর সমাধানের জন্য মূল যেটা ব্যাপার সেটাকে দেখতে হবে। আমি বলতে চাই যে আমার আর তোমার মনের যে পাপ সেই পাপকে মনে রাখতে হবে। সাম্প্রদায়িক ভাব বাটোয়ারার ভিত্তিতে যেদিন ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিল সেই দিনই এই পাপের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। সেই সুযোগই আজকে একবার হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আবার বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে আসামীদের লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঐ কায়েমী স্বার্থের কালো হাতকে রক্ষা করার জন্য। তারা আজকে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে কাজেই সেই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। আজকে যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে তারা কি স্রোতের জলে ভেসে এখানে এসেছে? সেদিন ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দ এই প্রতিশ্রুতি দেন নাই যে ওদের জীবন যদি বিপন্ন হয় তাহলে তাদের ভারতে আশ্রয় দেওয়া হবে। ত্রিপুরায় যারা উদ্বাস্তু বলে স্বাকৃত—আজকেও হাজার হাজার মানুষ আছে যারা আশ্রয়হীন তাদের বাসস্থান নাই, নেই তাদের জীবিকার কোন সুস্থ ব্যবস্থা আজকে আমাদের সেই সব সমস্যার সমাধান করতে হবে। শুধু আজকে তাদের তাড়িয়ে দিলেই এই সমস্যার সমাধান হবে না। এই নিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করছি। কাজেই তাদের না তাড়িয়ে দেখতে হবে ভারতবর্ষের কোথায় তাদের জন্য স্থান করা যায় এরা রিফিউজী হয়ে এখানে সেখানে ঘুরবে এটা হতে পারে না। এরা স্রোতের জলে এখানে ভেসে আসেনি। কাজেই সাম্প্রদায়িক জিগীর তুলে অথবা সাময়িক বাহবা কুড়াবার জন্য এবং তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার জন্য যারা এই ধরনের প্রস্তাব তুলেন আমি বলব যে সেই প্রস্তাব সংকীর্ণতা ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই সেই সব সঙ্কীর্ণতা পরিহার করতে হবে। কাজেই আজকে খোলা মন নিয়ে আসামের সমস্যার সমাধান করতে হবে। নইলে এর ফলে ভারতবর্ষের পক্ষে দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। আজকে আসামের এই গোলমালের ফলে যে শুধু ত্রিপুরার লোকেরাই অসুবিধা ভোগ করছে ত্রিপুরাবাসীরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তা নয় এর ফলে কাছাড়ের লোকেরাও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। উখানেও জিনিষ পত্র আসছে না সেখানেও চিনির দাম বেড়েছে. তেলের দাম বেড়েছে। আসামের স্কুল কলেজ, ফেক্টরী চলছে না কাজেই সেখানে সরকারের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। এই ব্যাপারে যিনি প্রস্তাবক তিনি

পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছেন যে সেখানে ৬ কোটি টাকার উপর ভারতবর্ষের ক্ষতি হয়েছে এর মধ্যেই। কাজেই সেই যে বিক্ষিপ্ত আন্দোলন সেই আন্দোলনকে কোন কোন রাজনৈতিক দল সমর্থন জানিয়ে এখানে আমাদের এই ত্রিপুরাতেও এই ধরণের আন্দোলন গড়ে তোলা যায় কি না সেই চেষ্টা করে চলছেন। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ এই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেবে না বলেই আমার বিশ্বাস। কাজেই আমাদের চিন্তা করতে হবে আগামী দিনে পাহাড়ী বাঙ্গালী সবাই মিলে দেখতে হবে যাতে এই সাম্প্রদায়িক জিগীর এখানে স্থান না পায়— ত্রিপুরার মানুষ সেই সাম্প্রদায়িক জিগীরকে কোন অবস্থাতেই বরদাস্ত করবে না। আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি যে সেখানে কংগ্রেস (আই) সেখানে এই ধরণের আন্দোলন গড়ে তুলে আসামের আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছেন। সেখানে তারা আসাম ট্রিবিউন পত্রিকা অফিসে গিয়ে বোমা পটকা নিয়ে হামলা করেছেন এটা আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি এরা এয়ার পোর্টে গিয়ে এরোপ্লেন আটক করবে—কিন্তু এটাও পথ নয় এটা হিংসার পথ এতে সমস্যার সমাধান হবে না। এর দ্বারা বিভেদ আরও চাঙ্গা হবে। এর জন্য আমাদের সকলের এক সঙ্গে বসতে হবে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে এক সঙ্গে বসে এর সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। সেই কথাই এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে। কিন্তু আমি দুঃখিত—দুঃখিত এই জন্য যে এর সমাধানের জন্য সেখানকার ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বৃথা কালক্ষেপ করা হচ্ছে। কিসের জন্য করা হচ্ছে তার পিছনের ইতিহাস কি সেটা আগে নির্ণয় করা দরকার। আমরা দেখেছি যে পিপড়ার নারায়ণপুরে গোলমাল হল সেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী সেখানে ছুটে গেলেন সেখানে সংখ্যালঘু হরিজনদের উপর নির্যাতন হচ্ছে। হঁ্যা, তিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তিনিতো যাবেনই সেখানে—কিন্তু আসামের বেলায় সেখানেতো দিনের পর দিন হাজার হাজার মানুষ অত্যাচারিত হচ্ছে তাদের বাড়ী ঘর পুড়ল শত শত মানুষ প্রাণ হারাল সেখানে যাওয়া ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব ছিল না কি ? কই সেখানেতো তিনি যাননি। কাজেই আমাদের চিন্তা করতে হবে আসামের সমস্যার সমাধান ঐ ভাবে হবে না। কিছু দিন আগে পার্লামেন্টে ফরওয়ার্ড ব্লকের এম, পি, অমর রায় প্রধান তিনি বলেছিলেন যার ফলে সারা পার্লামেন্টে আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল—পার্লামেন্টের সব এম, পি, হৈ হৈ করে উঠলেন যে এই সমস্যার সমাধান অনতিবিলম্বে করা দরকার—অর্থাৎ একটা সুষ্ঠু নীতি ঠিক করে এই সমস্যার অনতিবিলম্বে সমাধান করা দরকার। প্রস্তাব এসেছিল যে সমস্ত পার্টিগুলি নিয়ে আসামের সমস্যার সমাধানের সূত্র খুঁজতে হবে—সেখানে এই আন্দোলন এখনই বন্ধ করতে বাধ্য করা উচিত। আসামের এই সমস্যার জন্য সেখানকার সংখ্যালঘুরা দায়ী নয় আসামের যদি কোন কিছু বলার থাকে তাহলে সেটা থাকবে ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেখানকার সংখ্যালঘুরা কেন নির্যাতিত হচ্ছে। কাজেই রাজনৈতিক দিক থেকে সামাজিক দিক থেকে সব দিক থেকেই ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদি এই আন্দোলনকে চলতে দেওয়া হয়। কাজেই অনতিবিলম্বে এই আন্দোলন বন্ধ করা উচিত

বলে আমি মনে করি। এই বলে প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা:—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্ত্তী যে রিজিউলিশন পেশ করেছেন আমি সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলছি। আমাদের তরফ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া আসাম সমস্যা বিশেষ করে উত্তর পূর্ব্বা-ঞ্চলের সমস্যা সম্বন্ধে বলেছেন। সে দিকে আমি যাচ্ছি না। এখানে যেভাবে অস্পষ্ট আলোচনা চলছে সে সম্বন্ধে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে সাতটি রাজ্য আছে, যে রাজ্যগুলি আমরা জানি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনুন্নত এবং বিশেষ করে এই সাতটি রাজ্য উপজাতি জনসংখ্যায় সংখ্যা-গরিষ্ঠ এবং বহু বৎসর যাবৎ ওরা শাসন ক্ষমতা ভোগ করে আসছে। কিন্তু আজকে তারা সংখ্যা গরিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলেছে এবং এই উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক কাঠামো তাদের সামাজিক ব্যবস্থা, তাদের সংস্কৃতি আজও উন্নত হয়নি। যার ফলে দীর্ঘদিন ভারত-বর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর, আজ ৩০ বৎসর পরও তারা আজকে জুম চাষ করছে। আজও তারা সমতলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার পর হিন্দুস্থান পাকিস্থান হওয়ার পর পাকিস্তানের উন্নত সম্প্রদায়ের লোক তারা সেখানে অত্যাচারিত হয়ে এখানে চলে এসেছে। যার ফলে এই সমস্যার দেখা দিয়েছে, এখানকার আদিবাসীরা আজও তারা জুম চাষ করছে। আর যারা পাকিস্তান থেকে এসেছে তারা এখানে দিনের পর দিন ব্যবসা করে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং উপজাতিদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত: করেছে। এবং ভবিষ্যতে তাদের জীবন আরও বিপন্ন হবে এই আশংকা অমূলক নয়। কাজেই উত্তর পূর্ব্বা-ঞ্চলে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটাকে গণতান্ত্রিক উপায়ে ভারত সরকারের দূর করা দরকার। এখানে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী হুমকী দিয়েছেন উপজাতি যুব সমিতি এখানে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে না। আসামে যা ঘটছে এখানে তারা সেটা করতে পারবে না। সেটা তারা পারবে কেন? এখানে ত্রিপুরাতে উপজাতিদেরকে কোণ ঠাসা করে রাখা হয়েছে তাদের জীবনকে, তাদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে কলাপস্ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই তারা আজকে সংগ্রাম করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করব ভারত সরকারের কাছে রাজ্য সরকারের কাছে নয়। ভারত সরকার সংবিধানগত অধিকারের ভিত্তিতে এই সমস্যার মোকাবিলা করবে, আমাদের দাবী ভারত সরকার সংবিধান অনুযায়ী এর সমাধান করুক। এখানে বলা হয়েছে ১৯৭১ সালকে বহিরাগতদের আগমনের একটা ডেড লাইন হিসাবে ধরা হোক। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী একটা জিনিষ ভুলে গেছেন যে ১৯৫১ সন থেকেই এই রাজের উপজাতিরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। কাজেই ১৯৪৯ সালকে ভিত্তি করে আমরা এখানে আন্দোলন গড়ে তুলব। যখন হিন্দুস্থান পাকি-স্তান হয় তখন এ কথা বলা হয়নি যে একমাত্র ত্রিপুরাতেই পূর্ব্ব পাকিস্তানের মানুষকে চাপিয়ে দেওয়া হবে, এখানকার যারা আদিবাসী তাদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে চুরমার করে দেওয়া হবে। একটা কথা তারা ভুলে গেছেন যে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার পর

পাকিস্তানের সব উদ্বাস্তুকে একটা প্রদেশেই ঠেলে দেওয়া হবে একথা বলা হয়নি। বলা হয়েছিল পাকিস্তানের মানুষ তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় তাদেরকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে। এটা নেহেরু--লিয়াকত চুক্তিতে এটাই ছিল। এই উদ্বাস্তুরা এখানে এসে এখানকার উপজাতিদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করেছে একথাটা তারা চেপে গেছেন। ১৯৪৯ সাল থেকে যারা এখানে এসে এখানকার উপজাতিদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করেছে তাদেরকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে ট্রান্সফার করে নেওয়া হোক। এটা আমাদের দাবী নয় যে তাদেরকে আবার পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়া হোক। আমরা বলছি না যে আমরাই এর সমাধান করব। আসামের ছাত্ররা বলছে না যে তারাই এই সমস্যার সমাধান করবে। ভারত সরকারের উচিত তাদেরকে স্থানান্তরিত করে এই সমস্যার সমাধান করা। ভারতবর্ষের ২৪টি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এদেরকে বণ্টন করে নেওয়া হোক। আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে চাই না বিদেশী নির্ধারণ করবে ভারত সরকার। ১৯৪৯ সনের অক্টোবর মাস থেকে যখন ত্রিপুরার আদিবাসীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে সেই দিন থেকে এটা করতে হবে।

আমরা দেখেছি, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বার বার একটা কথা বলেছেন যে, বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার তথা ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট পার্টি কোন দিন উদ্বাস্তু আন্দোলন করেন নি। কোন রাজ্যে বহিরাগতের সংখ্যা বেশী হতে পারবে না এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ১৯৫৪ সালে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ যখন ঘোষণা করেছিলেন, "ত্রিপুরা আ্যাট লিষ্ট স্যাটিউরেট পয়েন্ট ইন রেসপেক্ট অব পপুলেশন"। ত্রিপুরা তার আয়তন অনুসারে ১৯৫৪ সালে আজ থেকে ২৬ বছর আগেই জন সংখ্যার দিক দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভের ঘোষণা অনুযায়ী। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ১৯৫৪ সালে যখন সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনী উঠিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঘাটতি অঞ্চলে যেসব খাস ভূমি আছে, জায়গা-জমি আছে সেই জায়গায় পাঠানো শুরু করেছিলেন তখন ঐ ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট পার্টি আন্দোলন করেছেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় গোবিন্দ বল্লভের এই নীতির বিরুদ্ধে। কাজেই এটা খুবই দুঃখ জনক ঘটনা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, আসামের আন্দোলনের যে সমস্ত কথা এখানে বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে চাই, আসামের ছাত্র যুব নেতাদের আমরা বলেছি, তোমরা মাননীয়া ইন্দিরা গান্ধীর ডাকে দিল্লী যাবে না। কেন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আসামে আসবেন না? কাজে কাজেই আমরা বার বার চাপ দিয়েছি, আমরা চিঠি দিয়েছি, আপনি আসামে গিয়ে আসামের সমস্যা সমাধান করুন। কিন্তু মাননীয়া ইন্দিরা গান্ধী আসামে যাবেন না। কারণ, সেখানে যে আন্দোলন হচ্ছে তার যৌক্তিকতা রয়েছে। সেই যৌক্তিকতা তিনি অস্বীকার করতে পারছেন না। তারা বলেছে "আসাম থেকে বিদেশীদের পাঠিয়ে দাও।" আমরা তা বলছি না। আমরা বলছি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আপনি এই জনগণকে সম বণ্টন করে আসাম সমস্যার সমাধান করুন। কিন্তু তা করা হচ্ছে না। কাজে কাজেই আসামের আন্দোলনে যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটছে তা ত ঘটবেই। ঘটাটাই

স্বাভাবিক। কারণ স্বাভাবিক কথা, যখন কোন মানুষের দাবী মেটানো সম্ভব হয় না তখন অস্বাভাবিক কিছু কিছু কার্যকলাপ শুরু হবে সেটা স্বাভাবিক। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি, সামান্য রিক্সা শ্রমিক, মোটর শ্রমিকরা আন্দোলন করতে গিয়ে জন-জীবন বিপর্য্যস্ত করছে। রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাজে কাজেই যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ দুঃখ বেদনা আছে। কাজে কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন এবং এই প্রস্তাবের উপর যে সব বক্তব্য রাখা হয়েছে তা আমরা পুরোপুরি ভাবে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী মহাশয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :—"এই সভা আসামে বহিরাগত বিতারণের নাম করে উগ্রজাতীয়তাবাদীরা গত কয়েক মাস যাবৎ যে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে, সংখ্যা লঘুদের জান মান বিপন্ন করেছে, তার তীব্র নিন্দা করছে। দিল্লীতে সব রাজনৈতিক দল এর প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রধান মন্ত্রী যে সম্মেলন করেছিলেন, সেই সম্মেলনের সূত্র অনুসারে প্রধানমন্ত্রীকে অবিলম্বে আসাম পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য সভা অনুরোধ জানাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, আসাম পরিস্থিতির ফলে উদ্ভূত ত্রিপুরার জরুরী সমস্যাগুলি সমাধানে তারা অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুন।"

( প্রস্তাবটি সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে পাশ হল )

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্‌হা মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তাঁর প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্যে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই হাউসের সামনে প্রস্তাব রাখছি যে, "এই সভা মনে করে যে, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের ৯টি মন্ত্রিসভা ও বিধান সভাকে বাতিল করে দিয়ে সংবিধানের যুক্ত রাষ্ট্রিয় কাঠামোর ভিত্তিমূলে আঘাত করেছে, অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেছেন। যার ফলে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি করেছে। তাই এই সভা কেন্দ্রের এই অগণতান্ত্রিক কাজ কর্মের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।" মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমাদের দেখতে হবে, গোটা ভারতবর্ষের রাষ্ট্র কাঠামো কোন শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা জানি, ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা, ভারতবর্ষের সামন্ত প্রভুরা তাদের স্বার্থে এই রাষ্ট্র কাঠামো ব্যবহার করছেন। যখনই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় যখনই তাদের মধ্যে দাঙ্গা হয় বাজার নিয়ে, যখনই তাদের মধ্যে প্রফিট নিয়ে দ্বন্দ্ব হয় তখন পুঁজিপতিরা তাদের সরকার পরিবর্ত্তন করে থাকেন। কিছু দিন আগে যখন এইভাবে গোটা ভারতবর্ষের উপর একচেটিয়া পুঁজিপতিরা শাসনের নামে শোষণ কায়েম করেছিলেন, তার পরিনামে আমরা দেখেছি, ভারতবর্ষের মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। সেই

অর্থনৈতিক সংকট আস্তে আস্তে রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হয়। আমরা দেখেছি, ঐ কংগ্রেসের দীর্ঘ ৩০ বছরের শাসনে দেশ বহু আঘাত প্রাপ্ত হয়। এর ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় নানা রকম দ্বন্দ্ব, তাদের মধ্যে দেখা দেয় নানা রকম দলীয় কোন্দল, এবং আস্তে আস্তে সেই রাজনৈতিক ক্রাইসিস দেখা দেয়। সেই ক্রাইসিসকে মোকাবিলা করার জন্য এতদিন চিরাচরিত যে শাসন ব্যবস্থা ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দীর্ঘ ১১ বছরের শাসনে কায়েম করেছিলেন তা বাতিল করে দিয়ে জোর করে ইমারজেন্সী জারী করেন। এই ইমারজেন্সী জারী করার কারণ হচ্ছে, তিনি মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতিদের স্বার্থে গোটা শাসন ব্যবস্থাকে করায়ত্ব করতে চান। যে শাসনের মধ্যে কোন রকম গণতান্ত্রিক আন্দোলন থাকবে না, যে শাসনের মধ্যে কোন মানুষের বাক স্বাধীনতা থাকবে না, থাকবে না কিছু বলার অধিকার, তারা কোন মিটিং-মিছিল করতে পারবে না এই সব কারণেই তিনি সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের উপর জোর করে জরুরী অবস্থা জারী করলেন। ভারতবর্ষের সংবিধান রচয়িতা ডঃ আমবেদকার যে সংবিধান রচনা করলেন তাতে দেখা যায় ভারতবর্ষের সংবিধান মূলত হচ্ছে কিছুটা ইউনিটারী এবং কিছুটা ফেডারেল। কাজে কাজেই ভারতবর্ষের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রিয় কিছুটা ভোগ দেখা গেছে। এই জন্যই ভারতের ছোট ছোট রাজ্যগুলি নিজেদের পরিকল্পনা রচনা করতে পারে, পারে নিজেদের জনসমষ্টি উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করতে। যার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সামান্য বিকেন্দ্রীকরণ করা যায়। এই রকম কথাই সংবিধানের মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই যখন এই বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ে তখন তারা দেখলেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে এই রকম করলে চলবে না। কারণ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বত্র ইন্দিরা গান্ধীর মতামতকে সমর্থন করছে না ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, মুনাফা লুটার বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করছে, তখন তাদের সেই সংগ্রামকে দমন করতে লক্ষ লক্ষ মানুষের যে আন্দোলন সেই আন্দোলন স্তব্ধ করতে হবেই। আর এজন্যই ইন্দিরা গান্ধী বুর্জোয়াদের স্বার্থে ইমারজেন্সী জারী করেন। তিনি সার্ব্বভৌম। ভারতবর্ষের মধ্যে ছোট ছোট রাজ্যগুলির যে অধিকার ছিল, সেই অধিকারকে খর্ব্ব করে ভারতবর্ষের মধ্যে তিনি স্বৈরশাসন কায়েম করলেন। এর উপরে গোটা ভারতবর্ষের ৬০ কোটি মানুষ এই স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে যায়। ঐ যে শ্লোগান ছিল "এক দেশ, এক নেতৃ, এক দল- এক নীতি" এটা যারা সমর্থন করেন না, তাঁর দলের মধ্যে যারা কিছুটা গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ ছিলেন, তারা দল থেকে বেড়িয়ে আসলেন। ভারতবর্ষের মানুষ ইন্দিরা গান্ধীর এই স্বৈরতন্ত্রী মনোভাবের বিরুদ্ধে এক নতুন গভর্ণমেণ্ট গঠন করে। সে গভর্ণমেণ্টের নাম জনতা গভর্ণমেণ্ট। তারপরেও দেখা যায়, সেই জনতা গভর্ণমেণ্টের মধ্যে কিছু বুর্জোয়া দল ছিল সে দল গুলি সাম্প্রদায়িকতার উস্কানী দিতে থাকে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অরগানাইজেশন বিল পার্লামেণ্টের মধ্যে আনা হয়। সমস্ত শ্রমিকদের উপর একটা নতুন করে আঘাত করবার চেষ্টা করা হয়। তারপর সি. আর, পি দমনের নামে, পুলিশ বিদ্রোহ দমনের নামে ভারতবর্ষের মধ্যে সি, আর, পি,এর বিরুদ্ধে পুলিশ এবং পুলিশের

বিরুদ্ধে সি, আর, পি, লেলিয়ে দেওয়া হয়। এবং এক সামরিক শাসন—মিলিটারী রুল দিয়ে তা দমন করার ব্যবস্থা করা হয়।

এই ভাবে ভারতবর্ষের মধ্যে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে আস্তে আস্তে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। তারপর বিভিন্ন কায়দায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার জিগির তোলে হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমান, মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুদেরকে লেলিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের ঐক্য, সংহতি ও সার্বভৌমত্বকে খণ্ড করার একটা অপপ্রয়াস চালায়। মূলত: তখন থেকেই ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক মানুষের উপর আক্রমণটা বিভিন্ন ভাবে আসছিল। বৃহত্তর অন্তর্দ্বন্দ্বে জনতা সরকার চুরমার হয়ে যায়। একদিকে জনতা দলের ব্যর্থতা অন্য দিকে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ইত্যাদি কারণে ইন্দিরা গান্ধী বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে আসেন। বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে তিনি জয়ী হয়ে এসেছেন এটা ঠিক, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভারতবর্ষের ৬০ কোটি মানুষ তাঁকে সমর্থন করেছেন। মাত্র ৩২ পার্সেণ্ট ভোট পেয়ে তিনি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। এই ৩২ পার্সেণ্ট ভোটই তাঁকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দিয়েছে। আমরা ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আওয়াজ তুলেছিলাম যে স্বৈরশক্তি দমন করা হোক, স্বৈর শক্তিকে পঙ্গু করার জন্য দিকে দিকে দুর্গ গড়ে তোলা হোক। ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এসে প্রথম দিনেই বলেছিলেন যে তিনি কোন রকম হিংসাত্মক ও প্রতিশোধাত্মক মূলক কোন কাজ করবেন না। কিন্তু পরে দেখলেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁর নিজের হাতের কোন সরকার নেই, ৯টি রাজ্যের মধ্যে তো ছিলই না। অন্য গোষ্ঠীর মাধ্যমে সেই ৯টি রাজ্যের জনগণকে শাসন করতে পারছেন না। ফলে তিনি নূতন করে ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে ৯টি রাজ্যের মধ্যে কোন আইন শৃংখলা নেই, গণতন্ত্র ধ্বংস হচ্ছে ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে তিনি সেই রাজ্যগুলির সরকারগুলিকে ভাংগবার জন্য নানা রকম পরিকল্পনা করতে আরম্ভ করলেন এবং ৯টি রাজ্যকে ভেঙ্গে দিলেন। আমরা জানি তিনি ভারতবর্ষে ক্ষমতায় আসার পর একবার চরম ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং দ্বিতীয় বার পুঁজিপতিরা প্রতি দিনই জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়ে চলছে। কিন্তু সেই পুঁজিপতিদের গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা তার নেই। অথচ ব্যর্থতাকে তিনি ঢাকতে পারছেন না। আজকে সমস্ত পত্রিকাগুলিকে খুললেই দেখা যায় হেড লাইনে লেখা রয়েছে উচ্চকার সেকশানদের উপর নির্যাতন। অথচ ইন্দিরা গান্ধী নিজেকে উচ্চকার সেকশানদের বন্ধু বলে প্রচার করছেন। স্বৈরতন্ত্রীর রূপ ক্রমশ: প্রকাশ পাচ্ছে। আজকে দেখা যায় যেখানে হরিজন রয়েছে, সংখ্যালঘু মুসলমান রয়েছে সেখানেই চলছে ইন্দিরা গান্ধীর অত্যাচার। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আমি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এসেই পি, ডি, এ্যাক্ট চালু করলেন। সেই পি, ডি, এ্যাক্ট দিয়েই স্বৈরতন্ত্রী অবক্ষয় শুরু করলেন। তারপর তাঁর ছেলে সঞ্জয় গান্ধীকে দিয়ে বললেন এই ৯টি রাজ্যের মধ্যে আমরা ক্ষমতা চাই। যেখানে রাজ্যগুলিতে অর্থের অভাবে কোন পরিকল্পনাকে সুষ্ঠু রূপ দেওয়া যাচ্ছে না, রাজ্যগুলিকে উন্নত করার জন্য, তার অর্থনৈতিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় করার জন্য যখন আমরা বলছি রাজ্যের হাতে আরও ক্ষমতা চাই, তখন সেই স্বৈরতন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী করলেন কি

তাঁর ছেলের মাধ্যমে ঘোষণা করলেন কেন্দ্রের হাতে আরও ক্ষমতা চাই। যখনই গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, তখনই তিনি তাদের গ্রেপ্তার করবেন, তাদের নেতাদের গ্রেপ্তার করবেন। যে কাগজগুলি ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রচার করবে, সেই কাগজগুলিকে বাতিল করতে হবে, তাদের কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু তার জন্য চাই অঙ্গ রাজ্যের মেসিনটা। সেই মেসিনটা যদি তাঁর হাতে না থাকে তাহলে তিনি সেই অপ কর্মটি করতে পারছেন না। কিছু মাত্র আমলা দিয়ে সেই কাজগুলি করা যাবে না, পুরাপুরি ক্যাবিনেটটাই দখল করতে হবে। তাই তিনি সরাসরি নির্লজ্জের মত তাঁর ছেলের কণ্ঠ দিয়ে প্রথম ঘোষণা করলেন অঙ্গ রাজ্যের হাতে ক্ষমতা কম দিয়ে কেন্দ্রের হাতে আরও বেশী ক্ষমতা চাই যাতে তিনি যা খুশি তা করতে পারেন, তাঁর ইচ্ছাই হবে আদালত। স্যার, এতক্ষণ ধরে আসামের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সুতরাং তার মধ্যে আমি আর যাচ্ছি না। কিন্তু ফরচুনেটলী বা আনফরচুনেটলী এটা আমাকেই বলতেই হচ্ছে যে, আন্দোলনটা প্রথম শুরু করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। আসামের মঙ্গলদৈ কেন্দ্রের উপনির্ব্বাচনকে কেন্দ্র করে। তিনি বামপন্থী শক্তিগুলিকে পরাজিত করার জন্য জাল ব্যালট পেপার তৈরী করলেন। সেই মঙ্গলদৈ কেন্দ্রের ২২ হাজার ভোটকে বাতিল করে দিয়ে তিনি প্রথম আন্দোলন শুরু করেন। লাঠির সেনা নামে সেখানে উগ্র জাতীয়তাবাদী দল আছে, তিনি তাদের মদত দিয়েছিলেন। কমরেড বিপিন হাজারিকা ১৮ তারিখে বিধান সভায় তথ্য প্রমাণ সহ ঘোষণা করেছিলেন যে সেই আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী। একটা তীর যদি ধনু থেকে বেড়িয়ে যায়, তখন যদি আমি তাকে বলি তীর তুমি এদিকে যাও, ওদিকে যাও তখন তীরটা আমার কথা শুনবে না। ইন্দিরা গান্ধীও তীরটা সেই ভাবে ছুড়ে দিয়েছিল গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানবার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে এটা তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আনুয়ার তৈমুর প্রদেশ কংগ্রেস (আই) নেতা, তিনি প্রকাশ্যে গৌহাটিতে আমাদের সি, ডি, আই অফিস আক্রমণ করার জন্য মদত দিয়েছিল। তিনি আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের উপর তিনি সরাসরি আক্রমণ চালিয়েছিলেন। অসমীয়াদের ভাষায় তিনি ছিলেন নিচার সম্রাট, অর্থাৎ, আণ্ডার গ্রাউণ্ড এম্পারার। সেই আনোয়ার তৈমুরের নেতৃত্বে নারকীয় ঘটনা হচ্ছে। কিন্তু কই ইন্দিরা গান্ধীতো তার দলের ৫টা লোককে জড় করে একটা মিছিলও করেন নি, ৫টা লোককে জড় করে আসামে গৌহাটি বা ডিসপুরের কাছে একটা শ্লোগান পর্যন্ত তারা দেন নি। তারাই আবার বলছেন আসাম থেকে বাঙ্গালী তাডাও, অ-অসমীয়াদের তাডাও। কাছাড়ের যিনি বর্ত্তমান এম. পি. শ্রীসতীশ দেব, উনার নেতৃত্বে মিজোরামে মিজোদেরকে হত্যা করা হল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার প্রস্তাবের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখুন।

শ্রীবিমল সিন্‌হা : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে ঘটনাগুলি ঘটালেন সেখানে কি আইন শৃংখলার অবনতি ঘটে নি? একদিকে কংগ্রেস (আই) বাঙ্গালী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি তে

বাংগালীদের লেলিয়ে দিচ্ছে অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য, অন্যদিকে অসমীয়া অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে অসমীয়াদের লেলিয়ে দিচ্ছে বাংগালীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও সেটা সংঘটিত হচ্ছে। আমরা বাংগালীর কার্য্য কলাপের বিরুদ্ধে কোন কথা বলছে না কংগ্রেস (আই), বরং তাদের আরও মদত দিচ্ছে যে—তোমরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর। অন্যদিকে উপজাতি যুব সমিতিকে মদত দিচ্ছে—১৯৪৯ ইং সনের পর যারা ত্রিপুরাতে এসেছে তাদেরকে এ রাজ্য থেকে বিতাড়নের জন্য তোমরা আন্দোলন কর। আবার এইদিক দিয়ে উপজাতি যুব সমিতির একটা অংশকে মদত দিচ্ছে তোমরা ঘোষণা কর যে, ১৯৪৯ সালের পর যারা এসেছে তাদের বিতাড়ন করার জন্য নূতন করে আন্দোলনের পটভূমিকা তৈরী করার জন্য তাদের নির্দ্দেশ দিচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে সমস্ত ভারতবর্ষের গরীব মানুষের একতাকে দুর্ব্বল করো, সমস্ত গরীব অংশের মানুষের একতাকে পঙ্গু করো। পঙ্গু কর যাতে সারা দেশের মধ্যে কোন রকম ঐক্য সংহতি না করতে পারে তার জন্য চেষ্টা করো এবং এইগুলি করে এখানের মধ্যে কংগ্রেসী (ই) গভর্ণমেণ্ট থাকবে, সে-হেতু আজকে ৯টি রাষ্ট্রের মধ্যে মন্ত্রীসভা বাতিল করলেন। বাতিল করার অজুহাত কিন্তু কেবল মাত্র আইন শৃংখলার জন্য নয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমি প্রমাণ করতে চাই যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিগত ১০ | ১১ বছর রাজত্বের মধ্যে তিনি ৩১টি ষ্টেটকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। ২০শে জনুেয়ারী উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস (ই) ছেলেরা এবং পুলিশরা যৌথভাবে এক মুসলিম ভদ্র মহিলাকে র‍্যাপ করেছে। সেখানে কি কংগ্রেস আইন শৃংখলার অবনতি হয় নি? আমরা কি এখনও বলব যে "ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিয়ো"? কিছুদিন আগে টাইমস্ অব এক্সপ্রেস ১৫ ফেব্রুয়ারী খবর বেরিয়েছিল যে, হরিয়াণা প্রদেশের খান্নাপুর গ্রামের অধীনে একটা সম্পূর্ণ পরিবারকে কংগ্রেস (ই) লোকেরা র‍্যাপ করেছে। শুধু তাই নয় সেখানকার এক নব-দম্পতিকে তারা ইচ্ছামত র‍্যাপ করেছে এমন কি মা বোনকে পর্য্যন্ত তারা র‍্যাপ করতে ছাড়ে নি। সেখানে কি আমরা বলতে পারবো যে, যেহেতু এটা ইন্দিরা কংগ্রেসের রাজত্ব কাজেই এখানে বলা যায় না যে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটেছে। সেখানে বলতে হবে ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিয়ো এবং সেখানে স্থৈবর গভর্ণমেণ্ট থাকবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমি আরও প্রমাণ দিচ্ছি যে, উড়িষ্যাতে ফেব্রুয়ারীর ৩ তারিখ-এ খবর বেরিয়েছে যে ৩৫ জন মেয়ে পিকনিক করতে গিয়েছিল নারায়ণীতে ভুবনেশ্বর থেকে ৭৬ কিলোমিটার দূরে একটা মন্দিরের পাশে ৩৫ জন স্কুল কলেজের মেয়ে মিলে পিকনিক করতে গিয়েছে সেখানে কংগ্রেস (ই)র প্রেসিডেণ্ট, যুব কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট তার দল বল নিয়ে এ গাড়ীর ড্রাইভারকে গাড়ীর হুইলের সাথে দড়ি বেঁধে তারপর সমস্ত মেয়েদের উপর জুলুম করেছে, র‍্যাপ করেছে। যেহেতু কংগ্রেস (ই) র‍্যাপ করেছে, তাব মানে এটা বুঝতে হবে যে আইন শৃংখলার অবনতি সেখানে ঘটে নি। কারণ এটা তো কংগ্রেস (ই)র লোকেরা করছে। এতক্ষণ ধরে মাননীয় বন্ধুরা জয়ধ্বনি করলেন ইন্দিরা গান্ধীর। ইন্দিরা গান্ধীর উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা আজকে উনাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে গ্রামের নাম দহিনা, ডিষ্ট্রিক্টের নাম হচ্ছে মহেন্দ্রগড় সেই ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে গোয়ালিয়া

নামে একজাতীয় ট্রাইবেল আছে। একজন ট্রাইবেল মেয়েকে যুব কংগ্রেসের নেতারা গিয়ে সেখানে র‍্যাপ করে এবং ভদ্র মহিলা যখন তার স্বামীকে জানায় তখন তার স্বামীকে মারপিট করে গ্রেপ্তার করে, তারপর সেই ভদ্রমহিলাকে সেখানে গুলি করে মারা হয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈর-শাসনের জন্য আজকে ভারতবর্ষে কিছু কিছু ফেডারাল রাজ্য সেখানে কিছু কিছু অটোনমি দরকার, রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা থাকা দরকার। রাজ্যের ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করার জন্য আজকে তারা অপচেষ্টা করছে। এই স্বৈরতান্ত্রিক যে অপচেষ্টা তার বিরুদ্ধে আমরা জেহাদ ঘোষণা করছি এবং অন্য রাজ্য থেকে অ-গণতান্ত্রিকভাবে যে সলিউশ্যান করছেন তার ঘোর প্রতিবাদ করে এবং নিন্দার্হ ভাষায় এর প্রতিবাদ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার একটা অনুরোধ হল যে, সম্ভবতঃ সময় একটু বাড়িয়ে দিতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- হাউসের সেন্স নিয়ে বলছি মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হাউস চলবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যে প্রস্তাবটা কমরেড বিমল সিন্‌হা এনেছেন, সেই প্রস্তাবের উপর আমি বক্তব্য রাখছি। প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গত লোকসভার নির্ব্বাচনের সময়ে আমরা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, দুটি শক্তি ভারতবর্ষে মাথা চারা দিচ্ছে। একটা হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি এবং অপরটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক শক্তি। এই দুটার উৎস হচ্ছে গণতান্ত্রিক। একটা অত্যন্ত ঘনীভূত অর্থ নৈতিক সংকটের মধ্যে জনসাধারণের উপর নিজেদের শাসনের বোঝা চাপিয়ে দেবার জন্য ধনীক শ্রেণী, জমিদার শ্রেণীর যে সরকার তারা গণতন্ত্রকে বেশী দিন টিকিয়ে রাখতে পারে না। গণতন্ত্রের মুখোস সেটা খুলে পরে। সে দিক থেকে আমরা বলেছিলাম যে, জনতা পার্টি, কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট, কংগ্রেস (ই)র গভর্ণমেণ্ট এক হয়ে যাবে। আমাদের সেই সতর্ক বাণী আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ভারতবর্ষের উপরে সেই যে বিপদ আজকে এসে পড়েছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর দল জয়লাভ করার পর আমরা প্রথমে লক্ষ্য করলাম যে, রাজ্যে রাজ্যে যে সব জায়গায় সংখ্যালঘিষ্ট সে জায়গায় বিধানসভার সদস্যদের কেনাবেচা হচ্ছে টাকা পয়সা নিয়ে সে সব জায়গায় কেনা-বেচার কাজ যখন বেশী দূর অগ্রসর করতে পারছিলেন না, ঠিক সেই সময়-এ আমরা ৯টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা সতর্ক করে দিয়েছিলাম দিল্লীতে একটা সম্মেলনের মধ্যে যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এবার চেষ্টা হবে নির্ব্বাচিত বিধানসভাগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া, মন্ত্রিসভাগুলি উচ্ছেদ করা এবং একটা এক দলীয় শাসনযন্ত্র কায়েম করা। এই কাজগুলি আজকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সুরু হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যারা জরুরী অবস্থার সময় বহু অপকর্মের নায়ক ছিলেন, ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য যাদের আসামীর কাঠ-

গডায় উঠতে হয়েছিল বিভিন্ন তদন্ত কমিশনের সামনে, যাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে বহু দুর্নীতির অভিযোগ ছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার তাদের সে সব থেকে মুক্ত করে অপর একটা ছোট্ট চক্র সেখানে যাতে সমস্ত ভারতবর্ষে কায়েম করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাই এই জায়গায় আমরা বলছি বিপদ সবচেয়ে বেশী। আমরা শুধু বার বার বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি হুসিয়ার করে দিই নি, এমন কি কংগ্রেস ভক্ত যারা তাদেরকে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, এমন কি ইন্দিরা গান্ধীর দলের মধ্যে আজও যাদের হয়তো গণতন্ত্রের প্রতি কিছু শ্রদ্ধা আছে, তাদের আমরা হুঁসিয়ার করে দিয়েছি যে, শ্রীমতী গান্ধী তাদের সহ্য করবে না। আমাদের সেই হুঁশিয়ারী কতখানি সত্য, সেটা প্রমাণ করার জন্য উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস (ই) নেতা বহুগুণার দিকে তাকান। তাঁকে নেওয়া হয়েছিল শ্রীমতী গান্ধী যখন চাচ্ছিলেন দিল্লীতে যাবেন তখন তিনি যে কোন মানুষের সাহায্য এবং যে কোন দলের সাহায্য নিচ্ছিলেন। আমি কেরালার নির্ব্বাচনের সময় দেখেছি যে সেখানে জন সংঘ, আর, এস, এস, এর সঙ্গে, মুসলিম লীগের সঙ্গে এবং সবচেয়ে কট্টর সাম্প্রদায়িকতাবাদী যারা তাদের সঙ্গে জোট বাধছিলেন বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকে পরাস্তকরে সেখানে জিতবার জন্য। আজকে সেই বহুগুণার কোন স্থান কংগ্রেস আইয়ের মধ্যে নেই। তেমনি শাহ ইমাম দিল্লীর সেই মসজিদে শাহ ইমামের কাছে ইন্দিরা গান্ধী গিয়েছিলেন ভোট ভিক্ষা করতে। তারা ২১ দফা মেনে নিয়েছিলেন, মুসলিম জনসাধারণের জন্য। তাদের স্বার্থে তেমনি বহুগুণাও ৩১ দফা মেনে নিয়েছিল। আজকে শাহ ইমাম ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আর বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নাই। আজকে ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর নেতৃত্বে সমস্ত ভারতবর্ষ অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই আজকে এই প্রস্তাবটি শুধু ত্রিপুরার মানুষের নয় ভারতের মানুষের কাছেও ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। শ্রীমতী গান্ধী এবং তার দল কি অভিযোগ নিয়ে এই ৯টি রাজ্য ভেঙ্গেছেন। তারা এই কথা বলেছেন এব সব রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খুব খারাপ। আজকে এই সম্পর্কে এখানে আলোচনা হয়েছে আর বেশী বলার দরকার নাই। আইন শৃঙ্খলার অবস্থা দেখিয়ে যদি এই ৯টি রাজ্যে বিধানসভাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তাহলে অন্ধ্র, কর্ণাটকও এসব থেকে বাদ পড়ে না। অন্ধ্রে বিভিন্ন রকম নির্য্যাতন হয়েছে। বিহারেও কোন কোন জায়গায় গণ্ডগোল হয়েছে। আসামে সবচেয়ে বেশী আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খারাপ হয়েছে। কিন্তু সেখানে বিধান সভাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয় নি, বরঞ্চ সেখানে বিধানসভাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। সেখানে মেম্বার কেনাবার জন্য দূত পাঠানো হচ্ছে। দূতরা চেষ্টা করছে কিভাবে ১৫ জনকে ৫০ জন করা যায়। সেখানে কি ভাবে কংগ্রেস আই এর মন্ত্রিসভা গঠন করা যায়। শ্রীমতী গান্ধী বহুবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলছেন, রাজ্যে রাজ্যে সরকারগুলি তার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। এই অভিযোগ মোটেই সত্যি নয়। সেই সমস্ত রাজ্যে বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি বার বার দেখিয়েছেন যে সেটা কোন অভিযোগ হতে পারে না। তেমনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন লোকসভার নির্ব্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের আস্থা এই রাজ্যগুলি হারিয়ে ফেলেছে। এটা ঠিক নয়। আপনারা শুনেছেন যে, গড়পরতা ১০০ ভোটের মধ্যে

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দল পেয়েছে ৪৪টা ভোট। অধিকাংশ ভোট বিশেষ করে উত্তর প্রদেশে বিহারে শতকরা ৩৬টি ভোট কংগ্রেস আই পেয়েছে। বিহারে আরও কম ভোট পেয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়তে পারে নি। যার ফলে ইন্দিরা গান্ধী বিপুল সংখ্যক ভোট পেয়ে পার্লামেন্টের আসনে বসেছেন। আর একটা যুক্তি দেখানো হয়েছে যে ১৯৭৭ সনে কি করে জনতা পার্টি বিধানসভাগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। এটা কোন যুক্তি নয়। কেননা জরুরী অবস্থার সময় বিধানসভাগুলির জনসাধারণের আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। জরুরী অবস্থার মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি জেলখানায় পরিণত করা হয়েছে। কাজেই ৭৭ এর নির্বাচন-এর সংগে এই নির্বাচনের তুলনা হয়না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে রাজ্যগুলি রয়েছে যেমন পশ্চিমবাংলা, কেরালা, ত্রিপুরা বিশেষ করে যেখানে বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি রয়েছে সে রাজ্যগুলি থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। কেন্দ্রের বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেছেন যদি এই রাজ্যগুলি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি রাজ্য সরকার চালাতে না পারে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার এই সব বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে কড়াভাবে হস্তক্ষেপ নেবে। তেমনি আমরা দেখেছি পশ্চিমবাংলায় অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য ইন্দিরা কংগ্রেসের ছেলেরা চেষ্টা করছে। তখন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলছেন পশ্চিমবাংলায় আইনশৃঙ্খলার দিকে আমরা নজর রাখছি। তেমনি কয়েকদিন আগে আমরা দেখলাম যে আরেকজন মন্ত্রী মিঃ ষ্টীফেন তিনি ধমক দিচ্ছেন যে পি, ডি. এফ নাকি ডাইরেকটিভ। পি, ডি, এফ চালু করে রাজ্য সরকারকে চালু করতে হবে। তা না হলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলিকে সাহায্য করবে না। এই কথা কেরালার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন যে পি, ডি, এফ চালু করা না করা সেটা ডাইরেকটিভ হতে পারে না। রাজ্য সরকার বিনা বিচারে আটক আইনের বদলে দুর্নীতিবাজদের দমন করা যায় তার জন্য রাজ্যে যথেষ্ট আইন আছে, ক্ষমতা আছে। বিনা বিচারে আটক আইন চালু করবেনা। বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি দেখেছেন যে, বিনা বিচারে আটক আইন যখন প্রথম চালু হয়, তখন এই কথা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন যে এই আইন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে না। ত্রিপুরার মানুষ দেখেছেন যে জরুরী অবস্থার সময়ে সুখময় সেনগুপ্তের আমলে বামফ্রণ্টের বিধায়কদের বিনা বিচারে আটক করে রেখেছিলেন। শাসক গোষ্ঠী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই সমস্ত চোরা কারবারীদের প্রতি প্রয়োগ করা হবে। তাই গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি সেই কথা তারা মানেন না। তারা বিনা বিচারে আটক আইনের পক্ষপাতী নয়। কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয় শক্তিশালী সরকার হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন জারগায় হরিজনদের উপর নির্যাতন বন্ধ করছে না, আসামে যে সমস্ত গণ্ডগোল হচ্ছে তা মিটিয়ে ফেলছে না। তা থেকে এই কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী না হলে, তাহলে তারা বৈদেশিক ক্ষেত্রেতে তারা শক্তিশালী নীতি গ্রহণ করতে পারেনা। এই ধারণা ভুল। যদি রাজ্যগুলির হাতে ক্ষমতা না দেওয়া যায় যাতে যেসমস্ত

অটোনমি আছে, যতটুকু নিজেদের অধিকার আছে সেটুকু যদি প্রয়োগ করতে না পারে তখনই বিচ্ছিন্নতাবাদ বেশী করে আসে। যে কোন গোষ্ঠী সে যতই ছোট হোক না কেন তার উপরে কেহ যদি খবরদারি করে তখন তারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে। আজকে এই যে উপজাতি বন্ধুরা রয়েছেন তারা নিজেরাও জানেন আসামের বিরুদ্ধে মেঘালয়কে আন্দোলন করতে হয়েছে, নাগাল্যাণ্ডকে আন্দোলন করতে হয়েছে. সমস্ত ট্রাইবেল রাজ্যগুলি আন্দোলন করেছে, ট্রাইবেল তারা মনে করেছিল আসাম জগদ্দল পাথরের মত বসে আছে। আমি এই কারণে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি যে, তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার জন্য যতটুকু অটোনমি তাদের দরকার আমরা বামফ্রণ্ট সরকার আরো বেশী অটোনমি এই সমস্ত রাজ্যগুলিকে দেওয়া দরকার। নাগাল্যাণ্ডকে, মণিপুরকে ভারতবর্ষের সমগ্র রাজ্যগুলিকে আরো বেশী অধিকার দেওয়া দরকার। সেই অধিকার তারা যদি পান তাহলে তাদের ইচ্ছামত তারা কাজ করতে পারবে। কেন্দ্র কেবল অত্যাচারী কেন্দ্র হয়না, বন্ধু কেন্দ্রও হয়। যদি কেন্দ্র কেবল অত্যাচারী হয় তাহলে সেটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। রাজ্যগুলির হাতে যদি ক্ষমতা না দেওয়া হয় তাহলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যগুলির বিপ্লব করতে বাধ্য। এই জন্যই আমি বলি যে দেশের আইন শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে বলে রাজ্যের বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার শ্রীমতী গান্ধীর নাই। কারণ আইন শৃঙ্খলা হচ্ছে রাজ্যের অধিকার, এই আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব হচ্ছে রাজ্যের। যদি আমি বলি যে কেন্দ্রের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা নাই, কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লীর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছেন না, তাহলে কি ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দিল্লীর আসন ছেড়ে দিতে রাজি হবেন? তিনি কি বলতে পারবেন যে আমি দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছি না? দিল্লীতে প্রতিদিন যে মেয়েরা রাস্তায় বেড়াতে পারছে না, এর জন্য কি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলবেন যে আমি আমার আসন থেকে রিজাইন করে চলে আসব? এ কথা হয় না। আইন শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার অজুহাতে একটা সরকারকে উচ্ছেদ করা যায় না। কাজেই সেই চেষ্টা যারা আজকে করছেন, আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের এখানেও ইন্দিরার ভক্তরা এই চেষ্টা করছে, যেমন কৈলাশহরে এবং বিলোনীয়াতে বিভিন্ন উস্কানীমূলক কাজ করার মধ্য দিয়ে, কোন জায়গাতে সাম্প্রদায়িকতার মধ্য দিয়ে এই চেষ্টা করা হচ্ছে। এই যেমন পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা পন্থিরা বলছে যে তারা আইন অমান্য আন্দোলন করবে। এটা আসলে আসামের সংখ্যালঘুদের সাহায্য করার জন্য নয়, এটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সরকারের শক্তিকে আঘাত করার জন্য, বামফ্রণ্ট সরকারের গণতান্ত্রিক ঐক্যকে আঘাত করার জন্য। কাজেই এই যে প্রচেষ্টা আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে ইন্দিরা পন্থিরা শুরু করেছে, এই জন্যই আমি বলছি যে, গণতন্ত্র বিপন্ন হচ্ছে, আর স্বৈরাচারী শক্তি আবার মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। ভারতের মধ্যে যে একটা জাতিয় সংহতি সৃষ্টি হয়েছিল সেটা আজকে বিপন্ন হচ্ছে, সেই দিক থেকে ভারতের সমগ্র দেশের মানুষকে সচেতন করে দেওয়ার আজ প্রয়োজন রয়েছে। আমি ত্রিপুরার সরকার, বামফ্রণ্ট সরকার

আমি বিশ্বাস করি না যে কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি যে কেন্দ্রের কাছে আমাদের যে আছে সেটা আমাদেরকে কেন্দ্র থেকে আদায় করতে হবে। আমি একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮০-৮১ সালের জন্য তৈরী করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দিয়ে বলেছিলাম যে রাজনৈতিক স্তরে আলোচনা হউক। কারণ আমি সেই পরিকল্পনার মধ্যে কয়টা বিশেষ দাবী করেছিলাম ত্রিপুরার মানুষের পক্ষ থেকে। আমি বলেছিলাম যে আরও ব্যাপক কর্মসংস্থান করতে হবে, কারণ আমার এখানে রেজিষ্টার করা ৬০ হাজার শিক্ষিত বেকার আছে, তাদের জন্যই এই পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল এবং তার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছিল। আমি নিজে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে গিয়ে বলেছিলাম যে আমাদের যদি কাগজ কল করে দেওয়া হয় তাহলে পরে কিছু লোকের চাকুরী হতে পারে। সমস্ত বেকারকে সরকারী চাকুরী দিয়ে রক্ষা করতে পারব না। কিন্তু আমি সেই আলোচনার সুযোগ পাই নি। যে সুযোগ জনতা সরকারের আমলে আমরা পেয়েছি। সেই সুযোগ শ্রীমতী গান্ধীর কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। আমি চেয়েছিলাম এই ডিজেলের সংকট থেকে মুক্তি। কারণ এই পাঁচ মাস ধরে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য অবরুদ্ধ হয়ে আছে, তার জন্য যেন কেন্দ্রীয় সরকার আরও জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কিন্তু সেই ব্যবস্থা আজও নেওয়া হয় নি। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের জনজীবন আজকে স্তব্ধ হওয়ার পথে। এই অবস্থায় সামান্য ঔষধটুকু যেটা আমরা কলকাতা থেকে বিমানে আনতে পারি, আমি কেন্দ্রের বিমান মন্ত্রীর কাছে লিখলাম যে একটা অন্ততঃ রেল লাইন আমাদের দিন, একটা অন্ততঃ ট্রেইন আমাদের দিন, যাতে করে আমরা এই সমস্ত ঔষধপত্র আনতে পারি এখানে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে একটা ট্রেইনও আমাদের দেওয়া হয় নি। এই যে আমাদের কতগুলি প্রয়োজন, এই প্রয়োজনগুলিত কেন্দ্রকে মিটাতে হবে। এই প্রয়োজনগুলি কেন্দ্র মিটাক, আমরা দেখাব যে আমরা তিনটা সরকার আছি পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা আমরা কিভাবে রাজ্য চালাই। আমরা আসাম প্রতিযোগিতা, গান্ধী সরকার কয়টা রাজ্য চালাবেন, অন্যান্য দলগুলি কয়টা রাজ্য চালাবেন। ২২টা রাজ্যত আছে, এই ২২টা রাজ্যে এক রকম সরকার নাওত হতে পারে। ভারতবর্ষ বহু জাতির দেশ। এই ভারতবর্ষের মধ্যে বহু রকমের দল আছে। যদি শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে আমি কোন দলকে বিশ্বাস করি না, অন্য কোন জাতিকে বিশ্বাস করি না, আমি শুধু আমার অধিকার নিয়ে ভারতবর্ষের উপরা রাজত্ব করব এবং তার জন্য আজকে সংবিধানকে সংশোধন করার জন্য প্রস্তাব এসেছে বিভিন্ন জায়গ থেকে, জরুরী অবস্থাকালে যেভাবে সংবিধানের উপর বলাৎকার করা হয়েছিল, সেই সমস্ত হুমকি আজকে ভারতবর্ষের মানুষের সামনে আবার উপস্থিত হয়েছে। আর এই জায়গায়ই হচ্ছে বিপদ। আবার সেই স্বৈরতন্ত্র মাথা চারা দিচ্ছে। তাই সমাজের সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই বিপদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, এই প্রস্তাবের মর্মবাণী হচ্ছে এই। আর এই জন্য আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিংহা কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :- "এই সভা মনে করে যে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের ৯টি মন্ত্রিসভা ও বিধান সভাকে বাতিল করে দিয়ে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তিমূলে আঘাত করেছে, অঙ্গ রাজ্যগুলির অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেছেন যার ফলে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি করেছে। তাই এই সভা কেন্দ্রের এই অগণতান্ত্রিক কাজ কর্মের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।"

( যেহেতু প্রস্তাবের বিপক্ষে কেউ নেই। অতএব রিজিউলিউশানটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ হলো )।

এই সভা আগামী ২৪শে মার্চ্চ, সোমবার ১৯৮০ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

## PAPERS LAID ON THE TABLE.

"ANNEXURE "A"

Admitted Starred Question No. 5.

By—Sri Umesh Nath.

প্রশ্ন

১) উত্তর শনিছড়ায় রেল লাইনের নিকটবর্ত্তী নালা বাঁধ দিয়ে শনিছড়া মাঠের ফসল রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২) যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 14.

By—Sri Subodh Ch. Das.

Will thh Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর বিভাগের অন্তর্গত—নয়াগাং জলেবাসা রাস্তা নির্মাণের কাজ কতটুকু শেষ হইয়াছে ?

২) এই রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের উপযোগী করিয়া তুলিতে কতদিন লাগিবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ১১ কি. মি. পর্য্যন্ত রাস্তার মাটির কাজ শেষ হইয়াছে।

২) প্রয়োজনীয় মালপত্র এবং রাস্তার বাকী অংশের প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে ১৯৮০-৮১ সনের মধ্যে সুদিনে রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 16.

By—Sri Subodh Ch. Das.

প্রশ্ন

১) ধর্মনগরের কাঁকরীর পার গ্রাম ও কাঁকরীর হাওর (মাঠ) বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকলে কতদিনের মধ্যে পরিকল্পনার কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩) আর না থাকলে কারণ কি ?

উত্তর

১। ধর্মনগর শহর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল কাঁকরীর পার গ্রাম এবং কাঁকরীর হাওয়র ইত্যাদি অঞ্চলকে বন্যার কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা রচনার কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

২) উহা রচিত হইলেই এ সম্বন্ধে যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে।

৩) এক নং এবং দুই নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 17.

By—Sri Subodh Chandra Das.

প্রশ্ন

১। ককরী নদীর জল দ্বারা উত্তর ত্রিপুরার বৃহত্তর শহর ধর্মনগরে পানীয় জল সরবরাহের দাবী ধর্মনগর শহরবাসীর পক্ষ থেকে সরকারের নিকট রাখা হয়েছিল কি ?

২। যদি দাবী রাখা হয়ে থাকে তবে এই ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না।

## Admitted Starred Question No. 32.

### By—Shri Tarani Mohan Singh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P, W. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর হইতে মনুঘাট, ভায়া ফটিকরায়, রাস্তাটির জন্য অধিকৃত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ এখনো না দেওয়ার কারণ কি ?

২। উপরোক্ত রাস্তা তৈরীর কাজ কবে নাগাদ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। জমি অধিগ্রহণের কাজ এখনও শেষ না হওয়ায় জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

২। জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হইলে আগামী আর্থিক বৎসরে কাজটি শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

## Admitted Starred Question No. 39

### By—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কতটি গ্রামীণ রাস্তার যোগাযোগ মেইন রোডের সঙ্গে আছে ;

২। ঐ সমস্ত রাস্তা সারা বছর গাড়ী চলাচলের যোগ্য কি না; এবং

৩। যোগ্য হইলে, উক্ত রাস্তাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ রাস্তায় মোটর সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা আছে ?

উত্তর

১। ৩২৪টি রাস্তা।

২। না, সবগুলি রাস্তা সারা বছর গাড়ী চলাচলের উপযোগী নয়। ৩২৪টি রাস্তার মধ্যে ৭৩টি রাস্তা সারা বছর গাড়ী চলাচলের উপযোগী আরও কিছু রাস্তার সোলিং দ্বারা উন্নতি সাধন করা যাইতেছে।

৩। উক্ত ৭৩টি রাস্তার মধ্যে সবগুলিতেই কণ্টক্ট ক্যারেজ এবং ষ্টেজ ক্যারেজের ব্যবস্থা বর্ত্তমানে চালু আছে।

## Admitted Starred Question No. 43

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে স্কুল, ডাক্তারখানা, তহশীল অফিস ইত্যাদির ঘর তৈরীর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থে অদ্য পর্যন্ত কতটি কি কি ঘর তৈরী হয়েছে ?

২। উক্ত ঘরগুলি তৈরীর জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে, এবং

৩। যদি বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ খরচ না হয়ে থাকে, তাহলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ক) স্কুল ঘর ৩০টির কাজ শেষ হইয়াছে এবং ২০টির কাজ চলিতেছে।

খ) ডাক্তারখানার ৩৫টির কাজ শেষ হইয়াছে এবং ৩৫টির কাজ চলিতেছে।

গ) তহশীল অফিসের ১টির কাজ শেষ হইয়াছে এবং ৪টির কাজ চলিতেছে।

ঘ) ১৯৭৮-৮৯ আর্থিক বছরে ৪৪,৯৪,২৬৯ টাকা খরচ হইয়াছে।

৩। বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ খরচ না হওয়ার কারণ নিম্নে দেওয়া হইল।

ক) কোন কোন ক্ষেত্রে জায়গা হস্তান্তর করা হয় নাই।

খ) কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী পাওয়া যায় নাই।

গ) কোন কোন ক্ষেত্রে বছরের শেষভাগে মঞ্জুরী পাওয়ায় কাজ আরম্ভ করা যায় নাই।

ঘ) কোন কোন ক্ষেত্রে সিমেণ্ট, ষ্টীল এবং ইটের অপ্রতুলতা।

## Admitted Starred Question No. 69.

By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। ১৯৭৯-৮০ইং এর আর্থিক বছরে অমরপুর মহকুমায় কয়টি জলসেচ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। | ১। ১৯৭৯-৮০ইং আর্থিক বৎসরে ৩( তিনটি ) নতুন লিফট ইরিগেশন স্কীম হাতে নেওয়া হয়েছে। |
| ২। ঐ প্রকল্পগুলো কোথায় কোথার হচ্ছে, এবং | ২। ঐ প্রকল্পগুলি নিম্নলিখিত স্থানে হচ্ছে :—<br>১) ডালাক<br>২) নর্থ চেলাগাং<br>৩) চালিয়া খোলা |

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ৩। কিসের ভিত্তিতে প্রকল্পগুলোর জন্য ঐ সমস্ত স্থানে নির্বাচিত করা হয়েছে ? | ৩) এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন অথরিটির আবেদনক্রমে প্রস্তাবগুলি বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ব্যয় ও উপকারের ভিত্তিতে যোগ্য বিবেচিত হওয়াতে গ্রহণ করা হইয়াছে। |

Admitted Starred Question No. 71.
By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোট কয়টি গাড়ী অক্সানে বিক্রী করা হয়েছে ?

এবং

২। মোট কত টাকায় বিক্রী করা হয়েছে ?

উত্তর

১। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৮টি গাড়ী অক্সানে বিক্রী করা হয়।

২। উক্ত ১৮টি গাড়ী সর্ব্বমোট মং ৭৬,১৫৬·৯৯ টাকা বিক্রী হইয়াছে।

Admitted Starred Question No 85.
By— Shri Rudreswar Das.

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ ইং সালে ও ১৯৮০ সালের ৩১ শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কয়টি লিফট ইরিগেশন বৈদ্যুতিকরণ করা হইয়াছে।

২। সে সমস্ত লিফ্‌ট ইরিগেশন কেন্দ্র গুলো কোথায় কোথায় ( বিভাগ ভিত্তিক )।

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ সালে ৬ টি এবং ১৯৮০ সালের ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত ২৪ টি লিফ্‌ট ইরিগেশন স্কীমে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হইয়াছে।

২। নিম্নলিখিত বিভাগে অবস্থিত—

| | ১৯৭৮-৭৯ ও | ১৯৮০ সালের ৩১ শে জানুয়ারী পর্যন্ত। |
|---|---|---|
| ধর্মনগর— | ১ | ১ |
| কৈলাসহর— | — | ১ |
| কমলপুর— | — | ২ |
| খোয়াই— | ১ | ৯ |
| সদর— | — | ৯ |
| সোনামুড়া— | — | ১ |
| বিলোনীয়া— | ২ | — |
| সাব্রুম— | ১ | — |
| অমরপুর— | ১ | ১ |
| | ৬ | ২৪ |

Admitted Starred Question No. 90
By—Shri Niranjan Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state:-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য জম্পুইজলা কলোনী, জম্পুইজলা, টাকারজলা, গাবর্দি ও দক্ষিণ আনন্দ-নগরে বৈদ্যুতিকরণের পরিকল্পনা ছিল ?

২। সত্য হলে, পরিকল্পনার কাজ কত টুকু অগ্রসর হইয়াছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৭৭-৭৮ ইং সনে আনন্দনগরে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গাবর্দি ও টাকারজলায় আগামী আর্থিক বৎসরে উক্ত গ্রামগুলিতে বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 97.
By—Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the A. H. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উল্টাকালী গাঁও সভার অন্তর্গত শান্তিপুরে যে পশু প্রজনন কেন্দ্রটি আছে তাহাতে পশু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আছে কি ?

২। আগামী আর্থিক বৎসরে ঐ কেন্দ্রে একটি স্থায়ী ঘর তৈরী করার কোন ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ আছে।

২। স্থায়ী ঘর তৈরী করার সক্রিয় প্রয়াস নেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 98.

By—Shri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the A. H. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকার কি অবগত আছেন যে রাজনগর গাঁও সভা ও তার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে কোন পশু চিকিৎসালয় না থাকাতে ঐ এলাকার জনসাধারণ অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করছেন ;

২। অবগত থাকিলে ঐ গাঁওসভার অন্তর্গত আনন্দ বাজারে আগামী আর্থিক বৎসরে একটি পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করবেন কি ?

উত্তর

১। উক্ত অঞ্চলের অতি নিকটে ১টি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ( তিলথৈ ) ও ১টি গো— উন্নয়ন কেন্দ্র ( হাফলং ) আছে। জনসাধারণ এই ব্যাপারে অসুবিধার কথা সরকার অবগত নহেন

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 112

By—Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

১। ধর্মনগর মহকুমার কুর্তি বাজার হইতে ধর্মনগর শহর পর্যন্ত ধর্মনগর মহকুমার কালাছড়া বাজার হইতে ধর্মনগর শহর পর্যন্ত টি, আর, টি, সি, বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। যদি থাকে তাহলে কবে পর্যন্ত কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না।

২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে-প্রশ্ন উঠে না

Admitted Starred Question No. 117.

By—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে এপর্যন্ত কতটি মৎসজীবী সমবায় সমিতি রেজিষ্ট্রী হয়েছে এবং কতটি রেজিষ্ট্রেশনের অপেক্ষায় আছে ;

২) ঐ রেজিষ্ট্রীকৃত কতটি সমিতিকে অংশীদারী মূলধন ও পরিচালন ভর্তুকী (মেনেজারিয়েল সাবসিডি) দেওয়া হয়েছে ; এবং

৩) কতটিকে দেওয়া যেতে পারেনি এবং কেন ?

উত্তর

১) রাজ্যে এপর্যন্ত ৫৮ টি মৎসজীবী সমবায় সমিতি রেজেষ্ট্রী হয়েছে এবং ৫টি প্রস্তাব রেজিষ্ট্রেশনের অপেক্ষায় পরীক্ষাধীন আছে।

২) ২০ টি সমিতিকে।

৩) প্ল্যান বাজেটে অর্থের সংকুলান না হওয়ায় ৩৮টি সমিতিকে আর্থিক সাহায্য এখনও দেওয়া যায় নাই।

Admitted Starred Question No. 118

By—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Fisheries Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মৎস্য দপ্তর ও কোপারেশন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে গঠিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি উন্নয়ন কমিটির কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে ?

২। এতে রাজ্যের কত পরিমাণ জলাশয় মৎস্য চাষের আওতায় আনা সম্ভব হবে বলে কমিটি রিপোর্ট দিয়েছেন ?

৩। ইহা কি সত্য যে সমস্ত জলাশয় মৎস্য দপ্তরকে বুঝিয়ে দেওয়ার সরকারী নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এখনও অনেক দপ্তরই তাদের নিজ নিজ দখলীকৃত জলাশয় মৎস্য দপ্তরকে বুঝিয়ে দেন নি ?

৪। না দিয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৭ টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি পরিদর্শন করিয়া মৎস্য সমবায় উন্নয়ন কমিটি অতি সম্প্রতি একটি অন্তর্বর্ত্তীকালীন সুপারিশ সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। উহা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। এই সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ নাই।

৩। হঁ্যা, অনেক দপ্তরই তাহাদের দখলীকৃত জলাশয় মৎস দপ্তরকে বুঝিয়ে দেন নাই।

৪। সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহকে তাহাদের দখলীকৃত জলাশয় সমূহ সত্বর হস্তান্তর করার ব্যবস্থা নিতে বলা হইয়াছে।

## PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No, 3
By—Shri Niranjan Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ এর বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বেতনের হার কত ?

২) ইহা কি সত্য, এই সমস্ত সংস্থার নাইটগার্ড-কাম-পিয়ন, সেলস্ম্যান, ওয়েটম্যানরা তাদের বেতনের হার সংশোধনের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ;

৩) সত্য হলে এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ; এবং

৪) কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) (ক) ল্যাম্পস্ এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরদের ( কো-অপারেটিভ অফিসার যাহাদের ডেপুটেশনে দেওয়া হইয়াছে ) বেতনের হার টা: ৩৭০-২০-৫৫০-২৫-৮০০। এইসব কর্মচারীরা সরকারী হারে ডি.এ., সি.এ., এডিশন্যাল ডি.এ, ইত্যাদি এবং ডেপুটেশন ভাতা পান।

(খ) ল্যাম্পসের ফিল্ড সুপারভাইজার বেতনের হার : টা: ২৫০-১০-৪০০। তাহারা ফিক্সড ডি.এ এবং টি.এ হিসাবে মাসিক যথাক্রমে ৭৫.০০ ও ২৫.০০ টাকা পান।

(গ) ল্যাম্পস্-এর অন্যান্য কর্মচারী এবং প্যাক্স্-এর কর্মচারীদের জন্য সরকার হইতে যে হারে সাব্সিডি দেওয়া হয় তাহা এইরূপ :—

ল্যাম্পস

| | | |
|---|---|---|
| ১) একাউন্টেন্ট-কাম ষ্টোর-কিপার— | টা: ৪০০.০০ | (মাসিক) |
| ২) সেল্স্ম্যান— | ,, ২৭৫.০০ | ,, |
| ৩) পিয়ন-কাম-নাইটগার্ড | ,, ১৫০.০০ | ,, |

প্যাক্স্

| | | |
|---|---|---|
| ১) ম্যানেজার— | ,, ১৭৫.০০ | ,, |
| ২) পিয়ন-কাম-নাইট গার্ড— | ,, ১৫০.০০ | ,, |

২) না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 5

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the A. H. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ ইং সনে পশুপালন দপ্তরে পশু পালনের জন্য মোট কত টাকা বরাদ্দ ছিল এবং মোট কত টাকা কি কি বাবদ খরচ হইয়াছে, তাহার হিসাব ; এবং

২। বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ টাকা খরচ না হইয়া থাকিলে তার কারণ ; এবং

৩। কত টাকা খরচ করা সম্ভব হয় নাই তাহার পরিমাণ।

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ সনে পশুপালন দপ্তরে মোট বরাদ্দ ছিল মোট ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৭৬ হাজার

টাকা। পশুপালন খাতে ৩৬ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বমোট ৪১,৮৮,৮৭১.৯৫ টাকা খরচ হইয়াছে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক) | ষ্টাফের বেতন ইত্যাদি বাবদ— | ১৭,৬৫,০১৫.৮৭ | টাকা |
| খ) | অফিস খরচ বাবদ— | ২,৩৮,৭০০.৩৮ | টাকা |
| গ) | ষ্টাইপেণ্ড বাবদ— | ১৫,৪৬৩.৫৭ | টাকা |
| ঘ) | ঔষধ ও গো-খাদ্য বাবদ | ১৬,০০,৩১৬.৪১ | টাকা |
| ঙ) | ঘর ভাড়া বাবদ | ৪৩,১৯১.৭৬ | টাকা |
| চ) | ভূতু র্কী বাবদ | ৯৬২.৯০ | টাকা |
| ছ) | গাড়ী বাবদ | ৪,০৪,২২৯.৯৭ | টাকা |
| জ) | যন্ত্রপাতি বাবদ | ৫৮,৩৫০.৩১ | টাকা |
| ঝ) | অন্যান্য বাবদ | ৫৬,৬৪০.৭৮ | টাকা |

সর্ব্ব মোট—৪১,৮৮,৮৭১·৯৫ টাকা খরচ হইয়াছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

## Admitted Unstarred Question No. 7.

### By—Shri Nagendra Jamatia

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State—**

প্রশ্ন

১। টি, আর, টি, সি তে মোট কতজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত রয়েছেন ; (পদ অনুযায়ী ওদের সংখ্যা) ;

২। তাদের বেতন ও ভাতা বাবদ বাৎসরিক কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ আছে ?

উত্তর

১। ১৯-২-৮০ইং এর অবস্থানুযায়ী দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে ৯ জন কর্মীসহ ৭৬৩ জন কর্মচারী নিযুক্ত রয়েছেন। পদ অনুযায়ী ওদের সংখ্যা সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

২। ১৯৭৯-৮০ইং আর্থিক বৎসরের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৫৮·৩৮ লক্ষ টাকা। ইহাতে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কর্মীদের হিসাব ধরা হয় নাই।

২৯-২-৮০ইং পর্য্যন্ত কর্মচারীর অবস্থা

| ক্রমিক সংখ্যা | পদবী | কর্মচারীর মোট সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১) | সুপারিন্‌টেণ্ড অব একাউন্টস্ | ২ | |
| ২) | অফিস সুপারিন্‌টেণ্ড | ১ | |
| ৩) | হেড ক্লার্ক | ১ | |
| ৪) | একাউনটেন্ট | ৩ | |
| ৫) | আপার ডিভিশান ক্লার্ক | ৫ | |
| ৬) | অডিটর | ১ | |
| ৭) | ষ্টেনো টাইপিষ্ট | ২ | |
| ৮) | এল, ডি, ক্লার্ক | ৬৩ | |
| ৯) | ট্রাফিক এসিস্‌টেন্ট | ৯ | |
| ১০) | ষ্টেটিস্‌টিকেল এসিস্‌টেন্ট | ৪ | |
| ১১) | ওভারসিয়ার | ২ | ১ জন ওভারসিয়ার ডেপুটে-শনে আছেন। |
| ১২) | ওয়ার্ক এসিস্‌টেন্ট | ২ | |
| ১৩) | এসিস্‌টেন্ট ইলেক্ট্রিশিয়ান | ৬ | |
| ১৪) | ভেহিক্যাল এসিস্‌টেন্ট | ৮৯ | |
| ১৫) | সিনিয়ার লাইট ভেহিক্যাল ড্রাইভার | ৯ | |
| ১৬) | লাইট ভেহিক্যাল ড্রাইভার | ২ | |
| ১৭) | ডুপ্লিকেটিং অপারেটর | ১ | |
| ১৮) | ষ্টোর্স সুপারভাইজার | ১ | |
| ১৯) | গার্ড | ৩৩ | |
| ২০) | পিয়ন | ৪৪ | |
| ২১) | বুকিং ক্লার্ক | ৩৯ | |
| ২২) | বাস কন্‌ডাক্টর | ৮৯ | |
| ২৩) | ট্রাফিক সুপারভাইজার | ১২ | |
| ২৪) | হেল্‌পার | ৭৫ | |
| ২৫) | মেকানিক | ১৫ | |
| ২৬) | এসিস্‌টেন্ট মেকানিক | ৩৭ | |
| ২৭) | হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভার | ১৪২ | |
| ২৮) | গুডস্ এসিস্‌টেন্ট | ২ | |
| ২৯) | টুল্‌স এসিস্‌টেন্ট | ৬ | |

| | | |
|---|---|---|
| ৩০) | মেইল এসিস্টেন্ট | ১১ |
| ৩১) | এসিস্টেন্ট ফোরমেন | ১০ |
| ৩২) | ব্ল্যাকস্মিথ | ২ |
| ৩৩) | কারপেনটার | ২ |
| ৩৪) | ওয়েল্ডার | ৫ |
| ৩৫) | পেইন্টার কাম আর্টিষ্ট | ১ |
| ৩৬) | এসিস্টেন্ট পেইনটার | ১ |
| ৩৭) | সুইপার | ১ |
| ৩৮) | এসিস্টেন্ট ষ্টোর কিপার | ৮ |
| ৩৯) | ষ্টার্টার | ২ |
| ৪০) | ফুয়েল পাম্প এসিস্টেন্ট | ৪ |
| ৪১) | ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ড | ১ |
| ৪২) | ফোরমেন | ২ |
| ৪৩) | আপহোলষ্টার | ১ |
| ৪৪) | ডেইলি রেটেড্ষ্টাফ | ৮ |
| ৪৫) | ডেইলিরেটেড্ ষ্টাফ (ইউ/এস) | ১ |
| ৪৬) | অফিসার্স (ক) অন ডেপুটেশন | ১১ |
| | (খ) অন কর্পোরেশন | ৪ |
| | সর্ব্ব মোট— | ১৬৩ |

Admitted Unstarred Question No. 8.

By—Shri Samar Choudhury

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বর্ষে রাজ্যের কোন কোন স্থানে ইরিগেশান এর জন্য ইনভেষ্টিগেশন সার্ভের কাজ শুরু করা হয়েছে ; | |
| ২) ৩১শে মার্চ ১৯৭৯ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরা ইরিগেশন এর জন্য যে ইনভেষ্টিগেশন সার্ভে হয়েছে তার স্থান ও পরিচয় ; | বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে। |
| ৩) কোন কোন ইনভেষ্টিগেশন ফিসিবল রিপোর্টেড হয়েছে ; এবং | |
| ৪) এই সব "ফিসিবল" এবং ভায়েবল স্কীমগুলির কোন কোনটিকে সরকার রূপ দিয়েছেন এবং রূপ দেয়ার পরিকল্পনা করেছেন। | |

## PROCEEDING OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY, ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Monday, the 24th March, 1980.

The House met in the Assembly House (Ujjayanta Palace) Agartala, at 11 A. M. on Monday, the 24th March, 1980.

### PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the chair, Chief Minister, 9(nine) Ministers, Deputy Speaker and 41 Members.

### QUESTION

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করবেন। শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

প্রশ্ন

১। নাবালক নাবালিকা পুত্র কন্যা নিয়ে বিপন্না ও নিঃস্ব বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের কোন প্রকার ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। না থাকিলে, এই বিপন্নদের রক্ষা করার কথা সরকার কি ভাবে ভাবছেন ?

উত্তর

১। প্রথম প্রশ্নের জবাব হচ্ছে না।

২। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হচ্ছে যে যাদের বয়স বেশী যারা কর্মক্ষমতা একেবারে হারিয়ে ফেলেছে তাদের জন্য সামান্য পেনশনের ব্যবস্থা আছে তার অন্তর্ভুক্ত করা হলে এসব সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ ঃ— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, বর্তমানে যদি কোন প্রকার উদ্যোগ না নেওয়া হয় তবে পরবর্তী সময়ে তাদের ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ সরকারের আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকার এখনও কিছু ভাবতে পারেননি।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, সরকারি আবাসন পাওয়ার কোন সরকারী ব্যবস্থা আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের জন্য ত আবাসনের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। তবে বিভিন্ন ধরণের কর্মসংস্থানের যে পরিকল্পনা সরকার নিচ্ছেন তার মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে অনাথ ছেলে-মেয়েদের রাখার ব্যাপারে আগরতলাতে যে সংস্থান আছে সেখানে আবেদন করা সত্বেও বহু আবেদন গ্রহণ করা হয় নাই এ রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানা আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকারের যে আবাস রয়েছে তার মধ্যে ভর্তি করার সুযোগ সীমাবদ্ধ, সে সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যে যতজন ভর্তি করা যায় সরকার তার চেষ্টা করছেন।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ ঃ— এই যে আবেদন করা হয়েছে, যারা আগে আবেদন করেছেন তাদের নামবাদ দিয়ে পরে যারা আবেদন করেছেন তাদের নাম নেওয়া হয়েছে এ জাতীয় কোন ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ রকম ত সরকারের জানা নেই তবে মাননীয় সদস্য যা বলছেন যে আগে আবেদন করলে ভর্তি করা হবে সেটা ঠিক না। ভর্তি করার উপযুক্ত কিনা সেটাই ভর্তি করার বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সমন প্রমাণ যদি পাওয়া যায় যে ভর্তির ক্ষেত্রে সুবিচার করা হয়নি তাহলে কি করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিশেষ কোন কেইস যদি মাননীয় সদস্য দেন যে এই ক্ষেত্রে মাননীয় সদস্য মনে হচ্ছে যে সুবিচার করা হয়নি তাহলে নিশ্চয়ই সরকার তদন্ত করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস,
এবসেন্ট।
শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা,
এবসেন্ট।
শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে কোন্ কোন্ জায়গায় মিজো হাম্‌লা ঘটেছে ?

২। প্রধানতঃ কি কি কারণে এবং কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ হামলা সংঘটিত করা হয়েছে ; এবং

৩। তাতে কত লোক খুন বা জখম এবং কত সম্পতি লুঠপাট বা নষ্ট হয়েছে ?

৪। এসব ব্যাপারে পুলিশ কত জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছিল এবং সরকার নিরাপত্তা মূলক কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অমরপুর এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার আনন্দবাজার ও ছামনু থানাধীন বীরজয় চৌধুরী পাড়া নামক স্থানে মিজো হামলা হয়েছে।

২। (ক) লুট করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা,
(খ) পুলিশ ক্যাম্প থেকে অস্ত্রশস্ত্র লুট করা,
(গ) ট্রাইবেল ন্যাশানেল ভলান্টিয়ারের সদস্যদের গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ নেওয়া।

৩। এসব হামলায় চারজন (৪) মারা গিয়েছেন, ছয়জন (৬) আহত হইয়াছেন এবং সম্পত্তি আনুমানিক ৮২,৫০০ টাকা লুট করা হইয়াছে।

৪। পুলিশ অমরপুরের ঘটনায় ২২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং সকলেই স্থানীয় যুবক।

মিজো আক্রমণ বন্ধ করার জন্য সরকার সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রিপুরা, মিজোরাম–বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলটি অত্যন্ত দূরতীগম্য। সকল অসুবিধা সত্ত্বেও গোয়েন্দা বাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা জোরদার করা হইয়াছে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে নিযুক্ত সীমান্তরক্ষী বাহিনীও ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্তে নিযুক্ত পুলিশ বাহিনীকে সতর্ক রাখা হইয়াছে যাহাতে বিদ্রোহী মিজোরা বাংলাদেশ এবং মিজোরাম হইতে আসিয়া আকস্মিক আক্রমণ করিতে না পারে। মিজো-অনুপ্রবেশ প্রতিরোধকল্পে আন্তর্জাতিক সীমারেখা বরাবর যে সমস্ত পুলিশ ফাঁড়ি আছে সেইগুলিতে শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে যাহাতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ভাংমুন, কাঞ্চনপুর, আমবাসা, গণ্ডাছড়া, অমরপুর, নূতন বাজার এবং সাব্রুম অঞ্চলে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে পারে। ইহা ব্যতীত মিজোরাম সরকারকে ত্রিপুরা মিজোরাম বাংলাদেশ সংযোগ স্থলের মিজোরামের অভ্যন্তরে সশস্ত্র বাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করিয়া মিজো অনুপ্রবেশ বন্ধ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এব্যাপারে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির বিশেষ করে বিজয় কুমার রাংখলের নামে এবং অপর সকলের নামে যে মামলা আছে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে এমন কোন চিঠি রাজ্যসরকারের আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এসব ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ যাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে তাদের কাছে যেসব কাগজপত্র পাওয়া গেছে তাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে শ্রীবিজয় কুমার রাংখল, উপজাতি যুব সমিতির, ত্রিপুর সেনার একজন নেতা তিনি বিশেষভাবে এসবের সহিত জড়িত আছেন। এসব ক্ষেত্রে স্পেসিফিক মামলা ছাড়াও একটি ষড়যন্ত্রের মামলা সরকার এনেছেন এবং ষড়যন্ত্রের মামলা সম্পর্কে বেশ কিছু ছাত্র এবং যুবককে ওয়ারেন্ট করা হয়েছে। বিজয় রাংখলের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে। যারা আত্মগোপন করেছিল উপজাতি যুব সমিতির নেতারা বলে-ছিল যে তারা নিরপরাধ সেজন্য বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে আমি তাদের বলেছিলাম

যে তারা আসুক যেসব তথ্য সরকারের কাছে আছে সেসব তথ্য তারা পরীক্ষা করে দেখুন। উপজাতি যুব সমিতির নেতারা আসেননি। আমি প্রাকাশ্যে ঘোষণা করা সত্বেও তারা দেখবার জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি। বিজয় বাবু যখন এসেছিলেন তখন তাকে দেখানো হয়েছে। তারপর বিভিন্ন চিঠিতে এবং আমার সঙ্গে আলো-চনা কালে তিনি বলেন যে তিনি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বিশ্বাসী। তিনি আরও বলেন যে তিনি মেইন স্ট্রীমের সঙ্গে থাকতে চান। সংবিধান সম্মত উপায়ে কাজকর্ম করতে যেন তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়।

সেই সুযোগ শুধু তাঁকে কেন প্রত্যেক মানুষকেই দেওয়া হচ্ছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে যারা শান্তিপূর্ণভাবে কাজকর্ম করতে চান, সংবিধান সম্মতভাবে কাজ করতে চান সেই সকল উপজাতি যুব সমিতির কিছু কিছু লোকজনদের বিরুদ্ধে সড়যন্ত্রমূলক যে মামলাগুলি ছিল তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। যারা বিভিন্ন অন্ত-র্ঘাতমূলক হামলার অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে বিভিন্ন সেক্রেটারিয়েটের হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল সেই মামলাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অমরপুরের যে মিজো হামলা এবং ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানে যে সকল মিজো হামলা হয়েছিল সেইগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়নি। এই ব্যাপারে শ্রীবিজয় কুমার রাংখল বিভিন্ন উপজাতি যুব সমিতির কয়েক-জন যুবকদের সাক্ষরিত একটি স্টেটমেন্ট আমার কাছে দাখিল করেছেন। এই স্টেট-মেন্টে ঐসকল যুবকরা শ্রীবিজয় কুমার রাংখলের মত তারাও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বসবাস করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাদের এই লিখিত প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে যে সকল সড়যন্ত্রমূলক মামলা আছে তা আমরা প্রত্যাহার করে নিয়েছি। এছাড়া সামনেই রয়েছে ট্রাইবেল অটোনোমাস ডিস্টিক্ট্স কাউন্সিলের নির্ব্বাচন। সুতরাং এই নির্বাচনে তারা যাতে শন্তিপুর্ণভাবে অংশগ্রহন করতে পারেন এবং এই নির্ব্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা তাদের সকলপ্রকার শান্তিপূর্ণ কাজকমের সুযোগ দিতে চাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অমরপুরের মিজো হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে উপজাতির কিছু কর্মীকে বামফ্রন্টের কিছু কর্মীর প্ররোচনায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের মুক্তি দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে এই হাউসের সামনে আরেকবার অনুরোধ করছি তিনি যেন হাউসের কাজকর্মের শেষে আমার সঙ্গে আমার চেম্বারে দেখা করেন তখন সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ---শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ---স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার---৫৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার---৫৭।

প্রশ্ন

(১) ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের "বেকার ভাতা" দানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

(২) এই বিষয়ে বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব কি?

উত্তর

(১) বর্ত্তমানে রাজ্য সরকারের এই ধরণের কোন পরিকল্পনা নেই।

(২) রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনেকবার এই ব্যাপারে লিখেছিলেন যে যেহেতু ভারতবর্ষের কিছু কিছু রাজ্যে বেকার ভাতা দেওয়া হয়েছে, আমাদের হাতে বেকার ভাতা দেওয়ার মত কোন সুযোগ সুবিধা নেই, কাজেই আপনারা আমাদের রাজ্যের বেকারদের বেকার ভাতা এবং অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা দিন। কয়েকদিন আগে আমরা দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করি উনাকে আমরা আমাদের বেকারদের জন্য অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা দিতে অনুরোধ করেছি। আমাদের রাজ্যে প্রস্তাবিত কাগজ কলের স্থাপনের ব্যবস্থাদি যাতে অতি দ্রুত করা হয় তারজন্যও অনুরোধ করেছি কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে সুস্পষ্ট কোন জবাব পাইনি।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার---৮৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার---৮৮।

প্রশ্ন

(১) বর্ত্তমান আর্থিক বছরে ভূমি সংরক্ষক (সয়েল কনজারভেসান) এর কাজে ত্রিপুরা সরকার কত টাকা খরচ করেছেন (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)?

(২) এই টাকা খরচ করার ফলে কত কৃষক পরিবার উপকৃত হবেন?

(৩) বর্ত্তমান আর্থিক বছরের ৩১শে মার্চের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করার জন্য কৃষি দপ্তর কি উদ্যোগ নিয়েছেন।

উত্তর

(১) বর্ত্তমান আর্থিক বছরে ভূমি সংরক্ষণের কাজে ত্রিপুরা সরকার (কৃষি-বিভাগ) ২০শে মার্চ ১৯৮০ ইং পর্য্যন্ত ৪২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা খরচ করেছেন।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ ঃ-

| | মহকুমার নাম | খরচের পরিমাণ |
|---|---|---|
| (১) | ধর্মনগর | ১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা, |
| (২) | কৈলাসহর | ৩ লক্ষ ৪ হাজার টাকা, |
| (৩) | কমলপুর | ১ লক্ষ ২০ হাজার ২ শত টাকা, |
| (৪) | খোয়াই | ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫ শত টাকা, |
| (৫) | সদর | ১৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮ শত টাকা, |
| (৬) | সোনামুড়া | ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫ শত টাকা, |
| (৭) | উদয়পুর | ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯ শত টাকা, |
| (৮) | অমরপুর | ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। |
| (৯) | বিলোনীয়া | ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৮ শত টাকা। |
| (১০) | সাব্রুম | ২ লক্ষ ৩ হাজার ৩ শত টাকা। |

(২) এই টাকা খরচ করার ফলে ৭ হাজার ৪ শত ৭২ জন কৃষক পরিবার উপকৃত হবেন।

(৩) বর্তমান আর্থিক বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করার জন্য কৃষি দপ্তর সমস্ত রকম উদ্যোগ নিয়েছেন।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—স্যার, দেখা গেছে এই ব্যাপারে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করা হয়নি, এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কিছু জানা আছে কি? জানা থাকলে সে ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করা হয়নি এটা ঠিক নয়। বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে সঠিকভাবে বর্তমান আর্থিক বছরেই ব্যয়িত হতে পারে তারজন্য সরকার বিশেষভাবে দৃষ্টি রেখেছেন এবং আমরা আশা করছি উহা বর্তমান বছরেই ব্যয় করা সম্ভব হবে। আর বিশেষ কোন ক্ষেত্রে মাননীয় সদস্যের কোন অভি-যোগ থাকলে তা পরে পরীক্ষা করে দেখা হবে। তাছাড়া এই সকল কনজারভেসানের কাজকর্ম হচ্ছে একটা বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাপার, এখানে এইসব কাজের জন্য উপযুক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকের অভাব রয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি যাতে কিছু লোককে ট্রেনিং দিয়ে এই কাজের উপযুক্ত করা যায়।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—স্যার, দেখা গেছে বিভিন্ন মহকুমায় অভারসিয়াররা ঠিকভাবে অনেকক্ষেত্রে এষ্টিমেট করতে পারছেন না এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কিছু জানা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এটা ঠিক যে কোন কোন ক্ষেত্রে অভারসিয়াররা এষ্টি-মেট করতে পারছেন না। কারণ এ ক্ষেত্রে পূর্ত বিভাগ এবং কৃষি বিভাগকে এক সঙ্গে সহযোগীতার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হয়। তবে এই ক্ষেত্রে যাতে কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে তারজন্য আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি।

শ্রীতরনীমোহন সিন্‌হা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে কম বেশী খরচ হল সেটা কি দপ্তরের গাফিলতির জন্য নাকি অন্য কোন কারণে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এই পার্থক্যটা কেন এটা এখন বলা সম্ভব নয়। কারণ সব জায়গায় সমানভাবে সয়েল কনজারভেশনের কাজ হয় নি। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক জায়গায় বি,ডি,সি,-এর সঙ্গে আলোচনা করে কাজগুলি করা হয়। আমি কয়েক জায়গায় দেখেছি যে বি,ডি,সি, উদ্যোগ নিয়ে পরিকল্পনা দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ হয়েছে। কাজেই যে সব জায়গাতে আগে থেকেই জমি সার্ভে করা ছিল সেই জায়গার কাজগুলো তাড়াতাড়ি হয়েছে এবং টাকাও বেশী খরচ হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে এই যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেই অর্থ খরচ করার মত পরিকল্পনা প্রশাসন দিতে পারছে না। তার অর্থ কি এই যে সরকারী প্রশাসনের ব্যর্থতাই এর জন্য দায়ী?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—আমি এই কথা বলিনি যে খরচ করা যাবে না। আমি বলেছি যে খরচ আমরা করতে পারব বলে আশা করছি এবং যে টারগেট আমরা নিয়েছি

তারচেয়ে বেশী জমিতে আমরা সয়েল কনজারভেশানের কাজ করব। টারগেট ছাড়িয়ে যাব। এই কথা বলেছি।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ – উপযুক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মচারীদের অভাবে যে এই কাজ হচ্ছে না এটাই শুধু কারণ নয়। আমরা যতটুকু জানি। কারণ অমরপুর বি,ডি,সি,-এর মিটিং-এ আমরা বার বার এইগুলি করার জন্য বলেছি। তারপর বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় সয়েল কনজারভেশান থেকে যে স্কীমটা দেওয়া হয় এগ্রিকালচার ডাইরেকটরেট সেটা অ্যাপ্রুভ করে না। অর্থাৎ আমলাদের মধ্যে একটা গোলমাল চলছে যার ফলে সয়েল কনজারভেশানের মত বিরাট একটা পরিকল্পনা নষ্ট হতে চলেছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে তথ্য চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—আমি বলেছি ভাল কো-অর্ডিনেশান দরকার আছে।

শ্রীবিমল সিংহা ঃ—সয়েল কনজারভেশানের কাজটা যাতে গুরুত্ব লাভ করে তার জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—যদি দরকার হয় এগ্রিকালচার ডাইরেক্‌টরেটের বাইরে একটা ডাইরেক্‌টরেট করে সয়েল কনজারভেশানের কাজটা করতে হবে। এটা শুধু আমাদের রাজ্যে নয়, সারা ভারতবর্ষে সয়েল কনজারভেশনের কাজটা গুরুত্ব লাভ করেছে।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ—টিলা ইত্যাদিতে আইল বেধে সয়েল কনজারভেশনের কাজ ভালভাবে করা যায়। কিন্তু ডিপার্টমেন্ট তাতে কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এর কারণ কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন, এই সয়েল কনজারভেশনের কাজ অনেক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জায়গায় আমরা করবার চেষ্টা করছি। সব জায়গায় একরকম টিলা নয়, সব জায়গায় একরকম জল নয়। সেজন্য কোন জায়গায় কি রকম ধরনের আইল বাধা হবে, এই রকম যদি হয় তাহলে ডিচের মত করে যাতে আমরা অনেকদিন পর্যন্ত জলটা ধরে রাখতে পারি সেই চেষ্টা করতে হবে। মাননীয় সদস্য আমাদের সয়েল কনজারভেশান দপ্তরের সংগে যদি আলোচনা করেন তা হলে তাঁর অভিজ্ঞতা তিনি তাদের বলতে পারেন।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—সয়েল কনজারভেশনের যে প্রশ্ন উঠেছে সেখানে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে টেকনিক্যাল এক্‌সপার্ট যারা তাদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে এইগুলি করতে হয়। কিন্তু বিশালগড় ব্লক থেকে বালি সরাবার জন্য, যেটা সয়েল কনজারভেশনের মধ্যে পড়ে, অনেকগুলি প্রস্তাব অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে আমরা পাঠিয়েছি এবং বি, ডি, ও, কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি বলেছেন এতে আমাদের ডাইরেক্‌ট কোন হাত নেই এবং কৃষি এক্‌সটেন্সান অফিসারও বলেন যে তার কোন হাত নেই। এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—বালি সরানোর কাজটা কোন কোন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে কিন্তু সব জায়গায় নয়। এমনও হতে পারে কোন কোন জায়গায় হাজার হাজার

টাকা বালি সরাতে খরচ হচ্ছে। সেটা গুরুত্ব দিবেন কিনা কৃষি দপ্তর দেখবেন। এবং এই রকম যদি কমপ্যাক্ট এরিয়া হয় তা হলে সেটা তাঁরা দেখবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---যে পদ্ধতিতে কাজ চলছে সেই পদ্ধতিতে যে লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছবার কথা সেই লক্ষ্যে আমরা পৌছতে পারছি কিনা। হয়ত বি, ডি, সি, থেকে পরিকল্পনা করে পাটানো হল কাজটা কি ভাবে করতে হবে। পরে দেখা গেল যে ডিপার্টমেন্ট থেকে চিঠি দিয়েছে এইভাবে কাজ করানো যাবে না। এই যে স্কীমগুলি রূপায়ন করা সম্পর্কে আজকে নিজেদের মধ্যে একটা গোলমাল চলছে এই সম্পর্কে যে লক্ষ্যে পৌছাবার কথা সেই লক্ষ্যে আমরা পৌছতে পারব কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---এই সম্পর্কে আমি জবাব দিয়েছি যে সয়েল কনজারভেশান এর কাজ অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে রয়েছে। মাননীয় সদস্যরা যেসব স্পেসিফিক কেস দিয়েছেন সেগুলি যদি তারা লিখে পাঠান তাহলে আমরা দেখব অনাবশ্যক ভাবে কোন দপ্তরের কাজ পড়ে আছে কিনা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে সয়েল কনজার্ভেশানের কাজটা কৃষি দপ্তর হলেও বি, ডি, ওর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কাজটা করা হয়। কিন্তু আমি যতটুকু জানি যে বিশালগড় বি, ডি, সিতে সয়েল কনজার্ভেশান সম্পর্কে গত দুই বছরের মধ্যে কোন আলোচনাই হয় নি। কাজেই সয়েল কনজার্ভেশানের এই কাজটা ডাইরেক্টলী কৃষি দপ্তর থেকে করা হয় না বি, ডি, ওর পরামর্শ নিয়ে করা হয়, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমরা বি, ডি, ওর মাধ্যমে কাজটা করার জন্য বলেছি, এখন যদি কোন বি, ডি, সি সেটা না করে থাকে, তাহলে আমরা সেটা খুঁজে নিয়ে দেখব।

শ্রীমাখন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলেছেন যে বর্তমান আর্থিক বছরের ২০শে মার্চ পর্য্যন্ত কৃষি বিভাগ ভূমি সংরক্ষণের কাজে মোট ৪২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু আমি জানি যে খোয়াই মহকুমাতে এজন্য যে স্কীমগুলি নেওয়া হয়েছে, সেগুলি কার্য্যকরী করতে অনেক দেরী হচ্ছে এবং সেখানকার স্কীমগুলি কার্য্যকরী করার জন্য এখন পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক টাকাও খরচ করা সম্ভব হয়নি। এই দেরী করার কারণ আমি জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছি—তারা বলেছে যে তাদের প্রয়োজনীয় স্টাফ নেই। কাজেই এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই কিছু বলবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, পেমেন্ট যাতে সময় মত দেওয়া হয়, সেটা আমরা দেখব। আর খোয়াইতে যদি এই রমম ঘটনা ঘটে থাকে, সেটা মাননীয় সদস্য যদি লিখিতভাবে দেন, তাহলে আমরা সেটার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—স্যার, প্রশ্ন নং ৯৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, প্রশ্ন নং ৯৩।

প্রশ্ন

১) কৃষি দপ্তর কর্তৃক বিশালগড় ব্লককে গত দুই বছরে কৃষি প্রকল্পে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল ?

২) বর্ত্তমান আর্থিক বছরে বিশালগড় ব্লকে কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে ?

৩) যদি হয়, তাহলে কোন কোন স্থানে হইবে ?

উত্তর

১) কৃষি দপ্তর হইতে বিশালগড় ব্লকে গত দুই বছরে যে সব প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে, সেগুলি এরূপ ঃ—

ক) গ্রাম সেবক কেন্দ্রে স্টোর ও গ্রাম সেবকের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণের প্রকল্প।

খ) কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশাসনকে শক্তিশালী করার প্রকল্প।

গ) বীজ পরিবর্দ্ধন খামার হইতে উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা।

ঘ) সার সরবরাহ করা।

ঙ) স্থানীয় জৈব সারকে জনপ্রিয় করা।

চ) পোকা ও রোগের আক্রমণ থেকে শস্যকে রক্ষা করা।

ছ) অর্থকরী ফসল চাষের ব্যবস্থা করা।

জ) ভাল জাতের শস্য চাষের ব্যবস্থা করা।

ঝ) মাটি পরীক্ষা করে উপদেশ দেওয়া।

ঞ) কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ট) কৃষি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

ঠ) কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন শস্য ফলনে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

ড) কৃষি বিষয়ক তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা করা।

ঢ) কৃষি কারীগরি সম্প্রসারণ করা।

ণ) কৃষি পরিসংখ্যানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা।

ত) ফল চাষের উন্নয়ন।

থ) সরকারী ফলের বাগান উন্নয়ন ও ফলের চারা বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

দ) আলুর চাষের উন্নয়ন।

ধ) নারিকেল চাষের উন্নয়ন।

ন) সুপারি ও মশলা চাষের উন্নয়ন।

প) কৃষকদের ফল চাষের প্রশিক্ষণ।

ফ) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের আর্থিক মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

ব) ভূমি ও জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ভ) জল সংরক্ষণ ও ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষি জমির উন্নয়ন করা।

ম) রাজ্যে ভূমি সমীক্ষা সংস্থা গঠন করা ও শক্তিশালী করা।

স্যার, এই লিস্টটা দীর্ঘ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এটা শুধু বিশালগড় ব্লকেই নয় সাধারণতঃ প্রত্যেক ব্লকেই আমরা এসব কাজগুলি করে থাকি। তাই মাননীয় সদস্যদের একটা ধারণা দেওয়ার জন্যই এই লিস্টটাকে হাউসের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে।

২) উপরোক্ত প্রকল্পগুলি বর্তমান আর্থিক বছরেও বিশালগড় ব্লকে চালু আছে।

৩) প্রকল্পের কাজ প্রয়োজন ভিত্তিক উক্ত ব্লকের বিভিন্ন স্থানে চলিতেছে।

শ্রীখগেন দাস---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে বিরাট লিস্টটা দিলেন, এটা নিশ্চয় বিগত ৩০ বছরের ফল নয়। এখন বিভিন্ন ব্লকে এই কাজগুলি হয়ে থাকে। কিন্তু আমি জানতে চাইছি যে বিশালগড় ব্লকে অথবা অন্যান্য ব্লকে যে এই কাজ-গুলি চলছে, এগুলির বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগ কতটা গ্রহণ করতে পেরেছেন, তার তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---স্যার, এজন্য আলাদা করে প্রশ্ন করলে, হাউসের সামনে তার জবাব উপস্থিত করব।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে যে দীর্ঘ তালিকা উপস্থিত করছেন, তাতে বলা হয়েছে যে নারকেল, সুপারী এবং অন্যান্য ফলের বাগানের উন্নয়ন করার জন্য প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সব বাগানগুলি কোথায় কোথায় করা হয়েছে জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---আলাদা করে প্রশ্ন করলে হাউসের সামনে তার উত্তর উপস্থিত করা হবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনার কৃষি দপ্তর থেকে এই সব জিনিষগুলি করা হয়েছে, কিন্তু এগুলির জন্য প্রয়োজনীয় জলসেচ ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা জানতে পারি কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, জলসেচ করার জন্য আমাদের একটা আলাদা দপ্তর আছে। কাজেই আলাদা করে প্রশ্ন করলে, আমি তার উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথ—প্রশ্ন নং ১০২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, প্রশ্ন নং ১০২।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি কোল্ড স্টোরেজ আছে?

২) আগামী আর্থিক বৎসরে প্রত্যেক জেলায় একটি করে কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে একটি মাত্র কোল্ড স্টোরেজ আছে।

২) পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় একটি করে কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের পরি-কল্পনা আছে। সব মহকুমাতে নয়।

শ্রীতপন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় একটি করে কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। এখন এই কোল্ড স্টোরেজগুলি চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে করা হবে কিনা জানতে পারি কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—আমাদের এখানে যে কোল্ড স্টোরেজটি আছে, এটি বে-সরকারী কোল্ড স্টোরেজ। আমাদের এখানে যাতে একটি বড় কোল্ড স্টোরেজ হতে পারে তার জন্য আমরা সেন্ট্রাল ওয়্যার হাউস অথবা যারা কোল্ড স্টোরেজ করে তাদেরকে অনুরোধ করেছি এবং তারা আগরতলার কাছে একটি কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করবেন বলে রাজিও হয়েছেন এবং আগামী বছরের মধ্যে এই কোল্ড স্টোরেজের কাজ যাতে শেষ হতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছেন। তারপর উত্তর ত্রিপুরাতে একটি কোল্ড স্টোরেজ করার কথা এবং তারজন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ এখনও চলছে এবং প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী হয়ে গেলে এর কাজও কিছুটা এগিয়ে যাবে। তাছাড়া দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোরাতেও একটি কোল্ড স্টোরেজ হবে, এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় এস্টিমেট তৈরী করার পর সেগুলি সেন্ট্রাল ওয়ার হাউসিং এর কাছে পাঠানো হবে, যাতে করে তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। কাজেই আমরা আশা করছি যে আগামী আথিক বছরের মধ্যেই উত্তর এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার দুইটি কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করতে পারব।

শ্রী গৌতম দত্ত ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তর ত্রিপুরায় প্রস্তাবিত কোল্ড স্টোরেজ কোথায় হবে জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কুমারঘাটে

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, সরকারী ভাবে কোন কোল্ড স্টোরেজ করা হবে কি না জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুটাই সরকারী ভাবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় মন্ত্রী এই কোল্ড সেটারেজগুলি রাজ্য সরকার করবেন না সেন্টার এর উপর নির্ভর করে করা হবে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে সেন্ট্রাল ওয়ার হাউস আছে তাহাও কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করে। একটা কারা করেছেন আর একটা তারা করতে রাজী হয়েছেন ধর্মনগরে-সেটা এখনও করে নাই। তাদের সংগে আলাপ আলোচনা করে করা হতে পারে। এছাড়া আমাদের স্টেট বাজেটে স্টেটের টাকা থেকে দু'টা করা হবে একটা দক্ষিণে সেটা আমরা তাড়াতাড়ি করতে পারব, আর উত্তরে যে একটা হবে, সেটা করতে একটু সময় লাগবে এবং এটা কো-আপারেটিভ সেক্টারেও আমরা করতে পারি কারণ কো-অপারেটিভ সেক্টারে করলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা আরও প্রয়োজনীয় সাহায্য পাব।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ— কোয়েশ্চান নং ১০৮

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—কোয়েশ্চান নং ১০৮

প্রশ্ন

১। শংকর চৌধুরী, জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, মাখন সরকার, নৃপেন্দ্র দেবনাথ, রীতা রায় চৌধুরী ও কালিদাস দেববর্মা খুনের সংগে জড়িত থাকার অভিযোগে এখন পর্য্যন্ত কতজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে (প্রত্যেকটি কেসের জন্য আলাদা আলাদা সংখ্যা)?

২। তাহাদের মধ্যে কতজনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করা হইয়াছে?

৩। কতজন আদলত কর্ত্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে?

উত্তর

১। সর্বমোট ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে: কেস অনুযায়ী গ্রেপ্তারের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

ক) শংকর ভৌমিক ও জয়ন্ত ভট্টাচার্য্যকে খুনের অভিযোগে, ৯ জন।

খ) মাখন সরকারকে খুনের অভিযোগে, ৫ জন।

গ) নৃপেন্দ্র দেবনাথকে খুনের অভিযোগে, ৮ জন।

ঘ) রীতা চৌধুরীকে খুনের অভিযোগে, ১ জন।

ঙ) কালিদাস দেববর্মাকে খুনের অভিযোগে, ১০ জন।

২। মোট ২২ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হইয়াছে। রীতা রায় চৌধুরীকে খুনের অভিযোগে ধৃত আসামীকে প্রমাণের অভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কালিদাস দেববর্মা খুনের ঘটনা তদন্তাধীন আছে এবং ঐ মামলার আসামীগণ বর্তমানে আদালতের আদেশে জেল হাজতে আছে।

৩। কালিদাস দেববর্মার খুনের মামলা তদন্তাধীন আছে। রীতা রায় চৌধুরীর খুনের মামলা প্রমাণ ভাবে ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে। অন্য মামলাগুলি এখনও আদালতে বিচারাধীন আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এখানে যে সমস্ত ব্যক্তির খুনের কথা বলা হয়েছে, সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ করে কালিদাস দেববর্মাকে রাজনৈতিক খুন করা হয়েছে এটা সরকার মনে করেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, খুন খুনই—রাজনৈতিক খুন বলে আদালা ভাবে কোন খুনের বিচার হবে না।

মিঃ স্পীকার—শ্রীতরনী মোহন সিংহ

শ্রীতরনী মোহন সিংহ—কোয়েশ্চান নং ১৩৮

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—কোয়েশ্চান নং ১৩৮

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগরের বড়গোলা ও আমটিলা গ্রামে সমাজদ্রোহীদের দ্বারা দ্বীজেন্দ্র নাথ ও মনোরঞ্জন নমঃ খুন হয়েছেন?

২। যদি সত্য হয় তাহলে সরকার এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

৩। উক্ত অঞ্চলে সমাজদ্রোহীদের কার্যকলাপ দমনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। এই ব্যাপারে ধর্মনগর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা মতে মোকদ্দমা নং ২১(২)৮০ এবং ২২(২)৮০ নথিভুক্ত করা হইয়াছে। এই পর্যন্ত ৭ (সাত) ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বাকি ১১ জন পলাতক আসামী-গণকে ধরার জন্য পুলিশ সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিতেছিল এবং নানা স্থানে তল্লাসী চালাইতেছিল। পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে ৬ জন হুরুয়া গ্রামে নকশাল পুলিশ সংঘর্ষে মারা যান

৩। সমাজদ্রোহীদের জন্য পুলিশের গোয়েন্দা সহ সমস্ত বিভাগকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পুলিশের টহলদারী ব্যবস্থা জোরদার করা হইয়াছে। পুরাতন পুলিশ ক্যাম্পগুলি ছাড়া আরও নূতন তিনটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হইয়াছে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তারা কি নক্সাল ছিল ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, তার পরবর্তী সময়ে হুরুয়া গ্রামে পুলিশের সংগে সংঘর্ষে ৬ জন মারা যায় এবং জানা যায় তারা নক্সাল বলে পরিচিত।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে দ্বিজেন্দ্র নাথ ও মনোরঞ্জন নমঃ খুন হয়েছিল—তাদের পরিবারকে এজন্য সরকার থেকে কোন সাহায্য করা হয়েছিল কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা কোন সাহায্যের ব্যাপারে ছিল না—তাদের সাহায্য দেওয়ার জন্য সরকার থেকে এক্সগ্রেসিয়া অথবা তারা যদি ভূমিহীন হয় তাহলে তাদের পুনর্বাসন দিয়ে তাদের বাঁচার ব্যবস্থা করা যায় কি না সরকার সেটা দেখবেন।

শ্রী তরনীমোহন সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তারা রাজনৈতিক কারণে খুন হয়েছিল অথবা অন্য কোন কারণে খুন হয়েছিল ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা এখন আমি বলতে পারছি না।

শ্রী সমর চৌধুরী—কোয়েশ্চান নং ১৪৭।

মিঃ স্পীকার—শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রী সমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৪৭, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৪৭।

প্রশ্ন

১) এগ্রিক্যালচারেল প্রাইস কমিশন কর্তৃক কৃষিপণ্যের নিম্নতম দাম নির্ধারণে বিধিগতভাবে রাজ্য সরকারের কোন পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তর

১) এগ্রিক্যালচারেল প্রাইস কমিশন কর্তৃক কৃষিপণ্যের নিম্নতম দাম নির্দ্ধারণে রাজ্য সরকারের সংগে পরামর্শ গ্রহণের বিধিগত নিয়ম সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। প্রথানুযায়ী রাজ্য সরকার প্রাইস কমিশনকে এ ব্যাপারে পরিসংখ্যান ভিত্তিক তথ্যাদি সরবরাহ করে থাকেন। তাছাড়া মিটিং ও কনফারেন্সের মাধ্যমেও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধির সংগে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়।

প্রশ্ন

২) খাদ্যশস্য প্রকিউরমেন্ট প্রাইস এবং কৃষি অর্থকরী ফসলের নিম্নতম দাম নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভুমিকা কি

উত্তর

২) রাজ্য সরকার খাদ্যশস্যের প্রকিউরমেন্ট প্রাইস ও অর্থকরী ফসলের নিম্নতম দাম নির্দ্ধারণের জন্য স্থানীয় অবস্থা ও উৎপাদন ব্যয় বিবেচনাক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করে থাকেন।

প্রশ্ন

৩) কোন কোন কৃষি পণ্যের কতহারে লাভজনক দর উৎপাদকদের দেবার জন্য গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। বর্ত্তমান বছরে কোন সুপারিশ করা হয়ে থাকলে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

৩) ১৯৭৮-৭৯ সালে খাদ্য শস্যের প্রকিউরমেন্ট প্রাইসের ব্যাপারে রাজ্য সরকার হইতে ধানের জন্য প্রতি কুইন্টল অনুমিত উৎপাদন ব্যয় ৬৩ টাকার স্থলে সংগ্রহ মূল্যে ৯০ টাকা অর্থাৎ প্রায় ৪৩ পার্সেন্ট লাভে এবং চাউলের জন্য প্রতি কুইন্টল অনুমিত উৎপাদন ব্যয় ১০০ টাকার স্থলে সংগ্রহ মূল্যে ১৪০ টাকা অর্থাৎ ৪০ পার্সেন্ট লাভে দাম নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৯৭৮ সালে আগষ্ট মাসে সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৯-৮০ সালে এগ্রি-প্রাইস কমিশনকে ধান চাউলের প্রকিউরমেন্ট প্রাইস নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন সুপারিশ করা হয় নাই। ১৯৭৮-৭৯ সালে সুতী পাট ডবলিউ-৫ এর ক্ষেত্রে প্রতি কুইন্টল অনুমিত উৎপাদন ব্যয় ১৭৭ টাকার স্থলে সংগ্রহ মূল্যে ১৮০ টাকা অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২ পার্সেন্ট লাভে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং ১৯৭৯-৮০ সালের জন্য প্রতি কুন্টল অনুমিত উৎপাদন ব্যয় ১৮২ টাকার স্থলে সংগ্রহ মুল্য ২২০ টাকা অর্থাত শতকরা ২০.৬ পার্সেন্ট লাভে ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারীশ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৬৪ অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাণ্ড সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ-- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৬৪।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চাকুরী ক্ষেত্রে যে নিয়োগ নীতি ঘোষণা করেছিলেন সেই নীতি অনুযায়ী কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছেনা ?

উত্তর

১) না সত্য নয়।

২) যদি না হয়ে থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর

১) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কারণ যে সমস্ত নিয়োগ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে করেছিল সেই সমস্ত ক্ষেত্রেতে তাদের ঘোষিত নীতি কার্যকরী হয় নাই। আমাদের কাছে প্রমান আছে। আমরা জানতে চাই বামফ্রন্ট সরকার তাদের ঘোষিত নীতিগুলি কার্য্যকরী করবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :-- মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যে আগে নিয়োগ নীতি ভাল করে পড়ে দেখুন এবং নিয়োগ নীতির বাহিরে যদি কোন নিয়োগ হয়ে থাকে সেটা নিয়োগ নীতির বর্হিভুত কি না সেটা আগে দেখতে হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রী রতনমণি রিয়াং নামে একটি ছেলে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে গিয়েছিল চাকুরীর জন্য এবং মন্ত্রী মহাশয় বলে দিয়েছেন যে তুমি ত্রিপুরী সেনার পোষাক পরে এসেছো তোমার চাকুরী হবে না। এটা নিয়োগনীতির অন্তর্ভুক্ত কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী – মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন গল্পের উপর ভিত্তি করে তো জবাব দেওয়া যায়না। মাননীয় সদস্য যদি লিখিতভাবে কিছু দেন তাহলে নিশ্চয়ই সেটা তদন্ত করে দেখা হবে। আর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে চাকুরীর জন্য যাবে কেন ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে এই যে তুমি ত্রিপুরী সেনার পোষাক পরে এসেছো—

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সত্য কি না, এটা লিখিতভাবে দিলে দেখা যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি লিখিতভাবে দিন।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা জানি যে এই হাউসে একটা নীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে যারা আগে পাশ করেছে, অ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যাকচেঞ্জে যারা আগে নাম রেজিষ্ট্রী করেছে এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে নিয়োগ করা হবে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তা দেখা হচ্ছে না। আমি কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি—

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে লিখিতভাবে অভিযোগ দিলে সেটা বিবেচনা করে দেখবেন। লিখিতভাবে দিন।

মিঃ স্পীকার—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

রেফারেন্স পিরিয়ড

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্ন লিখিত বিষয়টি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিষটির বিষয়বস্তু হল ঃ—

"গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী নদীয়াপুরের হুরোয়া গ্রামে গোবিন্দ তেলী সহ ৭ জন নক্‌শাল কর্মীদের উপর পুলিশের গুলি চালনা ও হত্যা সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য অনুমতি দিয়েছি। তবে এই বিষয়টি বর্ত্তমানে বিবেচনাধীন আছে। যদিও আমি এটি আলোচনার জন্য অনুমতি দিয়েছি তবুও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় ইচ্ছা করলে এর উপরে একটি বিবৃতি রাখিতে পারেন। তবে বিবৃতির পর আর কোন আলোচনা চলিবে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দিলেই চলবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, এটা রেফারেন্স প্রিয়ডে মাননীয় সদস্য এনেছেন। অন্য সময়ে যদিও আলোচনা করা যেত, তাহলেও এখনই আমি এই সম্পর্কে বলছি। নকশাল-পুলিশ সংঘর্ষে নদীয়াপুরের হুরোয়া গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা দুঃখজনক। এই ঘটনার প্রকৃত তথ্য যাতে জনসাধারণ স্ববিশেষ জানতে পারেন, সরকার সে ব্যবস্থা করছেন। বিশেষ করে পুলিশ তার ক্ষমতার কোন অতিরিক্ত ব্যবহার করেছেন কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখার বিষয়। মাননীয় সদস্যরা অপেক্ষা করতে পারেন। সেক্রেটারী লেভেলে আমরা একটা তদন্তের আদেশ দিয়েছি। সেই তদন্ত চলছে। এই তদন্তের কাজ যাতে খুব ত্বরান্বিত হয় সে জন্য আমরা অনুরোধ করেছি। কিন্তু এই রিপোর্ট যদি সরকারের কাছে সন্তোষজনক মনে না হয়, তাহলে সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দেবেন। এই রিপোর্ট আসলে পরে আমরা সেই সম্পর্কে আদেশ দেব। এখন আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করছি, তদন্তের কাজে ক্ষতি হতে পারে এই রকম কোন বিবৃতি যেন এখানে না রাখেন।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি আজ নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি ঃ—

১। শ্রীশ্যামল সাহা
২। শ্রীমতিলাল সরকার
৩। শ্রীসমর চৌধুরী

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা মহাশয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হল ঃ—

"গত ১১ই মার্চ্চ মধ্যরাতে অমরপুর মহকুমার কালাবাড়ির রামনগর বাজারে সংঘবদ্ধ ডাকাতি লুটতরাজ এবং সত্যরঞ্জন সাহা ও দিলীপ কুমার সাহা নামে দুইজন ডি,ওয়াই,এফ, কর্মীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন; তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ২৫ তারিখে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৫শে মার্চ্চ এ বিষয়ের উপর উনার বিবৃতি রাখবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিয়যবস্তু হল ঃ--

"সম্প্রতি কিল্লা থানার উপর দুর্বৃত্তদের হামলায় ফলে দুইজন পুলিশ আহত হওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ--এটার উপরে আমি ২৫শে মার্চ বিবৃতি রাখব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৫শে মার্চ বিবৃতি রাখবেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয় বস্তু হল ঃ—

"গত ১৪ই মার্চ খোয়াই মহকুমার আকড়াপাড়াতে শম্ভু শুক্ল দাস ও দেয় কুমার শুক্ল দাসের খুন হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ--এ সম্পর্কে আমি ২৬শে মার্চ হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ--মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় ২৬শে মার্চ এর উপর বিবৃতি রাখবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী

মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল ঃ--

"গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী বিলোনীয়ায় ইন্দিরা কংগ্রেসীদের আইন অমান্য ও এস, ডি, ও অফিস তছনছ করার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বাদল চৌধুরী মহাশয় যে কলিং এটেনশন নোটিশটি দিয়েছেন সে সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য হল, গত ১৫।২।৮০ ইং তারিখে বিলোনীয়া কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থকগণ কর্তৃক গত ১।১।৮০ ইং তারিখে নলুয়ায় তাহাদের সহিত সি, পি, আই (এম) সমর্থকদের এক বিবাদের সূত্রে বিলোনীয়া থানায় লিপিবদ্ধ করা মামলা তদন্তের প্রতি থানা কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকার অভিযোগে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেয়। কংগ্রেস (আই) এর প্রস্তাবিত আন্দোলনের খবর পুলিশ কর্তৃপক্ষ কয়েকদিন পূর্বেই জানিতে পারেন এবং স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এস, ডি, ও এবং সি, আই, কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ দেন যাহাতে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটতে পারে। গত ১৪।২।৮০ ইং তরিখ সকালে দক্ষিণ ত্রিপুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং ডি, আই, বি, ইন্সপেক্টরকে প্রস্তাবিত আন্দোলনের মূল্যায়ন করার জন্য বিলোনীয়া পাঠানো হয়। পুলিশের অতিরিক্ত সুপার বিলনীয়ার স্থানীয় অফিসার এবং নেতাদের সঙ্গে পরিস্থিতির বিষয় আলোচনা করেন। স্থানীয় কংগ্রেস (আই) নেতাগণ আলোচনার সময় এই আশ্বাস দেন যে, প্রস্তাবিত আন্দোলন সুষ্ঠু গণতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংঘটিত হইবে এবং তাহারা যখন পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন বলিয়া নির্দেশ পাইবেন তখনই গ্রেপ্তার বরণ করিবেন। তাহারা আরও জানান যে, আন্দোলনকারীর সংখ্যা ১০০।১৫০ এর বেশী হইবে না। স্থানীয় কংগ্রেস (আই) নেতৃবৃন্দকে তাহাদের অভিযোগক্রমে নলুয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিলোনীয়া থানায় নথিভুক্ত মোকদ্দমা নং ২(১) ৮০ এর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া সত্বেও কংগ্রেস (আই) সমর্থকগণকে তাহাদের প্রস্তাবিত আন্দোলন হইতে বিরত করা যায় নাই। তাহারা প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক, সুতরাং এইরূপ আশ্বাসের ভিত্তিতে তাহা পরিত্যাগ করা যায় না। সুতরাং ১৫।২।৮০ ইং তারিখে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই এস, ডি, ও অফিসের সামনে পর্যন্ত পুলিশের ব্যবস্থা করা হয়। এস, ডি, ও, অফিসের সামনে পুলিশ বেষ্টনীর সৃষ্টি করা হয়।

বেলা প্রায় ২টা ১৫ মিঃ সময় প্রায় ১২৫ জন কংগ্রেস (আই) আন্দোলনকারী প্রাক্তন এম, এল, এ, শ্রীচন্দ্রশেখর দত্তের নেতৃত্বে শ্রীসন্তোষ পাল, শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার, শ্রীদীনেশ দে প্রভৃতি একটি মিছিল করিয়া আসেন। পুলিশ তাহাদের প্রথম বেষ্টনীতেই বাধা দেয়। তাহারা প্রথম বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া দ্বিতীয় বেষ্টনীতে উপস্থিত হইলে যে সমস্ত পুলিশ আন্দোলনকারীদের এস, ডি, ও, অফিসে ঢুকিতে বাধা দিতেছিল তাহাদের সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়। এই ধ্বস্তাধ্বস্তির সুযোগে চার জন আন্দোলনকারী পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া এস, ডি, ও, অফিসে ঢুকিয়া পড়ে এবং শ্লোগান দিতে আরম্ভ করে। ধ্বস্তাধ্বস্তি চলার সময় কিছু বিক্ষোভকারী পুলিশের প্রতি ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। ইহাতে একজন হেড্ কনেষ্টবল, একজন ল্যান্স নায়েক এবং তিনজন কনেষ্টবল সমেত মোট

পাঁচজন পুলিশ আহত হন। আন্দোলনকারীদের মধ্যেও কয়েকজন সামান্য আহত হন। পুলিশ ১২০ জনকে সি, আর, পি,সির ১৫১ ধারায় অপরাধ করা হইতে বিরত করার জন্য গ্রেপ্তার করে। কোর্ট থেকে তাহাদের সকলকেই ঐ দিনই মুক্তি দেওয়া হয়। পরে গ্রেপ্তার কৃত ১২০ জনের সকলের বিরুদ্ধেই বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭।৩৩২।৩৫৭।১৪৮।৪৪৮ ধারা এবং পুলিশ আইনের ৩০ নং ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ৮(২)৮০ তাং ১৫।২।৮০ ইং নথিভুক্ত করা হয়। ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, এটা ঠিক কিনা, যখন প্রস্তাবিত আইন অমান্য আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন পুলিশ অফিসাররা এই আন্দোলন সম্পর্কে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন এবং আইন অমান্যকারীদের গ্রেপ্তার করতে রাজী হন নি। বিলোনীয়া থানার সি, আই, ডি, এবং পুলিশ অফিসার মিঃ খাঁ, তারা নিজেরাই এই সমস্ত আন্দোলনকারীদের উস্কানী দেন---তোমরা যদি আইন অমান্য আন্দোলন কর তাহলে চাপ সৃষ্টি করা যাবে এবং এই মামলার সংগে যারা সংশ্লিষ্ট তাদেরকে গ্রেপ্তার করা যাবে। পুলিশের উস্কানীতেই তারা আইন অমান্য আন্দোলন সিদ্ধান্ত নেয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই মামলা যখন সি, পি, এম কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় ১৬১ নং এ, তখন একটাও জায়গায় নিয়ে দেওয়া হয় নি, থানায় বসে এই মামলা তৈরী করা হয়েছে তাদের খুশী মত এবং উদয়পুর থেকে রেডিওগ্রাম যায় যে এই আইন অমানকে কেন্দ্র করে যারা জড়িত ছিল তাদেরকেও গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ নির্দেশ দেয় এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে নাই। মাননীয় সদস্য যদি লিখিত ভাবে দেন তাহলে তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই আইন অমান্যের সময় যাতে একটা অফিস তছনছ করা যায় সেজন্য, বিলোনীয়া থানায় পুলিশ অফিসাররা উপস্থিত থেকেও ঘটনাস্থলে যান নি। এ্যাডিশানাল পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য যারা ছিলেন তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে থানাতে বসে কেস দেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, এটা ঠিক যে সব পুলিশ অফিসার বিলোনীয়া থানায় সে সময় উপস্থিত ছিলেন, তারা সেই সময় ঘটনাস্থলে যান নি। তবে কোন কোন অফিসার সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, পুলিশের এই যে একটা চক্র বিশেষ করে দক্ষিণ ত্রিপুরা পুলিশ সুপার মিঃ খাঁ, কিছুদিন আগে দক্ষিণ ত্রিপুরায় পুলিশ এসোসিয়েশানের একটা সম্মেলন হয়, সেই সম্মেলনে ভাষণ দানকালে সাধারণ পুলিশ যারা সরকারের সংগে সহযোগিতা করছে তাদেরকে গালিগালাজ করেন এবং সি, পি, আই, এম, কর্মী বলে তাদেরকে তিরস্কার করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক

ব্যবস্থা নেবেন বলেও তিনি এই সম্মেলনে তাদেরকে ধমকান। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, পুলিশ এসোসিয়েশানের সম্মেলনে কে কি বলেছে এই সমস্ত তথ্য আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। নোটিশের বিষয় বস্তু হল।

"গত ১৬ই মাচ সোনামুড়া জগৎরামপুর মৌজায় লীলা ত্রিপুরার দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হওয়া সম্পর্ক।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ১৭.৩.৮০ ইং তারিখ বেলা ৭টা ৪৫ মিঃ এর সময় যাত্রা পুর থানার অন্তর্গত কালিখলো গ্রামের রাজকুমার পিতা শ্রী নবীন চন্দ্র ত্রিপুরা যাত্রাপুর থানায় আসিয়া এই মর্মে এজাহার দেন যে, গত ১৬.৩.৮০ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ২/২.৩০ মিঃ এর সময় দুইজন অপরিচিত দুষ্কৃতকারী নাছনা বাড়ীর লীলা কুমার ত্রিপুরা পিতা মৃত কাঞ্চমনি ত্রিপুরার বাসগৃহের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও লীলা ত্রিপুরার বুকে বন্দুকের গুলি করে, ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনায় যাত্রাপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা মতে মোকদ্দমা নং ৪(৩)৮০ নথিভুক্ত করা হয় এবং থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা সঙ্গে সঙ্গেই তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তে প্রকাশ পায় যে, মৃত লীলা ত্রিপুরার সহিত খালিবাড়ী গ্রামের আন্না ত্রিপুরা ও তাহার পিতার ১৯৭৫ ইং সন হইতেই জায়গা জমি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়া শত্রুতা ছিল। এই ঘটনার পরই আন্না ত্রিপুরা ও তাহার তিন ভাই বাড়ী হইতে পলাইয়া যায়। পুলিশ তাহাদিগকে ধরার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইতেছে এবং এই ঘটনার প্রকৃত কারণ জানিবার চেষ্টা করিতেছে। এখন পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। সোনামুড়ার এস, ডি, প. ও এবং সি, আই তদন্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ঘটনার তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সংগৃহীত তথ্যে আছে কিনা যে, আন্না চন্দ্র ত্রিপুরা এবং আরও কয়েক জন ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে আত্মগোপন করে আছে এবং সেখানে টি, ইউ, জে, এস-এর যে সমস্ত মিটিং হয় তাহারা সেগুলি সংঘটিত করে থাকে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই সমস্ত তথ্য আমার কাছে নাই। তবে বন্দুক ইত্যাদি তারা কোথা থেকে সংগৃহীত করে থাকে সেগুলি পুলিশ বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিতেছে।

( পেপারস টু বী লেইড অন্ দি টেবিল )

লেয়িং অব্ এ্যাক্ট

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ---

',লেয়িং অব দি নোটিফিকেশান নং এফ ২(২৫৪) ভি, এইচ, ই, ৭৮ ডেটেড ১৪. ২. ৮০ আণ্ডার সেক্শান ৩ অব দি ত্রিপুরা এ্যাডুকেশান্যাল ইনস্টিটিউশান্স ( টেকিং ওভার অব মেনেজমেন্ট ) এ্যাকট ১৯৭৩ এ্যাক্সটেন্ডিং দি পিরিয়ড অব ভেস্টিং ইন্‌রেসপেকট্ অব রামঠাকুর কলেজ এ্যাণ্ড আর, কে, মহাবিদ্যালয় ।"

আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিফিকেশানটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব ঃ--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "দি নোটিফিকেশান নং এফ ২ (২৫৪) ডি, এইচ, ই, ৭৮ ডেটেড্ ১৪, ২, ৮০ আণ্ডার সেক্শান ৩ অব্ দি ত্রিপুরা এডুকেশন্যাল ইনস্টিটিউশান্স্ ( টেকিং ওভার অব মেনেজমেন্ট) এ্যাকট্ ১৯৭৩ এক্সটেণ্ডিং দি পিরিয়ড অব ভেস্টিং ইন্-রেসপেক্ট অব রামঠাকুর কলেজ এ্যাণ্ড আর, কে মহাবিদ্যালয় আমি সভার সামনে পেশ করছি।

গভর্ণমেন্ট বিজনেস

সরকারী বিল উত্থাপন

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ— "দি ত্রিপুরা মার্কেটস্ এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮০)" উত্থাপন। এখন আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ-- আই ব্যাগ টু মুভ ফর লীভ টু ইনট্রোডিউস দি ত্রিপুরা মার্কেটস্ এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮০ ( ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮০ )।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ-- এখন মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্ক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো ঃ-- "দি ত্রিপুরা মার্কেটস্ এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮০ ( ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮০ )" হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক ।

( এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো )।

( আমি সদস্যমহোদয়দের অনুরোধ করছি এই বিলের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য )

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ- "দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাকস্ এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮০ ( ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৮০ )"

এখম আমি মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে আমি এই বিলটি হাউসের সামনে উপস্থিত করছি। আই ব্যাগ টু মুভ ফর লীভ টু ইনট্রোডিউস দি ত্রিপুরা মার্কেটস্ এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং. ৯ অব ১৯৮০)

অধ্যক্ষ মহাশয়—এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত মোশনটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো ঃ—

"দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাকস্ এ্যামেন্টমেন্ট বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৮০)" হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

(এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো)

পাশিং অব দি মোশান অন্ ভোট অন্ একাউন্ট
ফর এ পার্ট অব দি ফিনানশিয়েল ইয়ার ১৯৮০-৮১

অধ্যক্ষ মহাশয়—সভার পরবর্তী বিষয়সূচী হলো ঃ—

"১৯৮০-৮১ ইং সনের আর্থিক বৎসরের ভোট অন্ একাউন্টের অনুমোদন। ভোট অন্ একাউন্টস গত ২১শে মার্চ্চ, শুক্রবার ১৯৮০ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) কর্তৃক উত্থাপিত ভোট অন্ এ্যাকাউন্টস মোশানটি ভোট দিচ্ছি।

## MOTION FOR VOTE ON ACCOUNT

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 31,80,69,000/- excluding the Charged Expenditure of Rs. 2,51,96,000/- be granted on account for or towards defraying charges for the following Services and Purposes for the part of the financial year ending 31st March, 1981, namely :—

| Demand No. | Services and Purposes | Sums not Exceeding |
|---|---|---|
| | | Rs. |
| 1. | 211—Parliament, State/Union Territory Legislature. | 5,65,000 |
| | 288—Social Security & Welfare. | 67,000 |
| | Total :— Demand No. 1 | 6,32,000 |
| 2. | 213—Council of Ministers. | 1,50,000 |
| 3. | 214—Administration of Justice. | 14,39,000 |
| | 215—Election. | 2,90,000 |
| | 265—Other Administrative Services (Inquiry Commission) | 10,000 |
| | Total :— Demand No. 3. | 17,39,000 |

| DEMAND NO. | SERVICES AND PURPOSES | SUMS NOT EXCEEDING |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | Rs. |
| 4. | 220—Collection of Taxas on Income and Expenditure. | 20,000 |
| | 229—Land Revenue. | 25,35,000 |
| | 230—Stamps & Registration. | 2,60,000 |
| | 240—Sales Tax. | 1,50,000 |
| | 261—External Affairs. Total :— Demand No. 4 | 29,65,000 |
| 5. | 239—State Excise. | 93,000 |
| | 245—Other Taxes and Duties on Commodities & Services. | 1,000 |
| | Total :— Demand No. 5 | 94,000 |
| 6. | 241—Taxes on Vehicles. | 80,000 |
| | 344—Other Transport and Communication Services. | 2,00,000 |
| | Tatal :— Demand No. 6 | 2,80,000 |
| 7. | 254—Treasury & Accounts Administration. | 4,00,000 |
| 9. | 252—Secretariat General Services. | 19,30,000 |
| | 265—Other Administrative Services (Vigilance and Inquiry Authority). | 1,45,000 |
| | 265—Other Administrative Services. (Guest House, Govt. Hotel etc.). | 1,55,000 |
| | 295—Other Social and Community Services (Celebration of Republic Day). | 20,000 |
| | Total :— Demand No. 9 | 22,50,000 |
| 10. | 253—District Administration. | 24,30,000 |
| 11. | 255—Police. | 1,50,00,000 |
| | 260—Fire protection and Control. | 11,35,000 |
| | 265—Other Administrative Services (Civil Defence). | 95,000 |
| | 265—Other Administrative Services (Home Guards). | 21,65,000 |
| | 344—Other Transport and Communication Services ( Wireless Planning and Co-ordination). | 10,00,000 |
| | Total :—Demand No. 11. | 1,93,95,000 |

| DEMAND NO. | SERVICES AND PURPOSES | SUMS NOT EXCEEDING |
|---|---|---|
| | | Rs. |
| 12. | 256—Jails. | 7,45,000 |
| | 296—Secretariat Economic Services (Evaluation Organisation). | 77,000 |
| | 304—Other General Economic Services (Advice and Statistics). | 5,30,000 |
| | Total :—Demand No. 12. | 13,52,000 |
| 13. | 247—Other Fiscal Services (Promotion of Small Savings). | 30,000 |
| | 258—Stationery and Printing. | 14,80,000 |
| | 265—Pay Commission. | 50,000 |
| | 265—Other Administrative Servicese (State Lottery) (Establishment charges). | 35,000 |
| | 266—Pension & Other Retirement Benefits. | 25,85,000 |
| | 268—Miscellaneous General Services. (State Lottery—Payment to Agent etc.) | 10,85,000 |
| | 288—Social Security & Welfare (Insurance Scheme) | 35,000 |
| | 295—Other Social Community Services. | 5,000 |
| | Total :—Demand No. 13. | 53,05,000 |
| 14. | 259—Public Works. | 2,48,35,000 |
| | 277—Education. | 2,38,000 |
| | 278—Art & Culture. | 70,000 |
| | 280—Medical. | 1,05,000 |
| | 282—Public Health, Sanitation and Water Supply. | 1,70,000 |
| | 287—Labour and Employment. | 18,000 |
| | 288—Social Security & Welfare. | 1,04,000 |
| | 305—Agriculture. | 15,000 |
| | 310—Animal Husbandry. | 20,000 |
| | 312—Fisheries. | 95,000 |
| | 313—Forest. | 65,000 |
| | 321—Village and Small Industries. | 7,000 |
| | Total :—Demand No. 14. | 2,57,42,000 |

| DEMAND No. | SERVICES AND PURPOSES. | SUMS NOT EXCEEDING. |
|---|---|---|
| | | Rs. |
| 15. | 259—Public Works (Collection of House & Building Statistices). | 10.000 |
| | 284—Urban Development (Assistance to Municipalities, Corpn. etc.) | 26,90,000 |
| | 284—Urban Development (Notified Areas). | 3,35,000 |
| | 287—Lobour & Employment. | 5,05,000 |
| | 338—Road & Water Transport Services. | 30,000 |
| | Total :—Demand No.—15 | 35,70,000 |
| 16. | 265—Other Administrative Services (Gazetteer and Statistical Memoirs). | 15,000 |
| | 277—Education. | 3,94,50,000 |
| | 278—Art and Culture. | 2,95,000 |
| | 299—Special ond Backward Areas (N. E C. Scheme for Education). | 5,00,000 |
| | 309—Food & Nutrition. | 20,00,000 |
| | Total :—Demand No.—16. | 4,22,60,000 |
| 17 | 277—Education. | 39,00,000 |
| | 278—Art and Culture. | 3,60,000 |
| | 288—Social Security and Welfare (Social Welfare). | 23,25,000 |
| | Total :—Demand No.—17. | 65,85,000 |
| 18. | 265—Other Administrative Services (Vital Statistics). | 45,000 |
| | 280—Medical. | 84,85,000 |
| | 282—Public Health Sanitation and Water Supply. | 33,95,000 |
| | 295—Other Social & Community Services. | 1,000 |
| | 299—Special & Backward Areas (N. E. C. Scheme). | 30,000 |
| | Total :—Demand No.—18 | 1,19,56,000 |

| DEMAND NO. | SERVICES AND PURPOSES | SUMS NOT EXCEEDING |
|---|---|---|
| | | Rs |
| 19. | 282—Family Welfare. | 7,00,000 |
| 20. | 283—Housing (Govt. Residential Buildings). | 11,00,000 |
| | 284—Urban Development (Town and Regional Planning). | 75,000 |
| | 337—Roads and Bridges. | 61,15,000 |
| | Total:—Demand No.—20. | 72,90,000 |
| 21. | 285—Information & Publicity. | 12,55,000 |
| | 339—Tourism. | 3,08,000 |
| | Total :—Demand No.—21. | 15,63,000 |
| 22. | 265—Other Administrative Services. | 5,000 |
| | 288—Housing (House-sites-Minimus Needs Programme). | 75,000 |
| | 288—Social Security & Welfare (Rajya Sainik Board). | 55,000 |
| | 288—Social Security & Welfare (Settlement of Landless Agri. Labourers). | 1,50,000 |
| | 288—Social Security & Welfare (Freedom fighters). | 1,000 |
| | Total : Demand No. 22. | 2,86,000 |
| 23. | 288—Secretariat—Social and Community Services (Directorate of Tribal Research). | 25,000 |
| | 288—Social Security and Welfare (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes). | 88,00,000 |
| | 288—Social Security and Welfare (Autonomus District Council). | 3,00,000 |
| | 309—Food and Nutrition Programme). | 13,25,000 |
| | Total : Demand No. 23. | 1,04,50,000 |

| DEMAND NO. | SERVICES AND PURPOSES. | SUMS NOT EXCEEDING |
|---|---|---|
| | | Rs. |
| 24. | 280—Social Security and Welfare (Civil Supply) | 1,55,000 |
| | 289—Food and Nutrition (Food Section). | 15,75,000 |
| | Total : Demand No. 24. | 17,30,000 |
| 25. | 268—Miscellaneous General Services, (Payment of allowances to the families and dependent of Ex-Rulers.) | 80,000 |
| | 288—Social Security & Welfare (Relief and Rehabilitation of displaced persons). | 2,95,000 |
| | Total : Demand No. 25. | 3,75,000 |
| 26. | 289—Relief on account of Natural calamities. | 6,00,000 |
| | 295—Other Social and Community Services (Upkeep of Shrines, temples etc.). | 80,000 |
| | 304—Other General Economic Services (Land ceiling and land Reforms). | 21,55,000 |
| | Total : Demand No. 26. | 28,35,000 |
| 27. | 298—Co-operation. | 37,30,000 |
| | 314—Community Development (Panchayat). | 42,75,000 |
| | Total : Demand No. 27. | 80,05,000 |
| 28. | 287—Labour and Employment (Training of Craftsman). | 3,55,000 |
| | 304—Other General Economic Services (Regulation of Weights and Measures). | 1,80,000 |
| | 314—Community Development (State Planning Machinery). | 1,00,000 |
| | Total : Demand No. 28. | 6,35,000 |

| DEMAND. NO. | SERVICES AND PURPOSES. | SUMS NOT EXCEEDING |
|---|---|---|
| | | Rs. |
| 29. | 299—Special and Backward Areas ( N. E. C. Schemes for Agri. Soil Conservation and Fisheries. ) | 6,00,000 |
| | 305—Agriculture. | 1,01 55,000 |
| | 306—Minor Irrigation (Agri.) | 7,000 |
| | 307—Soil and Water Conservation (Agri) | 24,13,000 |
| | 312—Fisheries. | 20,30,000 |
| | 314—Community Development (Agri). | 2,00,000 |
| | Total :—Den and No.-29. | 1,54,05,000 |
| 30. | 299—Special and Backward Areas (N. E. C. Scheme for Animal Husbandry and Dairy Development). | 3,00,000 |
| | 310—Animal Husbandry. | 42,80,000 |
| | 311—Dairy Development. | 13,00,000 |
| | Total :—Demand No. 30. | 58,80,000 |
| 31. | —299—Special and Backward Areas (N. E. C. Schemes for control of shifting cultivation ). | 2,25,000 |
| | 307—Soil and Water Conservation (Forest). | 19,10,000 |
| | 313—Forest. | 66,00,000 |
| | Total :—Demand No. 31 | 87,35,000 |
| 32. | 314—Community Development. | 23,00,000 |
| 33. | 314—Community Development ( Water Supply and Sanitation ). | 58,60,000 |
| 34. | 299—Special and Backward Areas (N. E. C. Schemes for Villages and Small Industries ). | 80,000 |
| | 320—Industries. | 1,00,000 |
| | 321—Villages and Small Industries. | 50,30,000 |
| | Total :—Demand No. 34. | 52,10,000 |

| DEMAND NO. | SERVICES AND PURPOSES | SUMS NOT EXCEEDING |
|---|---|---|
| 35. | 245—Other Taxes & Duties on Commodities. | 90,000 |
| | 306—Minor Irrigation. | 5,45,000 |
| | 333—Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control projects. | 10,45,000 |
| | 334—Power Projects. | 47,90,000 |
| | Total :—Demand No. 35. | 64,70,000 |
| 36. | 459—Capital outlay on Public Works. | 20,40,000 |
| | 477—Capital outlay on Education, Art and Culture. | 10,29,000 |
| | 480—Capital outlay on Medical. | 12,80,000 |
| | 482—Capital outlay on public Health, Sanitation and Water Supply. | 40,00,000 |
| | 509—Capital outlay on Food & Nutrition. | 10,000 |
| | 510—Capital outlay on Animal Husbandry. | 4,65,000 |
| | 511—Capital outlay on Dairy Development. | 2,34,000. |
| | 512—Capital outlay on Fisheries. | 15,000 |
| | 521—Capital outlay on Village and Small Industries. | 4,75,000 |
| | Total :—Demand No.—36, | 95,49,000 |
| 37. | 482—Capital outlay on Public Health, Sanitation and water Supply. | 10,00,000 |
| | 499—Capital outlay on Special and Backward Areas. (N.E.C. Scheme for Medical). | 3,00,000 |
| | 500—Investment in General Financial and Trading institution (Forest). | 3,00,000 |
| | 511—Capital outlay on Dairy Development. | 85,000 |
| | Total :— Demand No. 37. | 16,85,000 |
| 38. | 483—Capital outlay on Housing (Subsidised Industrial Housing Schemes). | 1,00,000 |
| | 500—Investment in General Financial and Trading Institution (Industries). | 3,05,000 |
| | Total :— Demand No.-38. | 4,05,000 |

| DEMAND NO. | SERVICES AND PURPOSES, | SUMS NOT EXCEEDING |
|---|---|---|
| 39. | 483—Capital outlay on Housing. | 24,65,000 |
| | 499—Capital outlay on Special and Backward Areas (N.E.C. Scheme for Roads and Bridges). | 30,00,000 |
| | 537—Capital outlay on Roads and Bridges. | 1,40,00,000 |
| | Total :— Demand No.-39. | 1,94,65,000 |
| 40. | 498—Capital outlay on Co-operation. | 7,85,000 |
| | 677—Loans for Education, Art and Culture. | 6,000 |
| | 698—Loans for Co-operative Societies | 4,10,000 |
| | Total :— Demand No. 40. | 12,01,000 |
| 41. | 500—Investment in General Financial & Trading Institutions. | 4,65,000 |
| | 505—Capital outlay on Agriculture. | 46,75,000 |
| | 512—Capital outlay on Fisheries. | 2,00,000 |
| | 705—Loans for Agriculture. | 35,000 |
| | Total :—Demand No.—41. | 53,75,000 |
| 42. | 509—Capital outlay on Food & Nutrition. | 3,00,00,000 |
| | 738—Capital outlay on Road and Water Transport Services (T. R. T. C.). | 20,00,000 |
| | Total :—Demand No.—42. | 3,20,00,000 |
| 43. | 504—Capital outlay on Minor Irrigation, Soil Conservation and Area Development. | 71,00,000 |
| | 533—Capital outlay on Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects. | 30,00,000 |
| | 534—Capital outlay on power Projects. | 1,87,00,000 |
| | Total :—Demand No.—43. | 2,88,00,000 |

| DEMAND NO. | SERVICES AND PURPOSES. | SUMS NOT EXCEEDING |
|---|---|---|
| | | Rs. |
| 44. | 526—Capital outlay on Consumer Industries (Jute Mill & Paper Mill). | 10,00,000 |
| | 530—Investment in Industrial Financial Institution. | 35,000 |
| | Total :—Demand No. 44. | 10,35,000 |
| 45. | 683—Loans for Housing. | 5,00,000 |
| 46. | 695—Loans for other Social and Community Services. | 80,000 |
| 47. | 698—Loans for Co-operative Societies | 10,000 |
| | 720—Loans for Industrial Research & Development. | 5,000 |
| | 721—Loans for Village and Small Industries. | 13,00,000 |
| | Total :—Demand No.—47. | 13,15,000 |
| 48. | 766—Loans to Government Servants. | 58,25,000 |
| | GRAND TOTAL : | 31,80,69,000 |

১৯৮০-৮১ ইং সনের আর্থিক বছরের ভোট অন একাউণ্টস সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

জেনারেল ডিস্কাসন অন্ দি ডিমাণ্ড ফর

এ্যাকসেস্ গ্র্যাণ্টস্ ফর দি ইয়ার ১৯৭৫-৭৬

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ—

"১৯৭৫-৭৬ সনের অতিরিক্ত (এ্যাকসেস) ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী মহোদয় গত ২১শে মার্চ্চ শুক্রবার ১৯৮০ ইং তারিখে অতিরিক্ত (এ্যাকসেস্) ব্যয় বরাদ্দের দাবী হাউসে পেশ করেছিলেন। যে সমস্ত

সদস্যগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাদের আমার নিকট নাম দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াংকে অনুরোধ করছি আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট সেখানে আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের একটা মজার জিনিষ হচ্ছে যে, পুরানো বাজেটের কাজ না করে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট, সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট, ভোট অন্ এ্যাকাউন্টস এই সমস্ত বিল এনে কাজ করেন। কিন্তু সে কাজের মূল্য কি সেটা আমাদের পক্ষে বুঝা মুশকিল হয়। আমরা জানি যে বাজেটের মধ্যে যদিও একটা অংক দেখানো হয় নি কিন্তু সেই ডেফিসিট কি ভাবে পূরণ করা হবে তার কোন নিদর্শন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দেখি না। তবে একটা মজার কথা হলো বাজেটে করের কোন প্রস্তাব নেই বলে জনসাধারণের কাছ থেকে উনারা বাহাবা পেয়েছেন কিন্তু পরে বিভিন্ন জিনিষের দাম বাড়িয়ে ওটাকে পূরণ করা হয়েছে। অবশ্য এটা আমি মনে করি যদি কোন জিনিষের দাম বাড়াতে হয় তাহলে সেটা বিধানসভায় আনা দরকার। আমরা জানি সরকারী বাজেটের এলোটমেন্টের টাকা সরকার বা তার ডিপার্টমেন্ট সে টাকার শতকরা ৫০ ভাগের বেশী ব্যয় করতে পারেন না। তারপরও বামফ্রন্ট সরকার বাজেটে আর ও বেশী টাকা ডিমাণ্ড করছেন। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশী টাকা দেওয়া হয়েছে, সেটা দিয়ে উনারা কি করছেন? কারণ মফস্বলের কামারমারাঠুং স্কুলের যে হাল সেটা হচ্ছে সেখানে এ স্কুলে নাকি ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু কিছু কাগজ পত্র সব সময় যায় পোষাক এবং টিফিনের জন্য স্কুল ইন্‌চার্জের নামে। কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম যে সেখানে কোন মাষ্টার এবং শিক্ষকের অস্তিত্ব নেই কিন্তু শিক্ষা অধিকর্ত্তা থেকে তার নামে টাকা পয়সা যাচ্ছে।

কাজেই টাকা দিয়ে যে উনারা কি করবেন এটা বুঝতে পারি না। এই সম্পর্কে আমি আরও কিছু বলতে চাই যে গ্রামের স্কুলের ছেলেমেয়েরা রীতিমত বই পাচ্ছেনা। ফার্নিচার নাই, স্কুলে হেডমাষ্টার নাই, শিক্ষকের অভাব। শিক্ষকের অভাবে ছাত্ররা পড়াশুনা করতে পারছেনা। কিন্তু তারা তার জন্য আরও দেড়লক্ষ টাকা চাচ্ছেন। এটা অত্যন্ত হাস্যকর। পি, ডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। সেখানে ১১ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। পি, ডব্লিউর অভিযোগ তারা আসামের গণ্ডগোলের জন্য সিমেন্ট আনতে পারছেনা। রড নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি উনারা অভিযোগ তুলেছেন। আমরা তাদের কাজের এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত। অথচ পি, ডব্লিউর মিনিষ্টার তিনি বলেছেন যে ৫০ ভাগের বেশী খরচ করা সম্ভব হয়নি। তারপরেও টাকা চাচ্ছেন। এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রেও টাকা চাওয়া হয়েছে।

গ্রামে আমরা দেখেছি কৃষকদের জল দেওয়া হয়নি। একটি ঘটনা আমি বলি, বগাফাতে সেখানে আমরা দেখেছি পাম্প আছে, কিন্তু দু তিনটি পরিবার ছাড়া কেউ জল পাচ্ছেনা। কিন্তু সেখানে কৃষি দপ্তর থেকে দেখাশুনা করা হয়। মন্ত্রী বাহাদুর তিনি নিজেও দেখেছেন যে কৃষকরা ঠিকমত জল পাচ্ছেনা। এই ঘটনাতে প্রমানিত হয় যে, বামফ্রন্ট সরকার শুধু টাকাই চায়, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে কিছুই করে না। তাদের ক্যাডারের যদি কোন অসুবিধা হয় তাহলে ডিপার্টমেন্টের হেডকে দিয়ে তারা তাদের ক্যাডারের সুবিধা করে দেন। এইভাবে তারা প্রশাসনকে পারটিমুখী করে তুলেছেন। কাজেই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্টস-এর টাকা তারা ঠিকভাবে খরচ করতে পারছেনা। টাকা সদব্যবহার করা দরকার। বামফ্রন্ট সরকার প্রশাসনকে পারটিমুখী না করে যদি ঠিক ঠিকভাবে টাকাকে ব্যয় করে তাহলে মানুষের উপকার হবে। বামফ্রন্ট সরকারের ভুল নীতি নির্ধারনের ফলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যেমন ছোলা উৎপাদনকারী, পাট উৎপাদনকারী প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সরকার কৃষকের জন্য কান্নাকাটি করছে। কিন্তু শুধু কান্নাকাটি করলেই হবে না। তাদের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে হবে। উদাহরন দিলে এমন অনেক উদাহরন দেওয়া যায়। কাজেই এই যে দুর্বলতা তার বিরুদ্ধে সচেষ্ট হওয়া একান্ত দরকার।

মাননীয় অধ্যক্ষ —শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী —মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ বাজেট পেশ করা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করি। এখানে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী চাওয়া হয়েছে তা রাজ্য সরকারগুলিকে ঠিকমত দেওয়া হচ্ছেনা। কারণ আমরা বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে দেখেছি পরিকল্পনার পরিষদ প্রায়ই নানা তালবাহানা করে চলেছে। ইয়ারের শেষে এসে দেখা যায়, তারা কাকে কি দেবে, তা ঠিক করতে পারে না। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে টাকা চাওয়া হয়েছে তা অতি যুক্তিসংগত। প্রতিটা ক্ষেত্রে তার ভীষণ দরকার আছে। একটা পূর্ণাঙ্গ বাজেট যে সময়ে উপস্থিত করা দরকার ঠিক সেই সময়েতে পূর্ণাঙ্গ বাজেট করা হয়নি। আমাদের যা টাকা দরকার চাহিদার তুলনায় কমিশন আমাদের টাকা অনেক কম দিচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে প্রয়োজনের তুলনায়, চাহিদার তুলনায় অনেক কম টাকা পেয়েছে। আজকে যদি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ১৮ লক্ষ লোক, তার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। এই ত্রিপুরাকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে গেলে যে টাকার প্রয়োজন সেই টাকা তারা দিচ্ছে না। আর যে টাকা তারা দিচ্ছে সেই টাকা পেতেও অনেক অসুবিধা পেতে হয়েছে। যাদের টাকার প্রয়োজন নেই তাদের টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু যাদের টাকার দরকার আছে তাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। উত্তর পূর্বাঞ্চলে নাগাল্যাণ্ডে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ হতে পারে। মণিপুরে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হতে পারে। কিন্তু যেখানে ত্রিপুরাতে ১৮ লক্ষ লোক বাস করছে, তাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক জুমিয়া, লক্ষ লক্ষ লোক উদ্বাস্তু তাদের আগেই অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু তবুও আমরা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম টাকা পেয়েছি। রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে আজকে কিছু কাজকর্ম করা যাচ্ছে না, এই টাকার অভাবে। ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে

অনেক বেকার কাজ পেয়েছে। কাউকে অনাহারে মরতে হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও তারা অনেক কিছু করেছে। ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে তাদের বাচার পথের সন্ধান দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার যারা অবহেলিত, নিপীড়িত, যারা এতদিন কারো সাহায্য পায়নি তাদেরকে সাহায্য করবার জন্য তৎপর। তাদের জন্য বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ বাজেট যখন করা হবে তখনও তাদের কথা ভেবেই বাজেট করা হবে। গত ২ বছরে সাধারণ মানুষ ট্যাকসের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। বিরোধী দলের সদস্যরা যারা এমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারবে না যে কোন দরিদ্র লোককে তাদের ট্যাকসের ভার বহন করতে হয়েছে। বরঞ্চ যারা গরীব অংশের লোক তাদেরকে ট্যাকসের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করেছে। তাদেরকে সেই মহাজনী শোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টায় করেছে। বামফ্রন্ট সরকার কোন নীতিহীন কাজ করে না। বামফ্রন্ট সরকার সুনির্দ্দিষ্ট নীতি নিয়েই তার কাজ করে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে যেসকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেইসব প্রতিশ্রুতিগুলি তারা ক্ষমতায় আসার পরে পালন করছে। তারা গরীব জনসাধারণের জন্য তারা অবহেলিতদের জন্য তারা নিপীড়িতদের জন্য, যারা এতদিন কোন সুযোগ সুবিধা পায়নি তাদের জন্য তাদের কথা ভেবে বাজেট করেন। আমরা রাজনীতি করবার জন্য বিধানসভায় আসিনি। আমরা এসেছি সেই সমস্ত লোকদের প্রতিনিধি হয়ে। তাদের কল্যাণের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে।

যারা গত ৩০। ৩২ বছর ধরে শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে, যারা মানুষের সম্মান পায়নি, আজকে তাদেরকে মানুষের সম্মান দেওয়ার জন্য এবং তাদের সমস্ত প্রয়োজনের কথা ভেবেই আমরা বাজেট তৈরী করব। এই খেটে খাওয়া গরীব অংশের মানুষের জন্য বাজেট তৈরী করাটা যদি রাজনীতি হয়, তাহলে এই রাজনীতি আমরা নিশ্চয়ই করব। এ কথা আমি অস্বীকার করি না এবং এই দুই বছর ধরে আমরা দেখছি যে এই বাজেটের ফলে গ্রামের গরীব অংশের মানুষ কিভাবে উপকৃত হয়েছে, আজ নূতন করে তারা বাঁচতে শুরু করেছে। পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা সেখানে কায়েম হয়েছে এবং সেই পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে গ্রামের গরীব মানুষেরা আজকে তাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলি করার সুয়োগ পেয়েছে। এতে না কি সমাজের সর্বনাশ হয়েছে। কারণ গ্রামের সেই লেংটি পরা লোকদের হাতে আজকে বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। আমরা এই কথা ভেবে আজ আনন্দিত যে, এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামের লেংটি পরা লোকগুলি আজ তাদের নিজেদের সত্বাকে চিনতে পেরেছে এবং নিজেদের উন্নতি করতে পেরেছে। আজকে যদি তারা কোন অন্যায় করে তাহলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তারা তাদের বিচার করে অন্যায়কারীর শাস্তি ঠিক করবে। গ্রামবাসীদের সমস্ত ভুলত্রুটিগুলি দেখিয়ে দেওয়ার ঝুকি আজ পঞ্চায়েতগুলি নিয়েছে। মাননীয় সদস্যগণ দেখেছেন যে গত দুই বছর ধরে এখানে যে বিপযয় ঘটেছে, যে ভাবে খরা চলেছিল, আজকে এই পঞ্চায়েতগুলি সেই দুবিসহ দিনগুলির যোগ্য ভুমিকা পালন করতে পেরেছিলেন বলেই আজকে তা তারা সংকটের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছে। আজকে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা শুধু আমাদের রাজ্য থেকেই যে প্রশংশা পাচ্ছে তা নয়, বাহিরে থেকে পঞ্চায়েতের লোক এসেছিলেন। তাঁরা এখানকার কাজকর্ম দেখে

খুব খুশী হয়েছিলেন। আমাদের দেশে পঞ্চায়েতের যে ভূমিকা সেটাকে তাঁরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তুলে ধরেছেন। তারা বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়ে দেখে আসুন যে পঞ্চায়েতগুলি কি ভাবে গ্রামের গরীব মানুষের জন্য কাজ করছে। অনেক বাধা আছে আমাদের সামনে, তবু আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকে কিছু কাজ করার চেষ্টা করছি। সেটা আপনারা জানেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিকে বাংলাদেশ, একটা মাত্র পথ আছে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার বিমান ব্যবস্থা। তাও নামে মাত্র, কারণ তার কোন উন্নতি আজ পর্য্যন্ত হয়নি। আজকে আসামের ঘটনা প্রভৃতি সমস্ত কিছু মিলে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তদুপরি জিনিষপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে যে জিনিষপত্র মানুষের কিনার ক্ষমতার বাহিরে জিনিষপত্রের দাম বাড়বে কি কমবে সেটা কোন রাজ্যে সরকারের উপর নির্ভর করে না। আজকে যদি দিল্লীতে, বিহারে, আসামে জিনিষপত্রের দাম বাড়ে তাহলে ত্রিপুরাতে ত বাড়বেই। এটাকে আটকাবার ক্ষমতা কোন রাজ্য সরকারের নাই। আমরা কেন্দ্রের কাছে দাবী পাঠিয়েছি যে, গরীব মানুষের প্রয়োজনীয় দশ বারটা জিনিষ পত্রের দামকে সারা ভারতবর্ষে এক দরে ফেলে দিন। শুধু মাত্র দিল্লীতে যারা রাজত্ব করছে তারাই এটা করতে পারে। আমরা হিসাব করে দেখেছি যে, এটা করতে গেলে চার থেকে পাঁচ কোটি টাকার প্রয়োজন। এই টাকাটা বহন করার ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারেরই আছে। গত ৩০টা বছর যাঁরা রাজত্ব করেছেন, গত আড়াই বছর যাঁরা রাজত্ব করেছেন, তাঁরা সবাই শুধু ধনীর স্বার্থ দেখেছেন। যাদের টাকা আছে তাদেরকে আরও কিছু টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আজকে দিল্লীতে নূতন সরকার এসেছেন এবং তাঁরা এসে শুধু নূতন নূতন সারকুলার পাঠাচ্ছেন বড় বড় উপদেশ দিচ্ছেন যে, জিনিষপত্রের উপযুক্ত বিলি বন্টন করুন। কিন্তু জিনিষ কোথায়, কেরোসিন, ডিজেল, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কোথায় কিছুই ত আসছে না। কি দিয়ে আমরা উপযুক্ত বিলি বন্টন করব।

দিল্লীতে যাঁরা রাজত্ব করছেন তাঁরা নয়টা রাজ্যের বিধান সভা ভেঙ্গে দিয়েছেন। সেখানে কিছুদিনের মধ্যেই আবার নির্বাচন হবে, আর তাতে খরচ হবে প্রচুর টাকা, সেই টাকার প্রয়োজনে আজ কেন্দ্রীয় সরকার জিনিষপত্রের দাম এইভাবে বাড়িয়ে দিয়েছেন, যার ফল স্বরূপ বলি হচ্ছে গরীব জনগণ।

আমরা নির্বাচনের সময় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম গরীব জনগণের কাছে গত দুই বছরে আমরা তা রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আজকের এই সাপ্লিমেন্টরী বাজেট যেভাবে ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষের স্বার্থে করা হয়েছে, আগামী দিনের পূর্ণাঙ্গ বাজেটও এই ভাবে করা হবে। বিরোধী দলের সদস্যারা অভিযোগ করেছেন যে, স্কুল আছে তাতে শিক্ষক নাই। আমি তাদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন গত ৩০ বছরের কাজ কর্মের দিকে নজর রাখেন। এবং তার পরেই যেন বলেন যে বামফ্রন্ট সরকার কি করছে। এই ৩০ টা বছর ধরে যাদেরকে দিয়ে এই সব কাজগুলি করানো হয়েছিল, আজও তাদেরকে দিয়েই ত আমাদের কাজ করাতে হচ্ছে। কাজেই তাদের কাজের মধ্যে যে কোন ভুল ত্রুটি থাকবে না এটা ভাবা ভুল হবে। তাদের এই ভুলগুলিকে আমরা প্রতিরোধ করতে চাই। অন্তত এই কাজটুকু ত

আমরা করতে পারি। এই ব্যাপারে যারা বিরোধী দলের সদস্য আছেন তাদেরও দায়িত্ব আছে। সরকার পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে কাজ করছে। জনগণের মত নিয়ে রাজত্ব চালাচ্ছেন। সরকার নিজের ইচ্ছামত কাজ করছে না।

আমি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে বলছি যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও উন্নত করার কাজে যারা সাহায্য করতে পারে, তারা হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংকগুলি। গত দুই বছরে আমরা দেখেছি এই ব্যাঙ্কগুলি তাদের নিয়মনীতির মাধ্যমে কিছুটা দেশের উপকার করেছে অবশ্য কিন্তু দেশের গরীবদের স্বার্থে কোন কাজ করেনি। যারা ভূমিহীন যারা জুমিয়া তারা এই ব্যাঙ্কগুলি থেকে কোন সাহায্য পায় না। ব্যাংকের যে নিয়মনীতি আছে তাতে তারা পড়ে না। কাজেই এই ব্যাংকগুলি যদি তাদের নিয়মনীতি পরিবর্তন না করেন তাহলে আমাদের দেশের গরীব অংশের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি হবে না। এই সব নানান কারণে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এই বিধানসভায় এসেছে এবং আমি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করি। এই বাজেট দেশের গরীব অংশের মানুষের উপকারে আসবে বলেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমাখন চক্রবর্তী।

শ্রীমাখন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি বলে আমি আমার দুয়েকটা কথা বলছি যে বাজেটে যে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন তার যে দৃষ্টিভঙ্গি তা বামফ্রন্টের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত কারণ এই বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে যে কথা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মেহনতি মানুষের কাছে দিয়ে এসেছিল সে কথা আজ এই বাজেটের মধ্যে ফুটে উঠেছে। বামফ্রন্ট সরকার বলেছিল যে তারা গরীব দুঃখী মানুষের উপর কোন ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দেবে না। গরীব মানুষের স্বার্থে বাজেট করবে। এদিক দিয়ে এ বাজেট অভিনন্দনযোগ্য। বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে, পানীয় জল ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে কাজগুলি রয়েছে সেগুলিকে অগ্রসর করার জন্য এ বাজেট পেশ করা হয়েছে। এটি কিন্তু পরিপূর্ণ বাজেট নয়। একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট আমরা পরবর্তী সময়ে করে নেব। এই বাজেটটি শুধু বর্তমান কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য এখন পেশ করা হয়েছে। যে সমস্ত কাজ বিভিন্ন এলাকায় আরম্ভ করা হয়েছে এবং যে সমস্ত কাজ কৃষকের স্বার্থে শুরু করা হয়েছে সেগুলিকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য এই বাজেট সাহায্য করবে এবং এ বাজেট কৃষকদের জমির ফসল বাড়ানোর জন্য এই বাজেট সাহায্য করবে। কৃষকদের বীজ, সার ও ভূমিহীনদেরকে সময়মত বীজ, সার ইত্যাদি দেওয়া যাতে তারা ভালভাবে চাষবাস করতে পারে সে সুযোগটা এ বাজেটের সাহায্যে দেওয়া যাবে। বামফ্রন্ট সরকারের কার্যকর্ম শিক্ষাক্ষেত্রে গরীব মানুষদের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তাকে এই বাজেট সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি। তাই এই বাজেট সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য এবং এটাকে আমি অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। কাজেই সে বাজেটকে বিরোধী সদস্যরা বিরোধীতার জন্য বিরোধী হিসাবে বিরোধীতা করছেন। কারণ ওনারা সেগুলিকে যেভাবে দেখছেন

তাতে ওনারা দিশেহারা হয়ে গেছেন। ওনারা যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এ বিধানসভায় এসেছেন, সে ৩০ বছরের গরীবের স্বার্থের বিরোধী যে কংগ্রেস শাসন, গরীবের উপর যেভাবে কর চাপিয়ে দেওয়া হত, কৃষকরা যেভাবে লাঞ্ছিত হতেন, ওদের উপর যেভাবে খাজনা-জুলুম হত তা ওনারা আর দেখতে পাচ্ছেন না। তারা দেখতে পাচ্ছেন যে গরীব কৃষকদের এখন টিয়ার গ্যাস, লাঠির বাড়ি খেতে হচ্ছে না তাদের দাবি আদায়ের জন্য। তাই তারা এটাকে সমর্থন করতে পারছেন না। বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে তাই তারা বলছেন যে বামফ্রন্ট সরকার বাজেটে রাজনীতি করেছেন। হ্যা; আমরা রাজনীতি করার জন্য এখানে এসেছি। আমরা রাজনীতি করছি শতকরা ৯০ জন মানুষের স্বার্থে আমাদের এই বাজেটে সেই রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাতে যে রাজনীতি আমরা দেখতে পাচ্ছি তা গরীব মেহেনতি মানুষের বাঁচার জন্য। গরীব মানুষের কাছে আমাদের কথা বলতে হয়, বাজেটের লক্ষ্য গরীব মানুষের কাছে তুলে ধরতে হয়। এই গরীব মানুষের জন্য এখনও অনেক অসম্পূর্ণ কাজ রয়ে গেছে, এখও অনেক স্থানীয় কাজ বাকী রয়ে গেছে। বর্তমানে স্কুলে যে টিফিনের ব্যবস্থা চলছে সে ব্যবস্থা চালু রাখতে এ বাজেট সাহায্য করবে। কাজেই আমি বলছি যে এই বাজেট অভিনন্দন যোগ্য। এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে দাবি করা হয়েছে তা খুবই প্রয়োজনীয়। কৃষকদের বীজ ধান, জুমিয়াদের বীজ ধান, জলসেচের প্রকল্প, শিক্ষা ক্ষেত্রে অভাব অভিযোগ প্রভৃতি বহু অভিযোগ রয়েছে তাই এ বাজেট সেগুলি দূর করতে সাহায্য করবে। পরে পূর্ণাঙ্গ যে বাজেট আসবে সেটাও শতকরা ৯০ জনের স্বার্থে আসবে বলে আমি আশা করছি। আরও আশা করছি যে এতে গরীবদের খুব সাহায্য হবে। কাজেই এই বাজেটকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন এই সভা আজ বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ আমি এখন মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্যকে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটের উপর উনার বক্তব্য রাখবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে যে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করা হয়েছে আমি তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। কারণ এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের অগণিত দরিদ্র ও মেহনতী মানুষ-এর স্বার্থেই বামফ্রন্ট সরকার কাজ করে চলছেন। আমরা দেখছি ফুড-ফর-ওয়ার্কের মধ্য দিয়ে গ্রামের সকল গরীব মানুষ সেখানে কাজ পাচ্ছেন। আগে গ্রামাঞ্চলে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যেতে হলে কোন ভাল রাস্তা ছিল না কিন্তু আজকে সেই গ্রামের মধ্যে অনেক ভাল ভাল রাস্তাঘাট হয়েছে। ছোট ছোট পুকুর কাটা হচ্ছে। সেই দিক থেকে গরীব মানুষের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার কাজ করে চলছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরার সুদূর পল্লী অঞ্চলে শিক্ষার সম্প্রসারণ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন আমরা তার জন্য এই বামফ্রন্ট সরকারকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছিনা। কারণ আগে আমরা দেখেছি স্কুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে টিফিন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আজকে

বামফ্রন্ট সরকার স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের টিফিনের ব্যবস্থা করেছেন। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনা বেতনে লেখা পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন এই বামফ্রন্ট সরকার। বিগত ৩০ বছরে যা হয়নি আজকে তা সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয় আমরা আরো দেখেছি যে গ্রামাঞ্চলে আগে কোন রাস্তাঘাট ছিলনা, ছিলনা কোন পানীয় জলের কোন সুব্যবস্থা। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পি, ডব্লিউ, ডি, এর মাধ্যমে সেই গ্রামাঞ্চলে অনেক রাস্তাঘাট তৈরী করেছেন, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করেছেন। গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় টিউব ওয়েল, ডিপ ওয়েল ইত্যাদি এবং ছোট ছোট পুকুর কেটে গ্রামের পানীয় জলের সংকটকে দূর করেছেন। টিউব ওয়েল এবং ডিপ ওয়েল এর মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই দিক দিয়ে এই হাউসে যে অন্তরবর্তীকালীন বাজেট পেশ করা হয়েছে আমি তা সমর্থন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ--আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে বাজেটে উনার বক্তব্য রাখবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৮০-৮১ সনের যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস এণ্ড গ্রান্টস্ এখানে আনা হয়েছে সেসম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, একটি রাজ্যে উন্নয়নের জন্য বাজেট তৈরী করা হয় এবং সেই বাজেট তখনই যথার্থ হয় যখন উহার সবটিই পুরোপুরি কার্যকর করা হয়। এবং গণতান্ত্রিক পথে সেগুলির প্রয়োগ করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার বর্ত্তমান পুলিশ খাতে যে ব্যয় করার কথা বলেছেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন সেগুলি পুরাপুরি কার্যকর করা হচ্ছেনা। আমরা দেখেছি গ্রামাঞ্চলে মাইনর ইরিগেশন এর জন্য কোন কাজ করা হচ্ছে না। নূতন টিউব ওয়েল এবং ডিপ ওয়েল বসানো তো দূরের কথা পুরাতন যেগুলি আছে সেগুলিও রীতিমত মেরামতীর অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে বর্ত্তমানে যে প্রচণ্ড খরা চলছে সেই প্রচণ্ড খরায় কৃষকদের মাঠের ধান বা অন্যান্য ফসল শুকিয়ে যাচ্ছে। সেখানে কোনও প্রকারেও জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এছাড়া রাজ্যের আইন শৃংখলার দারুন অবনতি ঘটেছে। যে পুলিশের হাতে আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে সে পুলিশ বিভিন্ন রকমের হত্যাকাণ্ড বাধিয়ে রাজ্যে শৃংখলা রক্ষার নামে এক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি যে ধর্মনগর মহকুমার নদীয়াপুর অঞ্চলে পুলিশ বিনা কারণে নকশাল পন্থী নয়টি যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে। এ বিষয়ে যখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে এ বিষয়ে নাকি সম্পূর্ণরূপে পুলিশের রিপোর্টের উপর নির্ভর করেই এ ঘটনার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এবং পুলিশের প্রদত্ত রিপোর্টকেই সমর্থন জানাবার জন্য তিনি পরোক্ষভাবে আমাদের বলেছেন।

শ্রী কেশব মজুমদার —পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার; এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ ভুল ব্যাখ্যা করছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন

যে; "আমরা আগে পুলিশের রিপোর্ট পেয়ে যাই পরে যদি দেখা যায় যে পুলিশের রিপোর্ট সুনির্দ্দিষ্ট নয় তবে অন্য রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।" আর মাননীয় নগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে বলছেন যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলেছেন যে পুলিশের রিপোর্ট এর উপর নির্ভর করতে হবে এবং তা মাননীয় নগেন্দ্রবাবুদের সমর্থন করতে হবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ :—মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি যে তিনি যেন এখানে যে ডিমাণ্ডস এণ্ড গ্র্যান্ট আনা হয়েছে, তার উপর ভাষণ রাখেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কথাটা কথা প্রসঙ্গে এসেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্ম্মনগরের নদীয়াপুরের ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে পরাধীন ভারতে ইংরাজরা যেভাবে ভারতবাসীর উপর দমন-পীড়ন নীতি চালিয়েছিল আজকে বামফ্রন্ট সরকারও পুলিশ বাহিনী দিয়ে রাজ্যের জনগণের উপর দমন পীড়ন নীতি শুরু করছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে ডিমাণ্ডস্ এণ্ড গ্র্যান্টস্ এর উপর আলোচনা করার কথা তিনি তা না করে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। আমাদের আলোচনার সময় অত্যন্ত সীমিত সুতরাং মাননীয় সদস্যকে ডিমাণ্ডস এণ্ড গ্রান্টস এর উপর আলোচনা করতে বাধ্য করুন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ :—মাননীয় সদস্য, আপনাকে ডিমাণ্ডস এণ্ড গ্রান্টস এর উপর আপনার বক্তব্য রাখবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমি রেফারেন্স এর জন্য বলেছি। কারণ আমি আগেই বলেছি যে একটা রাজ্যের উন্নয়ন এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং রাজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পুলিশের ভুমিকা কি, সে প্রসঙ্গে আমি আলোচনা করছিলাম।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি দেখেছি সেই নদীয়াপুর অঞ্চলে, গোটা অঞ্চলে ফুড ফর ওয়ার্ক-এর কাজ অচল হয়ে গেছে। কেন হয়েছে? কারণ পুলিশ সেখানে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। ৬টা পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে গোটা অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে যার ফলে সেখানকার মজুর ও কৃষকেরা নিশ্চন্তে সেখানে চলাফেরা করতে পারছে না। তাদের ভয় যে কোন মুহূর্তে পুলিশ তাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, একটা রাজ্যে উন্নয়নের প্রশ্নে এই আইন শৃঙ্খলার কথা এসে পড়ে। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে, একজন মন্ত্রী সেখানে যান নি, একজন বিধায়ক সেখানে যান নি।

শ্রী সমর চৌধুরী :---স্যার, একথা সত্যি নয়। একজন বিধায়ক সেখানে গিয়েছিলেন নগেন্দ্র জমাতিয়া ছাড়াও।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :---আমি দেখেছি ওরা সবাই বিগত লোকসভা নির্বাচনে সি, পি' এম, কে ভোট দিয়েছে। এখন তারা বলছে যে ওরা আমাদের দেখেন না। বাম-ফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান--

শ্রী সমর চৌধুরী :--- স্যার, বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যানের কথা এখানে আসে না। এটা সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা। এটা বাদ দেওয়া হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য পাটি`কুলার ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা রাখবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭--- এড্ুকেশান। এখানে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আমি নদীয়াপুর থেকে কালাছড়া হাইস্কুলের দিকে যখন যাই তখন সেখানে হেডমাষ্টারের সংগে দেখা হয়েছিল। ক্লাস নাইনে মাত্র ১৫ জনের সীট আছে এবং ছাত্র আছে ৭৫ জন। বাকী প্রায় ৬০ জন ছাত্র সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। বারবার লোকেরা আবেদন জানিয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। একদিনও সেখানে তাঁরা যান নি আজকে নদীয়াপুরকে পুলিশের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এবং সেখানে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সায়েস্তা করা হচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি ডিমাণ্ডের উপর বলে যান।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এটা অত্যন্ত বৈষম্য-মূলক হচ্ছে। কারণ যখন সরকারী সদস্যরা অনেক কিছু বলছিলেন তখন কোন আপত্তি করেন নি। এখন আমি যখন বলছি তখন আমাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে কাছিমার ঘটনা একটা দমন নীতি। কাছিমা গ্রামের লোকেরা দেখছিল কাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার জন্য তারা দাঁড়িয়েছিল; তখন পুলিশ তাদের উপর গুলি চালিয়েছে। কাজেই উন্নতি আসবে কি করে? কাজেই আইন শৃঙ্খলার সমস্যা সাধারণ মানুষ সৃষ্টি করছে না। সৃষ্টি করছে পুলিশ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে ভিলেজ অ্যাণ্ড স্মল ইণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আমি মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখব তিনি সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউশান একবার দেখে আসুন। কতজনকে ভর্তি করেছে এবং কতজন এখানে সেখানে হোস্টেলে আছে। স্টাইপেণ্ড পায় না। তার চেয়ে বড় কথা সেখানে পড়াশুনা হয় না। সেখান থেকে পাশ করে ছাত্ররা বেরিয়ে আসে না। সেখানে কোন কারিগরী শিক্ষা হবে না। কাজেই শুধু বাগাড়ম্বর করলেই হবে না। তেমনি করে প্রিন্টিং অ্যাণ্ড ষ্টেশনারী মন্ত্রী মহাশয় গত জানুয়ারী মাসে বলেছেন যে প্রসিডিংস এক মাসের মধ্যে বেরিয়ে যাবে। আমি জানি না এক মাস হয়েছে কিনা। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই অবস্থা বর্ত্তমানে চলছে। এছাড়া ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট। এটাও আমরা দেখছি। আমি সেদিন ধর্মনগরে ট্রাইবেল রেস্ট হাউসে গিয়েছিলাম। জম্পুই থেকে আমার আরো অনেক বন্ধুরা এসেছিলেন। কিন্তু দেখলাম তালা বন্ধ। সবাই গিয়ে হোটেলে উঠেছে এবং আমাদের ১০।১৫ টাকা করে খরচ করতে হয়েছে। কাজেই এমনি করে প্রতিটি সাব-ডিভিশনের কথাই বলতে পারি যে ট্রাইবেল রেস্ট হাউস কিছুই সার্ভিস দেয় না। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, যদি এই অবস্থা হয় তাহলে সাধারন মানুষ এটাকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারবে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই যে ফুডফর ওয়ার্ক প্রোগ্রাম-এর কথা বলা হয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি যে আমাদের যে সমস্ত প্রধানরা রয়েছেন তাদের কিভাবে

বঞ্চনা করা হচ্ছে। আমি অমরপুরে দেখেছি ইনটেনশন্যালী আমাদের প্রধানদের যাতে করে জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় সেজন্য ফুডফর ওয়ার্কের প্রোগ্রামের জিনিষপত্র দেওয়া হচ্ছেনা। যার ফলে কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে শুধু বামফ্রন্টের যারা প্রধান রয়েছেন তাদের জন্যই ফুড ফর ওয়ার্কের বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। আর এই সমস্ত কাজ দিতে গিয়ে অবৈধ কার্য-কলাপ চালাচ্ছেন। আমার এলাকাতে একজন মহিলাকে বলেছেন যে তুমি যদি ফুডফর ওয়ার্ক এর কাজ চাও তাহলে আমার সংগে অবৈধ প্রেম করতে হবে। এটা পত্রপত্রিকায়ও উঠেছে। কাজেই এই যদি অবস্থা হয়, এখানকার একজন সদস্য ফুডফর ওয়ার্কের খুব প্রশংসা করেছেন। অথচ তিনি জানেন কি হচ্ছে। আজকে বাদল চৌধুরী বলেছেন এখানে দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ কি করে করা হবে? ঠিকই তো। আপনারা যদি মজুত-দারদের সংগে চুক্তি করে বসেন যে তোমরা জিনিষের দাম বাড়িয়ে যাও তাহলে কি করে দ্রব্যমূল্য কন্ট্রোল হবে? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, সেই কারণে আজকের এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট যেটা দ্বিতীয় এবং শেষ বারের মত পেশ করা হয়েছে তার আলো-চনার মধ্যে আমি এই কথাই বলতে চাই, যে সমস্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, যে সমস্ত ক্যাপিটাল সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলির তত্বাবধান করা দরকার। কিন্তু আজকে শুধু পুলিশের উপর নির্ভর করে রাজ্য উন্নতি করতে পারেনা। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে এই যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, তা দেখে আমার মনে হয়, আগে যে সমস্ত কাজের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল তার ফিফ্‌টি পার্সেন্টও খরচ করা হয় নি। আমরা দেখছি এই সরকার কালোবাজারীদে সংগে চুক্তি করে দিনের পর দিন জিনিস পত্রের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দাম বাড়িয়ে নিচ্ছে। অথচ এর সমস্ত দায় দায়িত্ব অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের কাজ নানা ভাবে ব্যহত হচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই ছোট রাজ্য ত্রিপুরা এর সমস্যাও অনেক, সেইসব সমাধান না করে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের উন্নয়নের পরিবর্তে শুধু দল বাজীই করছে, আর তার জন্যই আমি এই সরকারকে দায়ী করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন, তাকে আমি সমর্থন করি। কেন না, এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের ১৫ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আছে। আমরা এই বাজেট দেখলে দেখতে পাই যে বামফ্রন্ট সরকার গত দুই বছরে অনেক কাজ করেছে, বিশেষ করে নীচের তলার মানুষের, যার শতকরা ৯০ জন কৃষক তাদের উন্নতির জন্য এই বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমরা সুদীর্ঘ ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ যাদের শতকরা ৮০ জন দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়েছে, তাদের অধিকাংশ সময় অনাহারে অর্দ্ধা-হারে দিন কাটাতে হত, সেই রাজত্বে কৃষকদের কোন আশা আকাঙ্খাই বাস্তবে রূপ নিত না। যদিও ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধী গরীবী হঠানোর শ্লোগান দিয়েছিলেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যেও সেই সময় সুখময়বাবু গরীবী হঠানোর যে কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন, তার ফল স্বরূপ ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক গরীব মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে মারা

গিয়েছেন। সেই সময়ে খাদ্যের জন্য যে সমস্ত আন্দোলন হয়েছিল সেইসব আন্দোলনের দ্বারা খাদ্য পাওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ কোন কাজ পর্য্যন্ত পায়নি। ফলে সেই সময়ে গরীব মানুষের অনাহার অর্ধাহার ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর ছিলনা। সেই গরীবী হঠানোর দিনে আমরা দেখেছি যে তাদেরকে মাত্র ২ টাকা মজুরী দেওয়া হত এবং যাদেরকে দেওয়া হত, তাদের সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু আজকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর আমরা সেইসব গরীব মানুষদের, যাদের শতকরা ৮০ জনই দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়েছে তাদেরকে ফুডফর ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ দেওয়া হচ্ছে। কিছুদিন আগের তাদের ৫ টাকা মজুরী দেওয়া হত, এখন অবশ্য সেটাকে বাড়িয়ে ৭ টাকা করা হয়েছে। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের যারা গরীব মানুষ তারা নিজেরাই লক্ষ্য করতে পারছেন। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে ঐ কংগ্রেসের রাজত্বকালে সেই ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কৃষকদের থেকে লেভী আদায় করা হত এবং সেই লেভি আদায় করতে গিয়ে কৃষকদের উপর নানারকম জোর জুলুম করা হত। আর যারা জোতদার, জমিদার ছিল তাদের থেকে কোন রকম লেভি আদায় করা হত না। কৃষক তার জমিতে যে ফলন ফলাতো তার দ্বারা তার খোরাকীর ব্যবস্থা হত কিনা, সেটা আগে থেকে জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার খাদ্যের ব্যবস্থা হউক আর না হউক তাকে লেভি দিতেই হত এবং না দিলে পর পুলিশ দিয়ে জুলুম করে প্রয়োজনে তার গোলা থেকে ধান নিয়ে আসা হত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর কৃষকরা এই লেভির জুলুম থেকে রেহাই পেল। এখন কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত ফসল আনন্দের সংগে ভোগ করতে পারছে, তাদের উপর কোন রকম জোর জুলুম হচ্ছেনা। তাই বলতে পারি যে এই বাজেট হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ জন কৃষকের স্বার্থে এবং কৃষকেরা এর দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। শুধু কি তাই? কৃষকদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রি যাতে অনায়াসে বাজারজাত করা যায়, তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে নুতন নুতন রাস্তা করা হয়েছে। আগে কিন্তু এসব রাস্তা আদৌ ছিল না, ফলে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজার জাত করতে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হত। ঠিক এভাবে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭ লক্ষ্য করলে আমরা দেখব যে কৃষকদের জন্য সরকার কত ব্যবস্থাই না গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। তাছাড়া রয়েছে ইরিগেশন, নেভিগেশান এবং কত কি? তাই আমি বলব যে কৃষকদের স্বার্থে এই ডিমাণ্ডগুলি খুবই লক্ষ্যণীয়।

ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে শতকরা ৯০ জন কৃষক রয়েছে, তাদের উন্নতি না হলে ত্রিপুরার কোন উন্নতি হবে না, এই বাস্তব কথাটা আমাদের বামফ্রন্ট সরকার বুঝতে পেরেছেন, তারজন্য ত্রিপুরার মানুষ আজকে বামফ্রন্ট সরকারকে আশীর্বাদ করছে। তারপরে আছে শিক্ষার দিক—আমার ধর্মনগর সাব-ডিভিশনে মাত্র কয়েকটা হাইস্কুল ছিল, যেগুলির সংখ্যা খুবই নগণ্য। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেখানে অনেকগুলি হাইস্কুল হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে রাজ্যের শতকরা ৮০ জন লোক গরীব, তাদের ছেলেমেয়েরা রীতিমত স্কুলে যেতে পারে না, কারণ স্কুলে যেতে হলে বই দরকার, পোষাকের দরকার। গরীব মানুষ তারা কোথায় থেকে এসব জিনিষ সংগ্রহ করবে যখন তাদের পেট চালাতেই সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার দিক দিয়ে অনেক উন্নতি করেছে। এখন প্রত্যেকটি স্কুলে গরীব ছেলে মেয়েদের

জন্য বই দেওয়া হচ্ছে, পোষাক দেওয়া হচ্ছে, এমন কি কয়েকদিন আগে থেকে টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে। ফলে এখন স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েদের হাজিরার সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। কাজেই আমি আশা করব যে ত্রিপুরার ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার আরও অনেক বাড়বে। ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩—ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল্ড ট্রাইবস এণ্ড সিডিউল্ড কাষ্ট। এই উপজাতিদের দিকে যখন তাকাই তখন দেখতে পাই যে তারা সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত। তারা দীর্ঘদিন যাবত বঞ্চিত ছিল। আজ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই সিডিউল্ড ট্রাইব, সিডিউলড কাষ্ট এবং আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির জন্য কিছু করতে আরম্ভ করছেন এই বাজেটের ভিতর দিয়ে কাজেই এই বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা শুধু মিথ্যাই বিরোধিতা করছেন, সত্যিকারের কথা তারা একটাও বলেন নাই। কিন্তু আজকে ত্রিপুরার রাজ্যের মানুষ জানে তারা আজকে বামফ্রন্ট সরকারকে ধন্যবাদ দিচ্ছে---যারা আজকে দিন আনে দিন খায় তারা বামফ্রন্ট সরকারকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। সেই আষাঢ় মাস যখন তাদের খাদ্যাভাব থাকে গ্রামের গরীব মানুষেরা খেতে পায় না তখন তারা গ্রামের ধনীদের কাছে যায়। তারা এক কানি জমি দিয়ে ১০টি টাকা আনে। কিন্তু আজকে ফুড ফর ওয়ার্কের ফলে তাদের আজ ধনীদের কাছে যেতে হয় না। এই ফুড ফর ওয়ার্কের মধ্য দিয়ে তাদের আজকে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সেজন্য মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজেটকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চৌধুরী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরার বাজেটে যে ধারা অবলম্বন করা হয়েছিল সেই ধারাকে যাতে আরও সুষ্ঠু ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট রাখা হয়েছে। প্রথমত একটা কথা বলতে হয় এখানে যে সব ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে সেটা যাতে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার গোপন ভোটের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচন চালু করেছেন। আজ সেই সব পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করান হচ্ছে। সেই সব পঞ্চায়েত বামফ্রন্টের পঞ্চায়েত নয় এইগুলি ত্রিপুরার মানুষই তাদের নিজেদের বাঁচার প্রয়োজনে তাদের নির্বাচিত করেছে। তাই আজ বামফ্রন্ট সরকার প্রতিটি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ করার জন্য টাকা তুলে দিচ্ছে। আর বিরোধী গ্রুপের থেকে বলা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতগুলির হাতে ঠিক ঠিকভাবে টাকা দিচ্ছে না। এই কথা ঠিক নয়। সারা ত্রিপুরায় কোন পঞ্চায়েতকেই বামফ্রন্ট সরকার বিমাতৃসুলভ দৃষ্টিতে দেখে না। এই সব পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ত্রিপুরার যে স্কুল ঘর ছিল বিশেষ করে প্রাইমারী স্কুল সেগুলির বেশীর ভাগ ঘরের কোন বেড়া ছিল না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেই সব স্কুল ঘরের সংস্কার করে শিক্ষার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে দিল। সেই পরিবেশকে কিভাবে আরও উন্নত করা যায় সেজন্য গ্রামের সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েরা যারা স্কুলে যায় তাদের জন্য মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে।

এর ফলে গ্রামের যে সব ছেলেমেয়েরা দুবেলা খেতে পারে না তারা যখন স্কুলে ভর্তি হবে এই মিড ডে মিল পাওয়ার পর স্কুলে পড়ার সময় আর তাদের মাথা ঘুরবে না, সে চোখে সর্ষের ফুল দেখবে না। তার পেটে আর আগুন জ্বলবে না। তাই বলছি এটি বামফ্রন্ট সরকারের একটা সুস্থ পদক্ষেপ।

তারপর রাস্তা ঘাট, পুকুর খনন করা হয়েছে—যা কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে সব কিছুই এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করা হয়েছে। এই জন্য বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় ভাবে নির্দেশ দিচ্ছে না পঞ্চায়েতের দ্বারা নির্বাচিত বি, ডি, সি, তে প্রথমে কোথায় কি হবে না হবে সে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তারপর সেই সব কাজ হাতে নেওয়া হয়। তাহলে বিরোধী গ্রুপের থেকে যে বলা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার দলবাজী করছে সেই দলবাজী কোথায় করা হচ্ছে ? যেখানে সমস্ত জিনিষ বি, ডি, সি,র সিদ্ধান্ত নিয়ে হচ্ছে তাহলে এই সব অযৌক্তিক কথা বলে বিধানসভায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা যায় না। মাঠে ঘাটে করা যায় কিন্তু বিধানসভায় বিধায়কেরা বিভ্রান্ত হওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়ে আসেনি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, একটা কথা আমি এখানে না বলে পারছি না সেটা হচ্ছে—বিরোধী গ্রুপ থেকে বলা হয়েছে যে জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে এবং বামফ্রন্ট সরকার কালোবাজারীদের কালোবাজারে সহযোগিতা করছে। কিন্তু ঘটনাটা কি তাই ? ওরা মনে করছেন যে শাক দিয়ে মাছ ঢাকলে আর কেউ দেখতে পাবেন না। তারা জানেন না যে ত্রিপুরা রাজ্য এমন একটা রাজ্য যার তিন দিকই বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা। একমাত্র ধর্মনগরের ভিতর দিয়ে একটা দিকই আছে, যে দিক দিয়ে ভারতবর্ষের বৃহত্তম অংশের সঙ্গে সংযুক্ত। এছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। সেই একটি মাত্র রাস্তা দিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় মাল পত্র আনতে হয়। সেই রাস্তাটা আজ কয়েক মাস যাবত বন্ধ হয়ে গেছে আসামের গণ্ডগোলের জন্য। বিগত কয়েক মাস যাবত আসামে কি ঘটছে ? দীর্ঘদিন ধরে সেখানে আন্দোলন চলছে এবং সেই আন্দোলনের ফলে সমস্ত রাস্তাঘাট বন্ধ, ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু আসছে না। খাদ্যদ্রব্য সমস্ত কিছু সেখানে আটকে আছে। আমাদের পরিবহন ব্যবস্থা অচল। ডিজেল পেট্রোলের মত প্রয়োজনীয় জিনিস আসছে না, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ আমরা আনতে পারছি না। এমন একটা অবস্থা চলছে। ডিজেল ও পেট্রোলের অভাবে খাদ্য পরিবহন হচ্ছে না, খাদ্য সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা যাচ্ছে না। তারজন্য নিশ্চয়ই দাম বাড়বে। এই অবস্থাটাকে ওরা শাক দিয়ে মাছ ঢেকে রাখতে চেষ্টা করছে। এই জিনিষটা বুঝতে হবে ওদের। যারা বিরোধী গ্রুপে বসে আছে তাদের দৃষ্টিভংগীটা কি ? এখানে অরাজকতা সৃষ্টি করতে দেব না। অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইলে সেখানে আমার পুলিশ যাবেই। এতো অনেক দিন আগের কথা। ওরা কত দায়িত্বশীল সেটা বুঝা যায়। জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে আর ওরা বলছে যে আমরা নাকি কালোবাজারীর সঙ্গে গাটছড়া বেঁধেছি। ওরা জিনিষপত্র লুকিয়ে রাখছে, আমরা সেটা বের করে আনার জন্য চেষ্টা করছি। কাজেই এটা বুঝতে হবে যে ওরা নানাভাবে গোলমাল সৃষ্টি করে ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে। ঘোলাজলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। ত্রিপুরার আঠার লক্ষ মানুষ জানে ত্রিপুরার অবস্থাটা কি। ত্রিপুরার মানুষ কি চায় এটা গত নির্বাচনে প্রমাণ হয়ে গেছে। এখানে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে একটা কথা, যে কথাটা

আমরা অনেক আগে শুনেছি কিন্তু বাস্তবে কোনদিন দেখেনি। যারা নাকি হোমলেস, ল্যাণ্ডলেস তাদেরকে যদি জমি না দিতে পারি তাহলে তাদেরকে ঘর দেওয়া হবে। কাজেই এটা ওরা ইচ্ছা করেও দেখছেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের জনজীবনে খাদ্যের ও বস্ত্রের অভাব। সেই অভাব মেটানোর জন্য নিশ্চয়ই বহিরাজ্য থেকে কাপড় আনতে হবে। আমাদের সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়া মানুষের কাপড়ের প্রচুর চাহিদা। সেই জন্য বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভর্তুকী দিয়ে তাদেরকে জনতা শাড়ী দেওয়া হবে। সেই সাধারণ মানুষ গ্রামের মানুযরা সস্তা দরে কাপড় কিনে লজ্জা নিবারণ করতে পারবে। এই ব্যবস্থা এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে আছে। আরেকটা কথা আছে ত্রিপুরা রাজ্যে ছাগলের খামার করা হবে। এরফলে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে এবং ছাগলের দুধ খেয়ে সাধারণ মানুষ বাঁচতে পারবে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের আজকে যে অবস্থা সেই অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট মূল বাজেটকে পরিপূর্ণভাবে রূপ দিতে সহায়ক হবে। এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা !

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করি। এবং এই যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ধরা হয়েছে, এটা অত্যন্ত বিচার বিবেচনা করে ধরা হয়েছে। অতীতে যে সব কাজকর্মগুলি করা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, দেখা গেছে যে প্রত্যেকটা কাজ জনসাধারণের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে করা হয়েছে। তার প্রমাণ আমরা গত দুই বছরে পেয়েছি এবং সেই অতীত অভিজ্ঞতাগুলি সামনে রেখে এই বরাদ্দ এই হাউসে উপস্থিত করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি গত দুই বছরে গ্রামে একটা নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। গ্রামের মানুষ বাঁচার একটা পথ খোঁজে পেয়েছে, এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। সুতরাং গ্রামের গরীব মানুষের জন্য এই দুই বৎসর বামফ্রন্ট সরকার যে কাজগুলি করেছেন তারজন্য গ্রামের মানুষ আমাদের এই সরকারকে সহযোগিতা করেছেন। কাজেই আমরা আশা করি, যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে উপস্থিত করা হয়েছে এটা বাস্তবায়িত হবে, গ্রামের মানুষের কাজে লাগবে, দেশের উন্নয়নের কাজে লাগবে।

আমি এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭ এর কথা বলছি। কো-অপারেশন, এই কো-অপারেশন খাতে এখানে যে টাকা ধরা হয়েছে মেজর হেড ২৯৮ ও মেজর হেড ৩১৪ পঞ্চায়েৎ এর মধ্যমে কো-অপরেটিভগুলির উন্নতি করতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি কি ভোট অন একাউন্টের উপর বক্তব্য রাখছেন না সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের উপর বক্তব্য রাখছেন ?

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---সুতরাং ব্যয় বরাদ্দের যে টাকা ধরা হয়েছিল সেগুলি কার্যকরী করতে গিয়ে দেখা গেছে গ্রামের মানুষ উপকৃত হয়েছে এবং আজকে গ্রামের মানুষ ধীরে ধীরে সরকারের কাজের প্রশংসা করছে এবং এগিয়ে আসছে সরকারী কাজের সহযোগিতা করার জন্য। তাদের সহযোগিতা দেখে বেশী বেশী কাজ যাতে

আমরা গ্রামের মানুষদের দিতে পারি সে জন্য এখানে অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---ভোট অন একাউণ্টের উপর এখানে আলোচনা চলতে পারে কি ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---না। মাননীয় সদস্য আপনি সাপ্লিমেণ্টারীর উপর বলুন।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---স্যার, আজকে এই হাউসে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, বিরোধী দলের সদস্যরা নানা বক্তব্য রাখতে গিয়ে কোনটা সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ট আর কোনটা কি তা ভুলে গিয়ে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৫ এর উপর আলোচনা করেছেন। নগেন্দ্রবাবু তাঁর আলোচনায় নিজের এলাকার কোন স্কুল ঘরের কথা কিংবা অন্য কোন কিছুর উপর আলোচনা না করে উনি ধর্মনগরের স্কুলের কথা বলেছেন। বলেছেন সেখানকার ট্রাইবেল রেণ্ট হাউসের দুর্নীতির কথা আমিও ধর্মনগরে গিয়েছিলাম। সেখানে ট্রাইবেল যে রেণ্ট হাউস আছে সে রেণ্ট হাউসের যে কর্মচারী সেখানে থাকেন তিনি উপজাতি যুব সমিতির একজন সমর্থক। আমরা অতীতেও এই বিধানসভায় বলেছি, তাদের দুর্নীতির কথা। যে ধর্মনগরের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেখানে দেখেছি, উপজাতির লোকেরাই সেখানে এই সব দুর্নীতি করছে। নিজেদের লোকদের যদি সংশোধন না করে তাহলে কি করে হবে ? তাদের সংশোধন করার দায়িত্ব উপজাতি যুব সমিতিরই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন, আমি আমার এলাকার কথা না বলে ধর্মনগরের কথা বলছি। কিন্তু আমি এখানে তৈদু গাঁও সভার প্রধান সুক রাম দেববর্মার কথা বলেছি, তিনি একজন অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক গাঁও প্রধানরা কি ভাবে কাজ করছে তার নমুনা আমরা দেখেছি। সেখানে ফুড ফর ওয়ার্কের চালের বিনিময়ে ছাগল, মোরগ, শুকর বিনিময় করছে এই তথ্য এখানে দেওয়া হয়েছে। আর বামফ্রন্টের কোন গাঁও প্রধান যদি এই সব কিছু করে থাকে, তাহলে এটা দুঃখজনক। যাতে এই ধরনের কোন ঘটনা আর না হয় সে জন্য বামফ্রণ্ট এটা দেখবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মিড ডে টিফিন খুব বেশী দিন হয় নি চালু হয়েছে। কিন্তু ইতি মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে চুরি, জোচুরি। কিন্তু কোন কোন্ স্কুলগুলিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে ? যেখানে ঐ উপজাতি যুব সমিতির সংগঠন আছে, যেখানে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক আছে সেখানেই হচ্ছে। আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং এই বিধানসভায় ধীরে ধীরে সবই শুনতে পাব। আমি এখানে বলতে চাই, টাকার জলা এবং অন্যান্য কিছু জায়গায় সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া আছে সেখানকার এলাকার এম, এল, এ, এবং প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। এই রকম নির্দেশ দেওয়া আছে। কিন্তু ঐ সব এলাকার স্কুলগুলিতে যে সব কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেসব এলাকায় বামফ্রন্টের প্রধান এবং এম এল, এ, আছে তাদের সঙ্গে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক মাষ্টার মহাশয়রা কোন পরামর্শ করেন না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, যেহেতু কোন কর্মচারী এখানে উপস্থিত নেই তাদের বিরুদ্ধে এখানে আলেচেনা চলতে পারে কি ? যদি চলতে পারে, তাহলে কে করেছেন তার প্রমাণ দিতে পারবেন কি ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনি সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের উপর আপনার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখুন।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ— কেন করেছে তার কারণ হচ্ছে, বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের মানুষের জন্য অনেক কিছু করতে চায় সে গুলি নষ্ট করার জন্য। আর নষ্ট করতে তারা এত বদ্ধ পরিকর যে, এর জন্য বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র এবং বিভিন্ন প্রকার চক্রান্ত করতে তারা বিন্দু মাত্র কুন্ঠিত কিংবা লজ্জিত নয়। তাঁরা এখানে এক ধরণের আলোচনা করছে আর গ্রামে গিয়ে অন্য ধরণের আলোচনা করছে। কোন জায়গায় আমরা দেখেছি, সাম্প্রদায়িকতার নামে, বাঙালী খেদাওয়ের নামে অনেক বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করছে।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ— এখানে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্যে কি সাম্পদা-য়িকতার কথা লেখা আছে ?

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা ঃ— এই খানিকক্ষণ আগে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যেসব বক্তব্য এখানে উপস্থিত করেছেন সেটা কি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের সঙ্গে কোন সঙ্গতি ছিল ? তা ছিল না। কিন্তু এখানে এই উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকদের নামে যে সব ঘটনার কথা তুলে ধরা হচ্ছে, তা শুনেই তারা ভীত হয়ে পড়েছেন। তাই বার বার পয়েন্ট অব অর্ডার তুলে সেসব ঘটনাকে ঢাকবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এইসব ঘটনা খুবই সত্য।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, উনি কি জবাবী ভাষণ দিচ্ছেন ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনারা আলোচনাটা সাপ্লেমেন্টারী গ্র্যান্টের উপরই রাখুন।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা ঃ— আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করতে চাই না।

(ভয়েসেস অব অপজিশন বেঞ্চ-এইত পথে আসলেন)।

কিন্তু আমি বিরোধী পক্ষের উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুদের বলতে চাই, আস্তে আস্তে তাঁরা কোনঠাসা হয়ে পড়েছেন, তাই আজকে তাঁরা নানা বিভ্রান্তিকর কথা বলছেন কোন কূল কিনারা না পেয়ে। কারণ তাদের যে সংগঠন গ্রামে আছে সেখানেও কথা বলার সুযোগ আজকে তাঁরা পাচ্ছেন না। তাই তাঁরা আজকে নুতন নুতন ইস্যু নিয়ে, চটক-দারী কথা নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। আমি আর বেশী বলতে চাই না। এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট রাখা হয়েছে তা সমর্থন করে উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুদের আগামী দিনের জন্য স্বচেতন হতে বলব। কারণ জনসাধারণ তাঁদের ডাষ্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— শ্রী তরণী মোহন সিনহা।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার; মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেটকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারনে এই বাজেট অত্যন্ত সময়োপোযোগী, পুর্নাঙ্গ বাজেট এখনও আসে নাই। আগামী দিনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা বিস্তৃত ভাবে এই স্বল্পকালীন বাজেটে উল্লিখিত আছে। সেই উল্লিখিত বাজেটের পয়েন্টগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ ইং সালে নির্বাচনের সময় যে ইস্তাহার দিয়েছিল জনগনের স্বার্থ রক্ষায় এবং ভবিষ্যৎ ত্রিপুরাকে উন্নত করে তোলার জন্য তার কিয়দংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। এই বামফ্রন্ট সরকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে কার্য্য পরিচালনা করছে এবং যে অর্থে পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত নগন্য। ত্রিপুরা অনুন্নত রাজ্য—কি শিক্ষায়, কি অর্থে, কি অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে! তবুও বিগত ৩০ বছরে এই আষাঢ়, শ্রাবন মাসে, যাকে বলা হয় কৃষক---গরীব-মেহনতী মানুষের মৃত্যু দিবস, হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যেত, এমন কি মা তার সন্তানকে বিক্রি করত পেটের দায়ে সেই দুর্যোগপূর্ন দিন অতিক্রম করে এসেছে বামফ্রন্ট সরকার এবং সৃষ্টি করেছে এক নূতন নজীর এই ২ বছর ৩ মাসের মধ্যে। এই সীমাবদ্ধ প্রাপ্ত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের ন্যূনতম খাওয়া পড়ার যে ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেটের মধ্যে সংস্থান রেখেছেন সেটা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে—কংগ্রেস আমলে খাদ্যের দাবীতে যে মিছিল হত, সামান্য একমুষ্টি খাদ্যের জন্য নিরীহ জনগণকে যে লাঠি পেটা খেতে হত আজকে সে মিছিল আর দেখা যার না। সুতরাং তাতে এটাই প্রমাণিত যে এই বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যের মানুষদের ন্যূনতম একটা খাওয়াপড়ার ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছেন ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে। আজকে খাদ্যের দাবীতে ক্ষুধার্ত জনগণকে খেতে হয় না লাঠিপেটা, মাকে বিক্রী করতে হয়না সন্তান, এই বামফ্রন্ট সরকার ২ বছর ৩ মাসের মধ্যে তার যে ইস্তাহার সেটাকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছেন। কিন্তু সম্পূর্ন ইস্তাহারকে বাস্তাবায়িত করতে গেলে প্রয়োজন বিপুল অর্থের, সীমিত অর্থের, মধ্যে, বিগত সরকারগুলি বেকার সমস্যার যে পাহাড় প্রমাণ স্তুপ রেখে গেছেন, সেটা হয়তো সমাধান করা সম্ভব হবে না। তথাপি এই সীমিত অর্থের মাধ্যমে যতটুকু সংকুলান হয়, তাকে ভিত্তি করেই আমরা আমাদের লক্ষ্য স্থলে এগিয়ে যাচ্ছি। এটা নিঃসংশয় প্রশংসনীয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে অভিযোগ করেছেন যে শুধু সি, পি, আই, এম, গাঁও প্রধানদেরই সাহায্য করা হয় অন্যান্যদের সাহায্য করা হয় না। ৬৮৯ জন গাঁও প্রধানদের মধ্যে কংগ্রেস আছেন, সি, পি, আই, এম আছেন, উপজাতি যুব সমিতি আছেন, জনতা আছেন। সুতরাং অন্যান্য গোষ্ঠীর গাঁও প্রধানদের যদি সরকারী সাহায্য না করা হত, তাহলে তারা ২৪টি গাড়ী কি করে চুরি করলেন, টাকা পয়সা কি করে চুরি করলেন। সুতরাং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে অভিযোগ এখানে করেছেন যে—শুধু সি, পি, আই, এম গাঁও প্রধানদেরই সাহায্য করা হয়, অন্যান্য গাঁও পঞ্চায়েতগুলিকে সাহায্য করা হয়না এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এম, এল, এরা বি. ডি. সির চেয়ারম্যান হন। সুতরাং আপনারাও

বি, ডি, সির মেম্বার। এম, এল, এ-রাই ঠিক করে দেন ডিস্ট্রিবিউশান কিভাবে হবে না হবে। সুতরাং আপনারাও বি, ডি, সির মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন এবং গাঁও প্রধানদের সরকারী সাহায্যগুলি বন্টন করে দিয়েছেন। অতএব আপনারা কি করে একথা বলছেন যে সি, পি, এম ব্যতীত অন্যান্য গাঁও প্রধানদের সাহায্য করা হয় না। আমি আশা করব আপনারা জনগণের কাছে যে ভুল প্রচার করেছেন, তজ্জন্য তাদের নিকট আপনারা ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সরকার যে কাজ করছেন, সে কাজে কোন বৈমাতৃসুলভ কোন ব্যবহার করছেন না। উনি কি উপজাতি যুব সমিতির নেতা, নাকি কংগ্রেসের নেতা, নাকি জনতার নেতা এই সমস্ত বিচার এই বামফ্রন্ট সরকার করছেন না। আমরা গরীবকে জানি, আমরা গরীবের বন্ধু এবং গরীবের সেবাই আমাদের ব্রত। কে উপজাতি যুব সমিতি, কে কংগ্রেস, কে জনতা সেটা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নয়। ৮০ জন গরীব মানুষের কথা ভেবেই আমরা কাজ করছি। বামফ্রন্ট সরকার দলমত নির্বিশেষে সাহায্য প্রদান করে যাচ্ছেন। যদি এমন কোন ঘটনা থাকে তাহলে আপনারা প্রমান সহকারে উপস্থিত করুন, বামফ্রন্ট সরকার নিশ্চয়ই সেটা তদন্ত করে দেখবেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ধানই হচ্ছে আমাদের যান। সুতরাং এই জিনিষটাই আমার ভাল লেগেছে যে বামফ্রন্ট সরকার কৃষিপ্রধান ত্রিপুরা রাজ্যে ফসল উৎপাদনের জন্য অর্থ বরাদ্দ রেখেছেন বাজেটে। আমাদের জমির যে ধান, সেই ধান যদি আমরা উন্নত প্রথায় চাষ করতে না পারি, তাহলে আমাদের এই সীমিত জমির মধ্যে আমাদের খাদ্য সমস্যা মেটানো সম্ভব হবে না। কাজেই এই সীমাবদ্ধ ভূমিতে খাদ্য সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে উন্নত প্রথায় চাষ। রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী বা এরোপেলন ইত্যাদি যে কোন উন্নয়নের কথাই বলুন না কেন, পেটে যদি ভাত না থাকে তাহলেই সবই মূল্যহীন হয়ে যায়। সুতরাং কৃষি-উন্নয়নের জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদেরকে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে সেটাও প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার দুপুরে ছাত্রদেরকে টিফিনের যে ব্যবস্থা করেছেন, সেটা শুধু ত্রিপুরাতেই প্রথম নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে তার কোন নজীর নেই। শুধু বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা না করে, জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে, বামফ্রন্ট সরকারের কার্য্যকলাপগুলি সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন বর্তমান ত্রিপুরার ক্রমোন্নতির গতি রেখা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্যে পানীয় জলের জন্য যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। আমরা দেখেছি প্রত্যেক বছরই খরার সময়েতে পানীয় জলের জন্য গ্রামাঞ্চলে একটা হাহাকার পড়ে যেত এবং বিশেষ করে কংগ্রেস আমলেই এই চিত্র পরিলক্ষিত হত বেশী। কিন্তু বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে এই সীমিত অর্থের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে এই পানীয় জলাভাব নিরসন করেছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার—ধান, জল, শিক্ষা এই তিনটির সমস্যার সমাধানকল্পে যে প্রয়াসী হয়েছেন, তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। কারণ এই তিনটিই অভাবগ্রস্ত মানুষের মুক্তির পথ। মিঃ স্পীকার স্যার, অন্যান্য বিষয়গুলিতে আমি যাচ্ছি না, বামফ্রন্ট

সরকার—খাদ্য, শিক্ষা ও জল ইত্যাদি খাতে যে বরাদ্দ রেখেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি, কেননা বামফ্রন্ট সরকার তার প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— মাননীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায়ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। কেন না বামফ্রন্ট সরকার তাঁর বহুমুখী কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে এই বাস্তব সত্যটাই আজকে ধীরে ধীরে প্রতিফলিত হচ্ছে। কাজ করতে গেলে টাকার প্রয়োজন হবে। আমরা প্রত্যেকটা বিভাগে কাজ করে যাচ্ছি। যেমন ধরুন ফুডফর ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ। আজকে গ্রামে খাদ্যের জন্য হাহাকার শুরু হতো আমরা যদি এই ফুড ফর ওয়ার্ক চালু না করতাম। এই ফুড ফর ওয়ার্কের জন্যই আজকে ত্রিপুরার মানুষ অন্ততঃ না খেয়ে মরছে না, অন্ততঃ দুটো ভাত খেতে পারবে তার জন্য সেখানে আরও অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের প্রয়োজন আছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা দেখি স্কুলের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে এবং তাদের বেশীর ভাগই অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে এবং পূর্বে স্কুলের অভাবে অনেক গ্রামের ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করতে পারেনি যদিও তাদের ক্ষমতা সীমিত, সেই সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও আজকে সবাই পড়াশুনার জন্য চেষ্টা করে। আমরা ত্রিপুরার কথা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখবো বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত ছোট শিশুরা লেখাপড়া করতে আসে তাদের যদি মধ্যাহ্নকালীন টিফিন দেওয়া যায় তাহলে তাদের উপকার হবে এবং তাদের প্রচুর মঙ্গল হবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে যদি টিফিন চালু করতে হয় তাহলেও অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের প্রয়োজন হয়ে দাড়াবে। আমরা পঞ্চায়েতের হাতে অধিক ক্ষমতা দিয়েছি। কাজেই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ করতে হলে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের প্রয়োজন হবে এবং কৃষকদের জন্যও অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। যদি রাস্তাঘাটগুলি উন্নতি ঘটানো যায়, সেই অঞ্চলে যাতে নাকি মানুষ চলতে পারে এবং বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চলে মানুষ যাতে চলাফেরা করতে পারে এবং গাড়ী চলতে যাতে নাকি অসুবিধা না হয় তার জন্য রাস্তাঘাট সম্প্রসারণ করা ইত্যাদির জন্য আমাদের আরও অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া তাঁর বক্তব্যের মধ্যে একটা কথা বলেছিলেন যে প্রিন্টিং এ্যাণ্ড ষ্টেশনারী মিনিষ্টার গত বিধানসভায় বলেছিলেন যে, এ্যাসেম্বলীর প্রসিডিং ছেপে দেওয়া হবে কিন্তু সেটা ছেপে দেওয়া হয়নি। একটা অসত্য সংবাদ পরিবেশন করে হাউসকে বিভ্রান্ত করা সুবিবেচিত মাননীয় সদস্যের ঠিক হয়নি। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্য্যন্ত ৪টি প্রসিডিং ছাপা হয়েছে এবং ১৯৭৯ সালের প্রসিডিং-এর প্রুফ্ দেখার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কাজেই মাননীয় সদস্য হয়তো বুঝতে পারছেন যে প্রিন্টিং এর কাজ দ্রুত চলছে। এই মুদ্রনালয়কে সম্প্রসারণ করা একান্ত প্রয়োজন এবং তার জন্য মুদ্রা যন্ত্র ক্রয় করতে হলে আরও অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। পি. এল, ক্যাম্পকে সম্প্রসারণ করার জন্য সেখানেও অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। মোট কথা আমরা যেখানে বেশী কাজ করতে যাবো সেখানে অতিরিক্ত অথের প্রয়োজন হবে। কাজেই সেই প্রয়োজন মেটাতে হবে সরকারের, তাই এখানে আমরা অতিরিক্ত বরাদ্দ খাতে টাকা

ধরেছি। তাই আমি আশা রাখবো শুধু সমালোচনার জন্য সমালোচনা না করে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা আপনারাও এগিয়ে আসুন, আমাদের সরকারকে সাহায্য করুন এবং এটাকে মেনে নেবেন। এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব।

শ্রীদশরথ দেবঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের জন্য যে দাবী উপস্থিত করা হয়েছে এটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের পক্ষ থেকে অবশ্য আপত্তি জানানো হয়েছে। কোন অংকটাকে তাঁরা আপত্তি করেন সেটা যদি উল্লেখ করতেন তাহলে আমাদের পক্ষে বিচার করা সম্ভব হতো। আমরা জনগণের স্বার্থে টাকা চাই কি চাই না, কিন্তু এমন যদি বলা হয় যে বাজেট সমর্থন করিনা তার কোন অর্থ হয় না। যেমন ধরুন আমরা ১৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ চেয়েছি। এই টাকা থেকে আমরা গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের দুপুরের কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছি যদিও মিউনিসিপ্যালিটি এবং নোটিফায়েড এরিয়াতে সেটা আমরা শুরু করতে পারিনি এবং এটা চালু করতে গিয়ে আমাদের একটা এ্যাসেসমেন্ট হয়েছে, তাতে দৈনিক ১ লক্ষ, ৭৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে টিফিন দিতে হবে। তারজন্য স্বাভাবিক ভাবেই আজকে সেখানে ১ লক্ষ টাকার সাপ্লিমেন্টারী বাজেট অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছি। মাননীয় সদস্যরা যারা বিরোধীতা করছেন তাঁরা বলুন এই ১৬ লক্ষ টাকা দিয়ে যেখানে আমরা ছোট ছোট শিশুদের একচুয়্যাল ৪০ পয়সা করে তাদের টিফিন দিচ্ছি আপনারা কি সেই ছোট ছোট শিশুদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবেন? নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ১ লক্ষ, ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে আমরা নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান চালিয়েছি। বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা ৫ বছরের মধ্যে দূর করতে হবে এবং সেই পরিকল্পনার অংক হিসাবে গ্রামাঞ্চলে একটা তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন আছে।

এটা নিশ্চয় ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কল্যাণের জন্য টাকাটা চাওয়া হয়েছে। ১০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আমরা চেয়েছি। কি বাবদ এই টাকা আমরা চেয়েছি, তা বলছি ৩৯০ টা ল্যাম্পস্‌কে আমাদের আরো টাকা দিতে হবে। সেই ল্যাম্পস এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মানুষ ন্যায্যমূল্যে তাদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিষপত্র পাবে। খোলা বাজারের জিনিস অপেক্ষা ল্যাম্পসের মাধ্যমে সস্তায় ও ন্যায্যমূল্যে জিনিষ পত্র পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষ এই ল্যাম্পসের মাধ্যমে তাদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিষপত্র পেলে তারা লাভবান হবেন। এই ল্যাম্পসের পুর্ণগঠনের জন্য এই ১০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত ন্যায় সাপেক্ষ, জনগনের কল্যানের জন্য এই ল্যাম্পসকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। সুতরাং এটা নিশ্চয় হাউসের সবাই মেনে নেবেন। এবং বিরোধী দলের সদস্যরাও এটা মেনে নিবেন। তারা প্রথমে হয়ত এই টাকা বরাদ্দকরার উদ্দেশ্যটা কি তা তারা বুঝতে পারেনি তাই তারা হয়ত বিরোধিতা করেছেন। যখন-উদ্দেশ্যটাকে পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছে এবার নিশ্চয় তারা আর বিরোধিতা করবেন না। আমাদের কিছু টাকা খরচ করতে হয়, যেমন কোন দরিদ্র জনসাধারণের কেউ যদি মারা যায়, তাহলে শ্রাদ্ধ করার টাকা তার কাছে থাকে না। সেই শ্রাদ্ধের জন্যও আমাদের কিছু টাকা দিতে হয়। আবার কিছু গরীব মানুষ আছে যাদের

হসপিটেলে কেউ মারা গেল তাকে দাহ করার জন্য কিছু টাকা আমাদের দিতে হয়। বুক গ্র্যান্টেসের জন্যও আমাদের টাকা দিতে হয়। এই জন্যই আড়াই লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। হাউস নিশ্চয় নির্বিবাদে সেটা মেনে নেবেন। আর একটা জিনিস আমরা আলোচনা করে দেখেছি যে ছাগল পালনের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। সেই জায়গা সিলেক্ট করা হবে। সেই ছাগল পালনের যে টাকা খরচ করা হবে সে টাকা এন, ই, সি, দেবে। টাকার অংক বাজেটে না ধরলে পরে সে টাকা দেওয়া হবেনা। এই ছাগল পালনের জন্য ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে মাংসের প্রয়োজন আছে আবার ছাগল পালনের ও প্রয়োজন আছে। কাজেই সব দিক থেকে ত্রিপুরাকে উন্নত করার প্রয়োজন আছে। ২০ বৎসর আগে যদি এই কাজগুলি হয়ে যেত তাহলে আমরা সেল্ফ্ সাফিসিয়েন্ট হয়ে যেতে পারতাম। যাই হোক সেজন্য বামফ্রন্ট সরকার যে ৬লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ধরেছেন তা অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত। আমি আশা করি এই হাউস এটা মেনে নেবে। ফুড ফর ওয়ার্কের কাজের জন্য ৩৯ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা আমরা চেয়েছি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে কাজের বদলে খাদ্যের মাধ্যমে দরুন উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। ফুডফর ওয়ারকের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর রাস্তাঘাট হয়েছে। ফুডফর ওয়ারকের মাধ্যমে রাস্তাঘাট থেকে আরম্ভ করে সব কিছু হয়েছে। এই ফুডফর ওয়ারকের মাধ্যমে আর ও কাজ করার জন্য বাজেটে এর জন্য কিছু টাকা চাওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া রেষ্ট হাউসের কথা বলেছেন তা ঠিক নয়। রেষ্ট হাউস হয়েছে গ্রামাঞ্চল থেকে যারা আসবে তাদের থাকবার জন্য বা রেষ্ট হাউস ত কোন মেম্বার-দের থাকবার জন্য নয়। তবে হ্যাঁ মেম্বাররা ও থাকতে পারে, তাতে কোন আপত্তি নেই। তিনি বলেছেন যে তিনি সেদিন এসে দেখলেন যে রেষ্ট হাউসের দরজা বন্ধ। তিনি ঢুকতে পারেন নি। তারপর তাকে পয়সা খরচ করে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কিন্তু মেম্বারদেরও থাকবার জন্য রেষ্ট হাউস নয়। তাদের থাক-বার আরও অনেক জায়গা আছে। তারাত সারকিট হাউসেও থাকতে পারেন। তাদের থাকবার জায়গার ত কোন অভাব হওয়ার কথা না। তবে হ্যাঁ মাননীয় সদস্য যে বলেছেন যে রেষ্ট হাউসের দরজা বন্ধ ছিল তা আমরা দেখব। কেননা তা না হলে হয়ত কোন সময় গ্রামাঞ্চল থেকে লোক এসেও এইভাবে দরজা বন্ধ অবস্থায় দেখতে পারে। তারজন্য আমরা কেয়ার টেকারের সংগে আলোচনা করব। কিন্তু যার জন্য তিনি আতংকিত হয়েছেন, তা আমরা ত এই বাজেটে এই রেষ্ট হাউসের জন্য কোন টাকা দাবী করি নাই। সুতরাং তাতে আলোচনা করারও দরকার পড়ে না। তারপর ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে জনতা শাড়ীর জন্য। জনতা শাড়ীর উৎপাদন যাতে আরও বাড়ে তার জন্য এই টাকার পরিমাণ ধরা হয়েছে। জনতা শাড়ী গরীব জনসাধারণের জন্য দিল্লী এম্পোরিয়ামেও ইহা প্রচুর পরিমাণে বিক্রী হয়। পূজোর সময় গরীব জনসাধারণরা এই শাড়ী কিনে তাদের। গরীব জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য এই জনতা শাড়ীর উৎপাদন যাতে আরও বাড়ে সেই জন্য বাজেটে এই টাকা ধরা হয়েছে। গরীব জনসাধারণের স্বার্থে এই টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে। এই বৃদ্ধির জন্য জনতা শাড়ীর উৎপাদন বাড়বে এবং গরীব মানুষের উপকার হবে। এই দৃষ্টিভংগী সামনে রেখেই আমরা বাজেট তৈরী করেছি। টি. আর. টি. সি.র জন্য ধরেছি ৩০ লক্ষ টাকা। ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টকে যাতে আরও উন্নতি করা যায়, তার জন্য

এই টাকা ধরা হয়েছে। টি. আর. টি. সিকে আরও উন্নতি করার জন্য ৩০ লক্ষ টাকার বাজেট ধরা হয়েছে। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য কিছু টাকা ধরা হয়েছে। বাম-ফ্রন্ট সরকার সমগ্র গরীব জনসাধারণের স্বার্থকে সামনে রেখেই বাজেট তৈরী করেছে। এখানে মাননীয় সদস্য আর একটি কথা বলেছেন, যে কাচিমাতে পুলিশের বন্দুকে যে আঘাত পেয়েছে তা বলতে পারব না। এটার মামলা এখনও কোর্টে। কোর্টের মামলা শেষ হওয়ার পর রায় বেরুলে বলতে পারব। এর আগে কিছু বলা যায়না। এর আগে কোন দায়িত্বশীল ব্যাক্তি এ কথা বলতে পারবে না।

কাচিমাতে গুলি চালানোর ব্যাপারটি সম্পর্কে কেইস আছে। তবে সেখানে কে প্রথম বন্দুকের আঘাত দিয়েছিল? যাক গে সেই দিকে আমি যেতে চাই না। এটার মামলা আছে কোর্টে। তা ছাড়া এই হাউসে কোন দায়িত্বপূর্ণ লোক সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত নয়। যতক্ষন পর্য্যন্ত না কোর্টের রায় বের হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—এখানেত পুলিশের উপর কোন সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড করা হয় নি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—না হয় নি। কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রিয় এটা হচ্ছে সাধারণ অভি-যোগ, কিন্তু পুলিশ রিপ্রেশনটা সাধারণ অভিযোগ নয়। এখানে খুন হয়, ওখানে ছিনতাই হয়, পুলিশ গ্রেপ্তার করে না এই ত অভিযোগ এবং যাতে পুলিশ সক্রিয় হয়ে শান্তিপূর্ণ নাগরিককে সাহায্য করতে পারে এটাইত গণতন্ত্র একটা অংশের লোকেরা মনে করে যে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থেকে তাদের সন্ত্রাসবাদী কাজ চালাক, যেমন যারা ডাকাতি করে, যারা থানা আক্রমণ করে বন্দুক নিয়ে যায় এই ধরণের সন্ত্রাসবাদী কিছু লোক আছে। তাদের পক্ষে যারা ওকালতি করছেন যে, পুলিশরা নিষ্ক্রিয় থাকবে এবং এইসব ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদীদের কাজকে বাড়ানোর জন্য পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রাখতে হবে, তাদের পরামর্শ পুলিশ কখনও শুনবে না। পুলিশ তাদের কাজকে চালিয়ে নিয়ে যাবেই। এই হল আমার বক্তব্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—পয়েন্ট অব্ অডার স্যার মাননীয় মন্ত্রী আমাকে বলেছেন যে পুলিশকে নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা চলতে পারে না। অথচ খারাপ কাজ করবার ব্যাপারে কারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, এটা উনি আলোচনা করতে পারেন। তাহলে পুলিশ কি করছে এটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে না কেন?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না স্যার, আমার বক্তব্য নিয়ে কোন পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না, কারণ আমি এখানে এই কথাটা বলেছি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। কোন ব্যাপারে স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর অধিকার আমার আছে। তা ছাড়া আমি এ কথা কোন দিন বলিনি যে পুলিশের সম্পর্কে এই হাউসে কোন আলোচনা হতে পারবে না। আমি বলেছি আজকে আমি পুলিশ সম্পর্কে যে কথাটা বলেছি সেটা নিয়ে কোন পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না, কারণ আমি এটা স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বলেছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না। কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জবাবে বলেছেন।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা এখানে যে অতিরিক্ত সাপ্লিমেন্টারী বাজেট উপস্থিত করেছি সেটাকে আমি কয়েকটি পয়েন্ট দিয়ে দেখিয়ে

দিলাম যে, ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব জনগণের স্বার্থে, সামগ্রিকভাবে সমস্ত ত্রিপুরার স্বার্থে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করে এই টাকাটা আমরা চেয়েছি। এর থেকে আর একটা জিনিষ আমাদেরঃকে বুঝতে হবে যে, এই সাপ্লিমেন্টরী বাজেট চাওয়ার মানে হচ্ছে, সরকারের কাজ কর্মের মধ্যে গতিশীলতার লক্ষণ। আগে যে বাজেট আমরা করেছিলাম সেই বাজেট আমরা খরচ করেছি জনগণের কল্যাণে। এই পিরিয়ডের মধ্যে যে সময়টা আমাদের হাতে আছে, তার মধ্যে আরও কিছু কাজ আমরা করতে চাই। এই সময়টাকে আমরা কাজে লাগাতে চাই। এই সময়ে আমরা আরও কিছু কাজ হাতে নিতে চাই আর সেই জন্যেই আমরা নূতন করে সাপ্লিমেন্টরী বাজেট চেয়েছি। এই বক্তব্য রেখে বাজেটের উপর পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, সাপ্লিমেন্টরী ডিমাণ্ড ফর গ্রেন্ট, এটার উপরে মাননীয় সদস্যরা বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন, আমি সব বক্তব্যের জবাব দিচ্ছি না। তবে আমরা কেন একটা পূর্নাঙ্গ বাজেট রাখতে পারলাম না, সেটাই এখানে আমি বলতে চাই। আমি দুঃখিত এই জন্য যে এ বছর ফাইনেলাইজেশান্ করতে দেরী হয়েছে। দেরী হয়েছে এই জন্য যে দিল্লীতে একটা সরকারের বদলে আর একটা সরকার এসেছেন, তাই আমাদের আলোচনা মধ্যবর্তী সময়ে বন্ধ হয়ে থাকে, তার ফলেই প্লেনটাকে ফাইনেলাইজ করতে দেরী হয়। যেহেতু বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যে, একটা পূর্ণাঙ্গ বাজেট না এনে কেন ভোট অন একাউন্ট করা হচ্ছে, কেন সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করা হচ্ছে। এ জন্যই প্রয়োজন হয়েছে এখানে, আমার, এ কথা বলার, যে কি কারণে আমরা একটা পূর্নাঙ্গ বাজেট রাখতে পারলাম না। সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আমার মধ্যে, যে কোন নতুনত্ব নাই, এটা মাননীয় সদস্য শ্রীদেব বলেছেন, তিনি বলেছেন যে, আমাদের যে কর্মধারা তার মধ্যে আরও কিছু টাকা আমাদের চাই, কারণ এই টাকা আমাদের কর্মধারাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সাহায্য করবে। মাননীয় মন্ত্রী আরও দেখিয়েছেন যে কি কি বাবদে আমরা টাকা চেয়েছি। সেগুলি সব আমি আর উল্লেখ করছি না, উল্লেখ করলে দেখা যেত যে, এই টাকা কার জন্য খরচ করা হচ্ছে। একটা একটা করে যদি আইটেমগুলি উপস্থিত করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে কিভাবে এ কথাটা সত্য।

আমাদের কিছু কর্মচারী আছে যারা ডেলি রেটে কাজ করে তারা কখনো ডি, এ, পায় না। এই ধরনের অস্থায়ী কর্মচারীদের ডি, এ, দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত করেছি। আমি জানি না যে, অন্য কোন রাজ্যে তারা এই সব সুযোগ সুবিধাগুলি পায় কিনা? যেটা আমাদের বামফ্রন্ট সরকার গরীব কর্মচারীদের দিয়েছেন।

তেমনি এখানে নিত্য দিনের কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে কিছু পত্রপত্রিকায় কিছু সমালোচনা উঠেছে। মাননীয় সদস্যরা শুনেছেন যে আমি ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে নিত্য দিনের সুযোগ দিয়েছি। ভারতবর্ষের কোথাও এটা নেই যে, ১৯ লক্ষ মানুষের মধ্যে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিদিন আট আনা করে টিফিন দেওয়া হবে। এমন দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের কোথাও গিয়ে খুঁজে পাবেন না। এ কাজটা আমরা করছি এই কারণে যে, যে জায়গাটাকে এতদিন অন্ধকারে ফেলে

রাখা হয়েছিল, সেই জায়গাটাকে আমরা আলোর সন্ধান দিতে চাই। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। গরীব অংশের মানুষদেরকে সব সময় ঠকানো হয়, তাদেরকে ঠকিয়ে তাদের কাছ থেকে এতদিন শুধু ভোট নেওয়া হয়েছে অথচ তাদের জন্য কিছুই করা হয় নি। তাদের সঙ্গে কথা বলে আমাদেরকে ভোট নিতে হয়েছে। তাই গরীব ঘরের ছেলে মেয়েদেরকে পড়াশুনা করার কিছুটা সুযোগ আমি দিতে চাই। আমার ইচ্ছা অন্তত ঃ তাদেরকে পত্র পত্রিকা পড়ার সুযোগ দেওয়া হউক। তারা সম্পূর্ন ভাবে দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছে।

একটা বাচ্চা জন্মের পর থেকে যেন বুঝতে পারে কেন আমি পদাঘাত পাচ্ছি আমার জীবনের প্রতিটি স্তরে। শিক্ষা হল বিদ্রোহ করার জন্য যে চেতনা, সে চেতনার প্রাথমিক স্তর, সে স্তর আমরা সৃষ্টি করছি। এই সমস্ত ছেলে মেয়েরা যাতে আকর্ষিত হয়। মাননীয় সদস্যরা নিজেরাও বলেছেন যে—যে স্কুলে ২০ জন ছাত্র ছিল না এখন সেখানে ৩০ জন ছাত্র হচ্ছে আবার এর মধ্যে ৩০ জনকে ৫০ জন করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে একটা ছেলে-মেয়েও যেন স্কুলের বাহিরে না থাকে। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ত্রিপুরার মধ্যে। আমরা শ্রীমতি গান্ধীর সরকারকে বলেছি কিন্তু ওনারা আমাদেরকে এই টাকাটা দেননি। আমরা জানি না এই টাকাটা ওনারা দে'বন কিনা। আমরা বলেছি যে আমরা যেভাবে পারি এই পরিকল্পনা চালু রাখব। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যারা হোমলেস তাদের জন্য আমরা কিছু টাকা চেয়েছি যাদের ঘর নেই তাদের যেন আমরা ঘর দিতে পারি। এটা আমাদের একটা বড় সমস্যা। হাজার হাজার মানুষ আছে এখনও যাদের ঘর করার মত জায়গা নেই, হয়ত আমরাও এখনও দিতে পারিনি। অনেক টাকা এর জন্য দরকার। আমরা বাজেটে এর জন্য অনেক টাকার প্লেন করেছিলাম। সেই টাকা আমরা পাইনি। আমরা চেষ্টা করছি যাতে টাকাটা পেতে পারি। এই কাজের জন্য প্রচুর টাকার দরকার আছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন আগরতলা শহরতলিতে আমরা কতগুলি কলোনি করার চেষ্টা করেছি। আগরতলা শহরে শতকরা ৫০ জন লোক ঘর ভাড়া করে থাকেন। একজন রিক্শা-ওয়ালা, একজন বিড়ির শ্রমিক প্রভৃতি আগরতলা শহরে ঘর ভাড়া করে থাকেন। এটা তাদের পক্ষে দুঃসহ বোঝা। এ বোঝা থেকে মুক্ত করার জন্য আমরা মনে করছি আগরতলা শহরতলিতে ছোট ছোট কলোনি করা তাদেরকে অল্প কিছু জমি দেওয়া, তাদেরকে সস্তায় ঘর করে দেওয়া এবং সেখানে যাতে তাদের মায়েরা-বোনেরা পশু পালন করতে পারেন। তাহলে একটা আয়ের ব্যবস্থা তাদের হতে পারে। এভাবে কিছু কলোনি আমরা গরীবদের জন্য করতে চাই। এখানে গরীব মানুষেরা যারা দিন মজুর হিসাবে কাজ করছেন সে সমস্ত লোকের জন্য আমরা কিছু করতে চেষ্টা করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ল্যাম্পসের জন্য আমরা কিছু টাকা চেয়েছি। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা এখনও উপলব্দি করতে পারেননি যে তার ভূমিকা কতখানি সুদুর প্রসারি। মাননীয় সদস্যরা যদি তেলিয়ামুড়া যান, আমবাসা যান বা কাঞ্চনপুর যান বা দশদাতে যান তবে দেখবেন যে একজন জুমিয়া হয়ত বংশানুক্রমে একজন মহাজনের কাছে বাধা রয়েছে। সে জুমিয়া তার ছেলে তার নাতি বংশানুক্রমে সে মহাজনের কাছে টাকা নেবে, তার কাছে সমস্ত ফসল বিক্রী করে দেবে। ১০ টাকায় পাট, ৫ টাকায় ধান বিক্রি করবে। এটা একটা ট্রেডিশান। কংগ্রেসের রাজত্বে গত

৩০ বছর ধরে চলে আসছে যে ঐ মহাজনের হাত থেকে তাদের মুক্তি নেই। হয়ত খবরের কাগজে আপনারা দেখছেন যে দশদা বাজারের কোন মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কোন জুমিয়া সে টাকাটা পরিশোধ করতে পারেনি বলে সে জুমিয়াকে মহাজন ৩ দিন পর্যন্ত ঘরের মধ্যে আটকিয়ে রেখেছিল, ছেড়ে দেয়নি। এ ধরনের অত্যাচার চলত মহাজনদের। সে অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য ল্যাম্পস্। সমস্ত অঞ্চলে যেসব জায়গাতে ট্রাইবেলদের যাকে সাব-প্লেন এরিয়া বলে সেসব এলাকার মধ্যে আমরা ল্যাম্পস খুলেছি। মাননীয় সদস্য শ্রীজমাতিয়া বলেছেন যে অমুক জায়গায় ল্যাম্পস্ নেই। মাননীয় সদস্যকে আমি বলছি যে একটা ল্যাম্পস্ থাকলে তার ৪।৫।৬টি শাখা থাকবে। এভাবে শাখা তৈরী করে সমস্ত জায়গায় ঢুকবে যেখানে যেখানে দরকার সেখানে ঢুকবে। সে ক্ষমতা তাকে নিতে হবে। যাতে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিতে না হয়। বাবা, মা কেউ মরে গেলে বা কোন জায়গায় কাজ করতে গেলে কন্জামশান কেডিট যেন সেখান থেকে আসে। কি কারনে মানুষ মহাজনের কাছে যায়, যখন কোন ছেলের বা মেয়ের অসুখ হয় তখন সে টাকা পায় না, কোন ব্যাংক তাকে টাকা দেয় না। তাই সে সমস্ত জায়গায় কন্জামশন ক্রেডিট দেওয়ার জন্য আমরা হাজার হাজার টাকা রেখেছি। আরও রাখব যাতে সে সমস্ত গরীব অংশের মানুষেরা রোগের জন্যই হউক বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্যই হউক যাতে টাকা পেতে পারে। সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ল্যাম্পসের মাধ্যমে আমরা দেব। যাতে করে তারা একটা নির্ধারিত দরে পেতে পারে। তার জন্য হয়ত কিছু মহাজন চটবে, হয়ত ফরিয়াদেরা কিছু চটবে আর ফরিয়াদের প্রতিনিধি যারা আছেন তারাও হয়ত কিছু চড়বে। এটা স্বাভাবিক, কারন সব মানুষকে খুশী করা যায় না। গরীব মানুষকে যারা শোষণ করে তারা ক্ষুব্ধ হবেন, কিছু কিছু সমালোচনা করবেন। সে সমালোচনা নিতে আমরা রাজী আছি। শতকরা ৯০ জন লোকের জন্য। ১০ জন যারা বঞ্চিত হবেন, যারা শোষন করেছিলেন গত ৩০ বছর যাবৎ তাদের প্রতিনিধিরা বঞ্চিত হবেন, বিক্ষুধ হবেন বিশেষকরে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পি. এল, ক্যাম্পের কথা বলা হয়েছে এখানে। এটা দুর্ভাগ্যের ব্যপার যে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হওয়ার পরে এখনও আমাদের মা বোনদের পি, এল, ক্যাম্পে থাকতে হয়েছে। তাদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ছিল সেগুলি কেন্দ্রিয় সরকার আস্তে আস্তে কেটে দিচ্ছেন। আমরা অনেকবার কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে লিখেছি যে এই পি, এল, ক্যাম্পের যারা এখনও নিজেদের পায়ের উপরে দাড়াতে পারেনি তাদের জন্য আপনারা এ সমস্ত বন্ধ করবেন না। তারা চালু রাখবেন না ত আমরা কি করব। তাদের খাইয়ে রাখব না, তাদের কাপড়খানা ছিড়ে গেলে শাড়ী খানা ছিড়ে গেলে তাদেরকে আমরা শাড়ী দেবনা, মাননীয় সদস্যরা বলতে চান? এত অমানবিক বামফ্রন্টের সরকার হতে পারেনা। আমরা জানি যে কেন্দ্রিয় সরকারের এসব করা উচিত, তাদের এই টাকা তাদেরকে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা এটা দিচ্ছেন না। সে ৪।৫ বৎসর আগে যে সমস্ত স্কেল ছিল সে সমস্ত তারা এখনও চালু রাখছেন। বামফ্রন্ট সরকার বাধ্য হচ্ছে এসব ব্যাপারে চিন্তা করতে। যতদিন পর্যন্ত তারা আত্মনির্ভশীল হতে পারছেন ততদিন পর্যন্ত তা চালু রাখতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ২ টি বিষয়-এর উপরে আমি আরও কিছু বলতে চাই। সেটা হচ্ছে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ইত্যাদি। এগুলি হচ্ছে কর্ম্মসংস্থান। আমরা একটি ছোট স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

করেছি। তার কাজে আমরা খুব বেশী অগ্রসর হতে পারেনি। ছোটখাট দুয়েকটা শিল্প গড়ে তোলবার চেষ্টা আমরা কিছু সাফল্য পেয়েছি। অনেকখানি ব্যর্থ হয়েছি কিন্তু কোন কোন জায়গায় আমরা করেছি। আজকে আমরা চেষ্টা এই স্মল স্কেল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন তার কাজের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করুক। মাননীয় সদস্যরা দেখছেন ইটের ভাট টা করবার জন্য এখন কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আমাদের এই ত্রিপুরাতে এই বছর ৬০।৬৫ কোটি ইট আমাদের লাগে, তাতে কাজ করে প্রায় ২০ হাজার লোকের মতন। ১০০-র উপরে ইটের ভাট্টা বর্তমানে চালু হয়েছে। এত ইটের ভাট্টা কোন সময়েতে চালু ছিল না। এ বছর যতখানি বিক্রয় করা হয়েছে তার একটা অংশ যদি আমাদের সরকারী স্তরে বিক্রি হত তাহলে ইটের ভাট্টার মালিকরা যারা ৩ শত টাকার ইটকে ৫ শত টাকা দাবি করতে পারত না। এই বছর কি হয়েছে, যে মুহূর্তে আমরা ইটের ভাট্টা খুললাম তখন আমরা দেখলাম যে সরকারের মধ্যে এবং সরকারের বাহিরে অনেকে এটা চাইলেন না যে ইটের ভাট্টা তৈরী হউক। কারণ কন্ট্রাকটরদের সঙ্গে তাদের একটা যোগসূত্র ছিল। কন্ট্রাকটাররা এবং সরকারী অফিসাররা যারা আছে তারা যোগসূত্রে ৩ শত টাকায় ইট ৫ শত টাকায় কনট্রাক দিলে তাদের কিছু পাওনা হতে পারে। সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য তারা কিছু উদবিগ্ন ছিল। পরে আমরা কি দেখলাম যে ইটের দাম কমিয়ে দিতে ঠিকাদাররা বাধ্য হল।

আমরা চাইছি আরো বেশী করে ইটের ভাট্টা খুলতে। তবে প্রাইভেট ইটের ভাট্টাগুলিও পাশাপাশি থাকবে এবং তারাও যাতে করে সস্তায় ইটের যোগান দিতে পারে তারজন্য তাদের উৎসাহিত করব। এই ভাবে আমরা আমাদের দেশের অর্থনীতিকে আরো বেশী করে সাহায্য করতে পারব। সেইজন্যই এই ধরনের কাজ আমরা করছি। আমাদের যেসব অল্প শিক্ষিত ছেলেরা আছে তারা যাতে এইভাবে ছোট কারখানা এবং ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করে কাজ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করার জন্যই এই স্মল্ স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনকে আমরা আরো শক্তিশালী করবার চেষ্টা করব। হ্যাণ্ডলুম্ এণ্ড হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্ট্স করপোরেশন সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে চাইনা। মাননীয় সদস্যগণ অবশ্যই জানেন এই করপোরেশন শুধু ত্রিপুরাতেই নয় সারা ভারতবর্ষের মধ্যেই তার স্থান করে নিয়েছে। এইতো সেদিন কলকাতার ক্যানিং-এ একটি মেলা হয়ে গেল। আমরাও তখন সেখানে ছিলাম। আমরা আমাদের কলকাতার হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্ট্ সেন্টার এর কর্মীদের ক্যানিং-এর মেলায় আমাদের ত্রিপুরার উৎপন্ন দ্রব্যের একটি ষ্টল খোলার জন্য বলি। কিন্ত আমাদের কর্মীরা আমাদের জানালেন যে ঐ মেলায় ষ্টল খোলার জন্য তেমন কোন জিনিস তাদের হাতে নেই। যা ছিল সব বিক্রি হয়ে গেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ত্রিপুরায় হ্যাণ্ডিক্র্যাফট্স্ এবং হ্যাণ্ডলুমের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আমরা ঠিকমত জিনিস পত্র সাপ্লাই দিতে পারছি না। সুতরাং স্বল্প বিনিয়োগে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রব্যাদি যাতে আমরা উন্নত মানের এবং অধিক পরিমানে উৎপন্ন করতে পারি তারজন্য এই স্মল্ স্কেল্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশন কাজ করছে। এই দিক দিয়ে এই করপোরেশনকে আরো শক্তিশালি করা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি তাঁতশিল্পে পশ্চিমবঙ্গ অনেক এগিয়ে রয়েছে। সেখানকার সুতোয় পাকা রঙ করা, ডাইং করা এবং উন্নত মানের ডিজাইন প্রস্তুত করার পদ্ধতি অতি উন্নত ধরনের। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রশিল্পের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আমাদের এক বৈঠক হয়। আমরা আমাদের কারিগর এবং আর্টিজ্যানদের সেখানে পাঠিয়ে যাতে ট্রেইনিং এর ব্যবস্থা করতে পারি তারজন্য আলাপ আলোচনা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে আমাদের ত্রিপুরায় প্রস্তুত জনতা শাড়ী শুধু ত্রিপুরায় নয় সারা ভারতবর্ষে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তবে জনতা শাড়ীর মত আরো অনেক ধরনের শাড়ী আছে যেগুলিও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এগুলি বাইরে

থেকে আসে, যেমন বেনারসী শাড়ী, মাদ্রাজী শাড়ী ইত্যাদি। তবে সেই সব শাড়ীর ক্ষেত্রে তাদের স্থান যাতে আমরা দখল করতে পারি তারজন্য ত্রিপুরার হ্যাণ্ডলুম এণ্ড হ্যাণ্ডি-ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌ করপোরেশনকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন আছে।

আরো দুটি করপোরেশন আছে। সেগুলি হচ্ছে হোলসেল কনজিউমারস্‌ কো-অপারেটিভ এবং লার্জ সাইজ কো-অপারেটিভ। এই দুটিও ত্রিপুরায়, একটি বড় স্থান করে নিয়েছে। কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আছে যেগুলি আমাদের ত্রিপুরায় একবারেই উৎপন্ন হয় না যেমন লবণ, কেরোসিন, চিনি ইত্যাদি। এই সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির স্টক করে অসদ্ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা লুঠছে। এই সকল পণ্যাদি বন্টনে যাতে সুষ্ঠুভাবে করা যায় তারজন্য এই দুটি কো-অপারেটিভ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সুতরাং এই দিক দিয়ে এই দুটি কো-অপারেটিভ সোসাইটিজকে আরো শক্তিশালি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এ ছাড়া, এখানে হাউস বিল্ডিং-এর জন্য আমরা কিছু টাকা বরাদ্দ করেছি। যারা গরীব কর্মচারীরা আছেন বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীরা যারা আছেন---তারা টাকার অভাবে তাদের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি তৈরী করতে পারছেন না। তাদের ঘরবাড়ি তৈরী করার জন্য ৫ হাজার, ৬ হাজার বা ১০ হাজার টাকা করে ঋণ দিয়ে সাহায্য করতে পারব এবং এই আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ অনেক বেশী পরিমাণে ধরা হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যথার্থ নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে। গ্রাম উন্নয়নের সকল প্রকারের কাজকর্ম গ্রাম পঞ্চায়েতই করবে। সুতরাং এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যাতে ভালভাবে কাজ করতে পারে তারজন্য তাদের অধিক পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এবং ফুড-ফর-ওয়ার্কের মাধ্যমে তারা যাতে গ্রামের উন্নয়নের কাজ করতে পারেন তার জন্য জোর দেওয়া হয়েছে। আর শুধু টাকা বরাদ্দ করাটাও বড় কথা নয়। যাদের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আসলে তাদের উন্নয়নে টাকাটা খরচ করা হয়েছে কিনা তা আমাদের হিসাব করে দেখতে হবে। এটা কোন দিন কোন কংগ্রেস সরকার করেন নি। গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। আমরা এটা ভালভাবেই জানি যে, যারা গ্রাম-পঞ্চায়েতে আছেন তারা সকলেই দেবতা নয় যে তারা কখনো চুরি করবেন না। দরজা খোলা থাকলে বাইরে থেকে ধুলো ঘরে ঢুকবেই। তবে সেই ধুলো বালি পরিষ্কার করবার জন্য যেমন ঝাড়ুদার নিয়োগ করতে হয় তেমনি পঞ্চায়েতের মধ্যে যে সকল দুর্নীতি ঢুকেছে তা পরিষ্কার করবার জন্যও ঝাড়ুদার নিয়োগ করা হয়েছে; এই ঝাড়ুদাররা যেমন নীচুতলার লোকদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত হয় তেমনি আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্নীতি দুর করবার জন্য আমার সমাজের সেই নীচু তলার গরীব মেহনতী মানুষদেরই নিযুক্ত করা হয়েছে যাদের আমরা রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তুলছি। আর আমার মাননীয় সদস্যারা জানেন যে যারা দুর্নীতি করে তাদের পাপের ফল অবশ্যই ভোগতেই হবে। তিনজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর চেহারা দেখুন। নির্বাচিত প্রতি-নিধি যদি দুর্নীতি করে তাহলে জনসাধারণ ডাস্ট বিনে ফেলে দেয়। জামানত বাজেয়াপ্ত করে ফেলে দেয়। শ্রী রিয়াং যেটা বলছেন, টাকা পয়সা পঞ্চায়েত প্রধানদের হাতে দেবেন না, অফিসারদের হাতে দিন। কিন্তু অফিসারদের তো জনসাধারণ পাবেন না। শচীনবাবুকে পাবেন, সুখময়বাবুকে পাবেন, এখন যারা নতুন কংগ্রেস (আই) হয়েছে

তাদের পাবেন। কিন্তু অফিসারদের তো পাবে না। তিনি তো কলকাতায় বাড়ী করেছেন। ৩০ বছরের মধ্যে তারা কয়খানি বাড়ী করেছেন? আর এখন তো দুই বছরও হয় নাই। কয়খানা বাড়ী করেছেন? তাঁরা বলছেন। মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি রাজনীতি করছে। হ্যাঁ, করছে। এতদিন রাজনীতি ছিল কয়েকজন অফিসারের মধ্যে। এখন রাজনীতি নীচের তলায় এসেছে। চাকরীর কথায় আসছি। ওদের দলের লোক কত পেয়েছেন এবং অন্যরা কত পেয়েছেন মাননীয় সদস্য যদি চান আমি হিসাব দিয়ে দেব। মাননীয় সদস্য উত্তেজিত হবেন না। আমি যা বলি হিসেব করেই বলি। আমার কাছে রোজ অন্ততঃ ৪।৫ শত লোক আসেন সকালে এবং বিকেলে। একজন লোককে জিজ্ঞাসা করে দেখুন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছি কিনা যে আপনি কোন দলকে ভোট দিয়েছেন, কোন্ দলের সংগে হাত মিলিয়েছেন। আমরা এসবে বিশ্বাস করি না। এম্‌পলয়মেন্ট পলিসি আছে। চাকরী হচ্ছে। কেউ কেউ হয়ত বলছে—'দেখছেন মশাই, অমুকের দুটো ছেলের চাকরী হয়েছে। সেই বেচারার কেস্‌টা হয়ত আমার কাছে আনা হলে তার চাকরীটাও যাবে। কারণ এত এত চাকরী হচ্ছে তাতে দুই একটা কেস এমন হবে না, সেটা তো বলা যায় না। আমাদের এমপ্লয়মেন্ট পলিসি হচ্ছে ৭০ পারসেন্ট সিনিয়রিটি এবং ৩০ পারসেন্ট নীড বেজড্। কেন নীড বেজড করা হয়েছে? করা হয়েছে, কারণ একজন বিধবা মা, তিনি ভিক্ষা করে খাচ্ছেন। এই রকম অবস্থায় তার একটা ছেলে বা মেয়ে পাশ করেছে। সে কি বসে থাকবে কবে তার সিনিয়রিটি আসবে তার জন্য? সে জন্য দুই একটা কেসে এটা করতে হয়। এবং সেই অবস্থায় বামফ্রন্ট সরকার ঠিক করেছে যে নীডিদের চাকরী দিতে হবে। তেমনি ট্র্যানস্ফারের কেসগুলি। বলা হচ্ছে যে ফেডারেশনের লোকদের বেছে বেছে ট্র্যানস্ফার করা হচ্ছে। ফেডারেশান কি জিনিষ আমরা দেখেছি। গত নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে তারা প্রচার করেছে। বামফ্রন্ট সরকারের কর্মচারী হয়েও তারা রেডিওতে প্রায়ই খবর দিচ্ছে যে আমরা ১২১ জনকে হত্যা করেছি। তারা ঘেরাও করছে। কিন্তু ঘেরাও-এর পরে যখন বলা হল যে আপনাদের তো ডেপুটেশান হয়ে গেছে, আপনারা এখন যান, তখন তাঁরা বলছেন, না, আমরা যাব না। কি করবে পুলিশ? তারা তো কলকারখানার শ্রমিক নয়, তারা তো রিক্‌সাওয়ালা নয়। তাদের ডেপুটেশান শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যদি ঘেরাও করে রাখে তাহলে কোন্ সরকার এটা সহ্য করবে? হ্যাঁ, চাকরী ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস (আই) এর পতাকা নিয়ে যান। কিন্তু চাকরী বজায় রেখে আমার অফিসারকে আটক রাখবেন সেটা হবে না। কাজেই কংগ্রেস (আই) যদি ত্রিপুরা বাঁচাও আন্দোলন করেন, আন্দোলনের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন তাহলে সেটা সহ্য করা হবে না। যদি কেউ বলেন যে তাঁর বদলীটা ঠিক হয়নি, সেটা ঠিকই দেখতে হবে। কিন্তু একজন লোক ১০ বছর থাকবে বাইরে, সে এখানে আসতে পারবে না, এটা হতে পারে না। কিছু লোক ফেডারেশন করবেন যাতে বদলী না হয়, এটা আমরা মানতে পারি না। এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদের আমরা সহযোগিতা চাই। কোন জায়গায় যদি ভুল হয়, ভুল ত্রুটি সংশোধনের জন্য মাননীয় সদস্যদের সহযোগিতা চাই। মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য নিশ্চয়ই শুনব। সেগুলি যদি কোন জায়গাতে সংশোধন করতে হয় নিশ্চয়ই সেগুলি আমরা সংশোধন করব।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মোটামুটি আমি এইখানে যে বক্তব্য রাখছি, এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় সদস্য যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছেন তার জবাব আমি এই বক্তব্যের মধ্যে রাখলাম। আমি আশা করি হাউস এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে অনুমোদন করবেন।

## ডিস্‌কাশন অন অ্যাক্সেস গ্র্যান্টস্‌

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে ডিস্‌কাশন অন এ্যাকসেস গ্র্যান্টস্‌ ফর দি ইয়ার ১৯৭৫-৭৬। এর উপর কি জেনারেল ডিস্‌কাশন হবে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এটা অনেক পুরনো জিনিষ। ১৯৭৫-৭৬ সালে যে গ্র্যান্টস্‌ ছিল তার অতিরিক্ত কিছু খরচ। এটা পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে রেগুলেরাইজ করার কথা বলেছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে কংগ্রেসের রাজত্বে প্রায়ই এই রকম অ্যাক্সেস খরচের ব্যাপার ঘটতো এবং পরে এই বে-আইনী খরচগুলি আইন সঙ্গত করা হতো।

আমরা চাইনি যে এই ধরনের একটা দায়িত্ব আমাদের উপর এসে পড়ুক, তবু পি, এ, সির নির্দেশে আমাদের উপর এই ধরনের একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে। আমি অবশ্য সেই জিনিসটা এখানে পড়ে দিতে চাই না, কারণ এটা আগেই মাননীয় সদস্যদের মধ্যে সার্কুলেট করা হয়েছে। সেই সময়ে যে এ্যাক্সেস খরচ হয়েছে, তার পরিমাণ হচ্ছে ৮ কোটি ৭১ লক্ষ ৫৪৬ টাকা। মাননীয় সদস্যরা যদি কেউ এই সম্পর্কে বলতে চান তো বলতে পারেন। তবে আমার আশা যে এই এ্যাক্সেস গ্রেন্টটা অনুমোদন করা হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা কেউ এই সম্পর্কে বলবেন কি?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজেই বলেছেন যে এই এ্যাক্সেস গ্রেন্টটা বে-আইনী করা হয়েছে। তারপরেও এটাকে এই হাউসে আনা হয়েছে আইন সঙ্গত করে নেওয়ার জন্য, তাই আমি বলব যে এটাও একটা বে-আইনী কাজ করা হবে। কাজেই আমরা এই বে-আইনী কাজকে সমর্থন করতে পারি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্য জমাতিয়া যে কথাটা বললেন সেটা হচ্ছে এই যে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি হিসাব করে যখন দেখলেন, তখন দেখা গেল যে কয়েকটা ডিমাণ্ডে বেশী টাকা খরচ করা হয়ে গিয়েছে। যেমন ধরুন একটা ডিমাণ্ডে ১০ হাজার টাকা ছিল, সেখানে ২০ হাজার টাকা খরচ করা হয়ে গেছে। কে খরচ করেছে বা কি কি কারণে খরচ করা হয়েছে, তা যদি দেখা যায়, তাহলে হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে যে সেই ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্নীতিও রয়েছে এবং তার জন্য সরকারকেই জবাব দিতে হবে। অবশ্য তার জন্য যে রেসপন্সিবিলিটি ফিক্স্‌ড আপ করা যায় না, তা নয়। আমাদের সামনে পি, এ, সির রিকমেণ্ডেশান করা কতগুলি কেস আছে, এবং আমরা সেগুলিকে ভিজিলেন্সে পাঠিয়েছি, ভিজিলেন্স তদন্ত করে দেখলে, শাস্তি দেওয়ার দরকার হলে অবশ্যই শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে টাকাটা খরচ হয়ে গিয়েছে, সেটাকে আমাদের মঞ্জুরী দিতে হবেই এবং

মঞ্জুরীর অভাবে একটা বে-আইনী জিনিস থাক্তে পারে না। কাজেই যে নির্দেশ আমরা পি, এ, সির কাছ থেকে পেয়েছি সেই নির্দেশ অনুসারেই আমরা এটাকে হাউসের সামনে এনেছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আগামীকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত এই সভা মুলতুবী রইল।

## PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE- "A"

Admitted Question No. 7

By—Shri Umesh Chandra Nath. M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) আসামের সাথে ত্রিপুরার মানুষের গরু মহিষ, ছাগল ইত্যাদির ক্রয় বিক্রয় ব্যবসা বৈধ না অবৈধ ?

(২) যদি বৈধ হয় তাহা হইলে পুলিশ ও বি, এস, এফ, প্রতিদিন এই সকল ব্যবসায়ীদের ত্রিপুরা আসাম সীমান্তে উৎপীড়ন করার কারণ কি ?

উত্তর

(১) বৈধ।

(২) ত্রিপুরা আসাম সীমান্তে ঐ সকল ব্যবসায়ীদের হয়রানীর কোন সংবাদ সরকারের গোচরীভূত হয় নাই।

Admitted Question No. 9

By—Shri Umesh Chandra Nath, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister–in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) ধর্মনগর বাজার থেকে গরু, মহিষ খরিদ করে কদমতলা, সারসাপুর, চুরাই বাড়ী গাঁও সভাগুলিতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নিষেধ আছে কি এবং এস, ডি, ও মহাশয়ের কোন আদেশের প্রয়োজন হয় কি ?

(২) যদি না থাকে তবে রাস্তায় রাস্তায় বি,এস,এফ ও পুলিশ বাধা দান ও আটক করে জনসাধারণকে হয়রাণি কারার করণ কি ?

উত্তর

(১) না মহাশয়।

(২) বাংলাদেশে চোরা চালানের উদ্দেশ্যে গবাদি পশু নিয়ে যাওয়া হইতেছে, এইরূপ সন্দেহ করার যথেষ্ট সংগত কারণ থাকিলে কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ বা বি,এস,এফ গরু ইত্যাদির মালিক ও সঙ্গীগণকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মধ্যে মধ্যে থামাইয়া প্রশ্নাদি করিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে চোরা চালানের সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ হলেও অবস্থা বিবেচনায় তাদের থানায় ও আদালতে চালান দেয়া হয়ে থাকে।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 20

By—Shri Subodh Chandra Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ ইং সনের তুলনায় ১৯৭৯–৮০ ইং সনে ত্রিপুরায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা;

২। উপরোক্ত দুই বৎসরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা সরকার কত নির্ধারণ করেছিলেন তার পৃথক হিসাব;

৩। ১৯৮০-৮১ ইং সনে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা কি পরিমাণ ধার্য্য করা হয়েছে?

উত্তর

১। না।

২। ১৯৭৮-৭৯ এবং ১৯৭৯-৮০ সালে সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এইরূপ ঃ— ১৯৭৮-৭৯ সনে ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ২৫০-মেট্রিক টন এবং ১৯৭৯-৮০ সনে ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন।

৩। ১৯৮০-৮১ সনে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৬ শত মেট্রিক টন ধার্য্য করা হয়েছে।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 41

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে সরকার হইতে কৃষকদের ট্রাক্টার বা পাওয়ার টিলার দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২। যদি হ্যাঁ হয় কোন্ মাস হইতে দেওয়া হইবে, এবং না হইলে কারণ কি?

উত্তর

১। দেওয়ার প্রস্তাব নাই।

২। পাওয়ার টিলার ক্রয় করিলে ২৫ শতাংশ ভুর্ত্তকী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ভাড়া-কেন্দ্র হইতে ভাড়া দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 48

By—Shri Badal Choudhury

Will the Minister in-charge of the Secretariat Administration Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত লোকসভার মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনে বিভিন্ন মন্ত্রীদের গাড়ীভাড়া বাবদ ব্যয়িত টাকা সরকারী খাতে দেখানো হয়েছে কি?

২। ১৯৭১ এবং ১৯৭৭ সালের লোক সভার নির্বাচনে মন্ত্রীরা রাজনৈতিক কাজে যে গাড়ী ব্যবহার করেছিলেন তার জন্য ব্যয়িত টাকার কোন অংশ সরকারী খাতে দেখানো হয়েছিল কি?

উত্তর

১। না।

২। না।

Admitted Starred Question No 56

By—Shri Tapan Kr. Chakraborty

Will the Minister- in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮০ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য লটারী মোট কয়টি খেলা (ড্র) হয়েছে ?

২। এই থেকে মোট কত টাকা-আয় হয়েছে ?

৩। অর্জিত এই টাকা কি কি ভাবে ব্যয় করা হয়ে থাকে ?

৪। ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮০ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮০ পর্য্যন্ত মোট ২৮টি খেলা (ড্র) হয়েছে।

২। মোট---৬৯,০০,০০০·০০ আয় হয়েছে।

৩। উক্ত টাকা থেকে লটারীর প্রাইজ টাউন হল। প্রেস ক্লাব নির্মাণে অনুদান এবং কর্মচারীদের মাইনে ইত্যাদি দেয়া হয়।

৪। ৩১-১-৮০ পর্য্যন্ত মোট ৬৩,৫০,০০০ টাকা খরচ হয়েছে। বাকী ৬,১০,০০০ টাকা অনুদান হিসাবে ৩১-১-৮০ তারিখেরপর দেয়া হয়েছে।

Starred Question No. ১3

By—Shri Tapan Kumar Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Political Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৯ থেকে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮০ পর্য্যন্ত রাজ্যে কয়টি অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনার সন্ধান পাওয়া গেছে; এবং

২) কতজন অনুপ্রবেশকারীকে ফেরৎ পাঠানো সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৭৯ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী হইতে ১৯৮০ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই রাজ্যে মোট ৪,০৩৯টি অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনার সন্ধান পাওয়া গেছে। ইহারা সকলেই বাংলাদেশ হইতে আগত।

২) মোট ৪,০১৯ জন অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠান হইয়াছে। বাকী ২০ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলিতেছে।

STARRED QUESTION NO. 107

By—Shri Drao Kumar Reang

প্রশ্ন

১) স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে কতজন রিয়াং পেন্সনের জন্য ১৯৭৯ সালে দরখাস্ত করিয়াছিলেন ?

২) তাহাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কতজনকে পেন্‌সন মঞ্জুর করা হইয়াছে ?

৩) যাহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করা হয় নাই তাহাদের আবেদন পরবর্তী কালে বিবেচিত হইবে কিনা ?

উত্তর

১) ১৯৭৯-৮০ ইং সনে সর্ব্বমোট ২৮৬ জন রিয়াং উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে পেন্‌সনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন।

২) ইহাদের মধ্যে মোট ৩২ জনকে এ পর্য্যন্ত পেন্‌সন মঞ্জুর করা হইয়াছে।

৩) মোট ৬৮ জনের আবেদন অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। বাকী ১৮৬ জনের দরখাস্ত পেন্‌সন স্ক্রুটিনি কমিটির পরীক্ষাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 121

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮-১৯৭৯ সনে ভূমি সংস্কার ও কৃষি উন্নয়নের জন্য মোট কত টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে মোট কত টাকা ভূমি সংস্কার এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য খরচ হইয়াছে;

২) যদি সম্পূর্ণ টাকা খরচ হইয়া থাকে তাহা হইলে কোন্ খাতে কত টাকা খরচ হইয়াছে এবং বাকী অংশ খরচ না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ সনে কৃষি উন্নয়ন ও ভূমি সংস্কারের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা ও খরচের পরিমাণ নিম্নরূপ ছিল ঃ---

| | বরাদ্দের পরিমাণ | খরচের পরিমাণ |
|---|---|---|
| ক) | কৃষি উন্নয়ন ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা | ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬ শত টাকা |
| খ) | ভূমি সংস্কার ৫৮ লক্ষ টাকা | ৪৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ১ শত টাকা |

২। বরাদ্দের সম্পূর্ণ টাকা খরচ হয় নাই। বাকী অংশ খরচ না হওয়ার প্রধান প্রধান কারণগুলি এইরূপ ছিল ঃ—

ক) কৃষি উন্নয়ন—

ক) প্রয়োজনীয় পরিমাণ সিমেন্ট ইত্যাদি উপকরণের অভাবে গুদাম, অফিস ইত্যাদি তৈরী করা সম্ভব হয় নাই।

খ) কৃষি প্রশাসন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত ১০ লক্ষ টাকার অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যথা সময়ে আসে নাই।

গ) বিভিন্ন প্রকল্পে পদ সৃষ্টি না হওয়ায়।

ঘ) প্রয়োজনের চেয়ে কম বীজের সরবরাহ পাওয়ায়।

খ) ভূমি সংস্কার—
(সয়েল কন্সারভেসন)

ক) সিমেন্টের অভাবে ভূমি সংরক্ষণের জন্য কাঠামো (structure) তৈরী করা যায় নাই;

খ) প্রকল্পাধীনে পদ সৃষ্টি না হওয়া।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 124
By—Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জমি উন্নয়নের জন্য সরকারের কি কি পরিকল্পনা আছে ?

২। এই সমস্ত পরিকল্পনা দ্বারা কৃষকদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে কি না;

৩। না হলে পরিকল্পনাগুলো পরিবর্তনের কথা সরকার ভাবছেন কি না;

৪। বিগত পাঁচ বছরে এই সমস্ত পরিকল্পনায় কত টাকা বরাদ্দ ছিল এবং কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং (বছর ভিত্তিক হিসাব)

৫। এর ফলে সারা রাজ্যে মোট কত কৃষক উপকৃত হয়েছেন ?

উত্তর

১। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জমি উন্নয়নের জন্য কৃষি বিভাগের যে সকল পরিকল্পনা আছে তাহা এইরূপ ঃ—

ক) সয়েল এণ্ড ওয়াটার মেনেজমেন্ট

খ) সয়েল এণ্ড ওয়াটার কন্‌সারভেসন ইন এগ্রি লেণ্ড

গ) ভূমি সমিক্ষা প্রকল্প

ঘ) গোমতী নদী উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্প

২। হচ্ছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। বিগত পাঁচ বছরে এই সমস্ত পরিকল্পনায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণের বছর ভিত্তিক হিসাব এইরূপ ঃ—

( লক্ষ টাকায় )

| | ১৯৭৪-৭৫ | ১৯৭৫-৭৬ | ১৯৭৬-৭৭ | ১৯৭৭-৭৮ | ১৯৭৮-৭৯ |
|---|---|---|---|---|---|
| বরাদ্দ— | ২৫.০০ | ২৪.০০ | ৩৪.০০ | ৪২.০০ | ৫৮.০০ |
| ব্যয়— | ২৩.২৬৭ | ২২,৩৯৪ | ৩২.৫৪০ | ২২.৭৯১ | ৪৯.৭৫১ |

৫। এই সকল পরিকল্পনায় রাজ্যে মোট ২০ হাজার ৩ শত ৬৬ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন।

## Admitted Starred Question No. 148
By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Administrative Reforms Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সরকারী আমলা ও কর্মচারীদের দুর্নীতির দ্বারা অর্জিত সম্পত্তির ব্যাপারে কতকগুলি অভিযোগ সরকারের কাছে আছে ?

২। সত্য হইলে কয়টি অভিযোগের তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং কয়টি অভিযোগ তদন্তাধীন আছে ?

৩। তদন্তে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে তাদের নাম ও পরিচয় এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি ?

৪। এই জাতীয় অভিযোগ সংগ্রহের কি ব্যবস্থা আছে ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। ১৭টি অভিযোগের তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং ২২টি অভিযোগ তদন্তাধীন আছে।

৩। অভিযোগগুলির তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে একটি ক্ষেত্রে অফিসার সম্পত্তির মিথ্যা হিসাব দাখিল করিয়াছিলেন এবং তিনি বিদেশী ব্যাঙ্কে আমানত রাখিতেছিলেন। এই ব্যাপারটি ভারত সরকারের দৃষ্টি গোচর করা হইলে ভারত সরকারের এনফোরসমেন্ট ডাইরেক্টরেট এই অফিসারকে শাস্তি প্রদান করেন। এই অফিসারের আচরণের উপর নিবিড় লক্ষ্য রাখা হইতেছে। তাহার নাম ও পরিচয় জনস্বার্থের খাতিরে প্রকাশ করা গেল না।

৪। অভিযোগগুলি সাধারণতঃ অভিযোগকারীর মাধ্যমে, অথবা বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের খবরের ভিত্তিতে অথবা অন্যান্য খবরের সূত্রে সরকার পাইয়া থাকে।

Admitted Starred Question No. 165
By Shri Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। মাটি সংরক্ষণ বাবদ ত্রিপুরায় ১৯৭৯-৮০ ইংরেজীতে (ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ) কত টাকা খরচ করা হয়েছে এবং কত হেক্টর টিলা জমির আইল বাঁধা হয়েছে ; ( ব্লক ভিত্তিক হিসাব )

উত্তর

১। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বৎসরে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মাটি সংরক্ষণ প্রকল্পে ত্রিপুরার টিলা ভূমিতে যে পরিমাণ আইল বাঁধানো হইয়াছে এবং এই

প্রকল্পে যে টাকা খরচ হইয়াছে তাহার বিবরণ (ব্লক ভিত্তিক) নিম্নে দেওয়া গেল।

| ক্রমিক নং | ব্লকের নাম | যে পরিমাণ টিলা ভূমিতে আইল বাধানো হইয়াছে (হেক্টর) | যে পরিমাণ টাকা খরচ হইয়াছে (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১। | পানিসাগর | ২·৮ | ৬৪,০০০·০০ |
| ২। | কাঞ্চনপুর | — | |
| ৩। | কুমারঘাট | ৯৯·০ | ২,৩৩,০০০·০০ |
| ৪। | ছামনু | ২১৬·০ | |
| ৫। | সেলেমা | ৪১·০ | ৯৬,২০০.০০ |
| ৬। | খোয়াই | ২০৭·৯ | ৪,৭৩,১০০·০০ |
| ৭। | তেলিয়ামুড়া | ১৭০·০ | |
| ৮। | জিরানীয়া | ১৬৭·০ | ৮,৪৯,১০০·০০ |
| ৯। | মোহনপুর | ২০·০ | |
| ১০। | বিশালগড় | ২·২ | |
| ১১। | মেলাঘর | ১৩৪·৫ | ৮৭,২০০,০০ |
| ১২। | উদয়পুর | ৫৩·৬ | ১,৩৩,৭০০·০০ |
| ১৩। | বগাফা | ৩৮০·০ | ১,৯৬,২০০·০০ |
| ১৪। | রাজনগর | ৩৬৭·৬ | |
| ১৫। | সাতচাঁদ | ৯৫·১ | ১,৬১,৩০০·০০ |
| ১৬। | অমরপুর | ১৭৩·০ | ২,৩৯,০০০·০০ |
| ১৭। | ডম্বুরনগর | ৭০·০ | |
| ১৮। | একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার বিভিন্ন ব্লকে | | ৬,৮২,২০০·০০ |
| | | ২১৯৯·৭ | ৩২,১৫,০০০·০০ |

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 170

By—Shri Swaraijam Kamini, Thakur Singha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

**প্রশ্ন**

১। কলার চাষ সম্প্রসারণের জন্য প্রান্তিক চাষীসহ অন্যান্য গরীব অংশের চাষী দিগকে কোন প্রকার সহায়ক অনুদান প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন কি?

২। জোত জমি ছাড়াও পতিত খাস ভূমিতে ৫ বা ৭ বৎসর মেয়াদে কলার বাগান করার জন্য ইচ্ছুক ভূমিহীন ও জুমিয়াদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে কি?

**উত্তর**

১। অনুদান প্রদানের সংস্থান পূর্ব হইতেই আছে।

২। বর্তমানে জমির স্বল্প মেয়াদী লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত নাই। যোগ্য ব্যক্তিগণ খাস জমি বন্দোবস্ত আইন মোতাবেক এই কাজের জন্য জমি বন্দোবস্ত পাইতে পারেন।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 172

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

**প্রশ্ন**

১। ত্রিপুরায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছাড়া উৎপাদন উপযোগী টিলা ভূমির পরিমাণ কত?

২। এই টিলা ভূমিতে পরিকল্পিত ভাবে কি কি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব?

৩। যাতে টিলা ভূমিকে আরও অধিক পরিমাণে উৎপাদনক্ষম করা যায়, এজন্য সরকারের কি পরিকল্পনা রয়েছে?

**উত্তর**

১। ভূমিলেখ্য বিভাগ এই ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করিতেছে।

২। জল ও ভূমি সংরক্ষণের মাধ্যমে এইসব টিলাভূমিকে উৎপাদন উপযোগী করিয়া ধান, পাট, মেস্তা, তুলা, ইক্ষু, ভুট্টা, রাগী, বাদাম, অড়হর, ভেলী, আনারস, কলা, লিচু, পেপে, আম, পেয়ারা, কাঁঠাল, লেবু জাতীয় ফল, গোল মরিচ, আদা, হলুদ, মুখী কচু, মিষ্টি আলু, তিল, রাবার, কফি, চা প্রভৃতি ফসলের চাষ করা সম্ভব।

৩। টীলাভূমিকে আরও উৎপাদনশীল করার জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হইয়াছে সেইগুলি এইরূপ ঃ—

(১) ভূমি সংরক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ করিয়া বিভিন্ন ভাবে ভূমি উন্নয়ন ও জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা,

(২) টীলাভূমির উপযোগী বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করা;

(৩) টীলাভূমিতে একাধিক ও মিশ্র ফসল চাষের সম্ভাব্যতা ও বিভিন্ন সারের প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করা ;

(৪) নূতন নূতন শস্য এবং ফলফলাদি স্থানীয় আবহাওয়ায় চাষের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য অনুসন্ধান ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন ;

(৫) একই জমি হইতে অধিক উৎপাদনের জন্য ফল ও অন্যান্য ফসলের সঙ্গে মশল্লা জাতীয় সহযোগী ফসল চাষের সম্ভাব্যতা নিরূপন করা ।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO 176
By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সয়েল কনজারভেশান কার্য্য সূচীতে ১৯৭৯-৮০ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ টাকার পরিমাণ কত ? এবং

২। এই খাতে ১৯৮০ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

১। একষট্টি লক্ষ টাকা।

২। পঁচিশ লক্ষ ষোল হাজার তিনশত টাকা।

## ADMITED STARRED QUESTION NO. 177
by—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

১। মাইশোরস্থিত ভারত সরকারের সংস্থা সি, এফ, টি, আর, আইকে কৃষি বিভাগ হইতে কোন্ কোন্ সঙ্কল্প রূপায়নের জন্য বরাত দেওয়া হয়েছে ; এবং

২। উপরোক্ত কাজের জন্য কত টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে এবং তাতে কি সর্ত্ত দেওয়া হয়েছিল ?

উত্তর

১। বাস্তবপক্ষে, কোন প্রকল্প রূপায়নের জন্য সি, এফ, টি, আর, আইকে কোন বরাত দেওয়া হয় নাই।

২। সি, এফ, টি, আর, আইকে যে সব প্রকল্পের প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী ও তা রূপায়নে পরামর্শ দেওয়ার জন্য অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ :--

ক) ফল ও সব্জী সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২৫,০০০'০০ টাকা।

খ) আসাম লেবু হইতে ক্যালসিয়াম সাইট্রেট, পেকটিন ও তৈল প্রস্তুতের জন্য ৩১,৫০০'০০ টাকা।

গ) আদা ও হলুদ শুকনাকরন এবং হলুদ পলিশিং এর জন্য—২৫,৫০০·০০ টাকা

ঘ) কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের জন্য ১৬,৫০০·০০ টাকা।

যে টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রকল্পের প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরীর পূর্ব্বে প্রাথমিক অনুমিত মূলধনী খাতে খরচের শতকরা আড়াই (২½) ভাগ, প্রকল্প সম্পূর্ণ রূপায়ণের পর আরও শতকরা আড়াই (২½) ভাগ দিতে হইবে।

Admitted Startted Question No. 179
by—Shri Keshab Majumder, M. L. A.

১) চৌকিদারগণ বর্তমানে কোন শ্রেণীভূক্ত কর্মচারী ; এবং

২) তাদের জন্য নতুন সুযোগ সুবিধা কি দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) বর্তমানে চৌকিদারগণ ৪র্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী।

২) নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি প্রদত্ত হইয়াছে ঃ—

ক) ১লা নভেম্বর ১৯৭৯ সালের পূর্বে চৌকিদারগণ কন্টিনজেন্ট কর্মচারী রূপে কাজ করিতেন। গত ১লা নভেম্বর ১৯৭৯ ইং সন হইতে ২১২টি স্থায়ী গ্রাম্য চৌকিদারের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

খ) নিয়মিত স্থায়ী পদ সৃষ্টির ফলে নিয়মিত পদে রিক্রুটমেন্ট রুল অনুযায়ী নিযুক্ত চৌকিদারগণ অন্যান্য নিয়মিত সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় চাকুরীগত সর্বপ্রকার যুযোগ সুবিধার অধিকারী হবেন।

গ) প্রতিজনকে মাসিক ৪ টাকা হারে ধোলাই ভাতা গত ২১।২।৮০ সন হইতে মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ঘ) প্রতি বছর বিনামূল্যে ১ জোড়া জুতা ;

ঙ) „ ৫ „ ১টি টর্চ লাইট (২ বেটারী বিশিষ্ট)

চ) „ ২ মাস „ ১ জোড়া টর্চ বেটারী।

ছ) „ ১ বছরে „ ১টি টর্চ বালব।

Admitted startted Question No. 178
by—Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে যে সব রিক্সাশ্রমিক ঋণ ও সুদের টাকা শোধ করতে পারেন নি তাদের ঋণের ও সুদের পরিমান কত ?

২। বর্তমান আর্থিক বছর পর্য্যন্ত সরকার রিক্সা শ্রমিকদের বকেয়া সুদের মধ্যে কত টাকা পরিশোধ করেছেন ?

উত্তর

১। ব্যাংকগুলো কতজন রিক্সা শ্রমিককে ঋণ দিয়েছে তার হিসাব আমাদের কাছে নেই তবে যে সব রিক্সা শ্রমিক ঋণ নিয়েছেন এবং ঋণ পত্র নবীকরণ করেছেন তাদের

সংখ্যা হল ১৯৭৮-ইং সনে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১৩৮৯ জন। এদের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ মোট ১১,৫৭,৩৩০·৬৭ টাকা উক্ত সময় পর্য্যন্ত ঐ ঋণের সুদের পরিমাণ হল ১,৬৬,৮০৯·৩৬ টাকা।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে সরকার মোট ১,৬৬,৮০৯·৩৬ সুদ বাবত ব্যাংক গুলিকে দিতেছেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 187

By—Shri Mandida Ring.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য দশাদার জলসেচের জন্য পাম্প হাউজের কাজ বন্ধ হইয়া আছে?

২। সত্য হইলে এই পাম্প হাউজের কাজ চালু করিবার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 194

By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Law Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন কোর্টে কত মামলা বিচারাধীন আছে?

উত্তর

৩১শে জানুয়ারী ১৯৮০ সাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন কোর্টে ১৫৪৪৯টি মামলা বিচারাধীন ছিল।

প্রশ্ন

২। এর মধ্যে কত মামলা ১০ বৎসরের এবং কত মামলা ৫ বছরের উর্দ্ধে বিচারাধীন আছে (পৃথক পৃথক হিসাব)?

উত্তর

এর মধ্যে ১৬২টি মামলা ১০ বৎসরের উর্দ্ধে এবং ২০১৯টি মামলা ৫ বৎসরের উর্দ্ধে বিচারাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 202

By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ঘোষণা দিয়াছে যে তারা আসন্ন "ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ" অনুষ্ঠিত হতে দেবেনা,

২। এ বিষয়ে এ সকল দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সমূহের কোন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে কি ?

৩। এই নির্বাচন অনুষ্ঠানকে বাধা দিয়ে আইন শৃঙ্খলা জনিত কৃত্রিম সমস্যা সৃষ্টি করার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। আমরা বাঙ্গালী।

২। আমরা বাঙ্গালী দলের কেন্দ্রীয় কমিটি জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তাহাদের বিরোধীতা প্রকাশ করেছেন।

৩। কোন্ সংস্থা যাতে এই বিষয়ে নিয়ে আইন শৃঙ্খলা জনিত সমস্যা সৃষ্ঠি করিতে না পারে সেই জন্য সরকার সর্তক দৃষ্টি রাখিতেছেন ও সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থা নিতেছেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 210

By—Shri Matahari Choudhury.

Will the Hon'ble Ministe1-in-charge of the Home Deptt. be pleased to State—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকার রাজ্যে কালোবাজারী রোধ করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

২। সরকার অবগত আছেন কি যে গ্রামে চুরি হইলে সাব্রুম থানায় এজাহার করা সত্ত্বেও কোন তদন্ত করা হয় না।

৩। ইহা কি সত্য যে সাব্রুম গার্দ্ধাং হাইস্কুলে পর পর 8 বার চুরি হয়েছিল কোন তদন্তের ব্যবস্থা হয়নি।

উত্তর

১। পুলিশের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ ও খাদ্য দপ্তরের অফিসারগন যুগ্মভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ডিলারদের দোকান দেখাশুনা করিতেছেন। সমস্ত থানা ও মহকুমার পুলিশ দপ্তরকে এই ব্যাপারে তদারকির কাজ জোরদার করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহারা প্রচলিত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্র্যের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক মহকুমায় সরকারী ও বেসকারী প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত কমিটি এই বিষয়ে নজর রাখেন।

২। সরকারের নিকট এ ধরনের কোন সংবাদ নাই।

৩। না মহাশয় ইহা ঠিক নহে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 218

by—Shri M. L. Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে বর্ডার এলাকা সহ বিভিন্ন ব্লক এরিয়ায় পাওয়ার টীলারের সাহায্যে গরীব, ও প্রান্তিক চাষীদের চাষাবাদ করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কিনা ?

২। করে থাকলে, কোথায়, কোথায় এবং কিভাবে চাষীরা তাহার সুযোগ পাবে ?

উত্তর

১। ভাড়া কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

২। ভাড়া কেন্দ্রের স্থান এখনও চূড়ান্ত ভাবে নির্দ্ধারিত হয়নি।

ভাড়া কেন্দ্রগুলি স্থাপনের পর কৃষকগণ ঐ সমস্ত কেন্দ্র থেকে সরকার নির্দ্ধারিত ন্যায্য ভাড়ায় পাওয়ার টিলার চাষের জন্য ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।

ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. 237

Shri Gautam Dutta, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিশালগড় থানার এ, এস, আই শ্রীতপন দেবকে বদলীর আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

২। যদি সত্য হয় তবে কবে এই আদেশ হয়েছিল এবং এই আদেশ কার্য্যকরী হয়েছে কিনা ?

৩। যদি আদেশ কার্য্যকরী না হয়ে থাকে তবে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১। হাঁ মহাশয়।

২। গত ১২।৯।৭৯ ইং তারিখে। বদলীর আদেশ এখনও কার্য্যকর করা হয় নাই।

৩। লোকসভার নির্বাচন ও আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা জনিত কারণে বদলীর আদেশ কার্য্যকরী করা যায় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 242

By—Shri Gautam Dutta

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিশালগড় এগ্রি-প্রডিউস মার্কেটে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদকদের জন্য তৈরী সিডগুলি উৎপাদকরা ব্যবহার করতে পারছেন না।

২। সত্য হলে উৎপাদকরা যাতে এই সিডগুলি ব্যবহার করতে পারেন তারজন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। কেবলমাত্র ধান ও চাউল উৎপাদকদের জন্যে তৈরী সেডগুলির বেশ কিছু অংশ উৎপাদকরা আপাততঃ ব্যবহার করতে পারছেন না।

২। সদর মহকুমা শাসক, এডমিনিস্ট্রেটর, বিশালগড় এগ্রিঃ প্রডিউস্ মার্কেট, ও স্থানীয় এম, এল, এ সম্মিলিত ভাবে সেড দখলকারী ব্যবসায়ীদের সহিত যোগাযোগ ক্রমে এই সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে ২০।৩।৮০ ইং তারিখের মধ্যে সেডটির ৫০% জায়গা কেবলমাত্র উৎপাদকদের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

## PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 6
By—Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে কতটা কৃষি ফার্ম ও বীজ পরিবর্দ্ধন খামার আছে? (নাম সহ)

২। গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন ফার্মের জন্য বিভিন্ন খাতে কত টাকা বরাদ্দ ছিল এবং কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

৩। এ সমস্ত ফার্মগুলির মাধ্যমে গত পাঁচ বছরে সরকারের কত টাকা আয় হয়েছে? (ফার্ম ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। সারা রাজ্যে মোট তেইশটি কৃষি ফার্ম ও বীজ পরিবর্দ্ধন খামার আছে। খামারগুলির নাম এইরূপ ঃ—

১) চোরাইবাড়ী বীজ পরিবর্দ্ধন খামার
২) পানিসাগর ,,
৩) করমছড়া ,,
৪) আভাঙ্গা ,,
৫) তেলিয়ামুড়া ,,
৬) নলছড় ,,
৭) মাইছড়া ,,
৮) কাঁঠালিয়াছড়া ,,
৯) রূপাইছড়ি ,,
১০) গকুলপুর ,,
১১) রাংকাং ,,
১২) লেম্বুছড়া পরীক্ষণ খামার
১৩) অরুন্ধুতীনগর ,,
১৪) নবীনছড়া প্রদর্শনী খামার
১৫) কাঁঠালছড়া ,,
১৬) লালছড়া ,,

১৭) ক্ষেত্রীছড়া ,,
১৮) বিশ্রামগঞ্জ ,,
১৯) মনু ,,
২০) কালাডেফা ,,
২১) দক্ষিণ হিচাছড়া ,,
২২) জগবন্ধুপাড়া ,,
২৩) বঙ্করাইবাড়ী ,,

২। গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন ফার্মের জন্য বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ এইরূপ ঃ---

| খাত | টাকার হিসাবে | |
|---|---|---|
| | বরাদ্দ | ব্যয় |
| ১। বেতন | ১০,০৪,০০০ | ৮,৯৮,৭০০ |
| ২। মজুরী | ১,১৯,০০০ | ৩,২৩,৮০০ |
| ৩। অন্তবর্তী সাহায্য | ৭৪,০০০ | ৩৯,৯০০ |
| ৪। ভ্রমণ খরচ | ১,২৬,০০০ | ৬৭,৯০০ |
| ৫। অফিস খরচ | ৩৩,০০০ | ২৮,৬০০ |
| ৬। অনুদান | ১,৭৮,০০০ | ২,৫২,০০০ |
| ৭। মাইনর ওয়ার্ক | ১০,৩৫,০০০ | ১০,৭৪,২০০ |
| ৮। মেশিন যন্ত্রপাতি | ৩,৩১,০০০ | ৪,৯৮,৬০০ |
| ৯। সংস্কার মেরামতি | ৩,০৬,৫০০ | ৩,১৫,২০০ |
| ১০। অন্যান্য খরচ | ১৭,৫৭,৫০০ | ১৭,৮৩,৬০০ |
| মোট | ৪৯,৪৪,০০০ | ৫২,৮২,৫০০ |

৩। গত পাঁচ বছরে ফার্ম ভিত্তিক আয়ের হিসাব এইরূপ ঃ---

| ফার্মের নাম | | আয় (টাকার হিসাবে) |
|---|---|---|
| ১। চোরাইবাড়ী বীজ পরিবর্দ্ধন খামার | | ৩,১৮,১০১·৩৯ |
| ২। পানিসাগর | ,, | ৫৪,৭৪২·৩০ |
| ৩। করমছড়া | ,, | ৫১,৫৭২·৬০ |
| ৪। আভাঙ্গা | ,, | ১,২৩,৯৭৪·৯০ |
| ৫। তেলিয়ামুড়া | ,, | ১,৮২,৮৮৫·১২ |
| ৬। নলছড় | ,, | ১,৭৯,৯৯৯·৪৫ |
| ৭। কাঁঠালিয়াছড়া | ,, | ৮০,৪০৯·০০ |
| ৮। রূপাইছড়ি | ,, | ৬২,১০৪·০০ |
| ৯। গকুলপুর | ,, | ১,৪৯,১১৪·৪৪ |
| ১০। মাইছড়া | ,, | তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে। |
| ১১। রাংকাং | ,, | |

| | | |
|---|---|---|
| ১২। | মেঘুছড়া পরিক্ষণ খামার | ৩৯,৭২৯·৭১ |
| ১৩। | নবীনছড়া প্রদর্শনী খামার | ৫১.১২১·১৭ |
| ১৪। | কাঁঠালছড়া ,, | ২০,০৮০·২৫ |
| ১৫। | লালছড়া ,, | ৬১,৬২৭·০১ |
| ১৬। | ক্ষেত্রীছড়া ,, | ১৬,২১২·৭৫ |
| ১৭। | বিশ্রামগঞ্জ ,, | ৫,৭৯০·২০ |
| ১৮। | মনু ,, | ৯৩,২৭৮·৩৪ |
| ১৯। | কাঞ্চনছড়া ,, | ৫,৯৫৯·০০ |
| ২০। | দক্ষিণ হিচাছড়া ,, | ২২,০৩৫·০০ |
| ২১। | জগবন্ধুপাড়া ,, | তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে। |
| ২২। | বঙ্করাই বাড়ী ,, | |
| ২৩। | অরুন্ধুতীনগর রিসার্চ ফার্ম | |

Admitted Un-starred Question No. 11
By—Shri Drao Kumar Reang

Will the Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। চাটার্জ্জী ও বর্মন কমিশানের জন্য বিভিন্ন খাতে যথা পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, চেয়ারম্যানদের বেতন ভাতা, কর্মচারীদের বেতন ভাতা, স্বাক্ষীদের ভ্রমন ও রাহা খরচ ইত্যাদি বাবৎ কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ? (পৃথক পৃথক হিসাব) ;

উত্তর

১। উপরোক্ত প্রশ্নে উল্লেখিত বিভিন্ন খাতে বর্মন ও চাটার্জ্জী কমিশানের খরচার পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ—

| | বর্মণ কমিশান | চাটার্জ্জী কমিশান |
|---|---|---|
| ক) পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাবৎ ব্যয় — | ২৩,৮৯২·৬১ পঃ | ৮,৭৩০·৯৬ পঃ |
| খ) কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ১,৭২,৫৯৫·৯৮ ,, | ১০,১৮৩·১৫ পঃ |
| গ) স্বাক্ষীদের ভ্রমণ ও রাহা খরচ | ১,৫৩৭·০০ পঃ | ৫,১৬৪·২৫ পঃ |
| ঘ) চেয়ারম্যানদের বেতন ও ভাতা | ৬১,২১৯·৫১ পঃ | ১৯,২২২·০০ পঃ |
| (টি, এ, ব্যতীত) | ২,৫৯,২৪৫·১০ পঃ | ৪৩,২৯৯·৫৬ পঃ |
| টি, এ, বাবৎ ব্যয়— | ১৪,২৫৩·৭৫ পঃ | ৫,৭১৬·২৫ পঃ |
| | ২,৭৩,৪৯৮·৮৫ পঃ | ৪৯,০১৫·৮১ পঃ |

প্রশ্ন

২) কমিশান দুটির রিপোর্ট মোতাবেক কাহারও বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে কি ?

উত্তর

২) দুটি কমিশানের রিপোর্ট'ই তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটির নিকট পরীক্ষাধীন আছে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

প্রশ্ন

৩) নেওয়া হইলে কাহাদের কাহাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হইয়াছে ? এবং

উত্তর

৩) ২য় প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন

৪) ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ফলাফল ?

উত্তর

৪) ২য় প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Assembly Un-starred Question No. 12
By Shri Drao Kumar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

বর্তমান আর্থিক বছরের (১৯৭৯-৮০) ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮০ পর্য্যন্ত বাজেটের মোট কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তার দপ্তর-ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

দপ্তর-ভিত্তিক হিসাব সম্পূর্ণকরণ সময়-সাপেক্ষ।

Admitted Un-starred Question No. 14
By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Planning & Co-ordination Department be pleased to state—

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ১) ইহা কি সত্য যে রাজ্য সমুহের ১৯৮০-৮১ সালের যোজনা বরাদ্দ চূড়ান্তকরণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক স্তরে কোন আলোচনা হয় নাই ; এবং | —হ্যাঁ : |
| ২) ইহা কি সত্য যে, এর ফলে রাজ্যের অনেকগুলো উন্নয়ন প্রকল্প বাদ পড়েছে ; | মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রিয় অর্থমন্ত্রীর নিকট একটি চিঠিতে ৩৯·১০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। যাহা হোক, যোজনা কমিশন অফিসার পর্য্যায়ের আলোচনার পর ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। রাজ্য সরকার তাই ১৯৮০-৮১ সালের আপাততঃ বরাদ্দকৃত ৩৫ কোটি টাকার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের প্রস্তাবিত বরাদ্দ কমাইয়া উন্নয়ন প্রকল্পগুলির পুনর্বিন্যাস করিয়াছে। |
| ৩) যদি সত্য হয় তবে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত কোন কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাদ পড়েছে এবং কোন্ কোন্ প্রকল্পে প্রস্তাবিত বরাদ্দ কমানো হয়েছে ? | |

Admitted Un-starred Question No. 17
By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Depaitment be pleased to state—

১) ১৯৭৯-৮০ আথিক বছরের পরিকল্পনার জন্য ব্যয় বরাদ্দের কত পরিমাণ অব্যয়িত রয়েছে দপ্তর ভিত্তিক হিসেব ?

১) ১৯৭৯-৮০ আথিক বছরে রাজ্য পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দকৃত ২৮ কোটি টাকার মধ্যে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ ইং পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা এবং বরাদ্দকৃত অর্থের অবশিষ্টাংশ ১৩ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ১৯৮০ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসের মধ্যে ব্যয়িত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২) অব্যয়িত থাকলে তার কারণসমূহ ?

২) আশা করা যাইতেছে যে বরাদ্দকৃত ২৮ কোটি টাকাই বর্তমান আথিক বৎসরে (১৯৭৯-৮০) ব্যয়িত হইবে ?

Admitted Un-starred Question No. 25

By—Shri M. L. Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

১। সারা ত্রিপুরায় কোন কোন বিভাগে ভূমি সংরক্ষন স্কীম চালু হয়েছে এবং কত এলাকা ঐ স্কীমের আওতাভুক্ত হয়েছে।

২। খোয়াই বিভাগের কোন্ কোন্ এলাকা ঐ স্কীমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং যে সমস্ত এলাকা বাকী রয়েছে সেই এলাকাগুলি স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি ?

৩। ইহা কি সত্য যে ঐ স্কীমে পরিচালনার জন্য আলাদা কোন দপ্তর না থাকায় কাজের অগ্রগতি হইতেছে না। যদি সত্য হয় তবে তাহার ব্যবস্থা করা হবে কি ?

৪। এই স্কীমে শতকরা ৫০ ভাগ ও শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তকী দিবার যে নীতি তাহা কিভাবে স্থির করা হয় ?

উত্তর

১। সব বিভাগেই কৃষি বিভাগের ভূমি সংরক্ষন স্কীম চালু হয়েছে এবং মোট ৩৮৪টি এলাকা ঐ স্কীমের আওতাভুক্ত হয়েছে।

২। খোয়াই বিভাগের নিম্নলিখিত এলাকাগুলি ঐ স্কীমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ঃ—

| পঞ্চাশ শতাংশ ভর্তুকীতে | এক'শ শতাংশ ভর্তুকীতে |
|---|---|
| ১। দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট | ১। বাইজল বাড়ী (দক্ষিণ পদ্মবিল) |
| ২। উত্তর পদ্মবিল | ২। লক্ষীনারায়ণপুর |
| ৩। উত্তর ঘিলাতলী | ৩। বেহালা বাড়ী |
| ৪। পশ্চিম লক্ষীছড়া | ৪। পূর্ব চাম্পাছড়া |
| ৫। পূর্ব কল্যাণপুর | |
| ৬। রতনপুর | |
| ৭। বেলছড়া | |
| ৮। গয়ামনি | |
| ৯। তখিরাই পাড়া (বাদলা বাড়ী) | |
| ১০। পূর্ব রামচন্দ্রঘাট | |
| ১১। কোচ কলোনী | |
| ১২। মিদনাছড়া | |
| ১৩। দুর্গাপুর | |
| ১৪। ঘিলাতলী | |
| ১৫। পশ্চিম সিঙ্গিছড়া | |
| ১৬। পূর্ব গনকি | |
| ১৭। পশ্চিম কল্যাণপুর | |
| ১৮। পশ্চিম কুঞ্জবন | |
| ১৯। বৈষ্ণব কলোনী | |
| ২০। দক্ষিণ মহারাণী | |
| ২১। দ্বারিকাপুর | |
| ২২। প্রমোদনগর | |
| ২৩। পহরমুড়া | |
| ২৪। ধলাবিল | |
| ২৫। রামদয়াল বাড়ী | |
| ২৬। পাগলা বাড়ী | |
| ২৭। সোনারায় বাড়ী | |
| ২৮। শান্তিনগর | |
| ২৯। সোনাতলা কলোনী | |

সম্ভবস্থলে বাকী এলাকাগুলিকেও পর্য্যায়ক্রমে স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

২। ভূমি সংরক্ষন পরিকল্পনার পরিচালনার জন্য আলাদা দপ্তর না থাকায় কাজের অগ্রগতি হইতেছে না ইহা আংশিক সত্য তবে ভবিষ্যতে আলাদা ভূমি সংরক্ষন দপ্তর গঠনের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

৪। সাধারণভাবে, উপজাতি ও জুমিয়াদের খাস ও এলটি জমির উন্নয়নের একশত শতাংশ এবং জোত জমির ক্ষেত্রে পঞ্চাশ শতাংশ ভর্ত্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থাদি নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

## PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Tuesday, 25th March, 1980

The House met in the Assembly House (Ujjaynta Palace), Agartala, at 11.00 A. M. on Tuesday, the 25th March, 1980.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Hon'ble Speaker in the Chair, the Chief Minister, 9 (Nine) Ministers, Deputy Speaker and 42 Members.

প্রশ্ন এবং উত্তর

অধ্যক্ষ মহাশয়—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ— কোয়েশ্চান নং ৩।

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন্ কোন্ সম্প্রদায় সিডিউল্ড কাষ্ট এবং কোন্ কোন্ সম্প্রদায় ব্যাক-ওয়াড' কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত ?

২। ব্যাকওয়াড' কমিউনিটির ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সরকারী সুযোগ সুবিধা আছে কি না ?

৩। না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে নিম্নলিখিত ৩২ টি সম্প্রদায় সিডিউল্ড কাষ্টের অন্তর্ভুক্ত :—

(১) বাগ্দি (২) ভুঁইমালী (৩) ভ্পার (৪) চামার, মুচি (৫) দন্ডসী (৬) ধেনুয়ার (৭) ধোবা (৮) ডোম (৯) ঘাসী (১০) গৌর (১১) জালিয়া কৈবর্ত (১২) কাহার (১৩) কালিন্দী (১৪) গুর (১৫) কন্ (১৬) কাদ্ (১৭) কনুঘ (১৮) কেওট (১৯) খাদিত (২০) খালিয়া (২১) কোচ (২২) কয়ার (২৩) কোল (২৪) কোরা (২৫) কোঠাল (২৬) মাহিষ্য দাস (২৭) মালী (২৮) মেথর (২৯) মুসাহর (৩০) নমঃ শুদ্র (৩১) পাটনী (৩২) সবর।

উল্লিখিত ৩২ টি তপশিলী জাতিভুক্ত সম্প্রদায় এবং ১৯ টি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণ ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়কে ব্যাকওয়াড' কমিউনিটি হিসাবে ঘোষণা করা হয় নাই।

২। হ্যাঁ।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

এখানে মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে সিডিউল্ড কাষ্ট ছাড়া ব্যাকওয়াড' কমিউনিটি হিসাবে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট থেকে আজও কোন নাম নির্ধারিত হয় নাই। তবে তপশীল জাতি ও উপজাতিভুক্ত লোকদের মত নিম্ন লিখিত সম্প্রদায়ের লোকেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। সেগুলি হল, বংখল, মনীপুরি, নাগার্চি বা শব্দকর, তাঁতী বা যোগী এবং কপালী সম্প্রদায়। বিদ্যালয়ে ১ম হইতে ১০ম শ্রেনী পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীদের কোন টুইশান ফি নেওয়া হয় না। এখন অবশ্য কারও কাছ থেকেই নেওয়া হয় না।

শ্রীরামকুমার নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে যে সব সুযোগ সুবিধার কথা বললেন, সেগুলির সার্কুলার দেওয়া হয় কি? আমি গত ২৪শে জানুয়ারী এক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম যে বংখল, নাগার্চি, মনিপুরী, শব্দকর, তাঁতী বা যোগী এদের প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ, পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ, এটেনডেন্স স্কলারশিপ ইত্যাদি স্কলারশিপ দেওয়া হয়ে থাকে এই সব স্কলারশিপের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফর সিডিউল্ড ট্রাইবস এণ্ড সিডিউল্ড কাষ্ট ওনলি। এইসব সুযোগ সুবিধা আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিনিটির জন্যও দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব — মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তর বুঝার মধ্যে একটু গোলমাল ছিল। প্রশ্ন ছিল সিডিউল্ড কাষ্ট এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস এণ্ড আদার ব্যাকওয়াড' কমিউনিটি — তবে ত্রিপুরা রাজ্যে আদার ব্যাকওয়াড' ক্লাসেস হিসাবে কোন সম্প্রদায়ের নাম ইয়ার মার্ক করা হয় নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাকওয়াড' ক্লাসেস বলে কিছু নাই—তবে বাংখল, মনিপুরী, নাগার্চি, ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের ফি সম্পূর্ণ ফী করা হয়েছিল এবং এটা এখনও আছে। আর অন্যান্য স্টাইপেণ্ড-এর ক্ষেত্রে সিডিউল্ড কাষ্ট এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস-এর ছাত্রছাত্রীরা যেগুলি ভোগ করে সেগুলি তাদের ক্ষেত্রে একস্টেণ্ড করা হয় নাই।

শ্রীরাম কুমার নাথ — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, টিউশান ফি এখন সবার জন্যই মাপ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবের ছাত্রছাত্রীদের মত আদার ব্যাক-ওয়াড' কমিউনিটির ছাত্রছাত্রীরাও সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার. সেটা সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ, পোষ্ট মেট্রিমক স্কলারশিপ এ ছাড়া বোর্ডিং হাউস স্টাইপেণ্ড ফর এস, টি, /এস, সি, এটেন্‌ডেন্স স্টাইপেণ্ড ফর এস টি, এণ্ড এস, সি, পোষাক সরবরাহ সেটাও ফর, এস, টি, এণ্ড এস, সি মেয়েদের জন্য এবং টিউশান ফি সকলের জন্য যদি এই কথা সত্য হয়, , তাহলে আদার ব্যাকওয়াড' কমিউনিটির জন্য বিশেষ কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য প্রশ্নের জবাব বুঝতে পারেন নাই। ত্রিপুরাতে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব ছাড়া আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কারা কারা হবে সেটা আজও নির্ধারিত হয় নাই। সেটা কেন্দ্রীয় সরকারও ঠিক করেন নাই এবং ত্রিপুরার সরকারও ঠিক করেন নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যারা নন-সিডিউল্ড কাষ্ট এবং নন-সিডিউল্ড ট্রাইব তারা মেজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে এইসপর্কে জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই সাপ্লিমেন্টারী আসেনা।

শ্রীনকুল দাস— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির ক্ষেত্রে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার একটা নর্মস আছে তাদের চাকরীর ক্ষেত্রে রিজার্ভেশান দেওয়া হয় এবং এই ব্যাপারে ব্যাক ওয়ার্ড কমিশনের সুপারিশও আছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কিছু চিন্তা করছেন কি?

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার, ব্যাকওয়ার্ড কমিশন সুপারিশ করতে পারেন। একটা কমিশন অনেক কিছুই রিকমানডেশান করেন, কিন্তু সেটা সরকার গ্রহন করতেও পারেন, গ্রহণ নাও করতে পারেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাকয়ার্ড ক্লাসেস বলে কিছু নির্ধারিত হয় নাই, আর এর জন্য কনস্টিটিউশানেও কোন প্রভিশান নাই। তবুও সরকার থেকে নাগাচি' ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকদের, যাদের চোখের সামনে অনগ্রসর বলে মনে হয়, তাদের চাকরীর ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীতরণী মোহন সিংহ।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ—কোয়েশ্চান নং ৩৪।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৪, এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট।

প্রশ্ন :

১) সংস্কৃত তীর্থ উপাধিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্নাতকোত্তর (এম. এ) ডিগ্রীর বেতন হার চালু করিবার বিষয়টি সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন আছে বলে ২০।৩।৭৯ ইং তারিখের আনস্টার্ড ৪১ (একচল্লিশ) নং প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলা হয়েছিল তদনুযায়ী আলোচ্য বিষয়টি বিশেষ বিবেচনা করিতে সরকারের আর কতদিন সময় লাগিবে?

উত্তর :

১) এই ব্যাপারে কোন সময় নির্দিষ্ট করিয়া বলা সম্ভব নয়। তবে এই ব্যাপারে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

প্রশ্ন :—

২) আলোচ্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের মর্মানুসারে কেবল মাত্র বংঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ (কলকাতা) হইতে 'তীর্থ' উপাধিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্নাতকোত্তর (এম. এ) ডিগ্রীর সমতুল্য বেতনহার চালু করিবার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করিবেন কি?

উত্তর :

২) এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কোন নির্দে'শ দেন নাই কাজেই তাহা বিবেচনা করিবার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কোন অনুরোধ করে নি, তাহলে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন অনুরোধ করবেন কি না?

শ্রীদশরথ দেব :— কি করে অনুরোধ করা যাবে? সে প্রশ্ন উঠেনা। বিষয়টি হল কেন্দ্রীয় সংস্কৃত পর্ষদের পরামর্শ অনুসারে ১৯৬৪ ইং সনের জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা বংগীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ হইতে তীর্থ উপাধিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্নাতকোত্তর এম. এ ডিগ্রীর সমতুল্য বেতন করার একটা কথা ঘোষণা করেন। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত সরকারগুলিকে সেটা বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয় কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন রাজ্য সরকার সেটা বিবেচনা করেছে বলে আমাদের জানা নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরোক্ত কোন অনুরোধ বিবেচনা করার কোন উদ্যোগ ইতিমধ্যে নেওয়া হয়নি। বর্তমান বামফ্রণ্ট সরকার এই অনুরোধ নীতিগত-ভাবে গ্রহণ করেছে এবং বংগীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক পদও.এম এ. ডিগ্রীর সমতুল্য করার জন্য একটা প্রস্তাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন ক্রমে বিগত ২৯-১২-৭৯ ইং তারিখে মন্ত্রী পরিষদের নিকট পেশ করার জন্য এই প্রস্তাব পাঠানো হয়। এই প্রস্তাব মন্ত্রী পরিষদের সভায় বিগত ১৯-১-৮০ তারিখে পেশ করা হয়। মন্ত্রী পরিষদ এই ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিম-বঙ্গের সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা জানতে চাওয়া হয়। বিগত ২৮-১-৮০ ইং তারিখে চিঠি লিখা হয়েছে এবং পরবর্ত্তী সময়ে রিমাইণ্ডারও দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। এই সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া গেলে যথা সময়ে মন্ত্রী পরিষদ বিষয়টি বিবেচনা করবেন। কাজেই বামফ্রণ্ট সরকার বিষয়টি নিয়ে বসে থাকে নি। আমাদের তরফ থেকে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছি।

মি: স্পীকার :— শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা : —মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩৬, এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩৬!

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮—৮০ সনের আর্থিক বছরে জমপুইজলা হাই স্কুলের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফার্নি-চার, স্পোর্টস গুডস, ইকুইপমেণ্টস, টাইপ রাইটার ক্রয় করার জন্য ছাত্রাবাসটি রিকনস্ট্রাকশন-এর জন্য কোন টেণ্ডার ডাকা হয়েছিল কি না?

২) যদি ডাকা হয়ে থাকে তাহলে উপরোক্ত টেণ্ডার মূলে উল্লেখিত জিনিসগুলি ক্রয় করা হয়েছিল কিনা এবং রিকনস্ট্রাকশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিনা?

উত্তর

১) ফার্নিচার, স্পোর্টস গুডস, ইকুইপমেণ্ট ও টাইপ রাইটার ক্রয় করার জন্য টেণ্ডার ডাকা হয়েছিল।

২) ১৯৭৯-৮০ আর্থিক সন ৩১শে মার্চ শেষ হইবে। টেণ্ডার অনুসারে উপরিউক্ত জিনিস ৩১শে মার্চের মধ্যে ক্রয় করা সম্পন্ন হইতে পারে :

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :— সাপলিমেণ্টারী স্যার, এই যে ফার্নিচার, স্পোর্টস গুডস ইত্যাদি গত বৎসর সম্ভবত : মার্চ এপ্রিল মাসে টেণ্ডার কল করা হয়েছিল। এত বিলম্ব হওয়ার কারন কি সেটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার খবর নিয়ে দেখতে হবে। কারণ এই ছাত্রাবাসটি রিকনস্টাকশনের জন্য ১,২১,১০০ টাকা মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। টেণ্ডার পূর্ত দপ্তর কল করবে। ফার্নিচার ইত্যাদি বাবদ যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা আমি খবর নিয়ে হাউসকে জানাতে পারব।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :— সাপ্লিমেটারী স্যার, রিকনস্টাকশনের কাজ এই মার্চ মাসে হওয়ার কথা ছিল না। এটা অনেক আগেই করার কথা ছিল। কাজেই কাজটা আদৌ হয়েছে কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :—কমপ্লিট হয় নি। তবে শিক্ষা দপ্তর থেকে রিকনষ্ট্রাকশন বাবদ বেশ কয়েক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে পুর্ত্ত দপ্তরকে। পুর্ত্ত দপ্তরকে টাকা তুলে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের। আমরা আমাদের কাজ করেছি।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গত বৎসর এই স্কুলঘর পুড়ে যাওয়ায় ছাত্ররা নিজেদের বাড়ী থেকে বস্তা, চাটাই এনে পড়াশুনা করেছে। কয়েক মাস আগে যখন ফার্নিচার পৌছে নি তখন ছাত্ররা ষ্ট্রাইক করে এবং তাড়াহোড়া করে প্রধান শিক্ষক মহাশয় কিছু ফার্নিচার আনেন এবং গত ৮ই মার্চ আবার স্কুলঘরটি পুড়ে যায় এবং এখন ছাত্রদের বসে পড়াশুনা করার মত স্থান নেই। কাজেই অনতিবিলম্বে ফার্নিচার আনার ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ফার্নিচারের অভাব সব স্কুলেই প্রায় রয়েছে। এই ব্যাপারে এক লক্ষ টাকা স্যাংশন করে ইনস্পেক্টারদের কাছে দেওয়া হয়েছে যাতে ফার্নিচারের অভাবটা কিছুটা পূরণ করতে পারে এবং এক বছরে ফার্নিচারের অভাব দূর করা সম্ভব নয় কারণ এত টাকা সরকারের তহবিলে নেই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬৪, এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬৪।

প্রশ্ন

১) আগরতলার বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রটিকে পুর্ণাংগ বিশ্ব বিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

২) পুর্ণাংগ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করতে বর্ত্তমানে কি কি বাধা রয়েছে ?

উত্তর

১) আগরতলা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রটিকে পুর্ণাংগ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য রাজ্য সরকার ষষ্ঠ বার্ষিক পরিকল্পনায় ঐ কেন্দ্রটির সার্ব্বাংগীন উন্নতির প্রস্তাব করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার পূর্ব্বে বর্ত্তমান কেন্দ্রটির উপযুক্ত উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন।

২) বর্ত্তমানে উপযুক্ত বাড়ীঘর শিক্ষক ছাত্র ও আর্থিক বরাদ্দের অভাবই বাধা হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী :—এই যে আর্থিক বাধার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলে থাকেন, সে বাধা কি করে দূর করা হবে ?

শ্রীদশরথ দেব :—সরকারের এ ব্যাপারে এক মাত্র পথ আছে ইউ, জি, সি, এর সাহায্য। এই ইউ, জি, সি এর সাহায্য ছাড়া সেই বাধা দূর করা সম্ভব হয় না। ইউ, জি, সি, ইতিমধ্যে আমাদের ৬০ লক্ষ টাকা দিয়েছে। এই টাকা দিয়ে আমরা ৬ষ্ঠ বার্ষিকী পরিকল্পনায় সূর্য্যনগরে যে ১০০ একর টিলা জমি আছে তা পরিষ্কার করব এবং কাটাতারের বেড়া দেব। এ ছাড়া আমাদের যে পোষ্ট গ্রেজুয়েট সেণ্টার আছে সেখানে রুমের অভাব। এই টাকা দিয়ে সেখানে কিছু রুম বাড়ানো হবে। যাতে সেখানে কিছু শিফ্‌ট করতে পারি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬।

শ্রীদশরথ দেব :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় আইন কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকলে উহার কাজ কতদূর এগিয়েছে ?

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে উহা কার্য্যকরী হবে কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। আইন কলেজ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগৃহীত হচ্ছে।

৩। না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যাতে তাড়াতাড়ি এই আইন কলেজ স্থাপন হতে পারে তার জন্য সরকার থেকে কি কি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীদশরথ দেব :—৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় এই আইন কলেজ যাতে চালু হতে পারে সে জন্য, সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুমোদন চেয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটি শর্তে অনুমতি দিয়েছে। কলেজটির জন্য পৃথক একটি বাড়ী এই শর্ত সাপক্ষের মধ্যে রয়েছে। রাজ্য সরকার আইন কলেজের জন্য বাড়ী অনুসন্ধান করছেন। তবে রাজ্যের জনসাধারণের সুবিধার্থে এই আইন কলেজ যাতে সন্ধায় বসে তার জন্যও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অনুমতি চাওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যাতে আইন কলেজ চালু করা যায় তার জন্য কোন বিদ্যালয়কে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু উপযুক্ত অধ্যাপক পাওয়াতে অসুবিধা আছে। এই অধ্যাপকদের যোগ্যতা হবে এল. এল. এম। অর্থাৎ মাষ্টার ডিগ্রী ইন ল। এই মাষ্টার ডিগ্রী ইন ল পাওয়া খুবই কঠিন। এই এল, এল, এম, অধ্যাপক যদি না পাওয়া যায়, তাহলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ চালু হবার জন্য অনুমতি দেবেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এই এল, এল, এম; ডিগ্রীপ্রাপ্ত লোকদের আগরতলার বাইরে থেকে আনতে কোন বাধা আছে কি?

শ্রীদশরথ দেব :—কেহ আসবেই না বাইরে থেকে। কারণ মাষ্টার ডিগ্রী ইন ল যারা আছেন, তারা একাধারে কোর্টে প্র্যাকটিস করেন আবার ক্লাশও করে থাকেন। অধিকাংশ অধ্যাপকই পার্ট টাইমে ক্লাশ নিয়ে থাকেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯।

শ্রীদশরথ দেব :—কোয়েশ্চান নম্বর ৮৯।

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার বর্তমান আর্থিক বছরে সারা ত্রিপুরায় উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের পুনর্বাসনের জন্য কয়টি উপজাতি কলোনী স্থাপন করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন?

২। রাবার চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে উপজাতি কৃষকদের পুনর্বাসনের কোনরূপ পরিকল্পনা সরকার নেবেন কি?

৩। যদি নেন তবে এ বিষয়ে কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

উত্তর

১। ১৯৭৯-৮০ ইং সনে ষ্টেট প্ল্যানে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষসহায় প্রকল্পে কম পক্ষে ১৭৪৬ উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইতেছে। কলোনীর সংখ্যা স্থিরীকৃত নাই। তবে প্রতিটি প্রকল্পে ৫০ পরিবার বা তদূর্দ্ধ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়।

পূর্বে পুনর্বাসন প্রতি উপজাতি পরিবারকে রাবার চাষে উৎসাহিত করার জন্য এই চলিত বৎসরে প্রকল্প রচনা করা হইয়াছে।

উল্লিখিত প্রকল্প রূপায়নের জন্য বর্তমানে নিম্নলিখিত স্থানে উপযুক্ত ভূমির নির্বাচন করা হইয়াছে :—

১। ধর্মনগর মহকুমার সাতনালা।

২। সোনামুড়া মহকুমার জগৎরামপুর।

৩। উদয়পুর মহকুমার ফুলকুমারী।

৪। কৈলাশহর মহকুমার উত্তর ধুমাছড়া।

উপযুক্ত ভূমি সন্ধান লাভের জন্য এবং আর্থিক সংগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আরও উপরোক্ত জায়গা এই প্রকল্পের অধীনে নেওয়া হইবে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :-- কমলপুর মহকুমার গঙ্গানগর অঞ্চলে উপজাতি কৃষকদের পুনর্বাসন দিয়ে রাবার চাষের আওতায় আনার পরিকল্পনা সরকার করবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— কিসের উপর ভিত্তি করে উপজাতি কলোনীর স্থান নির্ধারণ করা হয় তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— এখানে জমি খুব কম। তাই পুনর্বাসনের ভিত্তি বলতে যা বুঝতে পারা যায় তার সম্ভাবনা খুবই কম। এর জন্য রাবার চাষ এবং অন্যান্য চাষ মিলিয়ে একটি মালটি পারপাস কলোনী করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাবার এবং অন্যান্য চাষের জন্য উপজাতি কল্যান দপ্তর থেকে ৪,০০০্ টাকা এবং অন্যান্য দপ্তর থেকে আরো কিছু টাকা দেওয়া হবে। কারণ সামগ্রিক ভাবে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে, জুমিয়া পুনর্বাসন হিসাবে জমিতে স্বীকৃতি পেলেও ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট সেই জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে না। ঐ সব ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করবেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— এই রকম কেস হলে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে রিলিজ করার চেষ্টা করা হবে।

শ্রীতরনী মোহন সিনহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, ১৭৪৬ টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইতেছে। কিন্তু এর আগে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের আমলে যে সব জুমিয়ারা পুনর্বাসন পেয়েছিল, টাকাও পেয়েছিল, আজকে হয়ত তারা সেই সব কলোনীতে নেই। তাদের ঐ সব প্রকল্পের আওতায় আনা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদরথ দেব— সে সব ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যাবে। আগে যারা পুনর্বাসন পেয়েছিল, কিন্তু সে সব জায়গায় ঐ পুনর্বাসন প্রাপ্ত জুমিয়ারা নেই তাদের ক্ষেত্রে নানা রকমের স্কীম আমরা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— সরকারের রাবার চাষ এবং অন্যান্য চাসের মাধ্যমে জুমিয়াদের জুম চাষ বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব— এমন একটা সময় একদিন আসবে যখন জুমিয়াদের জুম চাষ বন্ধ হয়ে যাবে। তবে জুম চাষের বিকল্প কোন ব্যবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত না হবে ততদিন পর্য্যন্ত সরকার এই জুম চাষ বন্ধ করবে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, লক্ষীধন এলাকায় সরকার রাবার বাগান সম্প্রসারিত করে জুমিয়াদের যে রাবার শ্রমিকে পরিণত করছেন এটাই কি সরকারের জুমিয়াদের পুনর্বাসনের বিকল্প ববস্থ্য ?

শ্রীদশরথ দেব— রাবার চাষের মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী জুমিয়ারা যদি পরিবার প্রতিপালনের জন্য বেশী রোজগার করতে পারে, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই জুম চাষ বন্ধ করে রাবার চাষ করবে। আবার কেউ কেউ জুট মিলে চাকরি করার জন্য চলে আসছে। কৃষকের ছেলে বেকার তাই সে জুট মিলে চাকরী করার জন্য চলে আসছে। তারপর পেপার মিল চালু হলে আরও লোক চলে আসবে। কৃষক চিরদিনই কৃষক থাকবে এমন তো কোন কথা হতে পারে না। কৃষকও শিল্প শ্রমিকে পরিণত হতে পারে। কাজেই প্রগতির দিকটা আমদের চিন্তা করতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত জায়গায় জুমিয়ারা পুনর্বাসনের জন্য প্রার্থনা করেছিল, সেখানেই রাবার বাগান সম্প্রসারিত করা হচ্ছে এবং এই ভাবে রাবার বাগান সম্প্রসারিত করে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের প্রার্থনাকে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব— জুমিয়াদের রাবার বাগানের মাধ্যমেই পুনর্বাসন দেব এবং সেই রাবার বাগান তাদের নিজস্ব হবে. এই পরিকল্পনা সরকারে আছে।

শ্রীমাখন চক্রবর্তী— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জুমিয়া পরিবারদের জমি সেটেলমেণ্ট থেকে রেকর্ড হওয়ার পরও এখন পর্য্যন্ত এইগুলি এ্যালট হয়ে আসছে না এবং এই জমিগুলি এ্যালট না হয়ে আসার ফলে জুমিয়ারা জমি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব— নির্ধারিত ঘটনা নিয়ে এ্যালটের জন্য রেভেনিউ দপ্তর চেষ্টা করলেই হবে। আর যদি না হয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করলেই সে সম্পর্কে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিভিন্ন অঞ্চলে জুমিয়াদের পুনর্বাসনে প্রকল্প নির্দিষ্ট করে রাবার বাগান করে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে, সেখানে কোথাও কোথাও কিছু সংখ্যক লোক এই রাবার বাগানগুলিকে কেটে জুমিয়া-পুনর্বাসনকে নষ্ট করে দিচ্ছে এবং সেই সমস্ত দুবৃত্তদের সঙ্গে উপজাতি যুব সমিতির যোগাযোগ রয়েছে, এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন ?

শ্রীদশরথ দেব :— কিছু সংখ্যক সমাজ বিরোধী লোক আছে যারা দেশের অগ্রগতিকে ব্যহত করতে সচেষ্ট। তাদের সঙ্গে উপজাতি যুব সমিতির লোক আছে কিনা এটা আমার জানা নাই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আগে সি. পি. আই. এম রাবার বাগানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেন, কিন্তু আজকে মন্ত্রী সভায় এসে তারা রাবার বাগানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন। এর কারণ কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই প্রশ্ন এখানে আসে না। শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথ :—কোয়েশ্চান নং ৯৯, স্যার।

শ্রীদশরথ দেব :—কোয়েশ্চান নং ৯৯, স্যার।

প্রশ্ন

১) আদার বেকওয়ার্ড কমিউনিটি ভুক্ত জনসাধারণের জন্য চাকুরী ও অন্যান ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি,

২) যদি বিষয়টি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার বহির্ভূত হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রাজ্য সরকার কোন প্রস্তাব রাখবেন কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রস্তাবটি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার তবে কোন সিদ্ধান্ত এই বিষয়ে নেওয়া হয় নি।

শ্রীরাম কুমার নাথ :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মনিপুরী, শব্দকর, তাঁতী, মুচি, নাথ, কাপালী সারকুলার নং এফ. ৭৯।১বি।৭৬, গভর্ণমেণ্ট অব ত্রিপুরা, এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট, ডেটেড আগরতলা দি ১৬ জুলাই, এই সারকুলারে আদার বেকওয়ার্ড সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই সম্প্রদায় গুলির ক্ষেত্রে চাকুরী ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি চালু করার জন্য রাজ্য সরকার কি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব রেখেছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—এখানে যে সুযোগ তাদেরকে দেওয়ার কথা, তা তাদেরকে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—কোয়েশ্চান নং ১০৫, স্যার।

শ্রীদশরথ দেব :—কোয়েশ্চান নং ১০৫, স্যার।

প্রশ্ন

১) বিনা ইণ্টারবিউতে কিসের ভিত্তিতে ৪১ জন ট্রাইবেল সুপারভাইজার গ্রেড টু নিযুক্ত করা হয়েছিল ?

২) ইহা কি সত্য যে, শিক্ষক, করনিক প্রভৃতি নিম্নতর বেতনের কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের উক্ত পদের জন্য আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হয়নি ?

৩) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি ?

উত্তর

এই সুপারভাইজার প্রার্থী পদের জন্য রেডিওযোগে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বিজ্ঞপ্তি মারফত ইচ্ছুক প্রার্থীগণের নিকট হইতে উক্ত সুপারভাইজার পদের জন্য আবেদন পত্র আহ্বান

করা হইয়াছিল। প্রায় ৮৬০ জন প্রার্থীর নিকট হইতে আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছিল। ইচ্ছুক প্রার্থীগণের আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী জ্ঞাত হওয়ার লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি মূলে চাওয়া হইয়াছিল। যথা—প্রার্থীদের আর্থিক মান, পরিবারে সরকারী চাকুরীরত লোকসংখ্যা কোন সম্প্রদায় ভুক্ত, রেজিষ্ট্রেশনের তারিখ ইত্যাদি। ত্রিপুরার রাজস্ব এবং অন্যান্য বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের নিকট হইতে ও আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছিল। সমস্ত আবেদনপত্রগুলি যত্নপুর্বক সরকারের নিয়োগ নীতি অনুসারে যোগ্যতাবলী বিচার করিয়া নিম্নবর্নিত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখিয়া সুপারভাইজার নির্বাচন করা হইয়াছিল। যথা— ১) প্রবীনত্ব ও প্রার্থীর প্রয়োজনবোধে ২) কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের নাম রেজিষ্টারী করনের সময়ের বিচারে ৩) তপশিলীজাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের চাকুরী সংরক্ষিত আসনের হিসাবে এবং ৪) প্রার্থীর বয়স ইত্যাদি বিচারে।

২) ইহা সত্য নয়। করনিক, শিক্ষকদের আবেদন পত্রও গ্রহণ করা হয়েছিল।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গত অধিবেশনেও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন, ইণ্টারভিউ নিয়ে এই সমস্ত করা হয়েছিল। এখন তিনি স্বীকার করছেন যে বিনা ইণ্টারভিউতে নেওয়া হয়েছিল, এর মধ্যে পার্থক্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব— ইণ্টারভিউ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এই বামফ্রণ্ট সরকারে আসার পর একটা গণ-ইণ্টারভিউর ব্যবস্থা করেছেন। কেন না তখন প্রশ্ন উঠেছিল যে এমপ্লয়মেণ্টের এক্সচ্যাঞ্জের মাধ্যমে নামগুলি ঠিকমত আসে না। এরজন্য ত্রিপুরা রাজ্যের যত বেকার যুবক আছে, যারা শিক্ষিত—কি ট্রাইবেল টিচারদের ক্ষেত্রে, কি কক্-বরক টিচার ক্ষেত্রে, কি শিক্ষক-দের ক্ষেত্রে, কি সোসিয়াল ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে, কি গ্র্যাজুয়েট টিচারদের ক্ষেত্রে, কি সুপার-ভাইজারদের ক্ষেত্রে, সমস্ত ক্ষেত্রেই গণ-ইণ্টারভিউ নেওয়া হয় এবং গণ-ইণ্টারভিউর ফরম তাদেরকে দেওয়া হয় এবং তারা পূরণ করে : যে নিয়োগ নীতির নিয়মের কথা বলেছি, সে ভাবে বিচার বিবেচনা করে, প্রাইমারী টিচার, ট্রাইবেল সুপারভাইজার, গ্র্যাজুয়েট টিচার, সোসিয়াল ওয়ার্কার কক্-বরক টিচার নির্বাচন করা হয়। তবে এখন আমাদের গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সিনিয়ারিটি এবং পোভারটি বিচার করে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। একজন প্রাইমারী টিচার এবং একজন সোসিয়াল টিচারের মেরিট ডিফারেন্স খুব বেশী থাকে না। কাজেই আমরা দেখছি সিনিয়ারিটি এবং পোভারটি সেটাই আমাদের ইণ্টারভিউ।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তাহলে দরখাস্ত আহ্বান করাটাই ইণ্টারভিউ হবে নাকি বোর্ড অফ ইণ্টারভিউ গঠন করা হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব— এখন পর্য্যন্ত আমরা সেটা করিনি। ভবিষ্যতে সেটা দেখা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিগত অধিবেশনে এখানে বলা হয়েছিল শুধু মাত্র এই পোষ্টের জন্য ইণ্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল, আর উনি এখন বলেছেন গণ-ইণ্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে দুই রকম বক্তব্য রাখছেন।

শ্রীদশরথ দেব— দুই রকমের বক্তব্য নয়। গত সেখানে আমি বলেছি যেমসস্ত মেট্রিকুলেট সিডিয়েল ট্রাইবস প্রার্থী প্রাইমারী বা বালোয়ারী মাষ্টার হিসাবে গণ-ইন্টারভিউ দিয়েছে, তাদের আর ইন্টারভিউ দিতে হবে না। ঐ লিষ্ট দেখেই প্রার্থী বাছাই করা হবে। আর যারা ইন্টারভিউ দেন নি, তারা মেট্রিকুলেট বা ইকুভেলেন্ট কোয়ালিফিকেশন হোল্ডার, ট্রাইবেল সুপারভাইজার পদের জন্য আলাদা দরখাস্ত করতে পারে। এটাও রেডিও যোগে আহ্বান করা হয়েছিল কেউ কেউ শিক্ষা দপ্তরে দিয়েছে, কেউ কেউ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরে সরাসরি দরখাস্ত দিয়েছে। সমস্ত লিষ্ট যাচাই করে ৮৬০ জনের লিষ্ট পাওয়া গেছে যারা ট্রাইবেল সুপারভাইজার পদের জন্য আকাঙ্খী। কাজেই গত অধিবেশনে যে বক্তব্য রেখেছি, সে বক্তব্যের সংঙ্গে এই বারের বক্তব্যের কোন পার্থক্য নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া —সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই পোষ্টে কি কোন মন্ত্রীর ছেলের এ্যাপয়েন্ট-মেন্ট দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, মন্ত্রীর ছেলে চাকুরী পাবেনা এই রকম কোন আইন নেই।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৩।

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৩।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি এস, বি স্কুল আছে এবং বামফ্রন্ট সরকার আসার পর মোট কয়টি এস, বি. স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করা হইয়াছে ?

২। ধর্মনগর মহকুমার, কুর্তী প্রাইমারী স্কুল, ফুলবাড়ী প্রাইমারী স্কুল ইচাইলালছড়া প্রাইমারী স্কুল, গোবিন্দপুর প্রাইমারী স্কুলকে এস, বি, স্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি।

উত্তর

১। (ক) ৩১শে মার্চ, ১৯৭৯ ইং তারিখে ২৯৪টি।

(খ) মোট ৪৯টি জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে পরিণত করা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর।

(২) কুর্তী কলোনী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে ইতিমধ্যেই উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে। অন্যগুলি সম্বন্ধে এখন ও কোন সিদ্ধান্ত লওয়া হয় নাই।

তবে কি কি ভিত্তিতে জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে পরিণত করা যায় তার একটা মাপ-কাঠি সরকার নিরীখ করে দেন এবং সে ভিত্তিতে কাজ হয়।

১৯৭৯ ইং ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট ২৯৪টি উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয় ছিল। চলতি বৎসরে (১৯৭৯-৮০) শিক্ষা বিভাগের ১৮.২ : ৮০ ইং তারিখে এফ (২০-১) ডি, এস, ই। ৮০ নং আদেশে আর ও ১৩টি জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার নির্দেশ

দেওয়া হইয়াছে। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয় সর্তগুলি (অতিরিক্ত জমি দান ও গৃহ নির্মাণ) পূরণ করিয়া দিলেই ঐ বিদ্যালয়গুলি চালু হইবে।

বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত মোট ৪৯টি বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে হাইস্কুলের উন্নীত করণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এর মধ্যে ১৯৭৭-৭৮ ইং সনে ৫টি, ১৯৭৮-৭৯ সনে ১৯টি ও বর্তমান বৎসরে (১৯৭৯-৮০) ২৫টি।

বর্তমান বৎসরে শিক্ষা বিভাগের ১৮.২.৮০ ইং তারিখের এফ ১২(২০-১)-ডি, এস, ই। ৮০নং আদেশে কুর্তি কলোনী জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইচাই লালছড়া, ফুলবাড়ী ও গোবিন্দপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিকে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করণের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি নিম্নে দেওয়া হইল:—

| ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম | লোকসংখ্যা | ৫ম শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা | নিকটবর্তী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাম | দূরত্ব | ৬ষ্ঠ ৮ম শ্রেণীর মোট ছাত্র সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ফুলবাড়ী জুনিয়ার বেসিক স্কুল | ৮০০ | ১১ | চরাই বাড়ী এস, বি | ৩ কি: মি: | ১০০ |
| ২ | ইচাই লালছড়া জুনিয়ার বেসিক স্কুল | ৭০০ | ১১ | কদমতলা হাই | ৩ কি: মি: | ২৫৭ |
| ৩ | গোবিন্দপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুল | ৫০০ | ,, | প্রত্যেক রায় এস, বি | ২.৫কি: মি: | ৯৪২ |

উপরোক্ত তথ্যগুলি হইতে দেখা যায় যে উক্ত বিদ্যালয়গুলি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করণের সর্ত যথা, লোকসংখ্যা ৭০০-১০০ ৫ম শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ২০ এবং দূরত্ব ৪ কি: মি: পূরণ করেনা বলিয়া এবার সেটা বিবেচনা করা যায় নি তবে ভবিষ্যতে বিবেচনা করা যাবে।

শ্রীফয়জুর রহমান—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে ১৯টি প্রাইমারী স্কুলকে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়েছে সেটা কোন বিভাগে পরিণত করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, এটার আলাদা প্রশ্ন করলে তথ্য আমি জানাবো।

মি: স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫।

শ্রীদশরথ দেব—মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নায্যমূল্যে সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তাহা সরকার অবগত আছেন কিনা,

২। আসাম থেকে ডিজেল, কেরোসিন, পেট্রোল, সরবরাহের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার কি ভাবে সাহায্য করছেন এবং রাজ্য সরকারই বা কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন তার বিবরণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় সরকার ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত দেশের জনসাধারণের নিকট সঙ্গত হারে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি পৌছাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ ইং সনের ১লা জুলাই হইতে প্রডাকশান কাম ডিষ্ট্রিবিউশান ( উৎপাদনসহ বিতরণ ) পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

২। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং রাজ্যপালকে এই সম্পর্কে অগ্রাদিকারের ভিত্তিকে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছেন। তাহার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রনালয় হইতে রাজ্যপালের উপদেষ্টার নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নির্দ্দেশ আসিয়াছে।

রাজ্যসরকার এই ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :-

(ক) ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লি: এবং আসাম অয়েল কোম্পানী লিমিটেডকে বারংবার অনুরোধ করা হইয়াছে ত্রিপুরায় রেল সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার জন্য,

(খ) উত্তর সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষকে বারংবার অনুরোধ করা হইয়াছে, যাহাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাহারা ধর্মনগর পর্যন্ত পেট্রোলজাত দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত তেল বহনকারী ওয়াগনের ব্যবস্থা করেন।

(গ) ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রানালয়কে অনুরোধ করা হইয়াছে যাহাতে আসামের সাম্প্রতিক গোলযোগের দিনগুলিতে আসাম হইতে ত্রিপুরায় যথারীতি তেল পাঠানো অব্যাহত থাকে এবং তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(ঘ) ত্রিপুরা হইতে গৌহাটিতে ট্যাঙ্ক লরী পাঠাইয়া পেট্রোল ও ডিজেল আনানোর বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

(ঙ) ত্রিপুরার জন্য প্রেরিত তেল বহনকারী রেলের ওয়াগনসমূহ খুঁজিয়া বাহির করিয়া ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে পাঠানোর জন্য খাদ্য বিভাগ হইতে কয়েকজন অফিসারকে পাঠানো হয়েছিল।

শ্রীনকুল দাস—সাপ্লিমেটারী স্যার, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে ১০ /১২টা জিনিষ যে জিনিষগুলি মানুষের প্রতিদিন দরকার হয়। সেই জিনিষগুলি ন্যায্য মূল্যে দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—মি: স্পীকার স্যার, এই রকম কান সংবাদ আমাদের কাছে নেই। তবে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কতগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন, (১) চাউল (২) গম (৩) আটা (৪) লবণ (৫) চিনি (৬) ডাল (৭) তেল (৮) কেরোসীন (৯) নিয়ন্ত্রিত বস্ত্র জনতা শাড়ী এবং (১০) লিখার খাতা কিন্তু সে সবগুলিই কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারেনি। তাছাড়া (১) দেশলাই (২) মোম (৩) কাপড় কাচা সাবান (৪) গায়ে মাখা সাবান (৫) চা (৬) টচ্

ব্যটারী (৭) ডাক টিকিট ইত্যাদি নায্য মূল্যে দেওয়া যায় কিনা তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করেছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে কোন বক্তব্য আমাদের জানায় নি।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যের জিনিসপত্রের ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে চোরা-কারবারীরা ও মজুতদারেরা ও সংকটের সৃষ্টি করছে, এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— প্রথমতঃ নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিস ত্রিপুরায় যে চাহিদা, সেই চাহিদা অনুসারে জিনিস আমরা পাচ্ছিনা। ঠিকমত ডিস্ট্রিবিউশান করার পরও দেখাযায় জিনিসের অভাব থেকে যাচ্ছে। তার মধ্য দিয়ে জিনিস ব্ল্যাক হয়ে যায় তাহলে জনসাধারণের অবস্থা আরও সংকটতর ও তীব্রতর হবে। যাতে এই ধরনের কাজ না হতে পারে তার জন্য আমরা চেক আপ করছি। চেক আপ করার জন্য সরকারী যে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা আমরা নেব। ইতিমধ্যে কিছু পদক্ষেপ আমরা নিয়েও নিয়েছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সরকার কি কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন, এবং এই পদক্ষেপ নেওয়ার পরে কত জন অসাধু ব্যবসায়ী চোরাকারবারীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— সেই বিবরণ আমার কাছে এখন নাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ :— শ্রীবাদল চৌধুরী

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৪০ স্যার।

মাননীয় অধ্যক্ষ :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৪০।

শ্রীদশরথ দেব :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৪০।

প্রশ্ন

১। সরকারী বে-সরকারী কলেজ গুলির বাড়ী ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কি ইউ, জি, সি ( ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন ) থেকে কি কি আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন ?

২। কবে নাগাদ বেসরকারী কলেজগুলিকে পুরোপুরি অধিগ্রহণ করতে পারবেন ?

৩। নতুন করে কোন সরকারী বা বেসরকারী কলেজগুলিতে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। কলেজের লাইব্রেরী ঘর, খেলার মাঠ সংস্কার, বই কেনা ও ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি ক্রয় করা বাবত এ পর্যন্ত মোট ৫, ৪০, ০০০ - ০০ টাকা ইউ. জি সি. হইতে পাওয়া গিয়াছে।

২। কবে নাগাদ বেসরকারী কলেজগুলিকে সরকার পুরোপুরি অধিগ্রহণ করতে পারবেন তাহার নির্দিষ্ট তারিখ বলা যাইতেছেনা। তবে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি করা যায় সেই চেষ্টা করা

হইতেছে। কারন কলেজ অধিগ্রহণ করতে গেলে কিছু আইন কানুন তৈরী করতে হবে। সেই আইনকানুন করতে কিছু সময় লেগে যাবে। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৩। আগরতলা মহিলা কলেজে বিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয় খোলার পরিকল্পনা ছিল। ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক ত্রিপুরার কলেজগুলি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছিল। তাঁর পরিদর্শনের রিপোর্ট পাইলে পর এ বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত স্থির করা হইবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কি পরিমান সাহায্য এবং কোন কোন কলেজকে ইউ জি. সি. টাকা সাহায্য করেছে এবং এটা ঠিক কি না যে ইউ. জি. সি. যে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন; তা বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে সেই টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করে কোন সারকুলার দিয়েছিল কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—ত্রিপুরায় সাধারণভাবে একটা সারকুলার ছিল, ইউ. জি. সি. যেসব টাকা মঞ্জুর করেছেন সেই টাকা তারা ব্যবহার করতে পারেনি। তাই তাদের কাজ বন্ধ রাখার জন্য সার্কুলার ছিল। সার্কুলারে টাকা দেওয়া হবে না এমন কথা বলা হয়নি। কিছুদিন আগে অর্থাৎ মার্চ মাসের ১৪ তারিখে আমি ও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা ইউ, জি, সির চেয়ারমেনের সাথে আলাপ করেছি। ত্রিপুরা ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া। তিনি বলেছেন যে, আপনারা নিশ্চিত থাকুন যে আপনাদের টাকা দেওয়া বন্ধ হবে না। ২০ তারিখের মধ্যে তাদের মিটিং হওয়ার কথা ছিল, হয়ত মিটিং হয়ে গেছে। ত্রিপুরার বিলোনীয়া কলেজের জন্য যে টাকা, সেই টাকা আমরা পাব। কলেজগুলিতে কি ভাবে টাকা দেওয়া হয়েছে তা মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন, তা আমি এখন উপস্থিত করছি। আমাদের ইউ, জি, সি'র একটা অংশ, গভর্ণমেণ্টের একটা অংশ এখানে থাকে। আমরা টাকা দেখিয়েছি কিভাবে টাকা ব্যয় করা হবে। সেই অনুযায়ী ইউ, জি, সি, আমাদের টাকা দেবে। কোন্ কোন্ কলেজে কত ব্যয় হবে এবং ইউ, জি, সি কত দিয়েছে বা কত দেবে, তার একটা হিসাব আমি দিচ্ছি। আগরতলার মহিলা কলেজের লাইব্রেরী ঘর নির্মাণের জন্য পরিকল্পিত খরচ ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৮৪ টাকা। এখানে ইউ, জি, সির অংশ হচ্ছে ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫২২ টাকা। ১ লক্ষ টাকা ইউ, জি, সি, অলরেডী ক্যাশ্ দিয়ে দিয়েছে। ছাত্রীদের ক্যান্টিন তৈরী করবার জন্য ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬১৪ টাকা হচ্ছে পরিকল্পিত খরচ। ইউ, জি, সি, দেবে ১ লক্ষ ২১ হাজার ৭৭৬ টাকা। এখনও সেই টাকা পাওয়া যায় নাই। খেলার মাঠ সংস্কারের জন্য মহিলা কলেজের ৯ হাজার ৯০০ টাকা। ইউ, জি, সি, দেবে ৭ হাজার ৪২৫ টাকা। এর মধ্যে ইউ, জি, সি অলরেডী ৫ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছে। লাইব্রেরীর বই ক্রয় বাবদ ৩৫ হাজার টাকা ইউ, জি, সি, মহিলা কলেজকে দিয়ে দিয়েছে। মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের নন্ রেসিডেন্স স্টুডেন্ট সেণ্টার তৈরী করার জন্য ৮৮ হাজার ২১০ টাকা হচ্ছে বাজেট। ইউ, জি, সি, দেবে ৭০ হাজার টাকা। বিজ্ঞান গবেষণাগারের জিনিসপত্রের ক্রয় বাবদ ইতিমধ্যে ইউ, জি, সি ৭৫ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছে। বীর বিক্রম সান্ধ্য কলেজের লাইব্রেরীর বই ক্রয় বাবদ

৬০ হাজার টাকা হচ্ছে বাজেট। ৪৫ হাজার টাকা হচ্ছে ইউ, জি, সির শেয়ার। এর মধ্যে ইউ, জি, সি, ৩০ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছে। বিলোনীয়া কলেজের শ্রেণী কক্ষ তৈরী করার জন্য ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭৯৩ টাকা হচ্ছে পরিকল্পিত বাজেট। এর মধ্যে ইউ, জি, সির, শেয়ার হচ্ছে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ১৯২ টাকা। এই টাকা এখনও আসেনি। তবে এই সম্পর্কে তারা এশ্যু-রেন্স দিয়েছেন যে এই টাকা দেবেন। ছাত্রদের জন্য নন্ রেসিডেন্স স্টুডেন্ট সেন্টার তৈরীর জন্য ৮৩ হাজার ৩২ টাকা হচ্ছে বাজেট। এর মধ্যে ইউ-জি-সি ৩৫ হাজার টাকা দেবেন। লাই-ব্রেরীর বই ক্রয় বাবদ ২০ হাজার টাকা ইউ-জি-সি ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছে। আগরতলার রাম ঠাকুর কলেজের লাইব্রেরীর ঘর করার জন্য বাজেট হচ্ছে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৬২০ টাকা। ইউ-জি-সির শেয়ার হচ্ছে ২ লক্ষ ২২ হাজার ৩৫ হাজার টাকা ইউ-জি-সি ইতিমধ্যে রিলিজ করে দিয়েছে। লাইব্রেরীর বই ক্রয় করার জন্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হচ্ছে বাজেট। তার মধ্যে ইউ-জি-সি ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা হচ্ছে শেয়ার। ইতিমধ্যে ৭০ হাজার টাকা ইউ-জি-সি দিয়ে দিয়েছে। কৈলাহশরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রদের ছাত্রাবাস ও কর্মীদের বাসস্থানের বাবদ ৩ লক্ষ ৮ হাজার ৪০০টাকা হচ্ছে প্ল্যান। ইউ-জি-সির শেয়ার হচ্ছে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। লাইব্রেরীর বই ক্রয় করার জন্য পরিকল্পিত ব্যয় হচ্ছে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৩ টাকা। ইউ-জি-সির শেয়ার হচ্ছে ১ লক্ষ টাকা; ৩০ হাজার টাকা ইউ-জি-সি ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছে। লেবরেটরী যন্ত্রপাতি ক্রয় করার বাবদ রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ২ লক্ষ টাকার মত হচ্ছে বাজেট। ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ইউ-জি-সির শেয়ার। ৪০ হাজার টাকা ইতিমধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ।

যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি, সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

রেফারেন্স পিরিয়ড

মি: স্পীকার :—আমি আজ একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী সমর চৌধুরী, তপন চক্রবর্তী এবং খগেন দাসের কাছ হইতে। নোটিশের বিষয়বস্তু হল :— "গত ৮৬ ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে টেলিগ্রাফ, ট্রাংকল, টেলিপ্রিণ্টার ইত্যাদি সম্পূর্ণ অচল থাকায় বহির্জগত থেকে ত্রিপুরার বিচ্ছিনতার সৃষ্টি হওয়ার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে।" আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এখনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তা হলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই বিষয়টাত কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার, তাই ঠিক এখনই এই হাউসে এটা সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমি তথ্য সংগ্রহ করে কালকে এ সম্পর্কে বলব।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার :—আমি নিম্ন লিখিত সদস্যদের নিকট হইতে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া, শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস, শ্রীকেশব মজুমদার। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী অগ্নিকাণ্ডে বিলোনীয়া বাজার, কমলপুর মহকুমার ঢলুবাড়ী বাজার এবং ১৬-৩,৮০ইং উদয়পুর মহকুমার গঙ্গাছড়া বাজার ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই নোটিশের উপর আমি ২৬শে মার্চ বিবৃতি রাখব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২৬শে মার্চ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন। আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয় এর নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি :—শ্রী জীতেন্দ্র সরকার। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "সম্প্রতি তেলিয়ামুড়া থানার হাওয়াইবাড়ী এলাকায় আসাম আগরতলা রোডে মটর ও রিক্সা দুর্ঘটনায় একজন এবং রাস্তার উপর আরেকটি খুন হওয়া সম্পর্কে" আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটাও আমি ২৬শে মার্চ বলব।

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি:- শ্রীশ্যামল সাহা। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "সম্প্রতি অমরপুর মহকুমার কাছিমা গ্রামে পুলিশের গুলি চালনা সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা কর্তৃক আনীত দৃষ্টিআকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:— স্যার, এটাও আমি ২৬ শে মার্চ বলব।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "গত ৮ই মার্চ্চ থেকে ১০ই মার্চ্চ

পর্যন্ত কৈলাশহর ডিষ্ট্রিক্ট জেল হাজতে কংগ্রেস (ই) দলের কর্মী বন্দীদের জেলের অভ্যন্তরে ভাংচুর, জেলগেট ভাঙ্গা, হাসপাতাল, দোকান, রাস্তার পথচারীদের উপর বেপরোয়া পাথর ও ইটের টুকরা ছোড়া এবং জেলের সাধারন নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙ্গে অরাজকতা সৃষ্টি সম্পর্কে" ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:— "গত ৮ থেকে ১০ই মার্চ পর্য্যন্ত কৈলাশহর ডিষ্ট্রিক জেল হাজতে কংগ্রেস (ই) দলের কর্মী বন্দীগণ কর্তৃক জেলের অভ্যন্তরে ভাঙ্গাচুর, জেল গেইট ভাঙ্গা, হাসপাতাল, দোকান রাস্তায় পথচারীদের উপর বেপরোয়া মারধর ও ইটের টুকরা ছোড়া এবং জেলের সাধারণ নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙ্গে অরাজকতা সৃষ্টি সম্পর্কে।"

কুমারঘাট ব্লক গত ৬ই মার্চ হইতে ১২ই মার্চ পর্য্যন্ত একটি প্রদর্শণীর ব্যবস্থা করে এবং ব্লক-ডেভেলাপম্যাণ্ট কমিটি এই প্রদর্শণীটির দেখা শোনার জন্য একটি কমিটিও নিযুক্ত করেন। গত ৫ - ৩ - ৮০ ইং প্রায় ৫ . ৩০ মি: কংগ্রেস (ই) দলের সমর্থক বলে পরিচিত ২২ জন ব্যক্তি বি, ডি ও অফিসে প্রবেশ করে ব্লকডেভেলাপম্যাণ্ট কমিটি প্রদর্শণীর জন্য যে কমিটি নিযুক্ত করেন তাহা বাতিল করিতে বি, ডি, ও এর নিকট দাবী করে এবং তাদের কয়েকজনের নাম কমিটিভুক্ত করিতে দাবী করে।

বি, ডি, ও ব্লক ডেভেলাপম্যাণ্ট কমিটির সহিত আলোচনা না করে কিছুই করিতে পারিবেন না বলে জানান। উক্ত ব্যক্তিগণ তখন বি, ডি, ও কে ঘেরাও করিয়া রাখে ।

বি, ডি, ওর অভিযোগক্রমে ফটিকরায় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৪ ধারায় মোকর্দ্দমা নং ২ (৩) ৮০ নথীভুক্ত করা হয় এবং ২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদিগকে থানায় আনা হলে থানা কর্তৃপক্ষ পি, আর বণ্ডে মুক্তি দিতে চান। কিন্তু তাহারা বণ্ড দিতে অস্বীকার করে। ফলে ৬ - ৩ - ৮০ তারিখে তাহাদিগকে কৈলাশহরের চীপ্ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দেওয়া হয়। চীপ্ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাহাদিগকে পি, আর, বণ্ড দিতে বলেন কিন্তু তাহারা বণ্ড দিতে অস্বীকার করে। তখন চীপ্ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে জেল হাজতে রাখিতে নির্দ্দেশ দেন ।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় তাহাদিগকে জেলে আনা হয় এবং জেলের নিয়ম অনুসারে তাহাদিগকে শুকনা খাদ্য দেওয়া হয়। তাহারা এই খাদ্য নিতে অস্বীকার করে ও তাহাদের প্রতি রাজনৈতিক বন্দীর মত ব্যবহার করিতে দাবী করে। তাহাদের জেলের আইন অনুযায়ী সব প্রকার সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা হৈ চৈ করতে থাকে। পরদিন ৭-৩-৮০ ইং তাহারা আবার তাহাদের প্রতি রাজনৈতিক বন্দীর মত ব্যবহার ও প্রাতরাশ দাবী করে ও জেলের ভিতরে গোলমাল সৃষ্টি করে। জেলের আইন অনুযায়ী তাহাদের সব প্রকার সুবিধা দেওয়া হয় তবুও তাহারা জেলের নিয়ম ভাঙ্গিতে থাকে এবং জেলের ভিতরের ২নং গেইটের কিছু অংশ

ভাঙ্গিয়া ফেলে। ৭-৩-৮০ সন্ধ্যায় কংগ্রেস (ই) কর্তৃক ১২ ঘণ্টার কৈলাশহর বন্ধের ডাক দেওয়া হয়। ৮-৩-৮০ ইং সকালে বন্দীগণ জেলের ভিতরের গেইট ভাঙ্গার চেষ্টা করে। তাহারা বিচারাধীন বন্দীদের ওয়ার্ডের ছাদে উঠিয়া পাথর ছুড়িতে থাকে। এই সময় কংগ্রেস (ই) সমর্থকগন জেলের বাহিরে জমায়েত হয়। অবস্থার ক্রমশ অবনতি লক্ষ্য করিয়া ডি,এম,কে সংবাদ জানানো হয়। তারপর ডি, এম, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপার ও সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় তখন অবস্থা শান্ত হয়। সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে জেলে থাকিয়া যান ও ভিতরের গেইটি মেরামত করা হয়। ৮-৩-৮০ বিকালে সি জি, এম বন্দীদিগকে প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীর খাদ্য দিতে ও বালিশ দিতে আদেশ দেন এবং সেই ভাবে ব্যবস্থা করা হয়। রাত ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত বন্দীগণ জেলের অফিসারদের অনুরোধ সত্ত্বেও লকআপে যাইতে অস্বীকার করে। ৮-৩-৮০ ইং তাং ৪ জন কংগ্রেস(আই) সমর্থককে একজন রিক্সা ওয়ালাকে বেআইনী মারধর করার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭।১৪৮।১৪৯।৩২৩ ধারা মতে গ্রেপ্তার করা হয় এইং কৈলাশহর থানার মোকদ্দমা ৩ (৩)৮০ নথিভুক্ত করা হয় ও পরে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১০।৩।৮০ ইং তারিখে ২২ জন কংগ্রেস (আই) সমর্থক যাহাদিকে ফটিকরায় থানার মোকদ্দমা মূলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহাদিগকে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পুনরায় হাজির করা হয় এবং তথা হইতে সি, আর, পি, সির ২৫৮ ধারা মতে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী— পয়েণ্ট অফ ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমরা জানি যে যেখানে হাজতিকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন সাধারণ নিয়মাবস্থায় লক-আপের ভিতরে রাখা হয়। আমি নিজেও ছিলাম আর আমরা দেখেছি কিন্তু কি করে ২২ জন বন্দী জেল ওয়াডের বাহিরে থাকতে পারল এবং কে তাদেরকে সাজেষ্ট করল জেল হাজতের বাহিরে থাকার জন্য এবং যার ফলে তারা এই ভাংচুর এবং অন্যান্য যে সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা জেলখানার ভিতরে ছিল এগুলির অবনতি ঘটানো এবং অরাজকতা সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছে। কে তাদেরকে জেল ওয়ার্ডের বাহিরে থাকতে দিয়েছিল?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অবস্থাটা যদি সত্য হয় তাহলে এ সম্পর্কে তদন্ত করে দেখব।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী— পয়েণ্ট অফ ক্লেরিফিকেশান স্যার, সরকার কি এ ব্যাপারে ব্যাপক তদন্ত করে দেখবেন? নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমরা খবর পেয়েছি যে জেলখানার ভিতরে যেখানে এই বন্দীরা ৩ দিন ছিল সে ৩ দিন সন্ধ্যে বেলায় কৈলাশহরের ব্লক যুব কংগ্রেস এবং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রদেশ যুব কংগ্রেস (ই) সভাপতি বিরজিৎ সিনহাকে প্রতিদিন সন্ধ্যের পরে জেলের অভ্যন্তরে ঢুকার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং বন্দীদের কাছে মিটিং করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং সমস্ত পরিকল্পনা জেলের অভ্যন্তরে বসে চক আউট করা হত।কে এভাবে বিরজিৎ সিনহাকে সেখানে ঢুকার সুযোগ দিয়েছিল? সরকারের কাছে এই ধরণের তথ্য আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এসমস্ত অভিযোগ যেগুলি আনা হয়েছে খুবই গুরুতর অভিযোগ। সেগুলি সম্পর্কে নিশ্চয় সরকার তদন্ত করবেন। একটা বিষয়ে আমি মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে বিচারাধীন বন্দীই হউক বা যারা কয়েদিন-শাস্তি প্রাপ্ত বন্দীই হউক, তাদের প্রতি অত্যন্ত মানবিকতাবোধ নিয়ে ব্যবহার করা হয়। আমরা আগেই সিদ্ধান্ত করেছি যে যারা এই সমস্ত আন্দোলনে গ্রেপ্তার হবেন, রাজনৈতিক আন্দোলন আমরা যাকে বলি। শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন সে সব আন্দোলনে বন্দীদেরকে আমরা রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে ব্যবস্থা করব, তাদের প্রতি ব্যবহার করব। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে ক্লাসিফিকেশান যা ছিল তা জজ বা বিচারক যারা আছেন তারাই ক্লাসিফিকেশান করবেন। সরকার শুধু সুপারিশ করতে পারেন যে তাকে এই ক্লাসিফিকেশান দেওয়া হউক কিন্তু যারা বিচারক আছেন তারা এটা দেখেন। যারা রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে বন্দী হবেন তাদেরকে যেন রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে সিটল্ দেওয়া হয়। যার অর্থ হবে যদি কেউ আণ্ডার ট্রায়েল হয় বা অর্থাৎ বিচারাধীন হয় তাহলে ২য় শ্রেণীর আর যদি শাস্তিপ্রাপ্ত হয় তাহলে প্রথম শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে গণ্য হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—পয়েণ্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে যে ঘটনাটি পূর্ব-পরিকল্পিত তা না হলে জেলখানার ভিতরে ইটের টুকরো পাথরের টুকরো, কাঠ এই সমস্ত জিনিস জেলখানার বাহির থেকে যদি সাপ্লাই করা না হয় তাহলে জেলখানার ভিতরে যাওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। আমরা জানি জেলখানার ভিতরে যখনই কোন কয়েদিকে ঢুকানো হয়, হউক না আণ্ডার ট্রায়েল তখন তার সারা শরীর চেক করা হয় তবে তাকে জেলের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। কি করে এই সমস্ত জিনিস সেখানে গেল যদি এই ঘটনা পূর্ব-পরিকল্পিত না হয়? এখন সরকার সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি? কি করে বন্দীরা জেলখানার ছাদের উপরে উঠল এবং সে ছাদের উপর থেকে হসপিটালের উপরে এবং পথচারীদের উপরে ঢিল ছোঁড়ার সুযোগ পেল। আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে যে এই ঘটনাটি পূর্ব-পরিকল্পিত এবং আইন শৃঙ্খলা অবনতি ঘটানোর জন্য একটা চক্রান্ত এবং তার সাথে প্রত্যক্ষভাবে নর্থ ডিষ্ট্রিক্ট-এর জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জড়িত আছে বলে আমাদের সন্দেহ। সরকার এ ব্যাপারে তদন্ত করার কোন ব্যাবস্থা করবেনকি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এ সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে।

শ্রীবিমল সিনহা:—পয়েণ্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই যে কংগ্রেস (ই) লোকেরা জিনিসপত্র তছনছ করল এতে আমাদের ক্ষতি পরিমান কত? সরকার তা এসেস করেছেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার:—এখন আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী

মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ১১ মার্চ মধ্যরাতে অমরপুর মহকুমার কালবাড়ির রামনগর বাজারে সংঘবদ্ধ ডাকাতি, লুটতরাজ এবং সত্যরঞ্জন সাহা ও দিলীপ কুমার সাহা নামে দুইজন ডি-ওয়াই-এফ কর্মির হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১১/১২/৮০ ইং তারিখে আনুমানিক রাত্রি ১টা হইতে ৩-৩০ মিঃ মধ্যে আনুমানিক ২০/২৫ জন উপজাতি যুবক গাদা বন্দুক, বর্শা দাও ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া অমরপুর মহকুমার কালাবাড়ির ধনঞ্জয় সাহার পুত্র অরবিন্দ সাহার বাড়ী এবং দোকান আক্রমণ করিয়া লুটপাট করে। দুষ্কৃতিকারীগণ নগদ ১৩০০ টাকা আনুমানিক ছয় ভরি সোনার গহনা একটি টেনজিসটার জামা কাপড় ইতাদি নিয়ে যায়। দুষ্কৃতকারীগণ কালাবাড়ি বাজারের সত্যরঞ্জন সাহা (বয়স ২১ বৎসর) পিতা শ্রীনগেন্দ্র সাহা এবং দীলিপ কুমার সাহা বয়স ২৮ বৎসর, পিতা মৃত-সারদা সাহাকে দাও দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। তাহারা আরও তিন ব্যক্তিকে আহত করে। দুর্বৃত্তরা লুটপাট এবং হত্যাকাণ্ডের পর ঘটনাস্থল হইতে পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিম দিকে চলিয়া যায়। এই ঘটনার সূত্রে গণ্ডাছড়া থানায় শ্রীঅরবিন্দ সাহার অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ধারায় মোকদ্দমা নং - ২(৩)৮০ গত ১২-৩-৮০ ইং তারিখে নথিভুক্ত করা হয়। দুষ্কৃতকারীদের পরিধানে ফুলপ্যান্ট বা হাফ প্যান্ট এবং রঙ্গিন গেঞ্জী ছিল। এ পর্যন্ত পাঁচ জন উপজাতি যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে সোপর্দ করা হইয়াছে। তাহাদের নাম—

১। চূড়ান্ত রিয়াং — পিতা মৃত- পত্রজয় রিয়াং।
২। তরণী চাকমা, — পিতা মৃত- নীলা চাকমা।
৩। হরিশ চন্দ্র চাকমা — পিতা মৃত- কিরথা চন্দ্র চাকমা।
৪। কৃপাজয় রিয়াং, — পিতা শ্রীবুদিহান রিয়াং।
৫। সনাতন রিয়াং, — পিতা শ্রীচক্রধর রিয়াং।

এদের সকলেই উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

শ্রীশ্যামল সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অভিযুক্তরা সকলেই কি উপজাতি যুব সমিতির লোক ? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী স্যার, এটা পুলিশের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই সন্দেহ করা হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যেখানেই কোন ঘটনা বা আইন-শৃংখলা অবনতি ঘটছে সেখানেই শুধু উপজাতি যুব সমিতির উপর দোষ চাপিয়ে সরকার একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের ভাবমূর্ত্তিকে নষ্ট করার চেষ্টা করছেন এটা ঠিক কি-না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে অনুরোধ করব উপজাতি যুবসমিতির লোকেরা যে সকল ঘটনা ঘটাচ্ছে তাতে করে তাদের দলের ভাবমূর্তি

কোন দিনই রক্ষিত হবেনা। তাঁরা যেন তাদের এই সকল কাজকর্ম বন্ধ করেন অবশ্য এটা যদি তাঁদের দলের নেতৃবৃন্দের নীতিগত ব্যাপার হয় তবে তো আর কিছুই বলার নেই। কিন্তু এভাবে কোন রাজনৈতিক দলের ভাবমূর্ত্তি, আদর্শ প্রকাশ পায় না বা রক্ষিত হয়না। আর মাননীয় শ্রীজমাতিয়া যদি চান তবে পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী তারা যেসকল ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছেন, আমি তার সকল বিবরণ এই সভার সামনে উপস্থিত করতে পারি। তাদের সম্পর্কে, তাদের দুষ্কৃতিমূলক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে, পুলিশের কাছে বহু রিপোর্ট আছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ :— আজকে আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটি হল:-

সম্প্রতি কিল্লা থানার উপর দুবৃর্ত্তদের হামলার ফলে দুই জন পুলিশ আহত হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২২শে মার্চ ১৯৮০ ইং তারিখ ভোরবেলা প্রায় ৩টা ৩০ মি: এর সময় কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী বন্দুক সহকারে কিল্লা থানার উপর আক্রমন চালায়। তাহারা ২৭ রাউণ্ড গুলি ছুড়ে। ঐসময় থানার কর্ত্তব্যরত কনেষ্টবল শ্রী-ননী গোপাল দাস আত্মরক্ষার জন্য ১৪ রাউণ্ড গুলি ছুড়ে। শ্রীননী গোপাল দাস সহ দুইজন কনেষ্টবল দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে আহত হন। কনেষ্টবল শ্রীননী গোপাল দাস বুলেটে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ফলে আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে তাকে প্রেরন করা হয়।

ঘটনাস্থল হইতে ৫২ গজ দুরে একটি ফাটা হাতে তৈরী বন্দুকের নল, একটি খালিদ রণাল্লার স্পেশাল কার্টিজ, কতকগুলি সীসার ছরা গুলি ও একটি পোড়া তুলার প্যাড পাওয়া গিয়াছে। সন্দেহ করা হইতেছে যে দুষ্কৃতকারীগণ উপজাতি এবং তাহাদের নিকট শর্টগান এবং সাদা বন্দুক ছিল।

দক্ষিন ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ একটি সাহায্যকারী পুলিশ দল সঙ্গে সঙ্গেই কিল্লার দিকে রওয়ানা হইয়া যায়। দুষ্কৃতকারীদের খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য প্রচেষ্টা চালান হয় এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিল্লা থানার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩২৬, ৩০৭, এবং ৪২৭ ধারায় ও ২৫(এ) অস্ত্র আইন অনুযায়ী মোকর্দমা নং ৬(৩)৮০ গত ২২।৩।৮০ ইং তারিখ নথিভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনায় এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে :—

(১) শ্রীবিক্রম কিশোর জমাতিয়া।

(২) শ্রীরবীন্দ্র জমাতিয়া।

উভয়েই দক্ষিন ত্রিপুরা জিলার রাইয়া বাড়ীর বাসিন্দা।

ইহা ছাড়া সি, আর, পি, সির ৪১ ধারা অনুযায়ী তল্লাসির সময় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

(১) শ্রীঅনন্ত ওরেফ মনী জমাতিয়া— রাইয়া বাড়ী
(২) শ্রীসোমেন্দ্র জমাতিয়া — ঐ
(৩) শ্রীরূপহরি জমাতিয়া — ঐ
(৪) শ্রীআনন্দ জমাতিয়া — ঐ
(৫) „ চন্দ্র মাধব জমাতিয়া ওরফে অভয় কামলাই থানা, অমরপুর।
(৬) „ বিতাণী মোহন জমাতিয়া —দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার মাণিক্য গ্রামের বাসিন্দা।

গ্রেপ্তারকৃত সকল ব্যক্তিগণকেই ২৪-৩-৮০ ইং তারিখ কোর্টে চালান দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারা সকলেই এখন আদালতের আদেশে জেল হাজতে আছে। ঘটনাটির তদন্ত কার্য চলিতেছে।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার—এই ঘটনায় যারা অ্যারেষ্ট হয়েছে এবং যে নাম গুলি এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তারা উপজাতি যুব সমিতির সক্রিয় সদস্য। এদের আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি এবং এরাই এই অত্যাচার করেছে এটা মাননীয় মন্ত্রীর মহাশয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এটা হতে পারে।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার—এই ঘটনা, যেটা কিল্লাতে ঘটেছে, এটা কোন আইসোলেটেড ঘটনা নয়। এ অঞ্চলে একটা বেল্ট ওরা বেছে নিয়েছে। একেবারে চড়িলাম থেকে আরম্ভ করে বাগমা পর্যন্ত এই সমস্তটা অঞ্চল নিয়েই এরা উৎপাত করার জন্য এ মুল্লুকের ওদের সর্দার এবং সিদ্ধি কুমার জমাতিয়া এবং শিক্ষক
সরলপদ জমাতিয়া, শ্রীনন্দ জমাতিয়া, ওরা সকলে মিলে ওখানে একটা মিটিং করে এই ধরনের উৎপাত চালাতে চেষ্টা করে এবং শেষ পর্য্যন্ত এই অবস্থার মধ্যে ওরা দুইজন উপজাতি যুবককে নিয়োগ করে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মী অগর্ণ জমাতিয়া, গুণপদ জমাতিয়া, হীরেন্দ্র জমাতিয়া ওদের খুন করার জন্য। এদের দুইজনকে প্রত্যেককে দেড় হাজার করে নিযুক্ত করে। তারা তিনবার অগর্ণ জমাতিয়ার উপর আক্রমন করে এবং এদের সঙ্গে লোক থাকার জন্য চালতা বাড়ী অঞ্চলে একবার আক্রমন করেছে— এবং এদের সঙ্গে তখন সেখানে লোক থাকার জন্য এরা সে যাত্রা রক্ষা পায়। এইধরনের পরিকল্পনা করে ওরা এই অঞ্চলটার মধ্যে এইসব কাণ্ড করেছে এবং সেটা উপজাতি যুবসমিতির নেতৃত্বে হচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— স্যার, এইসব তথ্য পুলিশ নিশ্চয় বিচার করবে যখন এই কেসের তারা তদন্ত করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— কিল্লা থানা আক্রমনের সূত্রে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের কাছে এমন কোন প্রমান পাওয়া গেছে কিনা যে তারাই আক্রমন করেছে। তাদের কাছে কোন অস্ত্র, যেমন বন্দুক ইত্যাদি পাওয়া গেছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— এসব তথ্য এখন হাউসের সামনে উপস্থিত করা সম্ভব নয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা বিশেষ করে যেখানে রাজ্যের উপজাতি ছাত্রাবাস আছে সেইসব জায়গায় জলের পাইপগুলি চুরি হচ্ছে, বিশেষ করে আসাম আগরতলা রোডে যে সমস্ত ব্রীজ আছে সেই সমস্ত ব্রীজের পেরেক চুরি হয়ে যাচ্ছে এবং এইসমস্ত কাজ যারা করছে তাদের পেছনে খৃষ্টান মিশনারীদের হাত আছে কিনা, যারা পূর্বাঞ্চলে একটা অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টায় লিপ্ত আছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— এটা কারা ছড়িয়েছে জানি না। তবে কিছু রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে কিছু লোক সীসা ইত্যাদি সংগ্রহ করছে। কারা করছে, কি উদ্দেশ্যে করছে সেটা এখনও পুলিশের তদন্তাধীন আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার— স্যার, আমি যতটা জানি, এই কিল্লা অঞ্চলে যে পুলিশ স্টেশান আছে সেই অঞ্চলে কিছু পাইপগান গাদাবন্দুক তৈরী করছেন এবং এই পাইপগান তৈরীর জন্য উদয়পুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাইপ চুরি গেছে। কিছুদিন আগে এই বিধান সভায় এই তথ্য উপস্থাপিত হয়েছিল এবং কোথায় কোথায় পাইপ চুরি গেছে, কারা কারা চুরি করেছে এবং সীসা চুরি করেছে, কোথায় বন্দুক তৈরী করা হচ্ছে, এই সমস্ত ঘটনা এই কিল্লা থানায় আগে জানানো হয়েছে এবং সেখানকার পুলিশও এই কথা জানতো যে এই রকম ছোটখাট ঘটনা ঘটতে পারে। তা সত্ত্বেও যেদিন ঐ ঘটনা ঘটলো সেইদিন ঐ থানার ও, সি, একটি মাত্র রাইফেল রেখে বাকি সমস্ত রাইফেল আণ্ডার লক এ কি রেখে একটা আলমারীর ভিতর রেখে দিয়ে উনি ঐ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছেন। এর সঙ্গে তার ভূমিকাটাও তদন্ত করে দেখে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— স্যার, আমি বলেছি পুলিশ সব তথ্যই সংগ্রহ করবে। সংগ্রহ তাদের যা সিদ্ধান্ত তা জানাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— যে সমস্ত পুলিশেরা ঐ এলাকায় গিয়ে ঢুকেছেন তারা উপজাতি যুব সমিতির বিভিন্ন কর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে এবং বামফ্রন্টের কর্মীরা পুলিশদের মদদ দিচ্ছে উপজাতি যুবসমিতির কর্মীদের গ্রেপ্তার করার জন্য। এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— এটা মোটেই সত্যি নয়। পুলিশ কোন জায়গায় কারো উপর অত্যাচার করে না। মাননীয় সদস্য অনেক এরকম আজগুবি অভিযোগ এনেছেন কিন্তু একটা কেসও তিনি প্রমান করতে পারেন নি। যদি তিনি লিখিতভাবে দেন তা হলে আমি খুশি হব এবং তদন্ত করব।

শ্রীসুবল রুদ্র—গত পরশু দিন কিল্লা ঘটনা ঘটার পরে রাইয়াবাড়ীর বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশ যখন আসামীদের খুঁজতে যায়, তখন রাইয়াবাড়ীর অঞ্চলের উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা পুলিশদের উপর আক্রমন করে। এই ঘটনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এটা আমার জানা নেই।

শ্রীবুজমোহন জমাতিয়া —স্যার, এটা অনেকদিন ধরে ঘটছে। ১৯৬৯—৭০ সাল থেকে যেভাবে উপজাতি যুব সমিতি যুবকদের 'উছলাইয়া' দিয়েছেন, তারা যত ছাত্র ছাত্রী আছে তাদের হাইস্কুলগুলি থেকে জলের পাইপ সংগ্রহ করার কাজে নিযুক্ত করেছে এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে এক একটা করে পাইপ গান আছে। তাদের উদ্দেশ্য হল প্রত্যেকটা থানা আক্রমন করা।

তাছাড়া আমাদের প্রধান মরশুমের বন্দুক চুরি হয়ে গেছে এবং আমি তথ্য দিতে পারি যে বন্দুকটা উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা চুরি করেছে। কিন্তু ওরা নিজেরা এটা স্বীকার করবে না। তাই আমি বলতে চাই যে রাজনীতি করার অধিকার তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু খুন ডাকাতি এবং জখম করার অধিকার তাদেরকে কে দিয়েছে ? তাদের তো এই অধিকার কেউ দেয় নি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, মাননীয় সদস্য জমাতিয়া এখানে যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং তার সংগে যে অভিযোগ করেছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে থানা আক্রমণ করার কোন নিন্দা বিরোধী দলের কোন সদস্য করেন নি। তাই এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই সমস্ত কাজ একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে করা হচ্ছে এবং আমাদের পুলিশ নিশ্চয় সেই গোপন উদ্দেশ্য কি, তা খুঁজে বের করবে। তাহলেও আমি মনে করি যে এই ঘটনার শুরুতেই বন্ধ করা উচিত। আমি খবরের কাগজে পড়লাম যে উপজাতি যুব সমিতি এখন নাকি ছাত্রদের উস্কাণি দিচ্ছে আন্দোলন করার জন্য স্কুলে ধর্মঘট করার জন্য এবং রাস্তাঘাট অবরোধ করার জন্য। কিন্তু আমি বলব যে আপনারা এসব করবেন না, আইনকে তার নিজের রাস্তার চলতে দিন, কেন না এসব আন্দোলন করে কিছু করা যাবে না। আইন তার নিজস্ব পথে চলবে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—স্যার, এখানে বিরোধী দলের প্রতি দোষারূপ করে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে, আমি মনে করি সেগুলি বেইসলেস। আমরা মনে করি এইসব ঘটনার জন্য যারা প্রকৃত দোষী তাদের গ্রেপ্তার করা হউক, কিন্তু যারা নির্দোষ তাদের যেন গ্রেপ্তার করে হয়রাণি করা না হয়। কেন না আমরাও এই ধরণের ঘটনা ঘটলে সেগুলির নিন্দা করি।

## ANNOUNCEMENT BY THE HON'BLE SPEAKER

Mr. Speaker—Hon'ble members, I announce the notification regarding the election of the Committees as follows :—

1. Date of submitting the nomination papers by 4 P. M. of 25-3-80.
2. Date of scrutiny at 12 noon of 26- 3-80
3. Date of withdrawal, if any, by 4 P. M. of 26-3-80. Election if required, the date will be notified later on.

Hon'ble members, I have received a notice from Shri Keshab Mazumder to raise discussion on ' সরকারী নীতির ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের দ্রুত মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে' ।

I have admitted the notice for discussion to-day, the 25th March, 1980 after the disposal of the schedule business of the date.

Presentation of the Committee Reports.

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল গভর্ণমেণ্ট এ্যাসুরেন্স কমিটির ১০ম প্রতিবেদন উপস্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Niranjan Deb Barma—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House the tenth report of the Government Assurance Committee.

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল পাবলিক আনণ্ডার টেকিংস কমিটির ৩য় প্রতিবেদন উপস্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য, শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পাবলিক আণ্ডার টেকিংস কমিটির ৩য় প্রতিবেদনটি সভার সামনে পেশ করছি।

Voting on Demands For Supplementary Grants.

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল ১৯৭৯-৮০ সালের সাপ্লিমেণ্টারী ব্যয় বরাদ্দ দাবীর উপর ভোট গ্রহণ। ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এক সংগে হাউসে উপস্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল।

Mr. Speaker - Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 2, 000 /- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No. 9 ( Major Head 295-Other Social and Community Services Rs. 2, 000/- ).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 2, 50, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No. 29 (Major Head 305- Agriculture Rs. 2, 50, 000/- ).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 2, 00, 000/,- be granted to defray the charges which wlll come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No. 48 ( Major Head 766- Loans to Government Servants Rs. 2, 00, 000/- ).

It was put to voice vote and passed .

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 16, 00, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No. 16 ( Major Head 309- Food and Nutrition-Midday Meal Rs. 16, 00, 000/- ) .

It was put to voice vote and passed .

(Mr Speaker) — Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1, 50, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No. 17 ( Major Head 277- Education Rs. 1, 50, 000/- ) .

It was put to voice vote and passed .

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 10, 00, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No. 23 ( Major Head 288- Social Security and welfare-welfare of Scheduled Tribes & Castes Rs. 10, 00, 000/- ) .

It was put to voice vote and passed .

Now the question before the House is that further sum not exceeding Rs. 3, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No. 15 ( Major Head 287- Labour & Employment Rs. 3, 000/- ) .

It was put to voice vote and passed .

হাউস দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রহিল ।

( After recess )

VOTING ON DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 40,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No. 22 (Major Head 283-Housing Rs. 40,000 ).

Then the demand was put to voice vote and passed .

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,00, 000/-be granted to defray the charges which will come in course of

payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March 1980 in respect of Demand No. 15 (Major Head 284—Urban Development -Assistance to Agartala Municipality Rs.1,00,000/-).

Then the demand was put to voice note and passed.

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 14,60,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No. 34 (Major Head 321 -Village & small Industries Rs.14,60,000/-)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs.24,95,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No. 38 (Major Head 500 -Investment in General Financial and Trading Institution Rs. 24,95,000/, ).

Then the demand was put to voice vote and passed .

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 10,00,000 /-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No. 47 (Major Head 498-Capital outlay on Co-operation-Industries Rs. 10,00,000/- ).

Then the demand was put to voice vote and passed .

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,00,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No. 14 (Major Head 259-public Works Rs. 1,00,000/-).

Then the Demand was put to voice vote and passed .

Mr. Speaker— Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 20,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No, 42 (Major Head 538—Capital Outlay on Roads and Water Transport Services Rs. 20,00,000/-).

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is that a further sum not exceeding

Rs. 24,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No. 43 (Major Head 533—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects Rs. 24,00,000/-).

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 3,76,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No. 30 (Major Head 299—Special and Backward Areas N. E. C. Schemes Rs. 3,76,000/-).

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker— Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 20,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1979 to 31st March, 1980 in respect of Demand No 40 (Major Head 498—Capital Outlay on Co-operation Rs. 20,00,000/-).

Than the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :- Now the que tion befere the House is that further sum not exceeding Rs. 39,34,000/-be granted to defray the charage which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 32 (Major Head 314 - Community Development - Food for Works Scheme Rs. 39.34.000/-) was then put to vote & passed by vioce vote.

Mr. Speaker :-Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs 44.000/-be granted to defray the charge which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand NO 31 (Major Head 299-Special & Backward Areas - N. E. C. Scheme Rs. 44,000/-) was then to vote and passed by voice vote.

Mr. Speakr : Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 30,000/- be granted to defray the charge which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 in respect of demand No. 18 (Major Head 266-other Administration Services Rs.30,000/-) was then put to vote & passed by voice vote.

Mr. Speaker :- Now the question before the House is that a further not exceeding Rs. 3,55,000/-be granted defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March 1980, in respect of Demand No. 13 (Major Head 258-Stationery and printing Rs. 3,55,000/-) was then put to vote & passed by voice vote.

Mr. Speaker:- Now the question before the house is that a further sum not exceeding Rs. 2,85,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980' in respect of Demand No. 25 (Major Head -288-Social and Security Welfare (Relief & Rehabilitation Rs.2,85,000/-) was then put to vote and passed by voice vote .

VOTING ON DEMANDS FOR

EXCESS ON GRANTS FOR THE YEAR 1975-76

Mr. Speaker :-The next business before the House is voting on Demands for excess grants for the year 1975-76 . I would now request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for voting on Demands for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to State of Tripura for the Finance year ended on the 31st March, 1976 .

Shri Nripen Chakraborty—On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,36,72,874/- excluding charged expenditure of Rs. 4,34,39,672/- be granted on account for or towards defraying charges for the following services and purposes in respect of Demands for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31st March, 1976, namely :—

| DEMAND NO. | SERVICES AND PURPOSES | SUM NOT EXCEEDING |
|---|---|---|
| | | Rs. |
| 2. | Council of Ministers. | 64,024 |
| 3. | Administration of Justice. | 1,22,342 |
| 4. | Land Revenue. | 9,67,063 |
| 4. | Stamps & Registration. | 1,50,013 |
| 6. | Taxes on Vehicles. | 3,176 |
| 7. | Treasury & Accounts Administration. | 64,944 |
| 9. | Other Administrative Services (Vigilance). | 27,339 |
| 9. | Other Administrative Services (Guest House). | 52,525 |
| 10. | District Administration. | 1,36,143 |
| 11. | Other Administrative Services (Civil Defence). | 20,070 |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | Other Administrative Services (Home Guards). | 3,32,368 |
| 13. | Other Fiscal Services (Promotion of Small Savings). | 4,635 |
| 13. | Stationery & Printing. | 6,80,619 |
| 13. | Pension and other Retirement benifits. | 3,36,596 |
| 14. | Public Works. | 92,89,782 |
| 14. | Social Security & Welfare (Buildings). | 23,784 |
| 14. | Animal Husbandry (Buildings). | 1,28,599 |
| 14. | Fisheries (Buildings). | 1,81,747 |
| 15. | Public Works (Collection of Housing and Building Statistics). | 3,204 |
| 15. | Housing (Subsidised Housing Schemes for Plantation Workers). | 30,000 |
| 15. | Urban Development (Urban Community Development Pilot Project). | 135 |
| 17. | Education. | 4,97,238 |
| 18. | Other Administrative Services (Vital Statistics). | 21,666 |
| 18. | Aid Materials and Equipments (Public Health). | 47,586 |
| 20. | Urban Development (Town and Regional Planning). | 68,256 |
| 22. | Social Security & Welfare (District Soldiers, Sailors and Airmen's Board). | 10,640 |
| 22. | Other General Economic Services (Improvement of Important Markets). | 1,46,801 |
| 23. | Food & Nutrition (Special Nutrition Programme). | 1,27,286 |
| 24. | Food and Nutrition. | 2,31,923 |
| 26. | Other Social & Community Services (Maintenance and upkeep of Publice places of worships). | 12,598 |
| 27. | Community Development (Panchayat). | 6,25,720 |
| 29. | Other Social Community Services (Zeological and Public Gardens). | 2,944 |
| 29. | Special and Backward Areas (North Eastern Areas). | 8,07,968 |
| 29. | Minor Irrigation. | 1,04,073 |
| 29. | Fisheries. | 4,28,018 |
| 31. | Special and Backward Areas (North Eastern Areas). | 4,39,396 |
| 33. | Community Development (Water Supply and Sanitation). | 15,78,570 |

| | | |
|---|---|---|
| 34. | Special Land Backward Areas (North Eastern Areas). | 2,56,891 |
| 35. | Special and Backward Areas (North Eastern Areas). | 24,717 |
| 35. | Minor Irrigation. | 2,83,909 |
| 35. | Water and power Development Services. | 1,171 |
| 35. | Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects. | 3,78,175 |
| 35. | Minor Irrigation, | 22,45,931 |
| 36. | Capital Outlay on Public Works. | 16,12,633 |
| 36. | Capital Outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply (Urban Water Supply). | 2,19,262 |
| 36. | Capital Outlay on Animal Husbandry (Buildings). | 1,61,686 |
| 37. | Capital Outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply (Assistance to Agartala Municipality). | 19,65,249 |
| 37. | Capital Outlay on Dairy Development. | 1,10,000 |
| 39. | Cadital Outlay on Housing. | 2,11,823 |
| 39. | Capital Outlay on Spl. and Backward Areas. | 66,90,567 |
| 40. | Capital outlay on Cooperation. | 2,11,000 |
| 40. | Loans for Education, Arts and Culture. | 19,415 |
| 43. | Capital Outlay on Special and Backward Areas. | 71,888 |
| 43. | Capital Outlay on Minor Irrigation, Soil Conservation and Area Development. | 1,41.420 |
| 43. | Capital Outlay on Power Projects. | 1,10,65,746 |
| 48. | Loans for Special Security and Welfare. (Loans for new migrants). | 1,81,600 |
| | GRAND TOTAL :— | 4,36,72,874 |

Mr. Speaker ;- Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 4,36,72,174/- excluding charged expenditure of Rs. 4,34,39,000/- be granted on account for or towards defraying charges for the following Services and purpose is respect of Demand for Excees Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31st March, 1976,

( Then the Motion was put to vote and passed by voice vote )

## DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION

মিঃ স্পীকার : আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহাশয়ের কাছ থেকে একটি সর্ট ডিসকাশনের নোটিশ পেয়েছি। আমি সেটি সভায় উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :- "সরকারী নীতির ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের দ্রুত মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে।"

"জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই বেড়ে চলার ফলে জনজীবনে দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে।" আমি এখানে মাননীয় সদস্যকে এই সর্ট ডিসকাশন নোটিশটির উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম যে ভাবে গোটা ভারতবর্ষে বেড়ে চলেছে এবং তার যে প্রতিক্রিয়া আমাদের ত্রিপুরারাজ্যে পড়েছে তার ফলে গোটা রাজ্যে একটা বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে এবং যে ভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তার মূল্যমান যদি নিয়ন্ত্রন না করা যায়, তাহলে পরে নিশ্চয়ই কেন্দ্রিয় সরকারকে এ বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে। কারণ গোটা বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে, গোটা রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এবং গোটা দেশের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। কিন্তু একটা জিনিসের দাম কি হবে না হবে, কিভাবে বাড়বে কমবে সব কিছু নির্ভর করে সে সব বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির উপরে। আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর নেহেরু বলেছিলেন, ভারতবর্ষের এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, ভারতবর্ষে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়েতুলতে হবে, যেখানে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার উন্নতি হয়। বলা হয়েছিল, ইংরেজ আমলে দেশে শোষণ ব্যবস্থা চালু ছিল সে রকম পরিস্থিতির আর সৃষ্টি করা হবে না। কিন্তু সকল আশা আকাঙ্খাকে চুড়মার করে কংগ্রেস দল যে নীতিতে, যে সমাজ ব্যবস্থায় গোটা ভারতবর্ষে চলেছে তাতে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভারতে গড়ে উঠেছে। এর ফলে দেশে বেকার সমস্যা বাড়ছে, হু হু করে জিনিস পত্রের দাম বেড়ে চলেছে। ভারতের যে সমস্যা স্বাধীনতার আগে ছিল এখনও সেই একই সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে। বরং এই সমস্যার মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে।
১৯৭৭ইং সালে শ্রীমতী গান্ধী ভারতবর্ষের বুকে যে কালোদিন নামিয়েছিলেন জরুরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে, দেশের সাধারণ মানুষ সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে জনতা দলকে এনেছিল ক্ষমতায়। আশা করেছিল জনতা সরকার শ্রীমতী গান্ধীর আমলে যে ধরণের অত্যাচার চলেছিল, যে ধরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, জিনিষপত্রের মূল্য মান যেভাবে ক্রমউর্ধমুখী হয়েছিল, সেগুলি রহিত হবে, নিম্নমুখী হবে জিনিষপত্রের মূল্যমান। শ্রীমতী গান্ধী গণতন্ত্রকে যেভাবে বিপন্ন করেছিল, জনতা সরকার সেগুলিকে দূরীভূত করে সাধারণ মানুষকে সুগম করে

দেবে চলার পথ। কিন্তু দুর্ভাগ্য নেহেরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, শ্রীমতী গান্ধী যে পথ অনুসরণ করে চলেছিলেন, তারাও হলেন একই পথের পথিক। ফলশ্রুতিতে জনতার আমলে জিনিষ-পত্রের দাম কমেনি। জনতার অন্তর্দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক ভাবেই ভারতবাসীর কাছে আরেকটা নির্ব্বাচন ডেকে আনল নূতন লোকসভা গঠনের জন্য এবং শ্রীমতী গান্ধীও এই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং নির্ব্বাচনের আগে তিনি দুইটি নীতির কথা বলেছিলেন। ১) জনতা সরকারের আমলে দেশে আইন শৃঙ্খলার যে, অবনতি হয়েছে, তিনি ক্ষমতায় এসে আইন শৃঙ্খলার পুনরুদ্ধার করবেন। ২) জনতার আমলে অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছিল, সে অর্থনীতিকে তিনি পুন: প্রতিষ্ঠা করবেন। জিনিষপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে তা তিনি কমিয়ে আনবেন এবং দেশের মধ্যে তিনি একটা স্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করবেন। এই দুইটি প্রতিশ্রুতি তিনি রেখেছিলেন ভারতবাসীর কাছে এবং আমরা দেখেছি নির্ব্বাচনে তিনি জয়ী হয়েছেন বিপুল ভোটাধিক্যে যা তিনি ১৯৭১ইং সালের নির্ব্বাচনেও পান নি। তাঁর যদি শুভ ইচ্ছা থাকত তাহলে তিনি একটা সুষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে জিনিষপত্রের দাম কমাতে পারতেন। কিন্তু কিছুই তিনি করলেন না এই দুই মাস আড়াই মাসের মধ্যে। যে প্রতিশ্রুতি তিনি রেখেছিলেন নির্ব্বাচনের আগে আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিষয়ে, আজকে যদিও এটা আমার বলার বিষয় না, তবুও প্রসঙ্গক্রমে আমাকে এটা বলতে হচ্ছে যে, উনার প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই থাকছে, কেননা উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি জায়-গায় চলছে হরিজন নিগ্রহ, রাস্তা ঘাটে চলছে খুনখারাপি প্রতিনিয়ত। পুলিশ বাহিনী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করছেন না। শুধু চালাচ্ছে অসহায় দুর্ব্বলদের উপর নির্যাতন। তা না হলে যে সমস্ত প্রতিবন্ধী মিছিল করে আসছিল শ্রীমতী গান্ধীর কাছে তাদের দাবী দাওয়া পেশ করতে পুলিশ তাদের উপর চালায় নির্যাতন। গোটা বিশ্বের মানুষ সেদিন শ্রীমতী গান্ধীর আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নমুনা দেখে বিস্ময় হতবাক। তিনি যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন এই কি তার নমুনা? যে অন্ধ লোক চোখে দেখতে পায় না, লাঠিই যার একমাত্র সাথী, তাদের উপর কিনা শ্রীমতী গান্ধীর পুলিশ বর্বরোচিত আক্রমণ করল এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা যখন শ্রীমতী গান্ধীর পুলিশের এই নির্য্যা-তনের তীব্র নিন্দা করছিলেন. তখন শ্রীমতী গান্ধী বললেন পুলিশ প্রতিবন্ধীদের উপর মৃদু লাঠি চার্জ করেছে, কারণ তাদের সংগে নাকি পুলিশেরর ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। তাঁর আইন শৃঙ্খলা রক্ষার আরেকটি নমুনা-দিল্লীতে ২২ বছরের একটি ছেলেকে খুন করা হল। তার সামনে তো অনেক আশা আকাঙ্খা ছিল। আমরা দেখলাম চোপরা ভাই বোনের খুনের ঘটনা। শুধু তাই নয়, যাদের উপর দেশের আইন শৃঙ্খলা ঠিক মত রক্ষিত হচ্ছে কিনা দেখার ভার, সেই বিচারকদের উপরও আমরা দেখলাম পুলিশের লাঠির অত্যাচার। এই কি তার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নমুনা? তাঁর স্বৈরতন্ত্রী রূপ দিন দিন প্রকাশ পাচ্ছে। শ্রীমতী গান্ধী চিঠির পর চিঠি লিখছেন পশ্চিম মুখ্যমন্ত্রীকে যে আপনার দেশে আইন শৃঙ্খলা নাই। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপার রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার ভুক্ত। সুতরাং রাজ্য সরকারই দেখছেন আইন শৃঙ্খলা কি ভাবে রক্ষা করা যায়। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারেও এসে হস্তক্ষেপ করছেন।

ত্রিপুরার পক্ষে যেটা সবচেয়ে বিপর্যয়ের ব্যাপার—আসামের ঘটনা, যেখানে কোন রাজ্য সরকার নেই সম্পূর্ণ ব্যাপারই কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারাধীন, সে জায়গায় ৫ মাস কাল ধরে কি জঘন্য অত্যাচার চলছে, সেটা আমি আর নূতন করে বলতে চাই না। কেননা বর্ত্তমান অধিবেশনই এই নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। ত্রিপুরার মানুষ হারে হারে সেটা উপলব্ধি করছে। যেখানে আইন শৃঙ্খলার কোন বালাই নাই, যেখানে নৈরাজ্য, সেখানে তিনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন না তো কোথায় রক্ষা করবেন?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য কি আইন শৃঙ্খলার উপর বক্তব্য রাখছেন নাকি অন্য কোন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখছেন সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীকেশব মজুমদার :—আমার বক্তব্য প্রসঙ্গের উপরই রাখছি। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্যমান যে ক্রমউর্দ্ধমুখী মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পারছেন না। মিঃ স্পীকার স্যার, আইন শৃঙ্খলাই বলুন আর যাই বলুন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯ লক্ষ মানুষ হারে হারে টের পাচ্ছি শ্রীমতী গান্ধীর প্রশাসনিক অবস্থা।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নূতন গদীতে আসীন হয়েই বলেছিলেন যে জিনিষপত্রের দাম তিনি সর্ব্ব প্রথমেই কমিয়ে দেবেন। কিন্তু দুমাস হয়ে গেল আমরা দেখছি জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে প্রতি ১৫ দিন পর পর এবং যদি ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে এই সংখ্যায় প্রকাশ হয়েছে প্রতি ১৫ দিন পর পর ১১ পয়সা করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে। এইভাবে যদি দ্রব্য মূল্যের গতি উর্ধ হতে থাকে তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হবে সেটা চিন্তা করা যায় না। একদিকে আইন শৃঙ্খলার অবনতি এবং অপর দিকে জিনিষ পত্রের উর্ধগতি এই দুটো মিলে আজকে মানুষের অবস্থা যে কি সেটা ভাবাও যায় না। এদিকে আসামের গোলমালের ফলে ত্রিপুরায় জিনিষপত্র আসতে পারছে না, না আসার ফলে অভাব সৃষ্টি হচ্ছে এবং বাজারে জিনিষপত্রের দাম দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। একদিকে জিনিষ পত্রের উর্ধগতি এবং অপর দিকে জিনিষপত্রের সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থা না থাকার ফলে ত্রিপুরার মানুষের জন জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সম্পর্কে বলতে চাই যে, এই জিনিষপত্রে দাম বাড়ার ফলে যে নীতির কথা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে যারা ব্যবসায়ী, মুনাফাখোর, জমিদার, কালোবাজারি তাদের ব্যবসা দিন দিনই বাড়বে যতক্ষণ পর্য্যন্ত জিনিষপত্রের দাম না কমছে সেটা কমানো কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। আমরা ইন্দিরা কংগ্রেসের বাজেট দেখছি, জনতা সরকারের বাজেট দেখেছি কিন্তু সেই বাজেটের মধ্যে বার বার আমরা একই ধরনের শোষণ ব্যবস্থা দেখেছি। প্রতিটি বাজেটেই ঘাটতি এসেছে। জিনিষপত্রের উর্ধগতির ফলে সেই ঘাটতি আরো বেড়ে যাবে এবং সেই

ঘাটতি পূরনের কোন ব্যবস্থা বাজেটে দেখছি না। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যাচ্ছে বাজারে নূতন নূতন নোট ছাপিয়ে ছাড়া হচ্ছে এটাই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের জন দরদী নীতি। সেটার প্রতিকারের পথ কি উনার জানা নেই? সুতরাং এই ভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে জিনিষপত্রের দাম কমানো কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয় এবং তার ফলে আমাদের জীবন যাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়বে। আমরা দেখেছি জনতা সরকারের আমলে এবং শ্রীমতী ইন্দিরা সরকারের আমলেও দেখেছি জিনিষপত্রের দাম বাড়তে। কিন্তু বর্তমানে জিনিষপত্রের উর্ধগতির ফলে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা যে পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে, গ্রামের বেশীর ভাগ মানুষের পক্ষে এই সমস্ত জিনিষপত্র কেনা তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে সমস্ত জিনিষপত্রের জন্য একটা সুনির্দ্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা দরকার। যদিও আমরা জানি এই অবস্থার মধ্যে শ্রীমতী গান্ধী এমন কোন নীতি গ্রহণ করতে পারেন নি, যে নীতি সার্বিকভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারে। তারই জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করেছিলাম যে অন্ততঃ পক্ষে ১০ | ১২টি জিনিষ-যেগুলি সাধারণ মানুষের না হলেই চলে না যেমন-চাল, লবণ চিনি, ডাল, তেল, সাবান এই ধরনের যে সব নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র আছে, সেগুলি রেশন সপের মাধ্যমে যাতে গোটা ভারতবর্ষের মানুষ একই দরে পেতে পারে, তার যেন ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা যদি গ্রহণ করা যায়, তাহলে গোটা ভারতবর্ষের জন্য বেশী টাকা খরচ করতে হবে না, ৫০০ কোটি টাকা মাত্র খরচ হতে পারে। কিন্তু শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সাধারণ মানুষের জন্য ৫০০ কোটি টাকা খরচ করা সেটা তার চিন্তার বাইরে। কারণ এত টাকা খরচ করার তার নাকি ক্ষমতা নেই। সেই জনতার সমায়েও আমরা একই অবস্থা দেখছি। নেহেরুর আমলে বড় বড় জোতদার যারা রয়েছে, বড় বড় জমিদার যারা রয়েছে, যারা পাটের ব্যবসা করে, যারা কাপাসের ব্যবসা করে এবং যারা ধনীক শ্রেণী রয়েছে তাদের জন্যও লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যে সার দেওয়া হয়েছিল সে সারের পরিমান কি কম ছিল? কিন্তু গরীব মানুষের জন্য ৫০০ কোটি টাকা সেটা অনেক বেশী হয়ে যায় এই মনোভাবই শ্রী মতি গান্ধী পোষণ করেছেন। আমরা বলেছিলাম এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে সস্তা দরে নায্য মূল্যের দোকান মারফৎ জিনিষপত্র বিক্রয় করার জন্য কারণ তাহলে মানুষ সেগুলি কিনতে পারবে এবং বাজারে জিনিষপত্রের দাম স্বাভাবিক ভাবেই কমে যাবে। কিন্তু স্যার, পরিতাপের বিষয় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বললেন এই রকম কোন ব্যবস্থা করা যাবে না। তার পরিবর্ত্তে আর একটা দাওয়াই তাঁরা আবিষ্কার করলেন সেটা হলো নিবর্ত্তনমূলক আটক আইন এবং তাঁরা ঠিক করলেন যে এই দাওয়াই দিয়ে গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে বেধে রাখা যাবে। কিন্তু জিনিষপত্রের দাম তো বেধে রাখা যাবে না সেটা তো শ্রীমতি গান্ধী বুঝতে পারলেন না। তার মধ্যেও তিনি নিবর্ত্তনমূলক আটক আইন করলেন এবং রেডিও খবরের কাগজের মাধ্যমে আমরা দেখছি যে উত্তর প্রদেশের এতজনকে ধরা হয়েছে চোরাকারবারীর, দায়ে রাজস্থানে ১২ জনকে ধরা হয়েছে,

মহারাষ্ট্রে ১০ জনকে ধরা হয়েছে, এই ভাবে প্রতিদিনই খবরের কাগজে এক এক জায়গার নামও দেখা যায়। যখন চোরাকারবারীরা বাধা হয়ে গেল তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা আশা করতে পারেন জিনিষপত্রের দাম কমবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সেদিনও পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার বললেন, ৭ দিনও হয়নি জিনিষপত্রের দাম কমাতে আমার সরকার ব্যর্থ হয় নি। দেখা যায় আটক আইন চালু করেও জিনিসপত্রের দাম বারে কমে না, বরংচ জিনিষপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। কিন্তু ওরাই আবার বলে যে আটক আইন চালু করার জন্য। কিন্তু পশ্চিমবাংলার সরকার, ত্রিপুরার সরকার, কেরালার সরকার এই কথা ভাবে না, তাদের মত সেইভাবে তারা চিন্তা করে না। আটক আইন চালু করে জিনিসপত্রের দাম কমানো যায় না। আটক আইন চালু করে হয়ত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা যায়। কিন্তু জিনিষপত্রের দাম কমানো যায় না। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে, পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এই আটক আইন চালু করা হয় নি। বিদ্যুৎ মন্ত্রী আবদুল গনি খান চৌধুরী উনি ত বলেই ফেলেছেন যে পশ্চিমবাংলায় যদি এই আটক আইন চালু করা না হয় তাহলে পশ্চিমবাংলাকে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে ছাড়বে। আমাদের ত্রিপুরাকে কোথায় ডুবানো হবে না হবে সেটা বলা হয় নি। কারণ ত্রিপুরার কাছাকাছি কোথাও সাগর বা মহাসাগর নাই। ষ্টিফেন, যে দিল্লীর জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, সেই ষ্টিফেন আবার কেরালায় গিয়ে উপনির্ব্বাচনে জিতে দিল্লীতে গিয়ে মন্ত্রী হয়েছেন। সেই মানুষ আবার ত্রিবান্দ্রমে গিয়ে বলেন, এই আটক আইন চালু না করা নাকি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। ইন্দিরা গান্ধীর দলের আর এক মাতব্বর শ্রীপ্রনব মুখার্জী যাকে পশ্চিমবাংলার মানুষ কোনদিন ভোটে জেতায়নি সেই প্রণব মুখার্জী ভোটে না জিতেও মন্ত্রী হয়েছেন। তিনি যেহেতু ইন্দিরা গান্ধীর দলের লোক সেইহেতু এবং গণতন্ত্রের অপার মহিমায় তিনি দিল্লীতে গিয়ে মন্ত্রী হয়ে গেলেন। চমৎকার ব্যবস্থা চলছে। সেই প্রণব মুখার্জীই কি করে আটক আইন শেখাতে হয় তা তিনি বলবেন। ইন্দিরা গান্ধী আমাদের আটক আইন চালু করে জিনিসপত্রের দাম কমানোর কথা বলছেন। কিন্তু তিনি ত মহারাষ্ট্রে আইন চালু করেছেন। কই, সেখানে ত এক সপ্তাহের মধ্যে তিন তিনবার চিনির দাম বেড়ে গেল। ৫ টাকা ৮০ পয়সা পর্যন্ত হয়ে গেছিল। যেখানে ছিল ৫ টাকা সেখানে হয়ে গেল ৫ টাকা ৪০। এইভাবে চিনির দাম এক সপ্তাহের মধ্যে বেড়ে গেল, দিল্লীতে বোধ হয় তখন ৬ টাকা ৬০ পয়সা। কই সেখানে ত আটক আইন চালু করে জিনিসপত্রের দাম কমাতে পারলেন না। তিনি বলছেন আমাদের এখানে আটক আইন চালু না করাতে নাকি জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এই যে নীতি, এই যে ব্যবস্থা তার ফলে গোটা ভারতবর্ষের মানুষ আজ বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থা বেশী দিন যদি চলতে থাকে তাহলে গোটা ভারতবর্ষের মানুষের জীবন বিপর্যয় হয়ে পড়বে। স্যার, আমরা শুনেছি কালোবাজারীদের

কথা, মজুতদারদের কথা তাদের বিরুদ্ধে আইন করেছেন। কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে যে আইন সেই কালো কালো আইন আর কালোবাজারী দুয়ে মিলে একাকার হয়ে যায়। যার ফলে কালোবাজারীদের দমন করা যাচ্ছে না। কালোবাজারীদের দমন করার কোন সুনির্দিষ্ট নীতি তারা গ্রহণ করেনি। আটক আইন চালু করে কালোবাজারীদের ধরা যাবে না। কয়েক-জনকে ধরে নিলে কালোবাজারী বন্ধ করা যা.ব না। তার জন্য সুনির্দিষ্ট কতগুলি নীতি গ্রহণ করা দরকার। আমরা বলেছিলাম, ১০ টাকার নোটের পরে যতগুলি নোট আছে সবগুলি নোট বাতিল করে দিতে। নোটগুলি বাতিল করে দিলে পরে সব লুকানো টাকা বেড়িয়ে পড়বে। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে পেরালাল যে ইকনমি চলছে, প্যারালাল যে উৎপাদন ব্যবস্থা চলছে সেটা বেড়িয়ে যেত। ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসার পরে তাদের আরো সুযোগ করে দিয়ে এই কালোবাজারীদের কালো টাকা জমানোর সুযোগ করে দিয়েছে। তার জন্য তিনি কোন নীতি গ্রহণ করেন নি। সুতরাং স্যার, এই যে অবস্থা চলছে তা বেশীদিন চলতে দেওয়া যায় না। আমাদের এই ত্রিপুরাকে অবরোধ করে রাখা হয়েছে। এই হাউসে এটা আলোচনা হয়েছে। আসামে যে ঘটনা ঘটছে তার দিকে কেউ নজর দিচ্ছে না। ভারতবর্ষের সব জায়-গায়ই জিনিসের দাম বাড়ছে। কিন্তু আসামের গণ্ডগোলের জন্য পরিবহন ব্যবস্থার জন্যে অন্যান্য জায়গার তুলনায় আরও বেশী ত্রিপুরায় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে। ত্রিপুরার পরিবহন ব্যবস্থার যেটুকু সুযোগ সুবিধা ছিল, যোগাযোগ ব্যবস্থার যতটুকু সুযোগ সুবিধা ছিল তা আসামের গণ্ডগোলের দরুণ সব কিছু বিপর্যস্ত হচ্ছে। ত্রিপুরায় জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে। ত্রিপুরার জিনিস পত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার দরুন ত্রিপুরার মানুষের জীবন যাত্রা বিপর্যস্ত হচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম কমাতে হলে কালোবাজারীদের শায়েস্তা করতে হবে। চোরাকারবারীদের শায়েস্তা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। তিনি যদি এই পথে যান তাহলেও আমরা এবং ত্রিপুরার মানুষ সবই ইন্দিরা গান্ধীর পাশে দাঁড়াবেন। কিন্তু তিনি ত এই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না। তিনিত এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেনা। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং জিনিসের দাম ক্রমশ: বেড়ে যাচ্ছে। এইভাবে ত্রিপুরার মানুষ বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থার প্রতিরোধ করতে হবে। এই বিধান সভায় এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আমি বলতে চাই গোটা ত্রিপুরার মানুষ যদি এর বিরুদ্ধে সংগঠিত না হয়ে আন্দোলন না করে, তারা যদি ঐক্যবদ্ধ না হয়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই না করে তা হলে এই বিপর্যয়ের মুখ থেকে ত্রিপুরার মানুষ রক্ষা পাবে না। সুতরাং মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই আলোচনার সূত্রপাত করে জিনিসপত্রের দাম যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেই অবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। কেন্দ্রের জিনিসপত্রের দাম নীতি নির্দ্ধারণের ভুলের ফলে এই

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। তাই আমি এই সভায় আহ্বান রাখছি, সাধারণ মানুষের দলমতনির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী আন্দোলন করতে হবে এবং কেন্দ্রকে বাধ্য করাতে হবে যাতে ত্রিপুরার পরিবহন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয় এবং জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মাননীয় স্পীকার :—শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন আমি সেটাকে পূর্ণ সমর্থন করি। কারণ আজকে এই সমস্যা নিয়ে গোটা ভারতবর্ষ একটা প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বিগত লোক সভার নির্বাচনের সময় আজকে যারা ক্ষমতায় এসেছেন তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, একটা হচ্ছে উ ন যদি ক্ষমতায় আসেন, তখন তিনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমাতে সাহায্য করবেন। এই দুইটা কথা বলেই শ্রীমতি গান্ধী মানুষের সামনে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছেন। মাননীয় সদস্য বলেছেন, যে সারা ভারতবর্ষে আজকে কি ভাবে আইন শৃংখলা রক্ষিত হচ্ছে সেটা কারও অজানা নয়। আজকে বিচারপতিরাও তাদের হাতে নিপীড়িত হচ্ছেন। কিছুদিন আগে দিল্লীতে অন্ধরা তাদের

দাবী নিয়ে মিছিল করে যাচ্ছিল সেখানে তাদের উপর তখন অত্যাচার করা হয়েছে। বিহারে হরিজনদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে গতকাল আকাশবাণীর খবর যারা শুনেছেন তারা শুনেছেন, অন্ধ্রে হাজার হাজার হরিজনের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে আজকে যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ, যারা আজকে গরীব অংশের মানুষ, তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। তা ছাড়াও জিনিষপত্রের দাম আজ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, অথচ শ্রীমতি গান্ধীও তার দলের লোকদের বলতে শুনা যায়, যে জিনিষ পত্রের দাম বেড়েছে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে রাজ্য সরকারকে। একথা সকলেই জানেন এবং এটা বাস্তব সত্য যে জিনিষ পত্রের দামকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কোন রাজ্য সরকারের নাই। এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন শুধু কেন্দ্রীয় সরকার। আজকে জিনিষ পত্রের দাম এইভাবে বাড়ার মূলে বা তার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে মজুতদারিয়া মোকাবিলা। আজকে ভারতবর্ষে লেবার কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, কলকাতাতে জিনিষের দাম যা, দিল্লীতে তার চেয়ে অনেক বেশী। আরও দেখা গেছে যে, যে সব রাজ্যে ইন্দিরার দলের লোক রাজত্ব করছেন সেই সব রাজ্যেই জিনিষ পত্রের দাম বেশী। যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ, বাঙ্গালোর বা অন্যান্য রাজ্যগুলিতে। ঐ সব রাজ্যের সাথে অন্য রাজ্যগুলির পার্থক্য হচ্ছে এখানে যে, ঐ সব রাজ্যে কালোবাজারীরা যে ভাবে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, কলকাতাতে তারা সেই ভাবে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না মুনাফা লুটবার।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত শ্রীমতী গান্ধীর দল রাজত্ব করেছে দিল্লীতে, তারপর রাজত্ব করেছে ২৯ মাস পর্য্যন্ত জনতা সরকার। তাদের রাজত্ব কালেই জিনিষের দাম এই হারে বেড়েছিল। ভারতবর্ষের মানুষেরা বার বার দাবী করেছিল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র রাষ্ট্রীয়করণ করার জন্য। কিন্তু কিছুই করা হয়নি। আজকে যারা কোটিপতি তাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে, এই কারণে দেখা যায়, যারা উৎপাদক তারাও আজকে বেশী দামে জিনিষ ক্রয় করছে। এই ভাবে উৎপাদকরা প্রতিনিয়ত কালোবাজারীদের হাতে লুণ্ঠিত হচ্ছে। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে শেষ বিদায় নিলেন তখন আমরা দেখলাম যে জিনিষ পত্রের উপর করের চাপ আরও ২০ পারসেন্ট বেড়ে গেল। জিসিষ পত্রের উপর করের চাপ শতকরা ৮০ ভাগ হয়ে গেল।

আমরা এক একটা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি। আমরা এক একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মধ্য দিয়ে বাজেট তৈরী করি এবং সেই ভাবে কাজ করি। আজ এই জিনিষ পত্রের দাম বাড়ানোর ফলে কালোবাজারীরা সব চেয়ে বেশী সুযোগ পেয়েছে টাকা বাড়ানোর। দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে আজ ৩২ বছর, আর এই ৩২ বছর রাজত্ব করেছেন দিল্লীতে কংগ্রেস, শেষের ২৯ মাস রাজত্ব করেছেন জনতা সরকার, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের এই ৩২ বছরের যে ইতিহাস সে ইতিহাস হচ্ছে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির ইতিহাখ। আর এই বছরটা হচ্ছে সব চাইতে বেশী দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির ইতিহাসের বছর।

বিগত লোকসভার নির্ব্বাচনের সময় ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে যদি আমি সরকারে আসতে পারি তাহলে জিনিষ পত্রের দাম কমিয়ে দেব. আর তিনি আজ সরকারে এসে বলেছেন যে আমার কাছে এমন কোন মেজিক ফরমূলা নাই যে যার সাহায্যে আমি জিনিষ পত্রের দাম কমিয়ে দেব। উপরন্তু আজ রাজ্য সরকারগুলির উপর ধমক দিচ্ছেন যে ন্যায্য মূল্যে জিনিষ পত্র বণ্টন করার জন্য। অথচ এক ফোটা জিনিষ তিনি রাজ্যে পাঠাচ্ছেন না। রাজ্যে জিনিস দিচ্ছেন না, আর বলছেন যে রাজ্যে যেন ন্যায্য মূল্যের জিনিষ পত্র বণ্টন করা হয়।

দিল্লীতে যখন মুখ্য মন্ত্রীদের সম্মেলন হয়েছিল তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে, রাজ্যগুলিতে জিনিষ পত্র দেওয়ার যে কাঠামো আছে শ্রীমতি গান্ধী যদি সেই কাঠামোগুলি অনুযায়ী জিনিষ পত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করেন, তাহলেই আমরা জিনিষ পত্রের দাম কিছুটা কমাবার কিছুটা চেষ্টা করতে পারি। তিনি আরও বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কোন নিত্য প্রয়োজনীয় দশ বারটা জিনিষপত্র ন্যায্যর মূল্যের দোকানের মাধ্যমে শহর ও গ্রামের মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে করে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে এই সমস্ত জিনিষ পত্রের দাম। কেন্দ্রীয় সরকারকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গুলিকে সারা ভারতে একদরে বিক্রি মরার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩ নম্বর হচেছ এই সমস্তজিনিষ পত্র বণ্টন করা সারা ভারতবর্ষে এই সমস্ত জিনিষকে এক দরে বণ্টন করার ব্যবস্থা করতে গেলে আজকে ৫০০ কোটি টাকার ভরতুকি দিয়ে একটা বিশেষ

তহবিল সেখানে গঠন করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার যদি রপতানি ও বানিজ্যের জন্য কোটি-পতিদের কে আড়াই কোটি টাকা করে দিতে পারেন। তাহলে আজকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের জন্য ৫০০ কোটি টাকা আর কাছে নিশ্চয়ই বেশী হবে না।

৪ নম্বর হচ্ছে, যে সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ পত্র বাহির থেকে আমদানী করা হয়, আজকে সেই সমস্ত জিনিষ পত্র আর ও বেশী করে বাহির থেকে আমদানী করার ব্যবস্থা হোক। এই ধরনের বিদেশে যে টাকা সঞ্চিত আছে তার সাথে আর ও এক কোটি টাকা ভরতুকি দেওয়া হোক। যাতে এই সমস্ত জিনিষ আমরা সস্তা দরে ক্রয় করতে পারি।

৫ নম্বর হচেছ গুরুত্বপূর্ণ ও দুস্প্র্যাপ্য জিনিষ রপতানি করা।

৬ নম্বর হচেছ, দেশের যে সমস্ত জিনিষ উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত জিনিষ পত্র রেশন সপের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যের দোকানে বিলি বণ্টন করার ব্যবস্থা করা। যেমন চিনি, চিনি রপস্তানী করার জন্য ব্যবস্থা যে চিনির বণ্টন এই চিনিকে সারা দেশে ২.৫০ পয়সা দরে বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হোক।

আমার ৭ম প্রস্তাব হচ্ছে ১৯৭৯ সালের কেন্দ্রিয় বাজেট পাশের আগে অত্যা বশ্যকীয় পণ্যের যে দাম ছিল সে দামে বিক্রী করার ব্যবস্থা করা হউক। আমার ৮ম প্রস্তাব হচ্ছে ১৯৭৮ সালের বাজেটের মাধ্যমে যে অতিরিক্ত শুল্ক বসানো হয়েছিল তা বাতিল করা হউক। আমার ৯ম প্রস্তাব হচ্ছে আমদানিকৃত পেট্রোল, ভোজ্য তেল সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে দিয়ে জনসাধারণরে মধ্যে বিলি বণ্টন করা হউক। আমার ১০ম প্রস্তাব হচ্ছে ব্যাংক ও অন্যান্য লগ্নিকারী সংস্থা থেকে বুর্জুয়াদের ঋন দান ব্যপক হারে কমানো হউক এবং চোরা কারবারী দের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হউক। আমার ১১শ প্রস্তাব হচ্ছে কেন্দ্রিয় খাদ্য গুদামে যে ২ কোটি টন খাদ্য জমা আছে তা ব্যাপক হারে বাজারে ছাড়া হউক। আমাদের এই দাবি আমরা বিগত কংগ্রেস সরকারের কাছে যেমন তুলে ধরেছিলাম তেমনি ২৯ মাসের জনতা দলের রাজত্বও করেছিলাম। তাদের কাছে আমরা আমাদের সমস্ত বক্তব্য তুলে ধরেছিলাম। তাতে আমরা দেখেছি তারা আমাদের দাবি অনুযায়ী কাজ কর্ম করতে অনিহা প্রকাশ করেছেন। আজকে জিনিষপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে সে হারে যদি জিনিষপত্রে দাম আরও বাড়তে থাকে তাহলে আমরা দেখব যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একেবারে বিপন্ন হয়ে পড়েছে ১৯৭৩। ৭৪ সালে আমরা দেখেছি ঐ শ্রীমতি গান্ধি কেন্দ্রিয় কর্মচারীদের মহার্গ ভাতা দিয়েছিলেন ৭০ ভাগ আজকে সেখানে ৫০ ভাগ। গর্ব করে অরও বলেছিলেন যে শ্রমিক কর্মচারীদেরকে বোনাস দিয়ে দেবেন। পরে তারা সে দাবি প্রত্যাহার করে নিলেন। আমরা দেখেছি বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য আজকে দর কষাকষি শুরু হচ্ছে। এই যদি চলতে থাকে তাহলে সারা ভরতবর্ষে বিক্ষোভ দেখা দেবে শাসক গোষ্ঠীদের অরাজকতার জন্যই সেখানে নেমে আসবে। আজকে অইন শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাই আজকে সমগ্র ভারতবর্ষের এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সমগ্র অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা। ইতিমধ্যেই দিল্লীর সরকার তার স্বৈরাতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। অনেক সদস্য

অবশ্য বলেছেন যে ওরা পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন ডেকে মিসা আইন তৈরী করেছেন, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ভেঙ্গে দিয়েছেন। আজকে শ্রীমতি গান্ধী তার উত্তরসুরি সঞ্জয় গান্ধীকে ক্ষমতায় আনার জন্য নেতৃত্ব পদ দেন। আজকে যদি রাষ্ট্রপতি জাতীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয় তা হলে তখন বাধা দেবার আর কেউ থাকবেনা। তখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। এই কারণে আজকে আমাদের চাই এই যে জিনিষ পত্রের সরবরাহ তা যেন বৃদ্ধি হয়। কারণ সরকার যদি ইচ্ছা করে তবে জিনিষপত্রের কম-বেশী দামের উর্দ্ধ গতি রোধ করতে পারেন। আমরা আমাদের এই বিধানসভা থেকেও কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব যাতে অতি সত্বর এই সমস্ত জিনিষের দাম কমানোর জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য আপনার ৫ মিনিট সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—আচ্ছা স্যার, তাহলে তারা ঐ সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে। দিল্লীর সরকার বলেছেন যে তোমরা কালোবাজারীর আইন ব্যবহার করছ না। আমরা আগেই বলেছি এসব আমরা বিশ্বাস করিনা। আজকে এমন জিনিষপত্র এখানে নেই যেখানে নাকি ব্যাপক কারচুপি হচ্ছে। যেখানে জিনিষপত্রের অভাবে বিলি বণ্টন করা যাচ্ছে না সেখানে কারচুপির প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমারা বিশ্বাস করি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে সজাগ সচেতন। একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা যদি কালোবাজারি করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে চায় তাহলে গণতান্ত্রিক মানুষ তাদের ক্ষমা করবে না। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। আমরা এই বিধানসভা থেকে সমস্ত কালোবাজরিদের হুসিয়ার করে দিতে চাই যারা এই ধরণের সংকট সৃষ্টি করার সুযোগ নিতে চায়, জিনিষপত্রের দাম বাড়াতে চায়, এই রাজ্যের মানুষ তাদেরকে ক্ষমা করবে না এই কলোবাজারি প্রতিরোধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে স্বৈরাতান্ত্রিক মনোভাব নিয়েছেন, এই স্বৈরাতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে এই আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুবল রুদ্র। মাননীয় সদস্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের অনেক বক্তব্য রয়েছে। আপনারা যদি সহযোগিতা না করেন তবে অনেকে বঞ্চিত হবেন।

শ্রী সুবল রুদ্র :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার মধ্যে আজকে যেটা লক্ষ্য করা গেছে সেটা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে জিনিষপত্রের দাম উর্দ্ধ গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমরা এটা পরিষ্কার জানি, আমরা বিভিন্ন সময়ে দেখেছি কেন্দ্রে যে সরকার ক্ষমতাতে ছিল সে সরকারের কাছে আমরা বিভিন্ন সময়ে চাপ সৃষ্টি করেছি এবং এখনও চাপসৃষ্টি করছি যাতে জিনিষ পত্রের দাম কমানো যায়। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হয়। সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে গরীব অংশের মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি। এমনকি আমরা আন্দোলনও সংঘটিত করেছি যাতে জিনিষ পত্রের

দাম কমানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান করেছি। আমরা এটা। ব্রিটিশ সরকার চলে যাওয়ার পর থেকে বিগত ৩০ বছর যাবৎ দেখে আসছি সে কংগ্রেস রাজত্বের মধ্যে। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে এক একটি বাজেট শেষ হওয়ার পর থেকেই জিনিষ পত্রের দাম যে ভাবে বাড়ছে তা কমানোর কোন উদ্যোগ কেন্দ্রের নেই তাতে জিনিষ পত্রের দাম কমছে না এবং ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। আমরা আগেও লক্ষ্য করছি এখনও দেখছি যেখানে কংগ্রেস সরকার, শ্রীমতি গান্ধীর সরকার ক্ষমতায় আছে, সেখানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, পুঁজিপতি ব্যবস্থায়, কোন দিন জিনিষ পত্রের দাম কমানো সম্ভব নয়। জিনিষ পত্রের উপর কনট্রোল নেই, থাকতেও পারে না। আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম যে কনট্রোল করা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সস্তা দামে বিক্রি করার জন্য ভর্তুকি দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিলি বণ্টন করা ইত্যাদি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন বাধ্যগত ব্যবস্থা নেই গত ৩০ বছরের বাজেটে আমরা দেখেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি কারা জিনিষ পত্রের দাম বাড়াচ্ছে। কেন্দ্রে যে সরকার হয়েছে, সে সরকার পুঁজিপতি কলকারখানার মালিকদের সরকার। তারাই এই সরকারকে তৈরি করেছেন, তারাই সরকারকে কনট্রোল করেছেন এবং তারাই জিনিষ পত্রের দাম নির্ধারিত করছেন তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব এবং তাদের প্রতিপত্তি খাটিয়ে জিনিষ পত্রের দাম কমানোর চেষ্টা নেই। এ কারণে আমরা দেখছি যে শ্রীমতি গান্ধীর সরকার ক্ষমতাতে আসার পর জিনিষ পত্র ইত্যাদি দাম কমানোর কোন চেষ্টা করছেন না এই যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র বাজারে বিক্রি হচ্ছে সেখানে ডাল, তেল, নুন এশেনশিয়েল কমোডিটিজ যে সমস্ত জিনিষের দাম বাড়ছে এটাকে কনট্রোল করা কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত। কিন্তু সে জিনিষটা কেন্দ্রীয় সরকার করছেন না। মালটি নেশনাল কর্পোরেশান যেটা আছে, যেটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে জিনিষপত্র উৎপন্ন করছে সেটা নিজের খেয়াল খুশীমত জিনিষের দাম নির্ধরিত করছে। অনেক সময় ২।৩ গুণ পর্যন্ত জিনিষ পত্রের দাম বাড়াচ্ছে। তাতে সরকারের কোন কনট্রোল নেই। আমাদের দেশের টাটা, বিরলা যারা বিভিন্ন কলকারখানায় সাবান তৈরী করছে আজকে তেলকলের মালিক, যারা তেল উৎপন্ন করছে, চিনির কলের মালিক, যারা চিনি তৈরী করছে তাদের উপরে সরকারের কোন কনট্রোল নেই। কারণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা হতে পারেনা যেহেতু ইন্দিরা সরকার চিনি কল, ডাল কল, তেল কল প্রভৃতি মালিকদের উপর নির্ভরশীল এবং তাদের থেকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা নিয়ে দেশকে পরিচালনা করছে। তাই তাদের মুনাফা বাড়ানের জন্য তারা বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন রাস্তা নিচ্ছেন। যেহেতু আজ কেন্দ্রীয় সরকার জিনিষপত্রের দাম কমাতে পারছে না, কনট্রোল করতে পারছে না সেহেতু স্বাভাবিকভাবে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে জিনিষপত্রের দাম কনট্রোল করতে পারেন। চিনি, ডাল, তেল প্রভৃতি উৎপাদন ব্যয় কত পড়ল সেটা হিসাব করে কত পার্সেনটেইজ লাভ করতে পারবে ঠিক করে দেয় এবং ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে যদি বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে জিনিষপত্রের দাম কিছুটা কনট্রোল করা যাবে। সেই জন্য আমাদের দাবী হলো যে

এই যে ১০।১২টি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সেগুলি কারখানা বা ফ্যাক্টরী থেকে যে উৎপাদন মূল্য সেই উৎপাদন মূল্যের উপর একটি ন্যায্য লভ্যাংশ ধরে তার দাম নির্ধারণ করতে হবে। এবং পরে সে জিনিষপত্রগুলি সরকারী নায্যমূল্যের দোকানগুলির মারফত ন্যায্য মূল্যে ভোক্তার নিকট পৌঁছে দিতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :—মিঃ স্পীকার, স্যার, প্রতিদিন জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যখন ক্ষমতায় আসেন তখন তিনি ঘোষনা করেন যে দেশের আইনশৃঙ্খলা তিনি পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু তাঁর এই ঘোষণায় আমরা তখনই বুঝতে পারি যে তাহলে অনেক মায়ের বুকের ছেলে শেষ হয়ে যাবে। তিনি যখন ঘোষণা করলেন দেশে জিনিষপত্রের দাম কমাবেন তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, কালোবাজারী, মজুতদার, মুনাফাখোররা এবার তাদের মুনাফা লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ পাবে এবং এই দেশের গরীব মানুষকে যাতে ভালভাবে শোষণ করা যায় তিনি তার ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি কেন একথা বলতে যাচ্ছি কারণ আমরা দেখেছি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং তার কংগ্রেস সরকার কোন দিনই সমাজতন্ত্রের ধারে কাছেও যাননি এখনও যাবেন না এবং ভবিষ্যতেও না কাজেই আমাদের দেশের যে উৎপাদন এই উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে, উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তা যত দিন পরিবর্ত্তন না করা যায় তাহলে জিনিষপত্রের দাম কখনো কমানো সম্ভব হবে না। কিন্তু শ্রীমতি গান্ধী তা করবেন না। আমরা আরো দেখছি যে বিগত ৩০ বছরে শ্রীমতি গান্ধী এবং তার কংগ্রেস সরকার ভূমি সংস্কারের কোন ব্যাবস্থা করে নি। আমরা দেখছি যে, আচার্য্য বিনোভা ভাবে কয়েকদিন আগে গো হত্যা বন্ধ করার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। অথচ এই বিনোবা ভাবের কাজ ছিল ভূদান অন্দোলন করা। আমরা দেখলাম যে স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস সরকার জমিদার, জোতদারদের হাত থেকে জমি এনে গরীব সাধারণ কৃষক দের হাতে তুলে দেবেন বলে পরিকল্পনা নেন। এবং সর্ব্বোচ্চ পবিমাণ জমির মালিকানা অর্থাৎ সিলিং বেঁধে দেন। আর ঠিক তখনই আমরা দেখলাম যে, আচায্য বিনোবা ভাবে ভূদান আন্দোলনের নাম করে জমি ভিক্ষা করে আনছেন আর সে জমি বণ্টন করে দিচ্ছেন কৃষকদের মধ্যে। আর সেই গরীব কৃষকদের বুঝিয়ে বলছেন যে, দেখ জমিদাররা কত মহান এবং দয়ালু। তোমাদের জন্য তাহাদের কত দরদ। তোমার ইলেকশানের সময় এই সব মহান জমিদারদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে। আবার জমিদাররা করছেন কি-তারা তাদের নিজেদের ছেলের বিয়েতে, নাতির জন্মোৎসব, মা-বাবার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গরীব কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করে তাদের দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করছেন। এই হলো ভূদান আন্দোলন অবস্থা। ফলে কংগ্রেস সরকার বিগত ৩০ বছরেও ভূমি সংস্কারের জন্য কোন ব্যবস্থা আদৌ গ্রহণ করেনি। গত ৩০ বছর ধরে উৎপাদন ব্যবস্থায়ও কোন সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ চালু হয়নি। ফলে এই অবস্থায় জিনিস পত্রের দাম কখনোই কমতে পারে না। আমরা আবার দেখেছি যে কলকারখানাগুলোতে কৃষকরা

তাদের উৎপাদিত ফসল এনে দেন. কিন্তু কারখানার মালিকরা আর উৎপাদন বাড়াচ্ছেন না। মালিকরা নুতন করে উৎপাদন করছেন না কারণ তা হলে তারা আর মজুত করে জিনিস পত্র রাখতে পরবেন না। তারা উৎপাদন সীমিত রেখে আস্তে আস্তে জিনিসপত্র বাজারে ছেড়ে জিনিসপত্রের একটা ক্রাইসিস্ সৃষ্টি করছে আর তারা অধিক দামে সেই জিনিসপত্র বাজারে বিক্রয় করছে এই ভাবে তারা অধিক পরিমাণে মুনাফা লুটছে। এই ৩০ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে যেমন ভূমি ব্যবস্থার কোন নীতি গ্রহণ করা হয়নি ঠিক তেমনি উৎপাদন ব্যবস্থায়ও কোন নিয়ন্ত্রণ মূলক নীতি চালু করেননি। আজকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসার পর দেশের সাধারণ মানুষকে ধোকা দেবার জন্য, ভাওতা দেবার জন্য পূর্ব্বতন মিসা আইনের পরিবর্ত্তে পি, ডি, এ্যাক্‌ট চালু করছেন। তিনি বলেছেন যে এই পি, ডি, এ্যাক্‌ট চালু করে তিনি কালোবজারী দমন করবেন, মজুতদার দমন করবেন, কিন্তু আমরা ভালভাবে যানি যে, কালোবাজারী নিকট থেকে টাকা না পেলে শ্রীমতি গান্ধীর নির্ব্বাচনে জয়লাভ করা কখনোই সম্ভব হয় না সেই কালোবাজারীদের তিনি দমন করবেন এই পি, ডি, এ্যাক্‌ট চালু করে? এটা সত্যি বড়ই অদ্ভূত ব্যাপার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি কলোবজারী দমন করতে হয় তবে পি, ডি, এ্যাক্‌ট চালু করার প্রয়োজন হয়না। পি, ডি, এ্যাক্‌ট ছাডাও যে সকল আইন সরকারের হাতে আছে তাই যথেষ্ট। কিন্তু শ্রীমতি গান্ধী বা তার সরকার তা করবেন না। তাঁরা কালোবাজারীদের, মুনাফাখোরদের স্বার্থেই কাজ করবেন। শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন যে তিনি ক্ষমতায় আসার পর জমিদার জোতদার এদের জমি বাজেয়াপ্ত করবেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি যদি তা করতেন তবে আমরা দেখতাম যে জিনিসপত্রের দাম স্বাভাবিকভাবেই কমে আসছে। এইজন্যই আমরা বিশেষ করে গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন সাধরন মানুষের কাছে আবেদন রাখছি তারা যেন শ্রীমতি গান্ধীর এই সময়ে এই যে নীতি তিনি ধরেছেন, তার তীব্র প্রতিবাদ করেন; শ্রীমতি গান্ধী পি, ডি, এ্যাক্‌ট ইত্যাদি চালু করে গণতন্ত্র বিরোধী যে কাজকর্ম্ম করছেন সাধারত মানুষ যেন তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন যাতে করে সাবা ভারতবর্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে আনা যায়। আমি সাধারণত: নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র বলতে ১০।১২ টি জিনিস পত্রের কথা বলছি যেমন চাল, ডাল, লবণ, তেল, সাবান কাপড় ইত্যাদির মত জিনিস। এই সকল জিনিসপত্রগুলিতে সরাসরি কলকারখানা থেকে এনে যেন ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। আর বিশেষ করে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য অর্থনীতির দিক দিয়ে অনগ্রসর রাজ্য সুতরাং এই রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি যাতে করে সরকার অন্তত: ৫০ শতাংশ ভর্তুকি দিয়ে গরীব জনগণের কাছে পৌছে দেন তার জন্য দাবী করছি। সেই সঙ্গে আমি আমার দেশের সকল শ্রেণীর গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষকে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কালোবাজারী, মজুতদার ও মোনাফাখোরদের স্বার্থে যে সরকার কাজ করছে তার বিরুদ্ধে যেন সোচ্চার হয়ে উঠেন, প্রতিরোধ গড়ে তুলেন এই আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী রামকুমার নাথ – মাননীয় স্পীকার, স্যার, জিনিষপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে একটা অসম্ভব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত জিনিষ যাতে সমস্তযায়গায় কণ্ট্রোল দরে দেওয়া যায় তার জন্য আমি বক্তব্য রাখছি। আমি দেখেছি সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে কংগ্রেস রাজত্বে কিভাবে মানুষ দিনের পর দিন শোষিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে। আমি দেখেছি যেখানে শতকরা ১৮ জন লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে ছিল স্বাধীনতার ৩০ বৎসর পরে কংগ্রেস রাজত্বে দেশে শতকরা ৭০।৮০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে। এই অবস্থায় পড়ে মানুষ আজ অনাহারের মুখোমুখি হয়েছে। এই জিনিষপত্রের দাম যাতে কমানো যায় তার ব্যবস্থা করার জন্য দাবি রাখছি। শ্রীমতী গান্ধী দ্রব্যমূল্য কমানোর কথা বলতে পারেন। কিন্তু মূলতঃ সেই দিকে লক্ষ্য না দেওয়ার ফলে আজকে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে গেছে। কাজেই সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার– শ্রী মাখন চক্রবর্তী।

শ্রী মাখন চক্রবর্তী -- মাননীয় স্পীকার, স্যার, জিনিষপত্রের দাম যে উর্দ্ধ গতি, মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে শ্রী কেশব মজুমদার যে প্রস্তাব এনেছেন তা সমর্থন করে আমি দুই একটি কথা উপস্থিত করছি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে গিয়ে, আমাদের ভারতবর্ষের বর্তমানে যে সংবিধানের ক্ষমতা সেই ক্ষমতায় আমরা দেখছি যে স্বীকৃতি আছে আমাদের ন্যূনতম বাঁচার অধিকারের এবং সেই সংবিধানগত অধিকার নিয়ে পার্লামেণ্ট সরকার গঠিত হয় এবং এই সরকার সমগ্র ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ন্তা। কিন্তু আমরা দেখছি যে আজকে ভারতবর্ষের মুষ্টিমেয় কিছুলোক ভারতবর্ষের সমস্ত পুঁজিকে আটকে রাখছে এবং আমরা ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোক তার জন্য দুঃখ ভোগ করছি। এটা সংবিধানের নিয়ম বলে আমরা মনে করি না। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারকে যে ক্ষমতা সংবিধান দিয়েছে সেই ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে ভারতবর্ষের মানুষের এই অবস্থাকে উনি নিরসন করতে পারেন। এক সময়ে আমরা শুনেছি যে ভারতবর্ষের জনগণ যখন খাদ্যাভাবে ছিলেন তখন আমেরিকা থেকে পি ,এল , ৪৮০ তে খাদ্য এনে এই ভারতবর্ষকে খাওয়ানো হত ' কিন্তু আজকে তো শুনছি যে সেই খাদ্যের অভাব আর নেই এবং , পি এল , ৪৮০ এরও দরকার নেই। সবকিছুই এখন ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হচ্ছে। আমরা ভারতের কৃষকেরা ধান, পাট, ডাল, চাল, সরিষা ইত্যাদি উত্পাদন করছি। কিন্তু সেগুলি আমরা পাচ্ছিনা কেন ন্যায্য মূল্যে ? তার জন্য সেই সংবিধানের ক্ষমতা কেন প্রয়োগ করা হবে না ? আমাদের অনাহারে রেখে কেন সেইসব জিনিষপত্র বিদেশে যেমন রাশিয়া ইত্যাদি দেশে পাঠানো হবে ? সুতরাং আমি অনুরোধ করছি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সংবিধানের ক্ষমতা প্রয়োগ করুন। যে অধিকারকে তিনি বার বার পদ দলিত করেছেন আমরা আশা করি তিনি সেটাকে আর করবেন না। তা যদি করেন তা হলে ভারতবর্ষের ৬০ কোটি মানুষ নীরব দর্শক হয়ে থাকবে না। আমরা লক্ষ্য করেছি কালোবাজারী এবং আইন শৃঙ্খলার কথা তিনি বলেন। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি তিনি কালোবাজারীকে দমন করতে পারেন না। কিন্তু ৯টা রাজ্য বিধানসভাকে তিনি এক কলমের খোঁচায় ভেঙে দিতে পারেন।

তা হলে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষকে কেন তিনি দারিদ্র্য মুক্ত করতে পারেন না। সেই ক্ষমতা তো তাঁর আছে। সুতরাং আজকে ভারতবর্ষের ৭৫টি পরিবার যারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের সম্পত্তি অপহরণ করে তাদের অভুক্ত রেখেছেন তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হোক এবং আমাদের যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, ধানচাল, ডাল তেল, লবণ, ঔষধ সেগুলি তিনি উচিত মূল্যে পাওয়ার পাওয়ার ব্যবস্থা করুন। এই বক্তব্য রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মি: স্পীকার—উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম সারা ভারতবর্ষে তুঙ্গে। শুধু ত্রিপুরায় নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে আকাশ ছোঁয়া দাম। গরীব মানুষের অনেকেরই সেটা নাগালের বাইরে চলে গেছে। ত্রিপুরা রাজ্যেও যেভাবে জিনিষপত্র খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে সেদিক থেকে গরীব মানুষের সেগুলি ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। যেমন ধর্মনগরের একটা চিত্র আমি তুলে ধরছি। বাজারে সরিষার তেলের দাম ১৪ | ১৫ টাকা, ময়দা তিন টাকা, সাগু সারে চার টাকা, পিয়াজ ৩টাকা, কেরোসিন ৭ | ৮টাকা। এইরকম বহু জিনিষের দামই খুব বেশি। এইযে বেশি দামে জিনিষপত্র বিক্রি হচ্ছে তার জন্য বামফ্রন্ট সরকারই দায়ী একথা কেউ কেউ বলছেন। কিন্তু আমি বলছি তা নয়। কারণ কোন রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলেই জিনিষ পত্রের দাম কন্ট্রোল করতে পারেন না। যেমন লবন ত্রিপুরায় উৎপাদন হয়না, কেরোসিন ত্রিপুরায় উৎপাদন হয়না। এই রকম বহু জিনিষ ত্রিপুরায় উৎপাদন হয়না। আমরা আরও দেখেছি যে ১৯৬৯—৭৫ সালের মধ্যে ২০টি পরিবার এর মূলধন ছিল ২,৪২০ কোটি টাকা। ৭৫সালের সেটা দাঁড়িয়েছে ৫ | ৬কোটি টাকা বেশী। তাই আমি বলছি কেন্দ্রীয় সরকার যদি দায়িত্ব নেন তা হলে ভারতবর্ষের কোন রাজ্যেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বারতে পারেনা। বামফ্রন্ট সরকারের শত ইচ্ছা থাকলেও তার পক্ষে জিনিষপত্রের দাম কমানো সম্ভব নয়। কারণ কেরোসিন, পেট্রোল,ডিজেল এই গুলি ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদিত হয়না। তাই আমি বলছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যে অবস্থা চলছে তাতে সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কেশব বাবু এই হাউসের সামনে যে আলোচনাটির সূত্রপাত করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেন না আমরা লক্ষ করেছি যে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে জহরলাল নেহরুর ১৮ বছর লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ২ বছর, ইন্দিরা গান্ধীর ১১ বছর এবং জনতা সরকারের আড়াই বছরের রাজত্ব কালে জিনিস পত্রের দাম বাড়তে বাড়তে এখন এমন একটা ব্যবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে ভারতের ৬০ কোটি লোক তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে অন্য দিকে টাটা, বিড়লারা সরকার থেকে টাকা ধার নিয়ে উতপাদনের কাজে বিনিয়োগ না করে নিজেদের পকেট ভর্ত্তি করেছে। ভারতের পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় যে পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে তাতে জন সাধারণের আশা ছিল যে অন্তত: নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

গুলি তারা ন্যায্য দামে কিনতে পারবে। কিন্তু এখন দেখছি তাদের সেই আশাও নেই। আর যারা কল কারখানায় দিবা রাত্রি পরিশ্রম করে ভারতের ৬০ কোটি মানুষের জন্য জিনিসপত্র উৎপাদন করছে, সেগুলি ঠিক মত হারে আসছে না, সেগুলি মালিকদের খেয়াল খুসী মত কালো-বাজারীদের হাতে চলে যাচ্ছে। ফলে দেশের মধ্যে জিনিস পত্রের কৃত্তিম অভাব সৃষ্টি করে সময়ে সময়ে জিনিস পত্রের দাম বাড়িয়ে নিচ্ছে। কাজেই যে জিনিসগুলি দেশের মধ্যে উৎ-পাদন হচ্ছে সেগুলি ঠিক মত সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি বণ্ঠন করা হচ্ছে না। আবার শ্রমি-কেরা যে সব কলকারখানায় কাজকর্ম করে জিনিস পত্র উৎপাদন করছে, তার জন্যও তারা ন্যায্য মজুরী পাচ্ছে না এবং তার জন্য যদি শ্রমিকেরা কোন আন্দোলন করে, তাহলে মালিক পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয় যে কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ সরকার এবং মালিক দুই পক্ষ এক যোগ হয়ে শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষকে দিনের পর দিন শোষণ করে চলছে। এই গেল সর্ব্ব ভারতীর চিত্র। এবার আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন জিনিসপত্রই উপাদন করা হয় না, কেবল মাত্র ধান, পাট ইত্যাদি কয়েকটি কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন হয়ে থাকে, প্রায় সব জিনিসই ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে থেকে আনতে হয়। কিন্তু এখন সেই অবস্থাও নেই। কারণ, আসামে কি ব্যবস্থা চলছে সেটা সবাই জানেন। আসামের পরিস্থিতির জন্য কোন জিনিস পত্রই বাইর থেকে আনা যাচ্ছে না। ফলে আমাদের ত্রিপুরাতে জিনিস পত্রের দাম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কাজেই আসাম পরিস্থিতির একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়া দরকার। কিন্তু তাহলে কি হবে? আমা-দের এখানকার উপজাতি যুব সমিতির যে ৪ দফা দাবী, সেটা বামফ্রন্ট সরকার মেনে নিলেও কোন কাজ হচ্ছে না, তারা আরও কত কি দাবী দিনের পর দিন তুলে ধরছে। ত্রিপুরা রাজ্যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার ব্যবস্থা সরকার অবৈতনিক করে দিয়েছে, এমন কি উপজাতি ছাত্রদের স্কুল বোর্ডিং এ থাকার সুবিধা ষ্টাইপেণ্ড ইত্যাদি নানা রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে সর্ব্ব শ্রেণীর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা পয়সায় দুপুরের টিফিনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা চুরি, ডাকাতি করছে থানা আক্রমণ করছে, নানা রকম খুন খারাপি করছে। আমি তাদেরকে বলব; যে তোমরা এসব বন্ধ কর, আর না হয় ইন্দিরা গান্ধী আসলে পর উপজাতি যুব সমিতি যদি বাধা দেয়, তাহলে তারা গুল্লি খেয়ে মরবে। একথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মিঃ স্পীকার, স্যার মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার যে আলোচনার সূত্রপাত এই হাউসে করেছেন সেটা হচ্ছে সরকারী নীতির ফলে নিত্য প্ররোজনীয় দ্রব্যসমূহের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে।

( মাননীয় সদস্য, কক বরক ভাষায় বক্তৃতা দেন )

**কক—বরক**

মান গীনাঙ স্পীকার স্যার,

তিমি অর. মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যে বিষয়ে কথমা ছানানি তুবুমানি ব অংখা সরকারী বিতির ফলে নিত্য প্রয়োনীয় দ্রব্যসমূহের দ্রুত মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে। আরু আর নাই নাইমা মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার অর সরকারী নীতির ফলে হীনীই ছাকা কিন্তু বু সরকার আব, ছালিয়া। ছারাগয়া এবং এই যে ব সরকার আব, ছায়ানি বীখা নরম তংগ বীখা বাগীই হীনীই মানয়ানি বাং। চীং মুগঅ যে সমস্ত সরকারী আদংরগ অর কক ছানাইরগ বরগ বেবাগ ন দিল্লীনি বিরুদ্ধে ককছাবাইখা। কিন্তু আং যখন নুগ, খোলা বাজার মানথকয়া, কেরোসিন, ছম, চিনি, মানথকয়া, রেশন ব মানথকয়া। অরুমি উমাকান্ত বোধজং তুলসীবতীনি পরীক্ষার্থীরগ ছাত্র ছাত্রীরগ কেরোসিন মানয়া অথচ গোল বাজার লিটার প্রতি ৫ টাকা, ৮ টাকা, ১০ টাকা, বীনে মানীই তংগ। আফুরু ইন্দিরা গান্ধী ছকফাইখাদে? ইন্দিরা গান্ধী গদি ফাইখা ১৯৮০, সাল নি জনুয়ারী মাস. আর সমস্ত ঘটনা ঘটখা ১৯৭৮—৭৯, সাল, হীনখে আব, ইন্দিরা গান্ধী নি ছে দোষ? আর বাধল চৌধুরী হীনখা আর, যে সমস্ত দাম বাড়িই তংমানি কালো-বাজারী চলেই তংমানি আব, একটা চালু কীতি। ব অমনি বাগীই হুশিয়ারী পর্যন্ত রীখা, দুই বৎসর তিন মাস পরেছে তিনি বাদলবাবু অ কক তিছাঅ। যে নিজিনি রাজ্যনি অবস্থা যেখানে কেরোসিন ছম থক মানথকয়া, দাম বাড়েই তংমানি অমন, Control খীলাই মানয়া আর, দিল্লীন ছানানি লাচিখা দে? নিজে ছিচাগীরাদি তারপর বুইন ছিচাদি হীনদি। নিজে ছিয়ান আংগ্রাদি তারপর বুইন হীনদি
নিজেবাদে থুই তংনাই বুইন ছিচাদি হীননাই, ছামুং তাংয়া নিজেনি দিকে নাইনা রীংদি। মান গীনাঙ স্পীকার স্যার বরক অর ' দাম control খীলাই মানয়া ইন্দিরা গান্ধী ন, চাপক চাপক গীই তংগ। ইয়াংখেইবা চীঙ P.D.ACT চালু খীলাইয়া। চীঙ ভাই ভাই হীনীই প্রশ্রয় রীঅই দাম ভাইছা বাড়েবীনাদি ব্যবস্থা খীলাইতংখা এই গোলবাজার থেকে গোরা কাপ্পা ছা - মনু, শালগড়া বিছিং বিছিং বাজার পর্যন্ত বরক নি Agent তংগ, চীংন চাঁদা রীখে পাইখা। লোকসভা Election, Panchayat Election ফাইকা হীনখে চীংন রাং রীদি। আছোক যে চীও P. D. Act চালু খীলাইয়া। অমতীই হাইখে বরক খীনাই তংগা তারপরে ন তিনি অর, কালোবাজারী বলই তংগ - হাইয়ানে লেই মানয়া। সে সব মানীই ত্রিপুরা অ ছককাইনানি বাধাবাই ছকফাই মানয়া আসাম নি গণ্ডগোল বাই ছককাইমানয়া আব দোষ আংগীই মান' কিন্তু অর গোলবাজার অ মানীই ছক ফাই - বাই পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকা বাথে মানয়া আবত, ইন্দিরা গান্ধী নি দোষ য়া। আবনি বাং অর, ন রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে দায়ী।

কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, তাই কাইছা আং হুকুথা এই যে বাদল চৌধুরী মানীইরগ নি দাম বাড়ে মানি ব্যপারে ছাযানি যে চাং কিছু খীলাই মানয়া জনসাধারন ছিচাদি। তাইব ইশি যারী রাখা চাং কঠোরভাবে দমন খীলাইনাই, আবার নকুল বাবু ছাঅখা চাঙ কিছু খীলাই মানয়া, তাই আনি চুচু ব্রজমোহন জমাতিয়া ব' ব 'হাইছাচাই তংওখা চাও কিছ খীলাই মানয়া অমতাইরগ। বরং বিছিং ছে ঠিক কীরাই ওয়ালাইলাই তংখা। বরক নি খরকছা খরক নাই Agent তংনাইরগ হানখে চাঙ মানয়া হানন' তাই বাদল বাবু কম Agent গানাং হানখে দমন খীলাইনাই হানঅ। এইযে অবস্থা আব' নিং চিনি ত্রিপুরা অ আদাক দিনের বার দিন দাম বাড়েই তংগ এবং অন্যদিকে নাইদি অবনি কৃষকরগ পাটতুবুই ফাইযানি নরকনি LAMPS অ পাইজাকয়া PACTS অ পাইজাকয়া বরক নি Agent রগ বরক নিযে Members তংনাইরগছে থমুই পাইরাঅ

অম্পি গর্জনমুড়া নি C. P .M মেম্বার ধন্যমোহন জমাতিয়া ব কামিনি-পাটফাল নাইবগন ছাই অ আর, খে রৌতামানিবেগ কম খীলাই, কুমুক জা' চিনি অরছে কালকাইছি হাচাই, আবতাই অবস্থা। এই যে Agent চাং বাযফ্রুট অ মুগুই তংগ। তারপর মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই গত দুই বৎসর যাবৎ তুইছ কানতক মাত্র ৫ পয়সা কে.জি, থকছাবই মান মনছা মানাই তংগ। টমেতো তাই অনান্য মানায় পাইজাকয়া। বতাই রগ ন নরক মুকুয়া পাইনানি ব্যবস্থা খীলাইয়া, Control খীলাই মানয়া। প্রশ্ন খীলাইখে গাড়ী কীরাই ডিজেল কীরাই আবতাই ককরগ ছাই তংগ কিন্তু বরক নি মন্ত্রীরগনি গাড়ী অফিসার রগনি গাড়ীখে মিনিট কাইছা কান'ছে ঠিক তংখা। এই যে মানকয়া অমত, শুধু Passenger নিয়া মতনি বাগাই ন মনথকয়া, কাজেই এই অবস্থানি বাগাই বাযক্রুট সরকার ন দায়ী। বিগত দুই বৎসর তিনমাস অমতাই হাইখে রকথ রাজত্ব চালক রাইযা খে রাজত্বঅ এই কালোবাজারী তেইব দুর্দান্ত ভাবে বারেখা তেইব বেশী বরক কৌশল তুবুখা। সর্বভারতে ৬০।৬৫ পরিবার তাবুক ত্রিপুরা অ ৪।৫ টা পরিবার রাজত্ব খীলাই তংরাদে? অর যে কতর কতর তংনাই বরকন Safegard রাঅই নরক P.A'Act চালু খীলাইয়াঅই তংমানি আববগ জনসাধারণমু কর্মাদে? মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাদল চৌধুরী ছামানি জনসাধারণ সতর্ক আংদি কিন্তু নাং নিজেছি সতর্ক আংদি। কিন্তু পুলিশ তংগ নিনি নরক Agent রাই তংগ। সাধারন বরক ন যেভাবে নরক বাংগাই তংমানি আব জনসাধারণ সব সময় ছিজাক—

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় স্পীকার, স্যার,

আজ এখানে মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার আলোচনার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন তাহলো সরকারী নীতির ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের দ্রুত মূল্য বৃদ্ধি'র বিষয়ে। আমি দেখেছি মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার বলছেন "সরকারী নীতির ফলে" কিন্তু কোন সরকার তা এখানে উল্লেখ করেন নি—বলতে পারেন নি সাহসের অভাবে। তা বলতে গেলে যে

মানসিক শক্তির দরকার তা নেই। আমরা দেখেছি যে সমস্ত সরকারী সদস্য গণ আজকে এ বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন তাঁরা সবাই দিল্লী সরকারের বিরুদ্ধে বলেছেন, কিন্তু আমরা যখন দেখি যে খোলা বাজারে বা রেশনে পেঁয়াজ, কেরোসিন তৈল চিনি পাওয়া যায় না, এখানে তুলসীবতী, উমাকান্ত, বোধজং স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা পরীক্ষার্থীরা কেরোসিন পায় না অথচ গোলবাজারে লিটারে ৫ টাকা ৮ টাকা দিলে পাওয়া যায়। সে সময় কি ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন? ইন্দিরা গান্ধী তো গদিতে এসেছেন ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে আর সমস্ত ঘটনা ঘটেছে ১৯৭৯—৭৮ সালে। তাহলে এটা কি ইন্দিরা গান্ধীর দোষ? আর বাদল চৌধুরী বলেছেন এই দামগুলো বাড়ছে এটা একটা চালু কীর্তি। তিনি এর জন্য হুশিয়ারী পর্য্যন্ত দিয়েছেন। কিন্তু বিগত দুই বৎসর তিনমাস চলে যাবার পরে তিনি একথা বলেছেন। যারা নিজের রাজ্যের অবস্থা যেখানে কেরোসিন, লবণ, চিনির দাম বাড়ছে এগুলি Control করতে পারেন না তাঁদের দিল্লীর ঘাড়ে দোষ চাপাতে লজ্জা লাগা উচিৎ নয় কি?

আগে নিজে জাগুন তারপর অন্যদের সজাগ হতে বলুন নিজে সজাগ হোন। নিজে ঘুমিয়ে থাকবেন অন্যদের জাগতে বলবেন, কোন কাজ করবেন না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারা এখানে, control করতে পারবেন না অথচ ইন্দিরা ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে আবার আমরা, 'P.D.Act' চালু করবো না আমরা ভাই ভাই ইত্যাদি কথা বলে কালোবাজারীদের প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। এই গোল বাজার, ঘোড়াকাপ্পা শিলাছড়ি, শালগড়া প্রভৃতি আনাচে-কানাচে তাঁদের Agent রয়েছে, আমাদের চাঁদা দিলেই হলো। লোকসভা, Election Panchayet Election আসবে তখন আমাদের চাঁদা দিবেন। তাহলে আমরা P,D,Act চালু করবো না। এ ধরনের কাজ তারা করে চলছেন। তার পরেই আমাদের এই ত্রিপুরায় এখন এতো বেশী কালোবাজারী চলছে-নাহলে চলতে পারে না। যে সমস্ত জিনিষ ত্রিপুরায় এসে পৌঁছুতে পারেনা তার জন্য নানা কারণ থাকতে পারে, তারজন্য আসামের ঘটনা দায়ী থাকতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত জিনিস এখানে এসে পাঁচ টাকা দশ টাকা করে কালোবাজারে পাওয়া যায় তার জন্য তো ইন্দিরা গান্ধী দায়ী থাকতে পারেনা। এর জন্য এখান কার রাজ্য-সরকার সম্পূর্ন ভাবে দায়ী। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আর একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি এই যে বাদল সরকার বলে কালোবাজারীর ব্যাপারে জনসাধারণ সতর্ক হোন। আমরা কঠোর ভাবে দমন করবো। আবার নকুল বাবু বলেছেন, আমাদের করার কিছু নেই, আমার দাদু ব্রজমোহনও বলেছেন, আমরা কিছু করতে পারবো না। অর্থাৎ তাদের ভিতরেই মিল নেই। তাদের মধ্যে যাদের Agent আছে তারা বলছেন, আমরা কিছু করতে পারবো না। আবার বাদল বাবুর মতো যাদের Agent নেই তারা বলছেন আমরা দমন করবো-নিজেদের মধ্যে বিবাদ লেগেছে। এ অবস্থার জন্যই এখন দাম বেড়ে চলছে। অন্যদিকে দেখুন এখান-কার কৃষকরা যে সব জিনিস বাজারে নিয়ে আসে সে গুলো কেনা হয় না। LAMPS এ কেনা হয় না। PACTS এ ও কেনা হয় না, তাদের সেই সব সদস্যরাই সবকিছু কিনে থাকেন। অম্পি গর্জনতমুড়া সি, পি, এম, সদস্য ধন্য মোহন জমাতিয়া কৃষকদের বিভ্রান্ত

করে এই বলে, তোমাদের ওখানে মাপের দিকে ভুল করে ঠকানো হয় সুতরাং আমাদের এখানে বিক্রি করো ইত্যাদি। এই সমস্ত Agent আমরা দেখতে পাই। তারপর মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে দুই বৎসর যাবৎ তৈদু বাজারে বেগুনের দাম পাঁচ পয়সা কে, জি, ১ টাকায় এমন পাওয়া যায়। টমেতো এবং অনান্য শাক-সব্জী কেনা হয় না এমনি পড়ে থাকে। এগুলো আপনারা দেখেন না। যোগাযোগ করলে বলা হয় গাড়ীর অভাব ডিজেলের অভাব ইত্যাদি কিন্তু আমরা দেখি মন্ত্রীদের গাড়ী অফিসারদের গাড়ীর চাকা এক মিনিট ও বসে থাকছে না। এই সমস্ত অভাব অনটন জন সাধারণের জন্য নয়, সকলের জন্যই। তাই এই অবস্থার জন্য বাম সরকার সম্পূর্ণ দায়ী। বিগত দুই বৎসর তিন মাস তারা এভাবে রাজত্ব করেছেন, যে রাজত্বে কালোবাজারী আরো দদস্তি ভাবে বেড়েছে, সর্বভারতে ৬০/৬৫টা পরিবার তারপর এই ত্রিপুরার কি ৪/৫ টা পরিবার রাজত্ব কায়েম করে চলছে না? এখানকার এই সমস্ত পুঁজিপতিদের Safe gard দিয়ে আপনারা তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন এটাকি জন সাধারন দেখতে পাছেন না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাদল চৌধুরী বলছেন, জন সাধারণ সর্তক হোন, কেন্দ্র আপনার নিজেকে শর্তক হতে হবে। আপনার পুলিশ আছে ক্ষমতা আছে কিন্তু জন সাধারণকে যে ভাবে ফাঁকি দিয়ে চলছেন তা জন সাধারণ বুঝতে পারে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুমন্ত দাস।

শ্রীসুমন্ত দাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার যে প্রস্তাব এই হাউসে এনেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি এটা কোন নূতন জিনিষ নয়। এটা আমরা দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত দেখে আসছি। আমরা দেখে আসছি, যে জিনিষের একবার দুই পয়সা বেড়েছে, সেই জিনিষের দাম আর কখনও কমে নাই। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি এটা কতগুলি দেশী বিদেশী কারণেই হয়। এটা মাননীয় সদস্যরা এই হাউসে যারা উপস্থিত আছেন এবং ত্রিপুরার জনসাধারণ তারা জানেন। কারণ বাজেট যখন করতে হয় তখন বাজেটের যে ঘাটতি থাকে, সেই ঘাটতি পূরণ করতেই হয়। সেই ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের উপর কর চাপান হয়, জিনিষ পত্রের উপর কর বসান হয় এবং কতগুলি কাগজের নোট ছেপে বাজারে ছাড়া হয়। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেখা তাই আজকে এই যে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি এর জন্য দায়ী সম্পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার। এবং এই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের। কারণ ভারতবর্ষের যুক্ত রাষ্ট্রিয় কাঠামোর মধ্যে আমাদের রাজ্য সরকার কিছুতেই এই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে পারবেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থা খুবই সংকীর্ণ। একটা রাস্তার উপর দিয়ে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র আসছে। বিশেষ করে বর্ষার সময়ে এই রাস্তা দিয়ে মাল চলাচলের খুবই অসুবিধা হয়। তাঁরা যেখানে আজ দুই মাস আড়াই মাস যাবৎ আসামে গণ্ডগোল চলছে, রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় পিকেটিং হচ্ছে, এর ফলে আমাদের ত্রিপুরায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র ঠিক ঠিক ভাবে আসতে পারছেনা। এর জন্য আমাদের এখানে জিনিষ পত্রের-দাম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই এই

যে আসাম, আসাম আজ রাজ্য সরকারের অধিন নয়।আসাম আজ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন তাই এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব আসামে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা। তারপর দেখা যাচ্ছে ঐ পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেস থেকে আজকে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যেহেতু আসামে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গেও সংখ্যালঘুদের তাড়িয়ে দিতে হবে। স্যার, এটা অতি সহজেই বুঝা যায় যে এর পিছনে কি উদ্দেশ্য। আজকে পশ্চিম-বঙ্গে কেন এই রকম ভাবে পিকেটিং করা হচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াঅন্যান্য রাজ্যেও ইন্দিরা কংগ্রেস আছে, আসামেওতো আছে, কই সেখানেতো এই ধরণের পিকেটিং হচ্ছে না।সেজন্য যে এই সব অবরোধের ফলে আজকে আমি বলছিলাম আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন অভাবে জিনিষ পত্রের অভাব দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন র'–মেটারিয়েলসের অভাবে ত্রিপুরার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। আজকে এই মার্চ মাসে আমাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এর অগ্রগতি ব্যাহত হতে চলেছে। আজকে ডিজেলের অভাবে মাঠের মধ্যে জল সেচ করা সম্ভব হচ্ছে না, ফলে মাঠের ফসল নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া পরিবহন ব্যবস্থা। আগে সোনামুড়ায় আগরতলা থেকে দৈনিক ২৩। ২৪ টা বাস যাতায়াত করত। কিন্তু আজ সারাদিনে ৪টা বাসও চলতে পারছে না। এর ফলে পেসেঞ্জারদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। মোটর শ্রমিকেরা আজকে বেকার হয়ে পরছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে এই হাউস থেকে অনুরোধ করতে চাই, কেন্দ্রীয় সরকার যেন অনতিবিলম্বে আসামের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে আমাদের ত্রিপুরার পরিবহন ব্যবস্থার পথ সুগম করে দ্রব্য মূল্যের উর্ধ'গতিকে প্রতিরোধ করার মনোভাব নেন। এই বলে, আমি প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চৌধুরী-মাননীয় স্পীকার, স্যার, সারা ভারতে যেভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, তার থেকে ত্রিপুরা আলাদা জায়গা নয় দ্রব্য মূল্য কেন বাড়ে তার অনেকগুলি কারণ আছে। একটা কারণ হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আমরা দেখে আসছি ভারতবর্ষের ধনিক শ্রেণী কংগ্রেসী শাসনে এবং তার এক একটা পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা করার সময়, বলা হত ভারতবর্ষের সকল সমস্যার সমাধান হবে। দেশের গরীব মানুষের অবস্থার পরিবর্ত'ন হবে। কিন্তু আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখতে পাই একটার পর একটা নির্ব'াচন হয়ে যাচ্ছে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হচ্ছে, আর সংগে সংগে ভারতবর্ষের গরীব মানুষের অবস্থার অবনতি হচ্ছে। যারা নাকি ঘরে বাস করত, তারা গাছ তলায় গিয়ে বাস করছে। যাদের দুই তিন কানি জমি ছিল, তারা ভূমিহীনে পরিণত' হয়েছে। এই ভাবে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের উপর দুর্যো'গ নেমে আসছে। আমরা আর কি দেখেছি? দেখেছি ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় তখন এ দেশে পুঁজিপতিদের যাদের ৩০ কোটি টাকা পুঁজি ছিল আজকে তাদের পুঁজি গিয়ে দাঁড়িয়েছে হাজার কোটি টাকায়। ভারতবর্ষের গরীব মানুষ আর ও গরীব হয়েছে। এটা নূতন করে বলার কিছু নেই। আজকে ভারতবর্ষের শতকরা ৮০টা লোক দারিদ্র সীমার

নীচে বাস করছে। এটা হয়েছে শুধু ভারতবর্ষের অথনৈতিক অবস্থার জন্য। তারপরে আমরা দেখি যখন ভারতবর্ষে কেন্দ্রে কোন সরকার নেই এই অবস্থার মধ্যে নির্বাচন হয়ে গেল। সেই নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস তারা বললো যে আমরা স্থায়ী সরকার গঠন করব এবং জিনিস-পত্রের যে দাম বাড়ছে তা কমিয়ে আনব এবং আইন শৃঙ্খলার যে অবনতি ঘটেছে তার উন্নতি করব। তারপরে আমরা কি দেখতে পাই? ইন্দিরা এলেন শাসন ক্ষমতায় এবং কেন্দ্রে একটা স্থায়ী সরকার হল। সেই সরকারের কি দায়িত্ব সেটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বণ্টনের জন্য একটা সুষ্ঠ নীতি গ্রহণ করার দায়িত্ব হল কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু আমরা দেখি বিগত ৫ মাস যাবত আসামে গণ্ডগোল হচ্ছে। ত্রিপুরাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আসার একমাত্র লাইন হল আসাম আগরতলার রোড সেই লাইনে আমাদের এখানে কিছু আসছে না। যদি কেন জিনিস না আসে তাহলে দাম কি করে ঠিক রাখা হবে? তাই জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। এটা যে মাননীয় বিরোধী গ্রোপের সদস্যরা বুঝেন না তা নয় ওরা জেনে এটাকে চেপে রাখার জন্য চেষ্টা করছেন। ভারতবর্ষের উৎপাদিত জিনিস যেমন চাউল সেটা বিদেশে পাঠানো হয়। আমরা ভারতবর্ষের মানুষ খেতে পেল কি পেল না সেটা কেন্দ্রীয় সরকার জানার প্রয়োজন বোধ করছে না। তারপরে কাপড় বিদেশে পাঠানো হচ্ছে অথচ আমাদের দেশের লোক কাপড় পরে লজ্জা নিবারণ করতে পারছে না। এই ডেডসাহেবের বাজার থেকে কাপড় কিনে আজকে গরীব মানুষের লজ্জা নিবারণ করতে হয়। আমার দেশে চিনি উৎপাদিত হচ্ছে সেই চিনি বিদেশে বিক্রি করা হচ্ছে তার জন্য মিল মালিকদেরকে হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকী দেওয়া হচ্ছে। এটা বুঝতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার কার স্বার্থ দেখছে। ওরা বড় বড় লোকের স্বার্থ দেখছে। গরীব মানুষের স্বার্থ দেখছে না। নিত্যপ্রয়োজণীয় জিনিষের দাম ত্রিপুরায় বাড়ছে। বাড়বে না? কেন্দ্রীয় সরকার আসাম সমস্যার সমাধান করছে না। আসাম সমস্যার সমাধান করে আমাদেরকে প্রয়োজণীয় ওয়াগন দিলে, ডিজেল পেট্রল ঠিকমত দিলে আমরা আমাদের পরিবহন ব্যবস্থাকে আর ও শক্তিশালি করতে পারি এবং জিনিসপত্রের দরের উর্ধগতিকে কিছুটা কনট্রোল করা যায়। আমরা বামফ্রন্ট সরকার আগে থেকেই বলে আসছি যে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে নিত্যপ্রয়োজণীয় জিনিসের দাম, একই দাম বেঁধে দেওয়া হোক এবং সেটা নায্যমূল্যের দোকান মারফত বিলি বনটন করার ব্যবস্থা করা হোক। খুব বেশী টাকা লাগে না। মাত্র পাঁচ কোটি টাকা হলে এই ব্যবস্থা করা যায়। পি, ডি, অ্যাকট দিয়ে দ্রব্য মূল্য কমানো যায় না। তার প্রমাণ কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই পারলিয়ামেনটে ঘোষণা করেছে যে আমরা এসে এই সময়ের মধ্যে দেখছি পি, ডি. অ্যাকট. দিয়ে দ্রব্যমূল্য কমানো যায় না। তার জন্য চাই সঠিক দাওয়াই। সেটা হল নিত্যপ্রয়ো-জনীয় জিনিসের একটা দর বেঁধে সমগ্র ভারতবর্ষে ন্যায্যমূল্যের দোকানে বিলি বণ্টন করতে হবে। তাহলেই দ্রব্যমূল্য কমানো সম্ভব। কাজেই আমি অনুরোধ করব এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের জনসাধারণ তথা ত্রিপুরা রাজের জনসাধারণের কাছে অনুরোধ রাখব সঠিক জিনিস বুঝে, সঠিক ভাবে আন্দোলন করার জন্য ত্রিপুরা তথা সারা ভারতবর্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উচিত মূল্যে পেতে পারে সে জন্য আন্দোলনে সামিল হতে হবে। এই বক্তব্য রেখেই

আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃস্পীকারঃ- আমি এখন শ্রী গৌতম প্রসাদ দত্ত মহাশয়কে আহবান করছি।

শ্রীঃগৌতম প্রসাদ দত্ত :- মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে বলতে চাই যে. এই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সমস্যা চলছে এটা ত্রিপুরা রাজের বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। এটা গোটা ভারতবর্ষের সমস্যা এবং এই সমস্যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হবার পর ১৯৪৭ সালের পর থেকে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যাবস্থা যে ভাবে চলছে, সেই সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের স্বার্থে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যাবস্থা গড়ে উঠেছে। এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই পরিনতি হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের এই উর্দ্ধগতি। আমরা লক্ষ্যকরেছি, গত ৩০ বৎসর ধরেই দ্রব্যমূল্য ভারতবর্ষে বেড়ে চলেছে এবং ইদানিং কালে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সংকট এমন একটি পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে যার ফলে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যহত হচ্ছে। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে——আসামে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলনের—ফলে এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র আমদানী করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। এর ফলে দ্রব্য মূল্য এক চরম সীমায় গিয়ে পৌচেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, গত লোক সভা নির্ব্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দ্রব্যমূল্যকে নির্ব্বাচনী ইস্যু করে প্রচারে নেমেছিলেন। তিনি বলেছেন, তার দল যদি ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারে, তা হলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির গতি রোধ করবেন, বেকার সমস্যার সমাধান করবেন, আসাম সমস্যার সমাধান করবেন। কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দুই মাসের রাজত্বে আমরা লক্ষ্য করেছি, তিনি কোন কার্য্যকরি ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারেন নি। গত দুই মাসে প্রতিটি জিনিসের মূল্য ১৪ থেকে ২০ ভাগ পর্য্যন্ত বেরেছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে বৃহৎ জমিদার, জোতদারদের তোষণ নীতির ফলে। কিন্তু পাশাপাশি যদি আমরা চীন কিংবা রাশিয়ার মত সমাজতান্ত্রিক দেশের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব, সেখানে ৩০ বছরে দ্রব্যমূল্য একটুও বাড়ে নি, বাড়ে নি মুদ্রাস্ফীতি, বাড়ে নি বেকার সমস্যা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে ভাবে বাম ফ্রন্ট সরকারের উপর একের পর এক সমস্যা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এটা মিথ্যা। আমরা লক্ষ্য করেছি, বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ধারা বাহিক ভাবে অপপ্রচার চালান হচ্ছে তাঁর আড়াই বৎসরের শাসনের মধ্যে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার জন্যই হয়েছে। ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যেখানে রাজ্যের হাতে সীমিত ক্ষমতা আর বৃহদাংশ ক্ষমতা কেন্দ্রর হাতে সেখানে রাজ্য সরকারের উপর এই দোষারোপ করা ঠিকনয়। কাজে কাজেই এই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এই জন্য আমি অনুরোধ করছি, প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মত ভাবে পাশ করিয়ে কেন্দ্রের কাছে আমরা দাবী জানাতে চাই, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের জন্য অবিলম্বে এ টি কার্য্যকরী ব্যবস্থা কেন্দ্র গ্রহণ করুন। এই সাথে সাথে বলব, ১০ টি নিত্য প্রয়োনীয় জিনিসের দর গোটা ভারতবর্ষে এক করে সরবরাহের দায়িত্ব কেন্দ্র গ্রহণ করুন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সাথে সাথে আমি ত্রিপুরার জনসাধারণকে অনুরোধ করব, এই মহৎ কাজের জন্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী বিমল সিনহা

শ্রী বিমল সিনহা :— অনারেবল স্পীকার স্যার, ভরতবর্ষের স্বাধীনতার পর পাঁচ পাঁচটি পরিকল্পনা হয়েছে। প্রতিটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাতে আমরা দেখতে পাই, ভারত বর্ষের উন্নতির নামে কোটি কোটি টাকায় পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে এবং পাঁচ বছর পর এক একবার নির্ব্বাচন হয়ে যাবার পর রাজ্যে এবং কেন্দ্রে সরকার বদলায়, মন্ত্রী বদলায় কিন্তু জনগণের দুর্গতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না। কেন হয় না? কারণ ভারতের শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ভরতবর্ষের মধ্যে যারা কায়েমী শাসন করে আসছে তাঁরা মূলত বৃহৎ জমিদার, জোতদার, রাজা, মহারাজ ও সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থে শাসন করছেন। কাজে কাজেই এই মুষ্টিমেয় কিছু লোকের স্বার্থে রক্ষা করতে গেলে প্রথমেই তাহাদের হবে প্রফিট তৈরী করা, মুনাফা লুণ্ঠন করা। এই মুনাফা লুণ্ঠন করতে গেলে ভারতের সমস্ত কাঁচামাল যাতে অল্প দামে কেনা যায় তার জন্য চেষ্টা করবে। সাথে সাথে এও করবে, ভারতবর্ষেয় ৬০ কোটি মানুষের শ্রম কি করে অল্প দামে কেনা যায়, কি ভাবে ভারতের ৬০ কোটি মানুষের শক্তিকে অল্প দামে কেনা যায়। পুঁজিপতিদের এটাই হচ্ছে চেষ্টা, যত অল্প দামে পারা যায় মানুষের পরিশ্রম কেনা। মাণনীয় স্পীকার, স্যার, ১৯৭৫ ইংরাজীতে ইন্দিরা গান্ধী যখন ঘোর অমাবস্যার মত দেশে ইমারজেন্সী জারী করলেন তখন থেকে আজ ১৯৭৯।৮০ ইংরেজী পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার যে বুলেটিন তাতে দেখা যাচ্ছে, জিনিষ পত্রের দাম ৩৬ পারসেণ্ট বেড়েছে। যে জিনিসের দাম আগে ১ টাকা ছিল আজ সেই জিনিষই কিনতে হচ্ছে এক টাকা ৩৬ পয়সা দিয়ে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর থেকে দেশের কোন পরিবর্ত্তন হয় নি বরং দেশের দুর্দ্দশা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ জিনিস পত্রের দাম উর্দ্ধগতিতে চলছে, মানুষের পরিশ্রমের দাম কমছে। এই কমাটাই হচ্ছে. গণতান্ত্রিক পুঁজি তান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়ম। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতবর্ষের মধ্যে ছয় ছয়টা পরিকল্পনা হল। কিন্তু ছয় ছয়টা পরিকল্পনা হওয়ার পরেও ৬ লক্ষ ৩০ হাজার গ্রামের মধ্যে ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ শতাংশ লোক বাস করে। এই ৮০ শতাংশ লোকের মধ্যে ৮৫ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে, যারা দুইবেলা দুই মুঠো ভাত খেতে পায়না পেট ভরে, কোন দিন এক জোড়া কাপড় কিনতে পারে না এই হচ্ছে ভারতের জনগণের অবস্থা। কাজেই ভারতবর্ষের উন্নতি নির্ভর করছে শতকরা ৮০ জন মানুষ, যারা গ্রামে বাস করেন, তাদের উন্নতির উপর। আজকে ভারতবর্ষে যে সামন্তান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে, মুষ্টিমেয় ২।৩ জন মানুষের হাতে যে শতকরা ৪৫।৫০ ভাগ পুঞ্জিভূত রয়েছে, তাদের হাত থেকে সে জমিগুলিকে ছিনিয়ে আনার জন্য ভূমি সংস্কার আইন চালু করতে হবে। সেই সমস্ত জমিগুলিকে তুলে দিতে হবে শতকরা ৮০ জন ভুমিহীন মানুষদের হাতে এবং উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম যাতে তারা পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা দেখেছি ১৯৪৭ইং সনের ১৫ আগষ্টের পর যে কয়জন পুঁজিপতি—টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া, মফৎলাল ইত্যাদি ব্যবসায়ীরা ২৫ কোটি টাকাকে মুলধন সম্বল করে ব্যবসায় নেমেছিলেন, আজকে তাদের পুজির পাহাড় ২ হাজার কোটি টাকাকে ছাড়িয়ে গেছে। একদিকে পুঁজিপতিদের জমছে পুঁজির পাহাড় আর অন্য দিকে দরিদ্র মানুষ গুলি আস্তে আস্তে দারিদ্র সীমারেখার নীচে নেমে যাচ্ছে। একদিকে ভারতবর্ষের সমস্ত পুঁজিপতিরা গরীব মানুষের ধনকে দুহাত ভরে লুণ্ঠন করতে চাইছে, অন্য দিকে ভারতবর্ষের সমস্ত উৎপাদনকে স্বল্প দামে কিনতে চাইছে। এই অবস্থার একমাত্র পরিবর্ত্তন যতদিন না হবে, ততদিন পর্য্যন্ত দ্রব্য মুল্যের বৃদ্ধি অবশ্য ভাবেই বাড়বে। হোক সে দেশ ইউনাইটেড ষ্টেটস অব আমেরিকা, হোক সে দেশ কানাডা, হোক সে দেশ রাশিয়া, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যাবস্থা যেখানে আছে সেখানে জিনিসপত্রের দাম বাড়বেই এবং সেই সংগে আরেকটা কুফল দেখা দেবে সেটা হল বেকার সমস্যা। আজকে পৃথিবী জোড়া বেকার সমস্যা যেমন বাড়াচ্ছে,

তার পাশাপাশি অন্য নমুনার রাষ্ট্রও আছে। কোন ধরনের রাষ্ট্র? চীন, রাশিয়া, কিউবা, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া. হাংগেরী এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির দিকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখব যে সেখানে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছেনা। চীন দেশের সাংহাইয়ের একজন কুমার ছেলে, তার বাবার কাছে একটা টেলিভিশানের কিনে দেবার জন্য আবদার করে, যেটা আমাদের দেশের একজন বড় কৃষক চিন্তাও করতে পারেনা। তখন বাবা ছেলেকে বলে—বাবা একটু অপেক্ষা কর, আগামী মাসের পরের মাসে টেলিভিসানের দামটা একটু কমবে তখন কিনে দেব। আর আমাদের দেশের অবস্থাকি? একটা জিনিস কিনে নিয়ে একঘণ্টা পরে সেই জিনিসটা আবার কিনতে দেখবেন দাম আগের চেয়ে একটুও বেড়ে গেছে। কাজেই এই দুইটা ব্যবস্থা কেণ হচ্ছে? কারন সেখানে পুঁজি বিকেন্দ্রীকরন করা হয়নি। সেখানকার পুজি হচ্ছে সামাজিক পুঁজি। যতদিন না এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হবে, ততদিন পর্য্যন্ত দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হবেই। স্যার, আমরা দেখছি চরণ সিং বিগত মন্ত্রিসভার, অর্থমন্ত্রি থাকাকালে একটা বাজেট পেশ করেছিলেন। চরণ সিং যখন এই বাজেট পেশ করলেন তখন ইন্দিরা গান্ধী প্রচার করতে লাগলেন যে-চরণ সিং যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে উপকৃত হবে জমিদার শ্রেণীর মানুষ। প্রায় এক বছর কেয়ার টেকার গভর্নমেন্টের পর ইন্দিরা গান্ধী বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে একটা ষ্টেবল গভর্নমেন্ট তৈরী করার জন্য জয়ী হলেন। আজকে দেখছি ইন্দিরা গান্ধীও একই ধরনেরই বাজেট পেশ করলেন। ৬, ৫৫৩ কোটি টাকার ইণ্টারিম বাজেট তিনি পেশ করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে জনগণের উপর তিনি জিনিষ পত্রের দাম বাড়ার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। মূল কথা হচ্ছে-ইন্দিরা গান্ধীই হোন, চরণ সিংই হোন, মোরারজী দেশাই হোন, উনারা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থকে ক্ষত বিক্ষত করতে চান না এবং গোটা ভারতবর্ষের দরিদ্র মানুষের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সমস্ত শ্রম শক্তিকে অল্প দামে কিনতে বাধ্য করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করা। অনারেবল স্পীকার,স্যার, আমরা দেখেছি জর্জ ফারনাডেণ্ড যখন জনতার আমালে শিল্প মন্ত্রী ছিলেন এবং তার আগে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে আরেক জন শিল্প মন্ত্রী ছিলেন, তখন থেকে আজ পর্যন্ত গোটা দুনিয়ার মাল্টি ন্যাশেনালদের ডেকে এদেশে আনা হয়েছে। সিমেণ্ট কোম্পানী, গভর্মেণ্ট অব ওয়েষ্ট জার্মানী, ঐ ফরাশী দেশের সমস্ত পুঁজিপতিরা, যারা বহু জাতিক সংস্থা, তাদের পুঁজি কেবল গোটা দেশের মধ্যে লগ্নী করেনা, সমস্ত উন্নয়ন শীল দেশের মধ্যে তারা লগ্নী করে। সেই সমস্ত লোকদেরকে তারা ডেকে আনলেন এ দেশে। তাদের ইণ্টারেষ্ট কি? কারণ ভারতবর্ষে অল্প দামে শ্রমিক পাওয়া যায়। মোট পৃথিবীর যত শিশু শ্রমিক তাদের শ্রম বিক্রি করে, তার মধ্যে শতকরা ৩৩ পার্সেণ্ট হল ভারতবর্ষে। আমাদের দেশের শিশুরা জন্মের পরে স্কুলে যায় না, ভারতবর্ষের শিশুদেরকে আজকে বাজারে যেতে হয় তাদের দেহকে বিক্রী করার জন্য। যেখানে সম্পদ লুণ্ঠনের এত উর্বর ক্ষেত্র, সেখানে এই বিদেশী পুঁজিপতিদের ডেকে আনলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং শুধু প্রাইভেট সেকটারেই নয়, গভর্নমেণ্ট,পাবলিক, আণ্ডারটেকিংস গুলিতেও ঢুকালেন। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে সঞ্জয় গান্ধীর সহযোগিতায় এই সিমেণ্ট কোম্পানী গুলিকে ভারত হেভী ইলেকট্রিক কোম্পানীতে ঢুকান হল। চরণ সিং এর আমলে জর্জ ফারনানডেজ যখন শিল্প মন্ত্রী ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত পাবলিক আণ্ডারটেকিংস গুলিতে এই

বিদেশী পুঁজিপতিদের ঢুকালেন। কারন তারা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক, তারা চান পুঁজিপতিদের মুনাফা আরও কি করে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। কাজেই সেখানে জিনিষপত্রের দাম না বেড়ে উপায় নেই। অনারেবল স্পীকার স্যার, আজকে ভারতবর্ষে এই অবস্থা যখন চলছে তখন এই বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণ আন্দোলন করতে আরম্ভ করল। দিল্লীতে সূতার কলে ধর্মঘট চলেছে, চট কলে ধর্মঘট চলছে। আজকে ভরতবর্ষের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ তাদের ন্যায্য পাওনার জন্য সংগ্রাম করছে। এই সংগ্রাম যতবেশী তীব্র হচ্ছে, বুর্জোয়ারা ততবেশী আতংকিত হচ্ছে। যেখানে গরীব মানুষ আতংকিত হচ্ছে সেখানে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। তখন তারা নূতন পথ ধরলেন। কি পথ ধরলেন? জিনিষপত্রের দাম বাড়ার দিকে মানুষের যাতে দৃষ্টি না থাকে, তাদের দৃষ্টি কে যাতে অন্য দিকে ঘোরানো যায়, তার জন্য তারা আমাদের এই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য দের মত কিছু কিছু সদস্য সৃষ্টি করলেন বিভিন্ন জায়গায় জনশক্তিকে দুর্বল করার জন্য। সাম্প্রদায়িক আন্দোলনকে তীব্র করে তোলার জন্য। আজকে উনারা আসামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করছেন। ত্রিপুরাতেও সেই দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টির ইন্ধন যোগাচ্ছেন। ১৯৪৯ইং সালের পর যারা ত্রিপুরাতে এসেছে, তাদেরকে বের করে দাও। সেটাই হচ্ছে আসল সমস্যা। জিনিষপত্রের দাম যে বাড়ছে সেটা কোন সমস্যা নয়। গোপনে তারা সাম্রাজ্য বাদীদের পতাকা বহন করে সমস্ত সামাজিক মানুষের কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে চাইছে। এই পুঁজিপতিদের দালাল উপজাতি যুব সমিতির মত দল গুলি।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার মাননীয় সদস্য কি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর বক্তব্য রাখছেন, নাকি রাশিয়া বা চীনের প্রচার করছেন?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীবিমল সিনহা :- আজকে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, কোটিপতিদের দালালি তারা করছে, সারা ত্রিরা রাজ্যে গরীব জুমিয়া কৃষকদের পাট তারা অল্প দামে কিনছেন। এই সমস্ত দালালরা আজকে সারা ভারতবর্ষে .........

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশান বেঞ্চ- মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা সমিতিকে দালাল বলছে এটা একস্পানজ করা হোক)।

আজকে তারা ইন্দিরা গান্ধীর জয়ধ্বনি করছেন তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, আপনি বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীবিমল সিনহা :—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার কর্তৃক যে প্রস্তাব আজকে হউসে এসেছে সেই প্রস্তাবকে আমি সর্বান্তকরনে সমর্থন করছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যদের আমি বলবো যে আপনারা গরীব অংশের মানুষের যে দুঃখ যন্ত্রনা আছে,তা আপনারা কোন দিনই বুঝবেন না এবং কোন দিনই সেটাকে মানবেন না।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমানকে আমি আহ্বান করছি। মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করবো অপনারা যদি সহায়তা না করেন তাহলে আমদের দুজন মন্ত্রী বলবেন, তাঁরা বলতে পারবেন না।

শ্রীফয়জুর রহমানঃ-মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যে প্রস্তাব আজকে হাউসে এনেছেন, সেইপ্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। আজকে দিনের পর দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম যে ভাবে বাড়ছে, তাতে সারা ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের বাঁচার কোন উপায় নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়ার কারন হচ্ছে কেন্দ্রে বুর্জোয়া-বড়লোকের সরকার। বিগত ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্বে এবং জনতা রজত্বে আমরা দেখেছি, তাঁরা কোন দিন গরীব মানুষের কথা ভাবেন নি। ইন্দিরা রাজত্বে শুধু বড় লোক বড় হয়েছে। যেমন টাটা. বিড়লা, ডালমিয়া এবং সিন্ধিয়া বড় বড় কোম্পানির মালিকের স্বার্থে তাঁরা কাজ করেছেন। কেন্দ্রের বুর্জোয়া সরকার কোন দিন শ্রমজীবী মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। তাই সারা ভারতবর্ষের দরিদ্র, মেহনতী মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে দিল্লীর বুর্জোয়া প্রতি-নিধি ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বুর্জুয়াদের দালাল যেমন আমরা বাঙ্গালী দল, উপজাতি যুব সমিতি এবং বিভিন্ন রাজ্যে বহু দালাল শ্রেণী আছে তাঁরা গরীব মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে তার জন্য চেষ্টা করে থাকেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম আজকে সারা ভারতবর্ষে হু হু করে বাড়ছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে কেন্দ্রের বুর্জুয়া সরকার। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এবং কেরালার বামফ্রন্ট সরকারকে হুমকি দিচ্ছেন যে বামফ্রন্ট সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাডাচ্ছেন, রাজ্য সরকারের ক্ষমতা নেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়ানো একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বাড়াতে পারেন এবং কমাতে পারেন কিনতু তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে জিনিষপত্রের দাম কমাচ্ছেন না। যে হেতু গত ৩০।৩২ বছর ধরে বড় লোকের সরকার রাজত্ব করছে যেমন ধরুন বড় লোকের প্রতিনিধি, টাটা, বিড়লার প্রতিনিধি তাদের স্বার্থে দেখলে গরীব মানুষের সমস্যার সমাধান করা যাবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য আর লম্বা না করে এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার - মননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষন মালাকারকে আমি আহ্বান করছি।

শ্রীবিধুভূষন মালাকার - মাননীয় স্পীকার স্যার, আশ্চর্য্য ? পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম এবং অষ্টম আশ্চর্য আছে কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে আর একটা নুতন আশ্চর্য্য সৃষ্টি হয়েছে সেটা হচ্ছে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি। এই দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে শতকরা ৯০জন অর্থাভাবে জর্জ্জিত হয়ে পড়েছেন। এটা নিয়ে অনেক সমীক্ষা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব নিলেন নুতন করে শ্রীমতি ইন্দীরা গান্ধী তিনি বলেছিলেন সর্ব্ব প্রথমেই তিনি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হ্রাস করবেন। সেই দ্রব্য মূল্য হ্রাসের নামে তাঁর অন্তবর্ত্তী কালের বাজেটের মধ্যে দেখা গেল জিনিষপত্রের মূল্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস দলের সমস্ত কর্মীরা কথা দিয়ে আসছিলেন যে তাঁরা

ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করবেন কিন্তু আজকে সেই কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে অ,আ,ই,ঈ, বিভিন্ন দলের পরিনত হয়ে গেল। আজকে শ্রীমতি ইন্দীর গান্ধী জয়ী হয়ে এসেছেন তাই দ্রব্যমূল্য হ্রাস করা তো দূরের কথা তার বদলে দেখা যায় গরীব মানুষের জন্য যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দরকার তার মূল্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। যেমন ধরুন গরীবদের লজ্জা নিবারনের জন্য যে কাপড় তার মূল্য আর কমেনা কিন্তু ধনীদের ব্যবহারের জন্য যে কাপড় যার মূল্য১৫০,১৭৫টাকা তার মূল্য কমে গেছে। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই কথা বলতে হয় যে তাঁরা অনেক প্রগতিশীল নাম দেন এবং অনেক কিছু বলেন। আমার মনে হয় নাম দিয়ে কাজ করেন কিন্তু কাজের নামে নেই এটা বিগত দিনের কথার মতো মনে হয়। যেমন ধরুন 'অনেকে গেলেন মারা লক্ষী হলেন ক্ষেতের নাড়া' এই যে আমাদের জীবনধারা চলেছে এই কথাটা নামে মাত্র কিন্তু বাস্তবে তার কোন ভিত্তি নেই মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করে, এই ভারতবর্ষের অক্লান্ত পরিশ্রমী শ্রমজীবি মানুষগুলি সেখান থেকে যাতে মুক্তি পায়, শুধু এখানেই নয় সারা ভারতবর্ষে অন্যান্য দেশের মধ্যে যেখানে প্রগতিশীল বলে প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব বলে তারা প্রমাণিত হতে পারে, তার জন্য আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে। তার জন্য জিনিষপত্রের দাম যাতে বেড়ে না যায় চেষ্টা করতে হবে। ভারতবর্ষের প্রগতিশীল রাষ্ট্র কত কিছু তাঁরা বলেন এবং নাম দেন যেমন শিশু রাষ্ট্র, প্রগতিশীল রাষ্ট্র। এই সমস্তশিশু রাষ্ট্র নাম দেবার অর্থে সমস্ত জিনিষপত্রের দাম অনবরত বাড়তে থাকবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ৫০।৬০।৭০ টাকা পর্য্যন্ত বিভিন্ন জিনিষের দাম বাড়ছে। আজকের সরকার দায়িত্ব নিয়েছিলেন যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন। কিন্তু সেই আইন-শৃঙ্খলা কতখানি রক্ষা করছেন? যেখানে আমরা জানি দুই রাষ্ট্রে মেহনতী মানুষের প্রগতিশীল সরকার আছে। সেই প্রগতিশীল সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকার দোষ চাপান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু সে দায়িত্ব তো রাজ্য সরকারের নয়। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার এই দায়িত্ব গ্রহন করে থাকেন সে—হেতু মুনাফাখোর, বুর্জুয়া এবং পুঁজিপতিদের হাত থেকে যদি সেগুলি না নিয়ে আসতে পারেন তার জন্য কি অন্য সরকারকে দোষারোপ করবেন এবং হুমকি দেবেন? এটা ঠিক নয়। অতএব আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যে প্রস্তাব সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়কে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীব্রজগোপল রায়—মননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যে প্রস্তাব হাউসে এনেছেন, সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। প্রশ্ন হচ্ছে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এই ভাবে বাড়ছে সারা ভারতবর্ষে তার জন্য সাধারন মানুষের মধ্যে একটা আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। এখন এই মূল্য, বৃদ্ধির পেছনে যে কারন রয়েছে সেটা সাধারনতঃ আমরা জানি। এই মূল্য বৃদ্ধির পেছনে যে অর্থনৈতিক কারন আছে, তা হচ্ছে সাধারনতঃ যদি চাহিদা এবং জোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত না হয় তাহলে দ্রব্যমূল্য বাড়া কি কমা সেটা নির্ভর করেনা। এই যে দেশ তার একটা কাঠামো আছে। সেই কাঠামোর মধ্যে আমরা দেখেছি দেশটাকে নিয়ন্ত্রিত করছে

কারা? কতগুলি পুজপতি শ্রেনীর. লোক। তার ফলে উৎপাদিত যে ফসল তা তারা উৎপাদকের কাছ থেকে সস্তায় কিনে নিয়ে আসেন।কিনে নিয়ে এসে যে তারা মজুত করে। সেই জন্যই দেশে কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি হয়। তাই মানুষ প্রয়োজনের সময় পায়না। তাই চাহিদা বাড়তে থাকে। তখন তারা জিনিসের দাম ইচ্ছামত বাড়াতে থাকে। আমাদের কেন্দ্রে এমন একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং গত ৩০ বছর ধরে এমন একটা সরকার ছিল যারা তাদেরকে উৎসাহিত করেছে। তাদেরকে কণ্ট্রোল করবার কোন ব্যবস্থা করেনি। এই ব্যবস্থার ফলে জিনিসের দাম দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। তাদের স্বার্থে হাত দেবার মত ক্ষমতা তাদের নেই। পুজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করবার অঙ্গীকার নিয়েই তারা ক্ষমতায় এসেছে। তাদের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলে তারা তাদের নামিয়ে দেবে। আমরা লক্ষ করেছি, জরুরী অবস্থার সময়ে শ্রীমতী গান্ধী যখন বাকি ফলটা ভোগ করলেন, তখন আমরা দেখেছি পুজিপুতিরা তার বিরোধিতা করেছিল যার ফলে তাকে নেমে যেতে হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে পুজিপতিরা দেশের মধ্যে সংকটের সৃষ্টি করছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়াবার পেছনে তাদের হাত আছে। এই যেমন দেখুন আমাদের দেশের চাল, চিনি, কাপড, এগুলি বিদেশে যাচ্ছে। উৎপাদকদের ভর্তুকী দিয়ে তারা এগুলি বিদেশে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের দেশের লোক খেতে পায়না, তাদের পরবার কাপড নাই। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা যদি আসি আমরা লক্ষ্য করি, ত্রিপুরাতে দিনের পর দিন জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। মাননীয় সদস্য শ্রী রামকুমার নাথ যে মূল্য তালিকা তুলে ধরেছেন সেটা দেখলে আতংকে শিউরে উঠতে হয়। এইভাবে জিনিসপত্রের দাম বাডার ফলে সাধারন মানুষ তা কিনতে পারছেনা পয়সার অভাবে আর মধ্যবিত্ত যারা তাদের আয় সীমাবদ্ধ। এই আয়ের ভিতরে তাদের জিনিসপত্র কেনা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। কাজেই মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাই এই সমস্ত জিনিসগুলি। এই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ আমাদের করতে হবে। আমরা চরন সিং এর আমলে ও দেখেছি, সেই যে বাজেট করা হয়েছিল, তাতে দেখেছি তারা পুজিপতিদের স্বার্থেই তারা এই বাজেট করেছিল। কাজেই গরীব মানুষের স্বার্থেই তারা কিছু করেনি। কাজেই সাধারন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদের কোন উপকারে লাগছেনা। এতে দ্রব্যমূল্য আরও বেশী বাড়ছে। শ্রীমতি গান্ধী তারপর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পার্লামেন্টে আসলেন। তিনি কি করলেন? তিনি কি জিনিসের দাম কমালেন অন্তবর্তীকালীন বাজেট কোন ট্যাক্সোন করা হয়নি। ট্যাক্সোন না করার পেছনে দুটি কারন আছে, কারন হচ্ছে আমি যদি ট্যাক্সেসনকে ঘোষনা করে দেই তাহলে ভোট পাবনা। ঐ ৯টি রাজ্যের বিধানসভাকে যে ভেঙ্গে দিয়েছি সেখানে আমাকে দাঁড়াতে হবে। তাই এখন যদি মানুষের উপর করের চাপ বসাই তাহলে আমি একটিও ভোট পাবনা। তাই তিনি এখন ট্যাক্সেসান বসাননি। আমরা জানি পরবর্তীকালের বাজেট এই ট্যাকসেসান করা হবে। এটা অবধারিত। টাকার নোট ছাপিয়ে ঘাটতি বাজেট পূরন করতে চাইলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বেই। তখন আমরা দেখব জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে গেছে। সেই বিভীষিকাময় দিন গুলি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এই ত্রিপুরার কথা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা

কিছু বলেছিলেন। যদি আপনাদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে কিছু জানবার থাকে তাহলে আমি বলব আপনারা পত্র পত্রিকা পড়ুন ভারতবর্ষের জন্য রাজ্যগুলির তুলনায় ত্রিপুরাতে জিনিসের দাম কত বেশী। এই জিনিসটা আপনারা লক্ষ্য করতে পারবেন। ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। জিনিসপত্রের দামের ফলে তাহাদের জীবনযাত্রা দুর্বিসহ হয়ে পড়ছে। তাই মূল্য বৃদ্ধি অবিলম্বে কমানো দরকার। তার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হউক, তারা যাতে প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য একটা নির্দিষ্ট দরে বেধে দেয়, যাতে করে প্রতিটা জিনিসের মূল্য সাধারন মানুষের নাগালের বাহিরে না চলে যায় এবং সুষম বন্টনের মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে জিনিসপত্র সরবরাহ করা হয়। এই দাবি জানিয়ে এবং এই প্রস্তাবের সংগে আমি আমার ঐক্যমত ঘোষনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়:—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব।

শ্রীদশরথ দেব:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রস্তাব এখানে উৎথাপন করা হয়েছে এবং এই সম্পর্কে বিভিন্ন সদস্যরাও তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের সেন্টিমেন্টের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমি আমার বক্তব্য উপস্থিত করবো। শুধু ত্রিপুরায় না সারা ভারতবর্ষের মধ্যে জিনিষ পত্রের দাম ক্রমশ: বাড়ছে। এমন বাড়া বাড়ছে যার ফলে সাধারন মানুষের নাগালের বাহিরে চলে গেছে। এটা একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে। জিনিপত্রের দাম কেন বাড়ছে সেই সম্পকে অর্থনীতির কতগুলির মুল যে নিয়মকানুন সেই সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমত: একটা পরিকল্পিত অর্থনীতি চাই। যেটা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে করা হয়। সারা ভারতবর্ষের চাহিদা অনুযায়ী কত পরিমান খাদ্যশস্য আমাদের দরকার কতপরিমান কাপড়ের দরকার সেটা সাধারন শ্রেনীর লোকেরা ব্যবহার করবে সেটা আমাদের রাজ্যে উৎপাদন করতে হবে। প্রতিটা আইটেমের কথাই আমি বলছি: লবন, কেরসিন ইত্যাদি আইটেমের সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে যে চাহিদা ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত যে চাহিদা সেটা উৎপাদন করতে হবে। দেশে ব্যবসা বানিজ্যর প্রয়োজন আছে, অর্থনৈতিক প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের উৎপাদিত কাঁচামাল বিক্রী করে সেই অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। এরই নাম হচ্ছে পরিকল্পিত অর্থনীতি। জনগনের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখেই, সেই পরিকল্পনা করে জিনিসপত্রের উৎপাদন করা হয়। ভারতের যে অর্থনৈতিক অবস্থা চলছে সেটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নয়। এটা হচ্ছে পুজিতান্ত্রিক অর্থনীতি পুজিতান্ত্রিক অর্থনীতির মুল লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা বৃদ্ধি করা। জনগনের প্রয়োজনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। কখনও কোন জিনিসকে বেশী উৎপাদন করে বেশী দামে দেশে বিদেশে বিক্রী করে পুজিতান্ত্রিক টাকা কিভাবে বাড়ানো যায়, লাভ বাড়ানো যায়, মুনাফা বাড়ানো যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে জিনিসপত্রের উৎপাদন হয়। তার ফলে ক্রেতা সাধারনকে বেশী দামে জিনিস কিনতে হয়। আবার অনেক সময় জলের দামে জিনিস বিক্রী করে দিতে হয়। যেমন ধরুন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পেয়াজের কে,জি, একসময় ৬টাকা

উঠেছে। এখন বোধহয় সেটা আড়াই টাকা থেকে তিন টাকার মধ্যে উঠানামা করছে। এই সময়ে মহারাষ্ট্রের পুনাতে ২৫টাকা করে কুইণ্টল অর্থাৎ ২৫ পয়সা কে জি পেয়াজ বিক্রি হয়। বিক্রেতাদের দাবী হল ভারত সরকার তাদের কাছ থেকে ৪৫ থেকে ৫০ পয়সা কে জি করে কিনে নিন। এর কম হলে কৃষকদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। পেয়াজের কে জি ৪৫ থেকে ৫০ পয়সা করার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে, মিছিল করতে গিয়ে কৃষক ভাইদেরকে পুলিশের হাতে গুলি খেতে হয়েছে। এই হল ভারনবর্ষের পুঁজিতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা। এই সমস্ত ধনীকগোষ্ঠীর হাত থেকে গরীব কৃষকরা মুক্ত হতে পারবে না। এটা তাদের ক্ষমতার বাহিরে. তাই তারা ধনীক গোষ্ঠীর হাত থেকে কখনও নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। ওরা চিরকাল ধনীক গোষ্ঠীর স্বার্থের কাছে নিজেদের সার্থকে বলি দিতে বাধ্য হবে। নিজেদের স্বার্থের কাছে ওদের স্বার্থকে বলি দিয়েই ওরা সরকারে বসতে পারবে। এই মূল জিনিষটাই আমাদের বুঝতে হবে।

তার পর আসুন মুদ্রাস্ফীতির ব্যপারে। মুদ্রাস্ফীতি বলে যে একটা জিনিষ আছে। পুজিবাদীরা কাগজের নোট ছড়িয়ে দেশটা কে চালাচ্ছে কাজেই যতই সেই কাগজ ছাপাতে সুরু করবে, ততই জিনিষের দাম বাড়তে শুরু করবে। আর তারই ফলে মানুষকে সংকটের মধ্যে পড়তে হবে, পকেটে টাকা থাকবে ঠীকই কিন্তু সেই টাকা দিয়ে কিছু পাওয়া যাবেনা। এই সমস্ত জিনিষ গুলি আমাদের কে দেখতে হবে।

এ ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে আরও কতগুলি অসুবিধা আছে। আজ সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে কোটিপতি সমাজ ব্যবস্থা চলছে, আর তার সেই প্রভাব বা কু ফলটারই আঘাত ত্রিপুরা রাজ্যের উপর আসবে। এ ছাড়া আমাদের আরও কতগুলি অসুবিধা আছে. যেমন, যে সমস্ত জিনিষ পত্র আমরা দৈনন্দিন ব্যবহার করি, তার কোনটাই ত্রিপুরা রাজ্যে তেমন উৎপাদন হয় না। যেমন কাপড় থেকে শুরু করে লবন, তেল, চিনি, কেরোসিন, পেট্রোল, ঔষধ, এমনকি খাতা কাগজ প্রভৃতিও। এই জিনিষ গুলি বাহির থেকে আনতে গেলে স্বভাবতই এই উৎপাদিত স্থানে যা দাম এখানে তার চাইতে বেশী হবে। কারণ ত্রিপুরায় আনতে তার ট্রানসফোর্ট খরচ ইত্যাদি অনেক কিছু লাগে ত্রিপুরা সম্ভবত খাদ্যের ব্যাপারে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ন হতে পারতাম যদি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে কৃষকদের কৃষির উপর ঠিকভাবে নজর দেওয়া হত। এতদিন সেই দিকে তেমন নজর দেওয়া হয়নি। যদিও আজ আমরা বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছি উৎপাদন বৃদ্ধি করানোর জন্য, তবুও তা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই না। এখনও বাহিরে থেকে আমদেরকে এক লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য দ্রব্য আমদানি করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে বুঝতে হবে ত্রিপুরার মুল্যায়নকে যদি স্বাভবিক রাখতে হয় তাহলে, প্রথমত বাহির থেকে যে সব জিনিষ আমদানি করা হয়, সেটাকে আমদানী করানোর ব্যবস্থাটা ঠিক রাখতে হবে। কাজেই এটা করতে গেলে ট্রান্সফোর্ট ব্যবস্থাকে আরও ভাল করতে হবে, এর জন্য ত্রিপুরায় একটা দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরা আজ একটা গলাবদ্ধ অবস্থার মধ্যে আছে। বিদেশ থেকে যে

সব জিনিষ আমদানী করা হয় সেটার ব্যাপারে কেউ হলপ করে বলতে পারে না যে কখন যে কোন জিনিষটা আসবে আর কখন যে কোন জিনিষটা আসবে না। কখন যে রেল গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, কখন যে ট্রাক, লড়ি এখানে আসা বন্ধ হয়ে যায়, কেউ সেটা বলতে পারে না, এই হচ্ছে ত্রিপুরার আজ অস্বাভাবিক অবস্থা। ত্রিপুরার এই অবস্থাটা আরও বেড়েছে আসামের আন্দোলনের ফলে, সেখানে ছাত্রদের যে আন্দোলন, যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমগ্র আসাম আজ অচল হয়ে রয়েছে। আসাম থেকে যে সব জিনিস পত্র আসত ত্রিপুরায়, মেঘালয়ে, মিজোরাম, অরুনাচল, মনিপুর এই সব উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলিতে, এই সব রাজ্যগুলি আজ দারুন ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, কারণ আসাম কোন মাল আনতে দেয় না। অবশ্য এটাই সব জিনিস নয় জিনিষের দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ডেল, হুন, পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি জিনিষের অভাবের জন্য আসামই শুধু দায়ী নয়। কারণ যে সব রাজ্যে যে সব জিনিষ আসাম হয়ে যেতে হয় না সেই সব রাজ্যে কেন আজ জিনিষের দাম বেড়েছে, যেমন উত্তর প্রদেশ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু প্রভৃতি দেশে। অন্ধ্রপ্রদেশে যেখানে চিনি উৎপাদন হয় সেখানেও চিনির কে, জি. ৮ টাকা করে, সেই পাঞ্জাবে সেখানে ত আসাম হয়ে কেরোসিন যেতে হয় না, অথচ সেখানেও কেরোসিন পাওয়া যায় না। নাগালেণ্ডের কুহিমার কাছে এক লিটার কেরোসিনের দাম হচ্ছে ৯ টাকা। ভারতবর্ষের পুজিতান্ত্রিক অর্থনীতির যে সংকট সেই সংকটের চেহারা আজ ভারতবর্ষের মধ্যে ফুটে উঠেছে এবং ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম বা উত্তর-পূর্বা-ঞ্চলের উপর তার তীব্রতা আরও বেশী করে পড়েছে। কারণ আরও একটা অসুবিধা আসামের আন্দোলনের ফলে মাঝখানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য অবশ্য শুধু আসামের উপর সব দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে চলবে না, সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে সেই সংকটের চেহারাটাই আজকে আমরা দেখতে পাই। তাহলে দেখা যায় আসামের ঘটনটাই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূল ঘটনা নয়, তার সংঙ্গে রয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থা। গত ৩৩ বছর ধরে ধনিকবাদীরা ভারতবর্ষের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এবং সেই পুজিবাদীরা যে অর্থ-নৈতিক সংকট সেই সংকট আজ ভারতবর্ষের মধ্যে দেখা দিয়েছে। আজ আমাদের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে এই দিকেও নজর রাখতে হবে। না হলে আসল শত্রুকে চিহ্নিত না করে আমরা নকল শত্রুর দিকে ধাবিত হব , তাতে করে আমাদের সংগ্রামের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে। আর এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে জনগণকে পুজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। কারন আমরা এত চেষ্টা করেও কখনও আমাদের এ্যালট করা কোটা অনুযায়ী লবন, কেরোসিন, চিনি, পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতি ত্রিপুরায় আনতে পারি নাই। তারপর সিমেণ্ট লৌহ প্রভৃতি কনট্রাকশানের জন্য যে সব জিনিষ পত্রের দরকার, সেগুলিকে অনেক দরবার করে আমরা আমাদের কোটা অনুযায়ী কেন্দ্র থেকে আদায় করি কিন্তু সেই কোটার অর্ধেকও আমাদের ত্রিপুরায় পৌছানো সম্ভব হয় নি। গত দুই বছরে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে

আমি এই কথা বলছি। যারা বলেন যে এই জিনিষ পত্রের দাম বৃদ্ধির জন্য বামফ্রন্ট সরকারই একমাত্র দায়ী আমি মনে করি তারা জেগে ঘুমিয়ে আছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে আমরা সাড়ে সাতশ ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে জিনিষ বণ্টন-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য আমাদের আটশতর মত প্রয়োজন হয়। আমরা এ কাজ শুরু করেছিলাম কিন্তু এখন যদি ঠিক মত চাল না আসে, ঠিকমত চিনি না আসে, তাহলে আমরা নায্যমূল্যের দোকানগুলি এতদিন যেভাবে চালিয়েছিলাম তাতে কিছুটা বাধা আসবে। তা ছাড়া ল্যাম্পসের মাধ্যমেও আমরা কিছু দোকান খুলেছিলাম, যাতে নির্ধারিত দামে কিছু জিনিষ পাওয়া যায়, কিন্তু ঠিকমত জিনিষ যদি না পাই তাহলে এগুলি অচল হয়ে যাবে। কেন্দ্র থেকে যদি জিনিষ পত্রের সরবরাহ অটুট না থাকে, অব্যাহত না থাকে তবে আমরা কি করব এটা ত আমাদের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে। আমরা চেয়েছিলাম গাঁওসভার মাধ্যমেও এটা চালু হউক। এইজন্য আমরা এটাকে হাউসে আইন সঙ্গত করেছি, যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বণ্টন ব্যবস্থা আরও বেশী উন্নত হয়, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ জনসাধারণের কাছে যাতে পৌছে দিতে পারি। সে দিক থেকে ত্রুটি আমাদের হবে না কিন্তু যদি আমরা কেন্দ্র থেকে জিনিষ না পাই তাহলে পরে আমাদের পক্ষে সদিচ্ছা থাকা সত্বেও এসব জিনিষের সরবরাহ ঠিক রাখা সম্ভব হবে না। কাজেই এসব পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে আমাদের আজকে বুঝতে হবে। যেমন মনে করুন পেট্রোলের কথাই, আমাদের প্রয়োজন যা তার তুলনায় আমরা কি পাচ্ছি। অনেকের ধারণা হতে পারে এসব জিনিষের জন্য বামফ্রন্ট সরকার দায়ী কিন্তু যারা জিনিষের দাম বৃদ্ধির জন্য দায়ী তারাই বামফ্রন্ট সরকারকে দায়ী বলতে পারেন। কিন্তু ত্রিপুরার লোকেরা জানেন, বুঝেন যে কি অবস্থায় বামফ্রন্ট সরকার এসে এসব জিনিষগুলি চালু রেখেছে। সিমেন্ট, লোহা খাদ্যশস্য ইত্যাদি পেট্রোল জাত যে সব জিনিষ, সেগুলির অর্ধেকও আমরা পাচ্ছি না। ধরুন মাসে আমাদের পেট্রোল দরকার হয় ৪৫০ কিলো লিটার, গত মাসে আমরা কি পেয়েছি আমরা পেয়েছি ২৭৬ কিলো লিটার। স্বাভাবিকভাবে পেট্রোলের অভাব পড়বে। সব পেট্রোল দেওয়া যায় না, অনেক জরুরী কাজ চালু রাখবার জন্য কিছু স্টক রাখতে হয়। গাড়ি ঘোড়া ব্যবহারের উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয়েছে, এটা সুখের ব্যাপার নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থে আমাদের এগুলি রাখতে হয়েছে। আরও জরুরী প্রয়োজনে কিছু গাড়ী ঘোড়া চলতেই হবে। ডিজেল ১২০০ কিলো লিটার আমাদের মাসে দরকার, আমরা পেলাম গত মাসে ৭০৬ কিলো লিটার তার মানে প্রায় অর্ধেক, তাহলে অর্ধেকের বেশী গাড়ি কি করে চলবে? কেরোসিন ১৪০০ কিলোলিটার মাসে দরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের চাহিদা অনুযায়ী যদি আমাদের দিতে হয়। আমরা পেলাম কি, এক মাসে ৬৬০ কিলো কোথায় ১৪০০ কিলোলিটার আর কোথায় ৬৬০ কিলোলিটার।

এই হারে যদি জিনিষপত্র আসতে থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এসব জিনিসপত্রের অভাব ঘটবে। খাদ্যশস্যের অবস্থা ও খুব বেশী ভাল নয়, সেটা ও আমরা আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই কারণ এই বামফ্রন্ট সরকার জনগণের কাছে কোন কিছু

গোপন রাখতে চায় না। চাল মজুত আছে গতকাল পর্য্যন্ত ২৪।৩।৮০ ২০০০ মেট্রিক টন টেনজিট আছে খবর পেয়েছি ৬০০০ মেট্রিক টন টোটেল ৮ হাজার মেট্রিক টন। ত্রিপুরা রাজ্যের সব রেশন শপগুলি চালু থাকলে ৩৩ দিনের চাল আছে। তাহলে এখন রোজ যদি চাল আসতে না থাকে তাহলে কিছু দিনের মধ্যেই সংকট দেখা দেবে। মজুত চাল ও ট্রেনজিটে চাল এসে পরলে তবে ৩৩ দিন চলবে। গম ১৭৯ মেট্রিক টন মজুত, ট্রেনজিটের খবর এখন ও নেই তাতে ৪ দিন মাত্রা চলতে পারবে। এফ, সি, আই দিচ্ছেন না। কেন্দ্রিয় সরকার যে দায়িত্ব নিয়েছেন ওরাও দিচ্ছেন না ঠিক মতন। কাজেই মানুষ যখন স্বাভাবিকভাবে রেশন শপে যাবেন তখন রেশন পাবেন না। তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার মোটেই দায়ী নয়। এই এই ১৫। ১৬। ১৭ তারিখ পর্যন্ত আমি ও মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের প্রত্যেকটি মন্ত্রির সঙ্গে দেখা করে এসেছি যাতে ত্রিপুরার সর্ব ব্যবস্থা চালু থাকে। তারা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু সে আশ্বাস ওনারা চিরকালই দিয়ে থাকেন তবে মাঝে মাঝে কিছু কিছু কাজ তারা করে থাকেন। কিন্তু আমাদের চাহিদা অনুযায়ী যা হওয়া দরকার সে রকমত হবে না? লবন ৬ হাজার ৯১ মেট্রিক টন, ট্রেনজিট আছে ২ হাজার ৯০ মেট্রিব টন মোট ১২৬দিনের লবন আছে, প্রায় ৪ মাসের লবন আছে। কিন্তু আনতে হবে বর্ষার আগে না হয় আবার সংকট দেখা দেবে। ডাল আছে ৪ হাজার ৩৯ মেট্রিক টন ট্রেনজিট আছে ৭০ মেট্রিক টন টোটেল ৫০০৯ মেট্রিক টন ৪৩ দিনের ডাল আছে। সর্ষের তেল আছে ৭১ কিলো লিটার ৩২ কিলো লিটার টেনজিট আছে মানে ১০৩ কিলো লিটার মানে ১৭ দিনের ষ্টক আছে। চিনি ৪২ মেট্রিক টন ২০ মেট্রিক টন টেনজিত আছে টোটেল ৬২ মেট্রিক টন মানে ৩ দিন চলবে। যদি ঠিক মতন চালাতে হয় তবে ৩ দিনের বেশী চলবে না। ময়দা ১৫ মেট্রিক টন ষ্টক আছে ৮ মেট্রিক টন টেনজিট আছে টোটেল ২৩ মেট্রিক টন আছে। যদি সব এসে পড়ে তবে ৫ দিন চলবে। তাহলে এইযে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি যাতে উপস্থিত না হয় তার জন্য আমরা প্রতিদিন প্রতি সময়ের হিসাব রাখছি এবং কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। টাংকল, টেলিফোন, মন্ত্রির সঙ্গে আলাপ আলোচনা সব রকম চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে এই অবস্থার উন্নতি করা যায়। এই নির্ভর করে কেন্দ্রিয় সরকারের উপরকেন্দ্র যদি ঠিকমত কোটা রিলিজ করার পরে যদি রেল কোম্পানির কাছ থেকে রেল ওয়াগন ঠিক মত রাওয়া যায় এবং ওনারা যদি ঠিকমত দেন তাহলে পরে এই সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখা যায়। যদি চালু রাখা যায় তাহলে পরে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে বলতে পারি যে আমরা বণ্টন ব্যবস্থার আর ও উন্নতি করতে পারব। বণ্টন ব্যবস্থার কিছু দুর্নীতি যেখানে যেখানে আছে সেগুলি আমরা চেক আপ করব যাতে না হয়, এগুলির জন্য আমরা দায়িত্ব কেন্দ্রিয় সরকারের সে দায়িত্ব কেন্দ্রিয় সরকারকে পালন করতে হবে। একটি কথা বিরোধী সদস্যরা বার বার বলছেন। বিশেষ করে মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া বলছেন যে বামফ্রন্ট সরকার চোরাকারবারিদের সঙ্গে চুক্তি করে এই সব জিনিষের দাম বাড়াচ্ছেন। চোরা কারবারিদের গায়ে হাত দিচ্ছেন না। চোরা কারবারিদের গায়ে হাত না দেওয়া আলাদা ব্যাপার কারণ বামফ্রন্ট সরকার চিরকালই চোরা কারবারিদের বিরোধী

এবং চিরকালই এই চোরা কারবারিদের বিরোধী লড়াই করে আসছেন এখনও করছে। কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকার জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধির জন্য যে ঔষধ - পত্র হাতে নিয়েছেন — চোরা কারবারিদের বিনা বিচারে আটক করা। এই ঔষধে এই রোগ দূর হবে না। কারণ বর্তমান আইনেই আছে একটা লোক যদি ১০ হাজার টাকার ব্লেক করে সে চোরা কারবারি যদি ধরা ও পড়ে তবে কি হয় তার হয়ত ২ মাস জেল, না হয় ২ হাজার টাকা জরিমানা — ১০হাজার টাকার ব্লেক করে ৮হাজার টাকা মুনাফা লাভ করে। অতএব সে রোজ ব্লেক চালিয়ে যাবে এবং আদালতে গিয়ে হাকিমের কাছে ২ হাজার টাকা জমা দেবে আর এসেই১০।১৫।২০ হাজার টাকার ব্লেক মানি লাভ করার জন্য সে চোরা কারবার করবে।

মিঃস্পীকার:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার দরকার হলে আপনি আর কিছু সময় নিতে পারেন। হাউস যদি একসটেণ্ড করতে হয় তবে ৫মিনিট সময় বাড়াতে পারেন যদি হাউস সেটা স্বীকার করে।

শ্রীদশরথ দেব :— আমাকে আর কয়েক মিনিট সময় দেন স্যার, আমাদের দাবি হচ্ছে আমরাও চোরা কারবারিদের শায়েস্তা করতে চাই তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এমন আইন করুন যে যারা চোরা কারবার করবে তারা গ্রেপ্তার হবে, তাদের জেল হবে এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তার অধিকার সরকারের হাতে থাকবে। যাতে কোন চোরা কারবারি চোরি কারবার করতে না পারেন। এই ২ হাজার টাকা জরিমানা বা ২ মাস জেল দিয়ে চোরা কারবারিদের আতংক সৃষ্টি করা যায় না। কাজেই আমরা চাই সে রকম আইন চালু করতে। কিন্তু ত্রিপুরার রাজ্যের মধ্যে আসল জিনিষটা কি, এখানে আগে উৎকৃষ্ট সরবরাহ হউক তবে এখানে যাতে চোরা কারবার না হতে পারে সেটা আমরা দেখব কিন্তু জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে না যেখানে সেখানে চোরা কারবারির কথা বলে চিৎকার করে কোন লাভ হবে না। সেদিনও আমবা দিল্লিতে বলে এসেছি যে আপনারা সরবরাহ ব্যবস্থা-টাকে ঠিক রাখুন, চাহিদা অনুযায়ী জিনিষ ত্রিপুরায় পৌছে দিন এরপর জিনিষ আমাদের সেখানকার লোকেরা কি করে পায় সেটা আমরা দেখব সে দায়িত্ব আমাদের। সে দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করছি বরং চোরা কারবারি আইন চালু করার অগে আমরা ঠিক মতন বণ্টন করছি কিনা সেটা আমাদের দেখার বিষয়।

কখন কি হয়, রাজ্যের জনগনের কল্যানে কি করা যায় সেটা আমরা দেখব আমরাই সিদ্ধান্ত নেব যে রাজ্যের কোন অবস্থার কিরুপ আইনের প্রয়োজন তা প্রয়োগ করার। এটা সকল রাজ্য সরকারের একটা নিজস্ব স্বাধীনতা এবং রাজ্যগুলিকে সেই স্বাধীনতা দিতে হবে। একটা গণতান্ত্রিক দেশের তাই নিয়ম। কাজেই কারো কারো ধারনা যে বামফ্রন্ট সরকার চোরা কারবারীদের আটক না করে চোরা কারবারীদের আরো প্রশ্রয় দিচ্ছে। এইরুপ ধারনার বশবর্ত্তি হয়ে তারা রাজ্যের সাধারন মানুষদের বিভ্রান্ত করতে চান। কিন্তু তাদের এটা জানা থাকা উচিৎ যে বামফ্রন্ট সরকার বিনা বিচারে কাউকে আটক করে রাখতে চান না। ওরা মনে করে যে চোরা কারবারীদের আটক করে বামফ্রন্ট সরকার জিনিষের দাম কমাতে পারবে। কিন্তু এরা হচ্ছে

একচোখা হরিণ। সারা দেশে উৎপাদন ব্যস্থার গলদ তারা দেখে না, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গলদ তারা দেখেন না, তারা দেখেনা যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহের গলদ। সেই আসামের গণ্ডগোলের জন্য ত্রিপুরায় কোন প্রকার মাল আসতে পারছে না। রেলওয়ে ওয়াগনের জন্য মাল আসতে পারছে না। আমাদের রয়েছে ডিজেল, কেরসিনের অভাব, পেট্রলের অভাব অথচ আমাদের রাজ্যে তেল সরবরাহকারী যে সকল এজেন্সি গুলো রয়েছে যেমন, ইণ্ডিয়ান ওয়েল কোম্পানী, আসাম ওয়েল কোম্পানী, এরাও ঠিকমত পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন আনতে পারছে না এই সব তারা দেখেন না। দেখেন না বলেই তারা জনগনের চিন্তা ধারনা ও দৃষ্টিভঙ্গি অন্য দিকে পরিচালিত করে, ডাইভার্ট করার জন্য এই সব আইনের কথা বলে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বক্তব্য রেখে জনগনকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে পারেন সেই চেষ্টা করছেন। কিন্তু তারা মনে করতে পারেন কিন্তু জনগন তা মনে করেননা। মানুষ তাদের মত এত বোকা নয়। আজকে ত্রিপুরার জনগণ বিগত দুই বৎসর যাবৎ দেখছেন এই বামফ্রন্ট সরকারকে। আসামের এই গণ্ডগোলের মধ্যেও আমরা পুলিশ এসকোর্ট দিয়ে দশটি ট্রেন ওয়াগন পাঠিয়েছিলাম, সেই দশটি ট্রেন ওয়াগনকে আমাদের ছাত্ররা আসতে দিলনা। তখন আসামের অফিসাররা আসামের ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাদের ভালভাবে বুঝিয়ে বললে তারা মাত্র নয়টি ওয়াগন আসার অনুমতি দেয়। আর একটি পরে খালি এসেছিল। এইরূপ অবস্থায় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ত্রিপুরায় যাতে মালপত্র ঠিকমত আসতে পারে তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এমনকি আমাদের ত্রিপুরার গভরনর শ্রী এল, পি সিং, তিনিও সেই শিলংএ বসে ত্রিপুরায় যাতে ঠিকভাবে মালপত্র আসতে পারে তার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট অনেক চেষ্টা করছেন। এবং আমরা যুক্তভাবে, সাইমালটেনিয়াসলি কেন্দ্রের কাছে আমাদের দাবীগুলি পেশ করেছি যাতে করে এই সব জিনিষপত্র ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা তাঁরা করেন! ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে আমাদের চেষ্টার কোন অন্ত নেই। সুতরাং ত্রিপুরায় জিনিসপত্র সরবরাহ করার উপর সম্পূর্ন নির্ভর করে জিনিসপত্রের দাম এর। এবং এর জন্য ত্রিপুরা সরকার দায়ী নন এটা কেন্দ্রের দায়িত্ব। গণতন্ত্রে সচেতন প্রতিটি মানুষ আজ এটা বুঝতে পারছেন। আজকে আমরা দেখতে পাই আসামে কংগ্রেস ( আই ) সমর্থিত ছাত্র পরিষদ বিদেশী বিতাড়নের নাম করে আসাম থেকে ত্রিপুরার দিকে আগত সকল প্রকার মাল পরিবহনকারী যানবাহনগুলিকে বন্ধ করে দিয়েছে। আবার এদিকে পশ্চিমবঙ্গে এই কংগ্রেস ( ই ) সমর্থক ছাত্র পরিষদ আসামের এই বাঙ্গালী বিতাড়নের নাম করে আন্দোলনের বিরোধীতা করে তারা উত্তরবঙ্গের সড়ক পথে আসামের দিকের আগত সমস্ত মাল পরিবহনকারী যানবাহনকে বন্ধ করার চেষ্টা করছে। এটা তো সাঙ্ঘাতিক কথা। এই উত্তর বঙ্গের মধ্য দিয়ে আসামের ভিতর দিয়ে ত্রিপুরার মাল পরিবহনকারী যান-বাহনগুলিও তো আসছে। সুতরাং তাও যদি ওরা বন্ধ করে দেয় তবে তো ত্রিপুরার সাঙ্ঘাতিক বিপদ। এটাতো একটা চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ইন্দিরা কংগ্রেসের

সমর্থক ছাত্র পরিষদ আসামের বাঙালী বা বিদেশী বিতাড়নের নাম করে ত্রিপুরাকে বিব্রত করেছে সেই ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থক ছাত্র পরিষদ আবার আসামের দিকে উল্টো রকমের আন্দোলন শুরু করে দিয়ে ত্রিপুরাকে বিপন্ন করছে। যাই হোক আমরা ত্রিপুরার প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ : এই সভা আগামী কাল বেলা ১১-০০ ঘটিকা ( ২৬।৩।৮০ ) পর্যন্ত মুলতবী রইল।

## PAPERS LAID ON THE TABLE.

ANNEXURE. "A"

**Admitted Starred Question No. 15**

**By Shri Subodh Chandra Das.**

**Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State.**

১। কাঞ্চনপুর ও লংগাই টি, ডি, ব্লকের অন্তর্গত সুন্দিবাসা, নরেন্দ্রনগর ও দামছড়া বালোয়াড়ী (নবপ্রতিষ্ঠিত) শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষিকা (এস, ই, ডব্লিও) নিয়োগ করা হয়েছে কি ?

২। যদি ঐ বালোয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষিকা নিয়োগ না করা হয়ে থাকলে তা হলে শিক্ষা কেন্দ্রগুলি কি ভাবে পরিচালিত হচ্ছে ?

**ANSWER**

১। না,

২। বর্তমানে উপরোক্ত কেন্দ্রগুলি **Part time Instructor Adult Literacy teacher** এর মাধ্যমে চালানো হচ্ছে।

## STARRED ADMITTED QUESTION NO.22

**by Shri Subodh Chandra Das.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-**

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কতটি দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা চালু আছে ?

২। ১৯৮০-৮১ ইং সনে আরও নুতন কোন দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা চালু করার সম্ভাবনা আছে কি ?

৩। যদি সম্ভাবনা থাকে তবে গ্রামাঞ্চলের দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান শাখা চালু করার বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবেন কি ?

## ANSWER

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ২৭টি দ্বাদশশ্রেনী (১৬টি সরকারী ও ১১টি বে সরকারী) বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা চালু আছে।

২। হ্যাঁ

৩। প্রয়োজন মত গ্রামাঞ্চলের দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় গুলিতে বিজ্ঞান শাখা চালু করার প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে।

### Admitted Starred Question No. 26
### by Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon,ble Minister- in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১। ধর্মনগর কলেজের জন্য হুরুয়া মৌজায় কত কানি জমি পাওয়া গিয়াছে ;

২। কলেজের নামে রেকর্ড করা ভূমি অন্য কোন কোন ব্যক্তির দখলে এখন ও রয়েছে কি না?

৩। যদি থাকে, তবে তাহা উদ্ধার করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

### Answer

১। ২৪-৬১ একর জমি পাওয়া গিয়াছে।

২। এখন ও কিছু ভূমি কোন কোন ব্যক্তির দখলে আছে।

৩। সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিয়েছেন।

### Admitted starred Question No. 33
### by Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon,ble Minister-in charge of the Education Department by pleased to state :—

#### প্রশ্ন

১) ফটিকরায়ে বে-সরকারী দ্বাদশ শ্রেনীর বিদ্যালয়টিকে অধিগ্রহন করার কোন পরিকল্পনা সরকারে আছে কিনা;

২) যদি থাকে, তবে কখন তাহা সরকার অধিগ্রহন করিবেন বলিয়া আশা করা যায় ?

#### উত্তর

১) না

২) প্রশ্ন উঠেনা।

প্রাসঙ্গিকতথ্য :—

ফটিকরায় বেসরকারী দ্বাদশ শ্রেনীর বিদ্যালয়টিকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের কোন পরিকল্পনা নাই।

## Admitted Starred Question No. 37

### by SHRI NIRANJAN DEB BARMA

**Will the hon'ble Minister in charge of the Trible Welfere Depnrtment be pleasedto staet :—**

প্রশ্ন

১) গত ২৬শে জানুয়ারী ১৯৮০, প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পশ্চিম ত্রিপুরায় কতজন উপজাতি গাঁও প্রধান উপ-প্রধান স্বর-পঞ্চ ও বিধায়ককে আমন্ত্রন করা হইয়াছিল এবং তাদের থাকা খাওয়ারজন্য কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছিল ?

২) এই প্রজাতন্ত্র দিবসে কয়েটি উপজাতি সাংস্কৃতিক দল নৃত্যে অংশগ্রহন করিয়াছিল ? এই উপলক্ষে কত টাকা খরচ হইয়াছে ? ( পৃথক পৃথক হিসাব )।

(উত্তর)

১) গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পশ্চিম ত্রিপুরায় ৯৯ জন উপজাতি গাঁও-প্রধান ৯৯ জন উপ-প্রধান, ২৩ জন স্বর-পঞ্চ রবং ৪৮ জন বিধায়ককে (প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রীসহ) আমন্ত্রন করা হইয়াছিল। মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ।

২ ) এই প্রজাতন্ত্র দিবসে মোট ৬টি উপজাতি সাংস্কৃতিক দল নৃত্যে অংশ গ্রহন করিয়া ছিলেন। এই উপলক্ষে মোট ১৭ হাজার ৯ শত ৫০ টাকা ব্যায় করাহইয়াছে হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | উপজাতি আমন্ত্রিতগণের প্রীতি ভোজ বাবত— | ৮,০০০ টাকা। |
| (খ) | নৃত্য অনুষ্ঠান বাবত— | ৯, ৯৫০ টাকা। |
| | সর্বমোট— | ১৭,৯৫০ টাকা। |

## Admitted starred Question No· 80

### by SRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA

**Will the Hon'ble Minister incharge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—**

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ সনে উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরের তপশীলজাতি ও উপজাতি উন্নয়নের জন্য মোট কত টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল তন্মধ্যে মোট কত টাকা কি কি বাবদ খরচ হইয়াছে বং কত টাকা অদ্যাবধি জমা আছে ?

২। যদি সম্পূর্ন টাকা খরচ না হইয়া থাকে তাহার কারন কি ?

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ ইং সনে তপশীলজাতি ও উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য মোট ২ কোটি ৭১ লক্ষ ৮ হাজার ৯ শত টাকা খরচ হইয়াছে, গ্রুপ ভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। শিক্ষা খাতে— ১৩,৮৫, ৩০০০, টাকা

২। অর্থনৈতিক উন্নয়ন খাতে ১.৯২,০১, ৩০০, টাকা

৩। স্বাস্থ্য, গৃহ নির্মান এবং
অন্যান্য প্রকল্প খাতে ৮, ৪৫, ৬০০, টাকা

৪। প্রশাসনিক পরিচালনা খাতে — ৩৯,০৭, ৪০০, টাকা

সর্বমোট ২,৫৩ ৩৯, ৬০০টাকা

১৯৭৮-৭৯ সালে অব্যয়িত অর্থের পরিমান,— ১৭, ৬৯, ৩০০ টাকা।

২। ১৯৭৮-৭৯ সালের বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে মোট ১৭, ৬৯, ৩০০ টাকা, ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই, কারণ—

(ক) ননপ্ল্যান — ৩, ১০,৫০০, টাকা

ডম্বুর হইতে উচ্ছেদকৃত কিছু সংখ্যক জুমিয়া পরিবার যথাযথ ভাবে ভূমি আবাদ ইত্যাদি সম্পন্ন করিতে পারেন নাই বলিয়া ২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই। তাছাড়া ফটিক রায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যলয়ের সংস্কার কার্যের জন্য বিদ্যালয় সেক্রেটারীর নিকট হইতে বিলম্বে প্রস্তাব প্রাপ্তির ফলে ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করা যায় নাই। উপযুক্ত ছাত্রসংখ্যা না পাওয়ার দারুন প্রাক-প্রবেশিকা বৃত্তি প্রকল্পের ৫০ হাজার ৮ শত টাকা ব্যয়িত হয় নাই। সিমেণ্ট দুষ্প্রাপ্য তার ফলে পাকাকুপ সংস্কার খাতে মোট ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করা যায় নাই। অন্য আর যে সমস্ত স্কীম রূপায়িত হইয়াছে তাহা হইতে সর্বসাকুলে উদ্বৃত্তের পরিমান ৭ শত টাকা।

(খ) রাজ্য প্রকল্প — ৩.৩২, ৯০০, টাকা

রাজ্য প্রকল্প খাতে কিছু সংখ্যক জুমিয়া পরিবার তাঁহাদের পুনর্বাসনকৃত ভূমির যথাযথ আবাদকার্য্য না করার দরুন মোট — ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪ শত টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয় হাই। তাছাড়া অমরপুর উপজাতি বিশ্রামাগারের পুননির্মান কার্য্য সমাপ্ত না হওয়ার দরুন মোট ৩৪ হাজার ৬ শত টাকা খরচ করা যায় নাই। অন্য আর যে সমস্তস্কীম রূপায়িত হইতেছে তাহা হইতেছে উদ্বৃত্তের পরিমান ৫১ হাজার ৯ শত টাকা।

প্রকল্প রূপায়িত করার পর — এই অ-ব্যয়িত অর্থ অতি নগন্য।

(গ) উপ-প্রকল্প — ১১, ২৫, ৯০০, টাকা

১৯৭৮-৭৯ সালে উপ-প্রকল্পের অ-ব্যয়িত অর্থ মোট ১১, ২৫; ৯০০ টাকা এই অর্থ উপ-কল্পের নিম্নলিখিত খাতে ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | প্রয়োজন ভিত্তিক প্রকল্প (নিউ ক্লিয়াস) | | ১,৬২, ৩০০‚ টাকা |
| ২। | শিক্ষা | — | ১, ০০, ০০০‚ টাকা |
| ৩। | গ্রাম্য এবং ক্ষুদ্র শিল্প | — | ৩, ৪০, ০০০‚ টাকা |
| ৪। | স্বাস্থ্য (হরিনা কুষ্ঠ কলোনী) | — | ১, ২৭, ০০০‚ টাকা |
| ৫। | যতনবাড়ী শিল্প শিক্ষন কেন্দ্র স্থাপন | — | ১,১২,৮০০‚ টাকা |
| ৬। | পশু পালন | — | ৭৫, ০০০‚ টাকা |
| ৭। | প্রিমিটিভ গ্রুপ | — | ১, ৫২, ৬০০‚ টাকা |
| | | | ১১০,৬৯, ৭০০০ টাকা |

পুনর্বাসন খাতে

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৮। | পুনর্বাসন | — | ৩৫, ৫০০‚ টাকা |
| ৯। | মৎস্য চাস | — | ৬, ৬০০‚ টাকা |
| ১০। | সমবায় | — | ১০, ০০০ টাকা |
| ১১। | প্রশাসনিক পরিচালনা | — | ৪, ১১০‚ টাকা |
| | উপ-প্রকল্প সর্বমোট | — | ১১, ২৫, ৯০০ টাকা |

Admitted Starred Question No. 68

By Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister. in - charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। তৈদু উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সরকারের কাছে আছে কি?

২। থাকিলে, ঐ অভিযোগের ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা?

উত্তর

১। তৈদু উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ সরকারের নিকট আছে।

২। তাহাকে হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 70
By Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon' ble Minister -in-charge-of Education Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মোট কতজন কক্ বরক্ শিক্ষক নিযুক্ত আছেন।
২। অবিলম্বে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?
৩। না থাকিলে তার কারন?

উত্তর

১। ২৪৪ জন
২। প্রয়োজন মত সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।
৩। প্রশ্ন উঠে না

Admitted Starred Question No. 96
By Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। দেওছড়া ও পেকুছড়াতে দুইটি Social Education centre Vide No 3833-Dise (N) /78 dated 16th December' 78 মূলে Selection হওয়া সত্বেও আজ পর্যন্ত কোন ষ্টাফ নিয়োগ না করার কারন কি?

উত্তর

১। সমাজ শিক্ষা কর্মীর স্বল্পতা হেতু দেওছড়া ও পেকুছড়া সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে এ পর্যন্ত কোন সমাজ শিক্ষা কর্মীর পোষ্টিং দেওয়া সম্ভব হয় নাই, তবে ঐ কেন্দ্র দুটিতে সমাজ শিক্ষা কর্মী দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 100
By Shri Ram Kumarnath.

Will the Hon,ble Minister-in-charge of the Education Department be plesed to state-

প্রশ্ন

১। অনুন্নত সম্প্রদায় ভূক্ত (আদার বেকওয়ার্ড কমিউনিটি) ছাত্র ছাত্রীদের জন্যে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা (ক) পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ, (খ) প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ

(গ) এটেন ডেন্স স্কলারশিপ, (ঘ) বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ড (ঙ) পোষাক সরবরাহ (চ) বুকগ্রেণ্ট এবং (ছ) টিউশন স্কিম দেওয়ার ব্যবস্থাসরকারের আছে এগুলির মধ্যে কোন একটিও ঐ শ্রেণীভুক্ত ছাত্র ছাত্রীদেরকে বর্তমানে দেওয়া হয় কিনা ?

২। এই মর্মে কোন সরকারী নির্দে'শ রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল গুলোতে পাঠানো হয়েছে কি ?

৩। যদি পাঠানো না হয়ে থাকে, তাহা হইলে ঐ নির্দে'শ স্কুলগুলিতে পাঠানোর ব্যবস্থা হবে কি ?

৪। যতদিন ঐ অংশের ছাত্রাছত্রীদেরকে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয়েছে ততদিনের বকেয়া সাহায্য তাহাদেরকে দেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা কোন সুযোগ সুবিধা নাই। সাধারণ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীগণ যে সব সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকেন তাহারাও সেইসব সুযোগ সুবিধা পান।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ঐ

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 104
Shri Drao Kr. Riang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

(১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যের পুস্তক প্রকাশকদের সম্পাদরে কাগজ বণ্টন বিষয়ে বহুল প্রচারিত কেলেঙ্কারীতে কতিপয় উচ্চ পদস্থ বিভাগীয় আমলারা সক্রিয় ভাবে জড়িত আছেন।

(২) সত্য হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে কি শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

(১) এরূপ কোন তথ্য সরকারের কাছে নাই। তবে সমস্ত ব্যাপারটি তদন্ত করিয়া দেখা হইতেছে।

(২) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No.114.
by Shri Fayzur Rahaman,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state.:

১। ইহা কি সত্য যে, ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত পানিসাগরে ব্লকের দক্ষিন জুলাইবাড়ী বালোয়ারী কেন্দ্রে ও পশ্চিম তারকপুর বালোয়ারী কেন্দ্রে এবং ইছাইলাল গাঁওসভার শ্রী অতুল নমঃ এর বাড়ীর নিকটে অবস্থিত বালোয়ারী কেন্দ্রে এস, ই, ডব্লিউ নাই ?

২। সত্য হইলে, ঐ বালোয়ারী কেন্দ্র তিনটিতে এস, ই, ডব্লিউ না থাকার কারন কি ?

৩। সরকার অনতিবিলম্বে উপরোক্ত কেন্দ্রগুলিতে এস, ই, ডব্লিউ নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন কি ?

## ANSWER.

Minister-in-charge:- Shri Dasarath Deb

১। সমাজশিক্ষা কর্মীর স্বল্পতা হেতু উক্ত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে সমাজ শিক্ষা কর্মী পোষ্টিং দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

২। সমাজ শিক্ষা কর্মীর স্বল্পতাই এস, ই, ডব্লিউ না দেওয়ার কারন।

৩। সরকারী অনুমোদিত কেন্দ্রগুলিতে যতশীঘ্র সম্ভব সমাজশিক্ষা কর্মী পোষ্টিং দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

## Admitted Starred Question No.116

By Shri Nakul Das

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be please to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন পরিকল্পনাটির অর্থ বরাদ্দ তপশিলী জাতি ও উপজাতির ক্ষেত্রে সমান করা হবে কিনা ?

২। না করা হলে তার কারন কি ?

উত্তর

১। বিষয়টি পরীক্ষা করা হইবে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

## Admitted Starred Question No. 133.

By M. L. A. — Shri Nakul Das.

Will the Honourable Minister - in-charge of the Statistical Department be pleased to state:-

Minister-in-charge :— Shri Braja Gopal Roy.

প্রশ্ন

(১) রাজ্যে কবে থেকে আদম সুমারীর কাজ শুরু হচ্ছে ?

উত্তর

(১) ১৯৮১ সালের ১লা মাচ থেকে শুরু হচ্ছে।

প্রশ্ন

(২) এই জন্য যে সকল কর্মী নিয়োগ করা হবে তাদের মধ্যে তপশীলি জাতি উপজাতির সংরক্ষণ নীতি মানা হবে কি না?

উত্তর

(২) সর্বাধিক কর্মী ভারত সরকার নিয়োগ করবেন। আমরা যে কয় জন নিয়োগ করব সে ক্ষেত্রে মানা হবে।

প্রশ্ন

(৩) তপশীলি জাতি উপজাতিদের সঠিক পরিসংখ্যানের জন্য কি কি সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে?

উত্তর

(৩) সমগ্র ব্যাপারটি ভারত সরকারের নির্দেশানুসারে হবে।

**Admitted Starred Question No. 135.**

**By Shri Umesh ch. Nath.**

Will the Hon'ble Mintster-in-charge of the Education Deptt. be pleased to state :—

(১) ইহা কি সত্য প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে সমস্ত বই সরকার হইতে অল্পদামে দেওয়া ব্যবস্থা হয়েছে, তাহা সারা রাজ্যেই ছাত্র ছাত্রীরা যথা সময়ে পাচ্ছে না এবং

(২) যদি সত্য হয় তবে তার কারণ কি?

Minister in charge: Answer

(১) না।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

**Starred Question No. 146.**

**By Shri Kamini Thakur Singh.**

Will the Hon'ble Minister—in—Charge of Education Department be pleased to State.

(১) ইহা কি সত্য খোয়াই ব্লক এলাকাভুক্ত চারটি গাঁও সভায় অদ্যাবধি কোন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয় নাই?

(২) সত্য হইলে, গাঁও সভাগুলির নাম এবং কি কারনে খোলা হয় নাই তার বিবরন,

(৩) কবে পর্যন্ত এই সব গাঁও সভায় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

## ANSWER.

**Minister - in - Charge:— Shri Dasarath Deb.**

(১) সত্য নহে।

(২) প্রশ্ন উঠেনা।

(৩) প্রশ্ন উঠেনা।

## Admitted Starred QUESTION NO—151

## BY—SHRI SAMAR CHOUDHURY

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীজৈল সিং গত ফেব্রুয়ারী শেষ সপ্তাহে মুখ্য মন্ত্রীকে রাজ্যে উচিত মূল্যে জরুরী সামগ্রীর প্রাপ্যতা সুনিশ্চিত করতে দ্রুত কার্যাকরী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছেন;

২। যদি তাহা সত্য হয়ে থাকে তাহলে এই চিঠিতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে;

৩। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কি কি ব্যবস্থা গ্রহণের উপর রাজ্য সরকারের কার্য্যকরী ব্যবস্থা নির্ভরশীল;

৪। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় কি কি ব্যবস্থা কতটুকু পূরণ করায় রাজ্য সরকার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয়েছিল;

৫। এই ব্যাপারে যথাযথ প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ পাঠিয়েছেন;

উত্তর

১ নং ও ২ নং } চিনি কেরোসীন ও ডিজেল প্রভৃতি দ্রব্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এবং সঙ্গত/ নির্ধারিত দরে সরবরাহের ব্যাপারে জোড়ালো ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে এক বেতার বার্তায় অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং এই সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে। পরবর্তী ৩/৪ দিনের মধ্যে তাহা জানাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

৩ নং ক) কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় যাহাদের উপর যথাক্রমে পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যাদি এবং অত্যাবশ্যক খাদ্য দ্রব্যাদি প্রেরণ করার ভার রহিয়াছে;

খ) রেল কর্তৃপক্ষ যাহাদের উপর পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যাদি সহ অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পরিবহন করার দায়িত্ব রহিয়াছে।

গ) ইণ্ডিয়ান অয়েল কোম্পানি ও আসাম অয়েল কোম্পানি; এবং

ঘ) ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এফ সি আই প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান;—যাহারা ভারত সরকারের নির্দ্দেশ মত কাজ করেন, তাহাদের সার্বিক সহযোগিতার উপর রাজ্য সরকারের কার্য্যকরী ব্যবস্থা নির্ভরশীল।

৪। রাজ্য সরকার পেট্রোলজাত দ্রব্যের সরবরাহের উপর নির্ভর করিয়া প্রয়োজনীয় বণ্টন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু যেহেতু চিনি, কেরোসিন ও ডিজেল প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ ত্রিপুরায় আসিতেছে না সেইহেতু জনসাধারণের প্রয়োজন মাফিক বা চাহিদা মাফিক বণ্টনে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে।

৫। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ১২/৩/৮০ ইং তারিখে প্রেরিত বেতার বার্ত্তায় বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতির উল্লেখ করেন। ত্রিপুরা চরম ডিজেল সংকটের মধ্য দিয়া চলিতেছে, স্বাভাবিক সময়ে দৈনিক ৪০ কি: লি: যেখানে প্রয়োজন সেখানে পারমিট্ প্রায় দৈনিক ১০ কি: লিটার ডিজেল দেওয়া হইতেছে। অধিকাংশ যানবাহন রাস্তায় চলিতে পারিতেছে না এবং অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির বনটন ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ডিজেলের অভাবে চাউল ও গম ন্যায্যমূল্যের দোকান সমূহে বহন করিয়া নেওয়ার ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দিয়াছে। ফলে পারমিট্ প্রথায় ডিজেল বণ্টন আর ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। এই কঠোরতা সত্ত্বে ও এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মজুত ডিজেল নিরপেষিত হইয়া যাইবে। পেট্রোলিয়াম ও কেরোসিন সরবরাহ ব্যবস্থা ও অত্যন্ত নিরুৎসাহব্যাঞ্জক; সীমিত পরিমাণে পারমিট প্রথায় পেট্রোল ও কেরোসিন দেওয়া হইতেছে। নিয়ন্ত্রিত দামের চিনি শুধু ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত দেওয়া হইতেছে এবং এমন কি "লেভী মুক্ত" চিনি ও পারমিট প্রথায় দেওয়া হইতেছে উক্ত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহের যোগান ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমূহ যাহাতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সেজন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

Starred Question No. 158.

By Swaraijam Kamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state:-

QUESTION

১। ইহা কি সত্য বিভিন্ন পঞ্চায়েৎ এলাকার নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বসার বেঞ্চ সহ অপরিহার্য্য অনেক ফার্নিচার নাই?

২। সত্য হলে এই সমস্ত ফার্নিচার অবিলম্বে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি?

৩। সম্প্রতি যে সকল স্কুলগৃহ সমাজদ্রোহী দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা অগ্নিসংযুক্ত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে সে সব বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পঠন পাঠনের কোন ব্যবস্থা নাই, সরকার ইহা অবগত আছেন কি না ?

৪। যদি অবগত থাকেন তবে সেই সব স্কুলের পড়াশুনার কাজ অব্যাহত রাখার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

## ANSWER

১। বিভিন্ন পঞ্চায়েৎ এলাকার নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অপরিহার্য্য কিছু সংখ্যক ফার্নিচারের অভাব আছে।

২। বাজেট বরাদ্দ ও আশু প্রয়োজণ ভিত্তিক বসার বেঞ্চ সহ ফার্নিচার অন্যান্য বছরের মত বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরেও দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩। যে সকল বিদ্যালয় অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হইয়াছে তাহার সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় পরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্ত্তৃপক্ষকে যথারীতি ছাত্রদের বসিবার বন্দোবস্ত এবং

৪। খাদ্যের বিনিময়ে কাজের মাধ্যমে স্কুলগৃহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

## Starred Question No. 159
### By Shri Swaraijam Kamini Thakur Singha M. L. A.

Will the Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :-

## QUESTION

১। ইহা কি সত্য খোয়াই সহ কয়েকটি মহকুমা সহরে কেরোসিন পেট্রোল ইত্যাদি জ্বালানী তৈল বেশী পরিমাণ মজুত রাখার মত কোন বিজ্ঞানসম্মত তৈলাধার না থাকায় হেণ্ড টু মাউথ পলিসি অনুসরণ করিতে হইতেছে এবং তৈল সংকটের সময় রাজ্যবাসিগণ কর্ত্তৃক অবর্ননীয় অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সংকট রাজ্যবাসীর গায় লেগেই আছে ;

২। সত্য হলে সরকার মহকুমা সহরগুলিতে উক্ত তৈলাধার নির্মাণ করিয়া ত্রৈমাসিক মজুত পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন কি ?

## ANSWER

১। ইহা সত্য নহে।

২। এই প্রশ্ন উঠে না।

### ASSEMBLY STARRED QUESION NO. 162
### BY SHRI MATILAL SARKAR, MLA
### (SRHI GOPAL CHANDRA DAS, MLA

### QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to to state :

১। বর্ত্তমান বছরের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে দৈনিক গড়ে কি পরিমাণ কেরোসিন, ডিজেল ও পেট্রোল ব্যবহৃত হয়েছে ?

২। এই পরিমাণ দৈনিক স্বাভাবিক ব্যবহারের চেয়ে কত কম;

৩। এই দুই মাসে উক্ত দ্রব্য তিনটি কি পরিমাণে ত্রিপুরায় এসেছে এবং পেট্রোল ও ডিজেলের অভাবে যানবাহন চলাচল কতটুকু বিঘ্নিত হয়েছে।

৪। কেরোসিন, ডিজেল ও পেট্রোল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ স্বাভাবিক ও অব্যাহত রাখতে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে ?

### ANSWER

date of repley 25-3-80

| ১। পেট্রোল জাত দ্রব্যের নাম— | দৈনিক ব্যবহারের পরিমান— | |
|---|---|---|
| | জানুয়ারী ৮০' | ফেব্রুয়ারী ৮০' |
| কেরোসিন | ৪·৭০ কি:লি: | ৪২·৮০ কি:লি: |
| ডিজেল— | ৬·৫৮ " | ৩০·৯০ " |
| পেট্রোল | ৭·৭৮ " | ৭·৮০ " |
| ২। | স্বাভাবিক দৈনিক বরাদ্দের কত কম | |
| কেরোসিন | ৪২·৩০ কি:লি: | ৪·২০ কি:লি: |
| ডিজেল | ৩৩·৪২ ,, | ৯·১০ ,, |
| পেট্রোল | ৭·২২ ,, | ৭·২০ ,, |
| | ত্রিপুরায় পৌছিবার পরিমাণ | |
| | জানুয়ারী ৮০ | ফেব্রুয়ারী ৮০ |
| ৩। কেরোসিন | ১৪৫ কি:লি: | ১২৩৯·৭ কি:লি: |
| ডিজেল | ২০৪ ,, | ৮৯৬·০ ,, |
| পেট্রোল | ২৪২ ,, | ২২৬·৭ ,, |

পেট্রোল ও ডিজেলের তীব্র অভাবে স্বাভাবিক অবস্থার প্রায় [illegible] অংশ যানবাহন চলাচল করিয়া গিয়াছিল।

৪। (ক) অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ব্যবসায়ীকে নিয়া সময় সময় আলোচনা সভা ডাকা হইয়াছে এবং তাহারা যাহাতে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রেল ও সড়ক পথে ত্রিপুরায় আমদানী করেন সেই জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

(খ) কোম্পানি সমূহের মাল বিতরণ করার কর্ম কর্তাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে দ্রুত মাল সরবরাহ করার জন্য।

(গ) ত্রিপুরার জন্য মাল পরিবহন করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়াগনের ব্যবস্থা করার জন্য রেলকর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

(ঘ) আসামের সাম্প্রতিক গোলযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যপালকে ত্রিপুরায় অত্যাবশ্যক পন্য দ্রব্যাদির স্বাভাবিক সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে অনুরোধ করা হইয়াছে।

(ঙ) ডিজেল বিতরন-করার সময় যে সমস্ত গাড়ী ধর্মনগর হইতে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বহন করিয়া আগরতলা এবং অন্যান্য স্থানে নিয়া আসে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ ব্যবস্থা সুনি-শ্চিত করার উদ্দেশ্যে সেই সমস্ত গাড়ী গুলিকে অগ্রাধীকার দেওয়া হইয়াছে;

(চ) পেট্রোল ও পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি ত্রিপুরায় সত্বর ও ধারাবাহিক সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে পেট্রোলিয়ম মন্ত্রনালয় রেল কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

(ছ) ত্রিপুরা হইতে একজন Inspector পর্য্যায়ের অফিসারকে লামডিং এ স্থায়ীভাবে পাঠানো হইয়াছে। তিনি লামডিং হইতে যে সমস্ত রেল ওয়াগন অত্যাবশ্যক দ্রব্য নিয়া ধর্মনগর ও চোরাই বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবে সেই সমস্ত ওয়াগন যাহাতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া যথা সময়ে পৌছায় তাহার তদারকি করিতেছেন।

(জ) আসামে সাম্প্রতিক গোলযোগের কারণে গৌহাটী হইতে পেট্রোলজাত দ্রব্যের এবং ত্রিপুরার জন্য গৌহাটীতে আটক অন্যান্য দ্রব্য সমূহের রেল ও সড়ক যোগে পরিবহন যাহাতে ত্বরান্বিত ও নিয়মিত হয় সে জন্য ত্রিপুরা সরকারের সচিব পর্য্যায়ের অফিসারগন গৌহাটীতে আসাম সরকারের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ আলোচনা দ্বারা ব্যবস্থা গ্রহন করিয়াছেন।

(ঝ) ত্রিপুরা হইতে পুলিশ প্রহরায় ১০টি ট্যাঙ্ক লরি গৌহাটি পাঠাইয়া সেখান হইতে পেট্রোল ও পেট্রোলজাত দ্রব্য বহন করিয়া আনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তথাপি ৯টী লরী পেট্রোলজাত-দ্রব্য নিয়া ত্রিপুরায় পৌছিয়াছেন। একটিতে তেল আনিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। সে জন্য খালি ফিরিয়া আসিয়াছে।

## Admitted Starred Question NO. 166.
### by Shri Rashiram Dab Barma.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে কতটা বোডিং হাউসে কতজন ইংরেজী এবং কতজন অংকের শিক্ষক দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। বর্ত্তমান শিক্ষার যে পর্য্যন্ত ১৩টি বোডি'ং হাউসে ইংরেজীর জন্য ১২ জন ও অংকের জন্য ১৩ জন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। অন্যান্য ছাত্রাবাস গুলির জন্য শিক্ষক নিযুক্তির প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট স্কুল হইতে এখনও পাত্তয়া যায় নাই।

## Admitted Starred Question NO. 175.
### by Sri Mati Lal Sarkar.

will the Hon-ble Minister-in-charge of the Education Deptt be pleashed to state :—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরার কয়টি বিদ্যালয় মাধ্যাহ্ন টিফিন স্কীম চালু হয়েছে !

২। ত্রবং কত সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী এই স্কীমের আত্তভায় এসেছে !

৩। এতে দৈনিক কত ব্যয় হচ্ছে !

উত্তর

১। মধ্যাহ্ন টিফিন গত ৩রা মার্চ্চ ( ১৯৮০ ) হইতে চালু হওয়ার ফলে সমস্ত ব্লক থেকে সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করা এখনও শেষ হয় নাই।

২। ঐ

৩। দৈনিক ছাত্র প্রতি ৫০ (পঞ্চাশ ) পয়সা ব্যয় হইতেছে।

## Admitted Starred Question No. 180.
### by Sri keshab Majumder

Will the Hon.ble Minister in charge of Edaucatio Department b₎ plessed to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে মোট কয়টি বালোয়ারী স্কুল আছে ( বিভাগ ভিত্তিক হিসাব )

২। কয়টি বালোয়ারী বিদ্যালয়ে কোন এস, ই ডব্লিউ নেই ?

( বিভাগ ভিত্তিক হিসাব )

৩। সারা রাজ্যে মোট কতজন এস, ই, ডব্লিউকে অফিসে করনিকের কাজে রাখা হয়েছে ?

৪। এবং তাদের দিয়ে করনিকের কাজ করানোর কারন কি ?

উত্তর

**Minister-in-charge :— Sri Dasharath Deb**

১। ১০৫২ টি ( পশ্চিম ত্রিপুরা-৪২১ টি উত্তর ত্রিপুরা-৩১৯ টি ও দক্ষিন ত্রিপুরা-৩১২ টি )

২ ৫৩ টি ( পশ্চিম ত্রিপুরায় ২৬ টি এবং উত্তর ত্রিপুরায় ২৭ টি সেণ্টারে কোন সমাজ শিক্ষা কর্মী নেই )

৩। ২৪ জন

কতকগুলি নূতন প্রকল্প চালু হইলে ও সেই প্রকল্পের জন্য কোন করনিকের পদ সৃষ্টি হয় নাই। প্রকল্পগুলি প্রাথমিক পর্যায়ে চালু করার জন্য কয়েকজন সমাজ শিক্ষা কর্মীর সাহায্য পাওয়া হইয়াছে।

**Assembly Admitted Starred Question No. 192**

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be please to state :-

শ্রীকেশব মজুমদার

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে কয়টি ট্রাইবেল কলোনী আছে ?

২। এই কলোনী গুলিতে কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল ?

৩। ইহা কি সত্য যে পুনর্বাসন প্রাপ্ত পরিবার গুলিরমধ্যে বহু পরিবার বিভিন্ন কলোনী ছেড়ে চলে গেছেন ?

৪। সত্য হলে কারণ কি ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে বিভিন্ন মহকুমায় মোট ৫৮টি ট্রাইবেল কলোনী আছে।

২। এই কলোনী গুলিতে ৯ হাজার ৪ শত ৪২ টি ভূমিহীন তপশিলী উপজাতি জুমিয়া ভূমিহীন কৃষি শ্রমিককে উক্ত ৫৮ টি ট্রাইবেল কলোনীতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল।

৩। হ্যাঁ।

৪। কলোনী ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ :—

( ১ ) স্বেচ্ছাকৃত এবং ( ২ ) আর্থিক অসচ্ছলতা।

শুধু পুনর্বাসন প্রাপ্ত টিলাভূমির দ্বারা বাঁচিয়া থাকার পক্ষে আর্থিক সঙ্গতি না পাওয়ার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে

তাঁহারা জুম-চাষের জন্য নূতন জায়গার সন্ধান করে এবং নগদ অর্থের প্রয়োজনে কাজ করিতে ও প্রলুব্ধ হয়ে পুনর্বাসন কলোনী ছেড়ে চলে যায়।

শ্রীখগেন দাস

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ সালে গুরুপদ কলোনীর উন্নয়ন খাতে কত টাকার বাজেট ধরা হয়েছিল ?

২। ঐ আর্থিক বছরের মধ্যে সেই টাকার কত পরিমাণ খরচ করা হয়েছিল, এবং

৩। উক্ত খাতে খরচের জন্য কত টাকা এ, সি. বিলে তোলা হয়েছিল ?

৪। ইহা কি সত্য, এ, সি, বিলে যে টাকা তোলা হয়েছে সেই টাকার একটা অংশ তছরূপ করা হয়েছিল ?

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ সালে গুরুপদ কলোনীর উন্নয়নের জন্য কোন টাকার বাজেট ধরা হয় নাই। কলোনী ভিত্তিক কোন বাজেট করা হয় না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। এ বিভাগে এমন কোন খবর নাই।

Admitted Starred Question No. 208

By Sri Matahari Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

১ (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে সাবরুম বিভাগের গার্দ্দাং হাইস্কুল লবন বোয়াজা প্রাইমারী স্কুল, ভুরাতলী সিনিয়র বেসিকস্কুল এবং গ্রামাঞ্চলের আরও বহু স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের বসার প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন না থাকার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ার অসুবিধা হইতেছে।

এবং

(খ) যদি অবগত থাকেন তবে সরকার ঐ স্কুলগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যক বসার আসনের ব্যবস্থা করবেন কি ?

উত্তর

১। (ক) ও (খ) প্রশ্নটির মধ্যে একাধিক স্কুলের উল্লেখ রয়েছে। প্রত্যেকটি স্কুলের সঠিক প্রয়োজন এবং প্রয়োজন মিটানোর জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য সময় প্রয়োজন। বিশদ তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

Starred Question No. 211
by Shri Matahari Choudhury, M. L. A.

Will the Hoe'ble Minister in-charge of the Food Department be pleased to state —

১। বহিঃ রাজ্য থেকে ত্রিপুরায় আমদানিকৃত লবণ কেরোসিন সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয় কি ?

২। সরকারী মাধ্যমে ছাড়া ব্যবসায়ীরা বহিঃ রাজ্য থেকে ত্রিপুরায় লবন কেরোসিন আমদানী করেন কিনা;

৩। সরকার কি অবগত আছেন যে সময় সময় সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ঐ সমস্ত দ্রব্যগুলি না পাওয়া গেলে জনসাধারণকে খোলা বাজার থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যে (কেজি ও লিটার ৪ ৫ টাকা করে) কিনতে হয়;

৪। অবগত থাকলে এই অধিক মুনাফা রোধ করতে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না;

৩। সরকারের নিকট এই সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নাই।

৪। এই প্রশ্ন উঠেনা।

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Depatment be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য দশদা হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক নাই;

২। প্রধান শিক্ষক না থাকিলে ঐস্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ না করিবার কারন কি ?

উত্তর

১। "দশদা হাই স্কুলে"নামে কোন স্কুল নাই। তবে দশদা অঞ্চলে "দুর্গারাম রিয়াং পাড়া হাই স্কুল" নামে একটি স্কুল আছে। ঐ স্কুলে কোন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভবপর হয় নাই।

২। হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকায় এই স্কুলে প্রধান শিক্ষক দেওয়ার কাজ বিলম্বিত হইতেছে।

Starred question no:—217
by Shri keshab Mazumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food&Civil SuppliesDepartment be pleased to state:—

Question

১। ডিজেল, পেট্রোল ও কেরোসিনের ত্রিপুরার জন্য বর্তমানে বরাদ্দ কত;

২। এই বরাদ্দ অন্য রাজ্যের যানবাহন চলাচলের তুলনায় কম কিনা;

৩। কম হলে তার কারন কি;

৪। বরাদ্দকৃত ডিজেলপেট্রোল ও কেরোসিনের সুষ্ঠ সরবরাহের কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে;

৫। গত দুই বছরে ঐ বরাদ্দের কত অংশ ত্রিপুরায় সরবরাহ করা হয়েছে তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব;

**Answer**

১। ডিজেল—প্রতি মাসে ১২০০ থেকে ১৩০০কি: লিটার
পেট্রোল—ইহার সুনির্দ্দিষ্ট বরাদ্দ নাই।
কেরোসিন—প্রতিমাসে ১৪০০ কি: লিটার রাজ্যের

২। অন্যান্য বরাদ্দ সম্বন্ধীয় তথ্য এই রাজ্য সরকার অবগত নহেন

৩। প্রশ্ন উঠেনা

২য় পৃষ্টায়

৪। তৈল কোম্পানি সমূহ হইতে আমদানীকৃত ডিজেল ও পেট্রোল সুষ্টভাবে বণ্টনের উদ্দেশ্যে পারমিট প্রথা চালু আছে। কেরোসিন নায্য মূলের দোকান মারফত E.C. কাড'এর মাধ্যমে বিলি করা হয়।

৫। বরাদ্দের তুলনায় গত দুই বৎসরে যে পরিমান পেট্রোল এবং পেট্রোলজাত দ্রব্য ত্রিপুরায় আসিয়াছে তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব:—

১৯৭৮—৭৯ইং

ডিজেল—১৩৮৬০ কি: লিটার অর্থাৎ বরাদ্দের ৮৮%শতাংশ
পেট্রোল—৩৬১২ কি: লিটার এই ক্ষেত্রে কোন নির্দ্দিষ্ট বরাদ্দ ছিলনা।
কেরোসিন—১৩৬১০ কি: লিটার অর্থাৎ বরাদ্দের ৯০ শতাংশ

১৯৭৯—৮০

( ১৯৮০ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত )

ডিজেল—৯৪৬৩ কি: লিটার অর্থাৎ বরাদ্দের ৬০% শতাংশ
পেট্রোল—২৮৫১ ।। ।; এই ক্ষেত্রে কোন নির্দ্দিষ্ট বরাদ্দ ছিল না
কেরোসিন—৯৮৪১ কি: লিটার বরাদ্দের ৭০%শতাংশ

Admitted Starred Question No. 219
by M.L.A M.L. Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

---

১। খোয়াই বিভাগের রতিয়া ( মিয়াতলি ) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিকে পাকা বিলডিং করার সরকার পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন কিনা;

২। করে থাকলে কবে পর্য্যন্ত ঐ কাজ আরম্ভ করা হবে ;

৩। ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক কবে পর্য্যন্ত নিযুক্ত করা হবে ?

---

ANSWER

MINISTER—IN—CHARGED:— SRI DASARATHA DEB

---

১। উক্ত বিদ্যালয়ে সেমি পারমানেণ্ট বিলল্ডিং করার জন্য পূর্ত্ত বিভাগকে প্রয়োজনীয় প্লেন এবং এসটিমেট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

২। প্লেন এবং এসটিমেট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় টাকা পাওয়া গেলে পূর্ত্ত বিভাগ কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী বৎসরে কাজে হাত দেওয়া হবে।

৩। উচ্চ মাধ্যমিক ( হাইস্কুল ) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকায় প্রধান শিক্ষক নিয়োগ অনিদৃষ্ট কালের জন্য স্থগিত রহিয়াছে।

Admitted Starred Question No. 232

By Shri Gautam Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State;—

(১) বিভিন্ন লেম্পস এর মাধ্যমে সরকার লবণ ও কেরোসিন তৈল সরবরাহ করেছেন ইহা কি সত্য ?

(২) পেক্সগুলির মাধ্যমে অনুরূপভাবে লবন ও কেরোসীন তৈল সরবরাহ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

(১) হাঁ।

(২) বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Ouestion No. 233

By Shri Gautam Datta.

Will the Hon'ble Minister-in -Charge of the Education Department be pleased to State.

(১) খেলাধূলার উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার প্রতিবছর স্পোর্টস কাউন্সিলকে সাহায্য বা অনুদান দিচ্ছেন ইহা কি সত্য ?

(২) সত্য হইলে গত আর্থিক বছরে কত পরিমাণ সাহায্য দিয়াছেন ?

(৩) এই সাহয্যের কত অংশ ব্লকগুলিতে ব্যয়িত হয়েছে ব্লক ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

(১) হ্যাঁ,ইহা সত্য।

(২) গত আর্থিক বছরে মোট ২· ৯৬. ০০০. ০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

(৩) ১০০·০০ (একশত) টাকা হিসাবে প্রতি ব্লকে নিম্নলিখিত ব্লক গুলিতেগ্রামীণ ক্রীড়ার জন্য মোট ৯ (নয়টি) ব্লককে দেওয়া হইয়াছে।

(১) মেলাঘর (২) বিশাল গড় (৩) মাতা বাড়ী (৪) খোয়াই (৫) কুমার ঘাট (৬) তেলিয়া-মুড়া (৭) জিরানীয়া (৮) সালেমা (৯) ছাউমনু ২০০. ০০ (দুইশত) টাকা হিসাবে প্রতি ব্লকে নিম্ন লিখিত মোট ১০ টি ব্লকে মহিলা ক্রীডা প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া হইয়ছে।

(১) সাতচান্দ (২) ছাউমনু (৩) অমরপুর (৪) মাতা বাড়ী (৫) রাজ নগর (৬) খোয়াই(৭)বগফা (৮) সালেমা (৯) জিরানীয়া (১০) মোহনপুর মোট ২, ৯০০.০০ (দুই হাজার নয়শত-টাকা)

খেলাধূলার প্রসারকল্পে রাজ্য ভিত্তিক বিভিন্ন স্পোটস সংস্থার মাধ্যমে ত্রিপুরা স্পোটস কাউন্সিল অনুদান দিয়া থাকে। মহকুমা ভিত্তিক স্পোটস সংস্থাগুলিকে মহকুমান্তরে খেলাধূলার প্রসার কল্পে অনুদান দেওয়া হইয়াছিল। যেহেতু ব্লক ভিত্তিক খেলাধূলার সংস্থাবা ক্লাব স্পোর্ট'স কাউন্সিলের গঠনতন্ত্রের বলেই সরাসরি অনুমোদন পাওয়ার যোগ্য নয় সেই হেতু ১৯৭৮ —৭৯ সনে ত্রিপুরা স্পোর্ট'স কাউন্সিল কোন ব্লক ভিত্তিক খেলাধূলার সংস্থা বা ক্লাবকে দেয়নাই। অনুদান পাইত হইলে ব্লক ভিত্তিক খেলাধূলার সংস্থা বা ক্লাবগুলিকে হয় মহকুমা ভিত্তিক সংস্থাগুলির অনুমোদন পাইতে হবে অথবা রাজ্য ভিত্তিক খেলাধূলার সংস্থাগুলির অনুমোদিত হইতে হইবে। ত্রিপুরা স্পোর্ট'স কাউন্সিল জেলান্তরে এবং রাজ্য স্তরে গ্রামীণ ক্রীড়া ও মহিলা ক্রীড়া সংগঠিত করিয়াছিল এবং একুশ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবির সংগঠিত করিয়াছিল। ঐ সমস্ত প্রোগ্রামগুলিতে অধিকাংশ অংশগ্রহণ কারীই দূরবর্ত্তী অঞ্চলগুলি হইতে আসিয়াছিল। যদি ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব স্পোর্ট'স কাউন্সিলের কাছে চট করে পাওয়া সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 234
By Shri Gautam Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education deptt. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার জন্য ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত সরকারের ছিল কি ?

২। যদি থাকে তবে ইহা দেওয়া হয়েছে কি ?

৩। কোন ব্লকে কতজনের এরূপ ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। ব্লক ভিত্তিক ষ্টাইপেণ্ড প্রাপকদের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) অমরপুর ব্লক—৬ জন।

(২) বিলোনীয়া—৭ জন।

(৩) বিশালগড়—১৩ জন।

(৪) ধর্মনগর ও পানিসাগর—৪ জন।

(৫) জিরানীয়া—১১ জন।

(৬) কুমারঘাট—৪ জন।

(৭) মেলাঘর—১২ জন।

(৮) মোহনপুর—৪ জন।

(৯) সাতচাঁদ —২ জন।

(১০) তেলিয়া মূড়া—১ জন।

(১১) উদয়পুর ও মাতাবাড়ী—৩১।

(১২) আগরতলা ও পৌরএলাকা—৩৫ জন।

—১৩০ জন

প্রাসঙ্গিক:—

বর্ত্তমান বর্ষে সর্বমোট ১৩০ (জনকে (একশত ত্রিশ) জনকে বিভিন্ন খেলাধূলার জন্য স্পোর্টস ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৯৫ জন বিভিন্ন ব্লক হইতে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। বাকী ৩৫ জনকে (পঁয়ত্রিশ) আগরতলা পৌর এলাকার বিভিন্ন স্কুল হইতে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। এ জন্য মোট ৪৬, ৮০০-০০ টাকা বর্ত্তমান আর্থিক বছরে ব্যয় হইয়াছে। খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত উৎকর্ষই ষ্টাইপেণ্ড খাওয়ার মানদণ্ড। বিদ্যালয় গুলির অবস্থান বিচার করে ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল।

ত্রিপুরা সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত "স্পোর্টস ষ্টাইপেণ্ড রুলস" অনুসারে এবং শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক নিযুক্ত বিশেষ কমিটি দ্বারাই ছাত্রছাত্রীদের নির্ব্বাচন করা হইয়াছে।

**Admitted Starred Question No 238.**
**by Shri Rati Mohan Jamatia.**

**Will the Hon'ble Minister—in—charge of the Education Department be pleased to state :—**

(১) গভর্ণমেণ্ট কলেজ অফ এ্যাডুকেশান ক্যাম্পাসে কয়টি ষ্টাফ্ কোয়াটারস আছে, এবং সেখানে কারা কারা অবস্থান করছেন।

(২) ঐ ষ্টাফ্ কোয়াটারস গুলি ভাড়া বাবত সরকারের (১৯৭৮—৭৯) সাল পর্য্যন্ত কত টাকা ভাড়া আদায় হয়েছে।

উত্তর

(১) গভর্ণমেণ্ট কলেজ অফ্ এ্যাডুকেশান ক্যাম্পাসে মোট ৪টি ষ্টাফ্ কোয়াটারস্ আছে এবং ঐ কোয়াটার গুলিতে শ্রী মহেন্দ্র প্রতাপ সিংহ, প্রফেসর, শ্রী দীপক কুমার ভট্টাচার্য্য,প্রফেসর, সোমেশ্বর নাথ মেহরোত্রা, লেকচারার ও শ্রী ভুলন সিংহ, অধ্যাপক বসবাস করিতেছেন।

(২) কোন ভাড়া আদায় হয়নাই।

## Papers Laid on the Table.

Annexure. (B)

Admitted Unstarred Question No.1
by Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state:—

১। ত্রিপুরা রাজ্যের স্কুল কলেজে পাঠরত মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত ?

২। এর মধ্যে স্কুলে পাঠরত কত এবং কলেজে শিক্ষারত কতজন ? এবং

৩। তার মধ্যে ছাত্র কত ছাত্রী কতজন ? (তপশীল উপজাতি ও তপশীল জাতির আলাদা হিসাব সহ)

উত্তর

১। মোট ৩০৭৯৩০ জন ছাত্র ছাত্রী।

২। বিদ্যালয়ে ৩০৪০২১ জন ও কলেজে৩৯০৯ জন।

৩। এই সংগে প্রদত্ত সারনীতে (টেবিলে) তথ্যগুলি দেওয়া হইল।

সারনী

| | মোট পড়ুয়া | ছাত্র | ছাত্রী | তপশীল উপজাতি | | তপশীল জাতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী |
| কলেজ | ৩৯০৯ | ২৩২৫ | ১৫৮৪ | ১৪৯ | ৫৪ | ১৯৯ | ৬৪ |
| বিদ্যালয় | ৩০৪০২১ | ১৭৮৬৯৪ | ১২৫৩২৭ | ৪০৩৯০ | ১৯৫৬৪ | ৩০১৩৯ | ১৯৩৩৬ |
| মোট | ৩,০৭,৯৩০ | ১,৮১,০১৯ | ১,২৬,৯১১ | ৪০,৫৩৯ | ১৯,৬১৮ | ৩০,৩৩৮ | ১৯,৪০০ |

Admitted Unstarred Q. No. 2.
By Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'able Minister in-Charge of the Education Department be pleased to state :-

## QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সংস্কৃত বিষয়ক শিক্ষকের অভাবে ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এমন কয়টি উচ্চবুনিয়াদী ( সিনিয়র বেসিক ) বিদ্যালয় আছে ?

২। ঐ সকল উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিষয়ক শিক্ষক কবে নাগাদ নিয়োগ করা হইবে ?

## ANSWER

১। ১৬৮ টি উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালযে বর্তমানে কোন Classical শিক্ষক নেই।

২। উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন Classical শিক্ষক পাওয়া গেলে ঐ সকল উচ্চবুনিযাদী বিদ্যালয়ের চাহিদা পর্যায়ক্রমে পূরন করা হবে।

Admitted Unstarred Question No. 4
By Shri Bidya ch. Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in- charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ১৯৭৮-৭৯ ইং তারিখ সনে ত্রিপুরার শিক্ষা খাতে মোট কত টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল এবং মোট কত খরচ হইয়াছে এবং মোট কত টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি, তার হিসাব ;

২। যদি সম্পূর্ণ টাকা খরচ না হইয়া থাকে, তাহার কারণ ?

৩। উপরোক্ত আর্থিক বৎসরে বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে কোন শিক্ষার খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে তার হিসাব ?

## ANSWER

১। ১৯৭৮-৭৯ সনে প্ল্যান বহির্ভূত (State Non-plan) বাজেটে শিক্ষাখাতে মোট ১০,৫৬.১২,০০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল তার মধ্যে ১৯৭৮-৭৯ সনে ১০,৫৬,৯৩,৭৪৫ টাকা খরচ হয়েছে। State plan বাজেটে শিক্ষাখাতে মোট ১,৬২,৮৫,০০০ টাকা বরাদ্দ ছিল। তার মধ্যে ১৯৭৮-৭৯ সনে ১,৬৩,১৬,০৮৮ টাকা খরচ হয়েছে।

২। প্রশ্নই উঠেনা।

৩। বাজেট বরাদ্দের (State Non-plan 2 plan) সম্পূর্ণ টাকাই খরচ হয়েছে। বিভিন্ন খাতে খরচের বিস্তারিত বিবরণ অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

| Major/Mionr Head of A/C | Amount spent. Non-plan | plan |
|---|---|---|
| 1. 9-Gazetted the Statistical Memoirs. | 80,733 | |
| 2. Pry. Edn. | 3,82,51,040 | 79,73,497,56 |
| 3. Secondary Edn. | 4,19,75,322 | 40,05,984,09 |
| 4. Special Edn. | 4,17,978 | 81,221,06 |
| 5. Higher Education. | 76,59,960 | 12,55,928,29 |
| 6. Technical Education, | 18,03,060 | 4,39,584,34 |
| 7. Sports & youth Welfiere. | 10,94,900 | 1,86,922,20 |
| 8. Physical Education. | 4,00,100 | 5I,996,21 |
| 9. Direction Admn. | 24,40,600 | 3,22,639,79 |
| 10 H.2 Reasearch Inst. | 1,81,200 | 90,686,69 |
| 11. H.4 Scholarship. | 18,80,100 | — |
| 12. Adult Edn. | 70,04,718 | 12,44.795,96 |
| I3. Music & Find Arts. | 3,69,000 | 89,251,01 |
| 14. Museum | 1,09,500 | 42,343,74 |
| 15. Public Libraries. | 6,81,034 | 2,05,009,25 |
| 16. Social Socurity & Welfare | 12,64,500 | 2,73,759 73 |
| 17. State Archeepiphy | — | 52,468,54 |
| | 10,5693,745 | 16,31,6088 /45 |

Admittcd Unstarrcd. Question No- 9.

by Sri Rudreswar Das

Will the Hon,ble Minister-in -charge of the Education Department be pleased to State :—

১ ।সারা ত্রিপুরায় বর্তমানে ( ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ) কতটি সিংগে টিচার স্কুল আছে ( বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ) ?

২। স্কুল গুলিতে একের অধিক শিক্ষক দেওয়ার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

৩। ইহা কি সত্য একজন শিক্ষক ও নেই এমন স্কুল ও ত্রিপুরাতে আছে ?

৪। যদি সত্য হয়, তবে উক্ত স্কুল বা স্কুল গুলোর নাম কি এবং কোথায় অবস্থিত ?

উত্তর

১। মোট ৫২৫টি এধনের বিদ্যালয় আছে। (সদর ৫৭, সোনামুড়া ২৬, খোয়াই ৬৪, উদয়পুর ২৩, অমরপুর- ৪৩, বিলোনিয়া-৫১, সাব্রুম-৩৩, কমলপুর- ৫২, কৈলাসহর - ৮৬, ধর্মনগর ৯০, )

২। অধিক শিক্ষক আছেন এমন বিদ্যালয় সমূহ থেকে বদলীর মাধ্যমে এবং নূতন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগরে দ্বারা শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান করার প্রচেষ্টা চলছে।

৩। এমন তথ্য জানা নেই, থাকলে যথাবিহিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Un-starred Question No 10.
by Draokumar Reang.

Will the Hon'ble Minister -in-charge of the Education Department be pleased to State

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯ সনের ( অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ) সোসিয়েল সুপার ভাইজার পদে নিযুক্তির জন্য কতজন ইণ্টারভিউতে ডাকা হইয়াছিল ? এবং

২। কতজনকে উক্তপদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল ? ( নাম ও ঠিকেনা সহ )

৩। ইহা কি সত্য যে উক্তপদের প্রার্থী শিক্ষক, করনিক ইত্যাদি নিম্নতর বেতনে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের আবেদন গ্রাহ্য করা হয়নি ?

৪। সত্য না হইলে, তাহাদের কাউকে ইণ্টারভিউতে না ডাকার কারন কি ?

উত্তর

Minister-in -charge Sri Dasarath Deb.

পূর্বে সংগৃহীত Job Form পূরন করা প্রার্থীদের মধ্যে থেকে প্রার্থী নেয়া হবে তা আগেই জানিয়ে দেয়া হয় এবং যারা তখন job ফরম পূরন করে দাখিল করতে পারেন নি তাঁদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়। এবং কর্মরত কর্মচারীরা ও এই আবেদন করতে পারবেন তাও বলা হয়। এর ভিত্তিতে প্রস্তুত করা তালিকা থেকে যে নিয়মের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় সেই ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করা হয়। কাজেই Interview নেওয়া হয় নাই এটা ঠিক নয়।

প্রশ্ন

২। ২৩ জনকে নিযুক্তি পত্র দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের নাম ও ঠিকানা দেওয়া হইল।

৩। ইহা ঠিক নহে।

৪। প্রশ্ন উঠেনা রিক্রুটমেণ্ট পলিশি অনুযায়ী নির্বাচন হওয়ায় পৃথক ইণ্টারভিউ নেওয়া হয় নাই।

List of persons.
Addmitted Unstarred Q. No. 10

| Sl. NO. | Name etc. | Address. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1., | ,, Smt. Anuradha Rupani, H S. (S. T.) | D/O-Sri Joygatar Rupani Vill-Bhrigudas Para, P. O.—Champak-nagar, West Tripura. |
| 2. | ,, Milan Rani Das, H. S. (S. C.) | D/O—Sri Phulchand Das, Vill—Ramnagar Road No.8, Agartala. |
| 3. | ,, Debjani Deb, B Sc. School mother (General) | Office of the D. I. S. E., West Tripura, Agartala. |
| 4. | Sri Prasanta Debbarma, H. S. (S. T.) | S/O-Sudhanna Debbarma, P.O.-Jampuijala, West Tripura. |
| 5. | ,, Kishore Debbarma, H. S. (S. T.) | S/O-Sri Madhusudhan Debbarma, P. O.-Maglanbari, Khowai. |
| 6. | ,, Paresh Debbarma, H. S. (S.T.) | S/O-Sri Rajkumar Debbarma, Vill- & Village-Champa Hower, KHW. |
| 7. | ,, Kumode Rn. Debbarma, H.S. (S. T.) | S/O-Sri Aswini Kr. Debbarma, Vill- East Ramchandraghat, Khowai. |
| 8. | ,, Harendra Ch. Barman, B. A. SEW.(S. C.) | Office of the S. E. O., Melaghar, Sonamura, W. Tripura. |
| 9. | ,, Girindra Ch. Das, B. Com. SEW. (S. C.) | Office of the S. E. O., Khowai. |
| 10. | ,, Naresh Ch. Sen, B. A. (General) | S/O- Sri Satish Ch. Sen, P.O. &Vill Barpathari, Rajnagar, Belonia. |
| 11. | ,, Sukumar Baidya, B. A. (S. C.) | S/O-Krishnadhan Baidya, Vill-W. Pilak, Bagafa, Belonia. |
| 12. | ,, Ganga Prasad Debnath, B. Com. (General). | S/O-Sri Bipin Ch. Debnath, P. O. & Vill-South Chandrapur, Udaipur |
| 13. | ,, Birendra Ch. Deb, B. A. (General) | S/O-Late Barada Rn. Deb, C/O-M/S. Chowdhury & Co., Vill-Boulapasha, Kailashahar. |
| 14. | ,, Md. Badrul Islam, B. Sc. (General). | C/O- Late Rustam Khan, Cinema Hall Road, Kailashahar. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | ,, | Md. Abdul Nur, B. A. (General) | S/O-Md. Bhakta Zaman, Vill-South Manik Bhander, Kamalpur. |
| 16. | ,, | Sushil Kr. Chowdhury, B. A.(General) | C/O-Sri Hari Mohan Chowdhury, P. O.- & Vill-Bishalgarh, West Tripura. |
| 17. | ,, | Nantu Ch. Pal, B. A. L. D. C. (General). | S/O-Sri Sudhir Ch. Pal, C/O-Binode Behari Pal, Gangail Road, Agartala. |
| 18. | ,, | Bidhan Ch. Das, B.A. SEW. (General) | S. E. O.'S Office, Kailashahar. |
| 19. | ,, | Phulendra Sen, B. A, SEW. (General). | S/O-Sri Dwijwndra Ch. Sen, P. O. & Vill-Kandhanbari, Kailashahar. |
| 20. | ,, | Saktipada Gupta, B. A. SEW. (General). | Mobile Library, Sabroom, P.O.-Manu Bazar. |
| 21. | ,, | Harinarayan Sengupta, B. A. SEW. (General). | S/O-Surendra Ch. Sengupta, P. O.-Belonia Town, Belonia. |
| 22 | ,, | Naba Mohan Jamatia, B. A. (i) SEW. (S. T.). | S/O Sri Upendrabasi Jamatia, Vill-Sardubari, P. O.- Teliamura. |
| 23. | ,, | Susil Kr. Dhar, H. SSC. (General). | C/O-M/S. Rekha Studio, Rania-bazar. |

Admitted Un- Starred Question No. 13.

By Shri Fayzur Rahaman.

Will the Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state:—

১। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোন্ কোন্ মাদ্রাসাতে সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে, সেই মাদ্রাসাগুলির নাম এবং মাদ্রাসা ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত অনুদানের টাকার হিসাব।

২। পূর্ববর্তী সরকার যে হারে অনুদান দিয়েছিলেন বর্তমান সরকার কি সেই অনুদানের হার বৃদ্ধি করেছেন।

৩। যদি বৃদ্ধি করে থাকেন, তবে বৃদ্ধিও হারে সেই অনুদান কোন্ কোন্ মাদ্রাসাকে দেওয়া হয়েছে, তাদের নাম।

৪। যদি অনুদান বৃদ্ধি না করে থাকেন, তবে তার কারন ?

## ANSWER

১। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে নিম্নলিখিত মক্তব/মাদ্রাসাগুলিতে সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে।

| ক্রমিক নং | মক্তব/মাদ্রাসাগুলির নাম | টাকার পরিমান | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১৯৭৭–৭৮ | ৭৮-৭৯ | ৭৯-৮০ |
| ১। | কুত্তি মাদ্রাসা | ১,৫০০ টাকা | ১,৫০০ টা: | ১,৫০০ টা: |
| ২। | ফুলবাড়ী সিনিয়র মাদ্রাসা | ১,৫০০ ,, | ১,৫০০ ,, | ১,৫০০ ,, |
| ৩। | কলাগংগার পাড় ইসলামিয়া জুনিয়র মাদ্রাসা | ৬০০ ,, | ৬০০ ,, | ৯০০ ,, |
| ৪। | জার জারি ইসলামিয়া জুনিয়র মাদ্রাসা | ১,২০০ ,, | ১,২০০ ,, | ১,২০০ ,, |
| ৫। | বিলথই রফি-উল আলম আলিয়া মাদ্রাসা | ১,২০০ ,, | ১,২০০ ,, | ১,২০০ ,, |
| ৬। | টিলাবাজার ইসলামিয়া মাদ্রাসা | ১,২০০ ,, | ১২০০ ,, | ১২০০ ,, |
| ৭। | রংগহাটি মাদ্রাসা | ৬০০ ,, | ৬০০ ,, | ৯০০ ,, |
| ৮। | লক্ষিপুর মক্তব | ৬০০ ,, | ৬০০ ,, | ৯০০ ,, |
| ৯। | অরবিন্দনগর প্রাইমারী মাদ্রাসা | ৬০০ ,, | ৬০০ ,, | ৯০০ ,, |
| ১০। | গৌরনগর প্রাইমারী মাদ্রাসা | ৬০০ ,, | ৬০০ ,, | ৯০০ ,, |
| ১১। | হুয়াজাখাওরা প্রাইমারী মক্তব | ৬০০ ,, | ৬০০ ,, | ৯০০ ,, |
| ১২। | কাচের গোল মক্তব | ৬০০ ,, | ৬০০ ,, | ৯০০ ,, |
| ১৩। | ইরানী মাদ্রাসা | ৬০০ ,, | ৬০০ ,, | ৯০০ ,, |
| ১৪। | মাওরুলি মক্তব | ৬০০ ,, | ৬০০ ,, | ৯০০ ,, |
| ১৫ | কুবজার জুনিয়র মাদ্রাসা | ৬০০ ,, | ৬০০ ,, | ৯০০ ,, |
| ১৬। | সামরুর পাড় প্রাইমারী মক্তব | ৬০০ ,, | ৬০০ ,, | ৯০০ ,, |
| ১৭। | সোনামোড়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা | ৬০০ ,, | ৬০০ ,, | - - |
| ১৮। | রাওছড়া প্রাইমারী মাদ্রাসা | — | ৯০০ ,, | ৯০০ ,, |
| ১৯। | দাওড়াছড়া মাদ্রাসা | — | ৯০০ ,, | ৯০০ ,, |
| ২০। | কালাছড়া জুনিয়র মাদ্রাসা | — | — | ৯০০ ,, |
| | | ১৩,৮০০ ,, | ১৫,৬০০ ,, | ১৯,২০০ টা: |

২। না

৩। প্রশ্ন উঠে না

৪। প্রচলিত অনুদান বিধি সংশোধন করিয়া অনুদানের হার বৃদ্ধি করার প্রস্তাব সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। উক্ত সংশোধন না হওয়া অবধি অনুদান বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

**Assembly Unstarred Question No. 2o**
**Shri Samar Choudhury.**

**Question.**

**Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state:**

(১) ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বৎসরে সরকারী ও বেসরকারী প্রয়োজনে ডিজেল সিমেন্ট, পেট্রল, কয়লা, লোহা ইত্যাদির কোনটির কত পরিমান বরাদ্দ করা হয়েছিল,

(২) এই চাহিদা পুরনে কেন্দ্র সরকারের নিকট রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ছিলেনই,

(৩) কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট থেকে কি কি উত্তর এবং কার্যকরী ব্যবস্থা রাজ্য সরকার পেয়েছেন,

(৪) উল্লেখিত দ্রব্য সমূহের কোনটি কত পরিমান রাজ্য সরকার কর্যত পেয়েছেন,

**Answer**

**Date of reply 25. 3. 80.**

**(To be replied by the Minister Food &Civil Supply)**

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

**Subject:— Admitted Unstarred Question No. 21.**

**Shri Samar Choudhury.**

**Will the Hon'ble Minister-in-Charge-of the Education Department be pleased to state :—**

(১) গত ২৯ শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিম জেলা উপশিক্ষা অধিকারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামে বেআইনী ঘেরাপকারী যে ১২ জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের নাম ও চাকুরীগত পরিচয়,

(২) ঐ সকল ব্যক্তিদের কে কোন স্কুলে কতদিন যাবৎ অন্য কোথাও বদলী না হয়ে এক নাগাড়ে কার্যরত আছেন,

(৩) কোন কোন শিক্ষক চাকুরী জীবনে কখনও বদলী হলেও আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার বাইরে কখনও যান নি ?

**ANSWER.**

**MINISTER.IN-CHARGE :- Shri Dasarath Deb.**

(১) যে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাহাদের মধ্যে ১০ জন শিক্ষক, অন্য ২ জন (শ্রী স্বরাজ দেব ও শ্রী দিলীপ পাল) শিক্ষক নয়। এ ছাড়া একজন শিক্ষিকাকে (শ্রীমতি সবিতা-সেন) গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করার তথ্য আমাদের জানা নেই। ১০ জন শিক্ষকের নাম ও চাকুরীগত পরিচয় সংশ্লি তালিকতে দেওয়া গেল।

(২) সংশ্লিষ্ট তালিকাতে প্রত্যেকের নামের পাশে দেখানো হল।

(৩) উপরোক্ত তালিকাভুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে এ ধরনের কোন শিক্ষক নেই।

শিক্ষকদের নাম

| ক্রমিক নং | শিক্ষকগনের নাম ও চাকুরীগত পরিচয় | কোন স্কুলে কতদিন যাবৎ অন্য কোথায়ও বদলী না হয়ে একনাগাড়ে কার্য্যরত আছেন |
|---|---|---|
| ১। | শ্রীবীরবল্লভ সাহা , প্রধান শিক্ষক,— অভয়নগর দ্বা: শ্রে: বিদ্যালয় | অভয়নগর দ্বা: শ্রে: বিদ্যালয় ১৪-১১-৭৫ ইং হইতে অদ্য পর্য্যন্ত। |
| ২। | শ্রীমনোরঞ্জন দাস, সহঃ শিক্ষক,— বোধজং দ্বা: শ্রেঃ বিদ্যালয় | বোধজং দ্বা: শ্রে: বিদ্যালয় ২৭-৬-৭৯ ইং হইতে অদ্য পর্য্যন্ত। |
| ৩। | শ্রীস্বপনকুমার মুখার্জি সহঃ শিক্ষক বোধজং দ্বা: শ্রে: বিদ্যালয় | বোধজং দ্বা: শ্রে: বিদ্যালয়, ২৪-৬-৬৯ ইং হইতে অদ্য পর্য্যন্ত। |
| ৪। | শ্রীহরিমোহন দেব, সহঃ শিক্ষক, — বানীবিদ্যাপীঠ দ্বা: শ্রে: বিদ্যালয় | বানীবিদ্যাপীঠ দ্বা: শ্রে: বিদ্যালয় ১৬-৯-৬৮ ইং হইতে অদ্য পর্য্যন্ত। |
| ৫। | শ্রীহরি ভৌমিক, সহঃ শিক্ষক, — বোধজং দ্বা: শ্রে: বিদ্যালয় | বোধজং দ্বা: শ্রে: বিদ্যালয় জুলাই,১৯৬৯ ইং হইতে অদ্য পর্য্যন্ত। |
| ৬। | শ্রীবাদল কর, সহঃ শিক্ষক, — অভয়নগর দ্বা: শ্রে: বিদ্যালয় | অভয়নগর দ্বা: শ্রেঃ বিদ্যালয় ২২-৭-৭৭ ইং হইতে অদ্য পর্য্যন্ত। |
| ৭। | শ্রীরমাতোষ ভট্টাচার্য্য, সহঃ শিক্ষক, সিপাহীজলা উচ্চ বিদ্যালয় | সিপাহীজলা উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৭৭ ইং হইতে অদ্য পর্য্যন্ত |
| ৮। | শ্রীসুব্রত চক্রবর্ত্তী, সহঃ শিক্ষক — ভাটি অভয়নগর নিম্ন বু: বিদ্যালয় | ভাটি-অভয়নগর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ১৯৭৭ ইং হইতে অদ্য পর্য্যন্ত |
| ৯। | শ্রীঅমরেশ ভৌমিক, সহঃ শিক্ষক উমাকান্ত একাডেমী, | উমাকান্ত একাডেমী জানুয়ারী ১৯৭১ ইং হইতে অদ্য পর্য্যন্ত। |
| ১০। | শ্রীহারাধন চক্রবর্ত্তী, সহঃ শিক্ষক অভয়নগর দ্বা: শ্রে: বিদ্যালয় | অভয়নগর দ্বা: শ্রে: বিদ্যালয় ২৮-৬-৭৫ ইং হইতে অদ্য পর্য্যন্ত। |

বি: দ্র:- ক্রমিক নং ৪ এবং ৮ এর অন্তর্গত শিক্ষকদ্বয়ের অন্যত্র বদলীর আদেশ হয়েছে

**Asked by Shri Swaraijam Kamini Thakur Singh.**

**Question.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civill Supply Department be pleased to state :—**

১। ১৯৭৮-৭৯ সালে সমগ্র ত্রিপুরায় কয়টি নায্য মুল্যের দোকানের মাধ্যমে মোট কয়টি পরিবারকে খাদ্যদ্রব্য সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হইয়াছিল।

২। এই নায্যমূল্যের দোকান মারফতে সরবরাহ করার ফলে রাজ্যে মোট কতজন লোক উপকৃত হইয়াছিল তার হিসাব (সাবালক ও নাবালক আলাদা সংখ্যা)

৩। পুন'রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা ত্রিপুরায় চালু আছে কি ?

৪। থাকিলে এই ব্যবস্থায় সপ্তাহে চালের মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমান কত ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

## PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday, 26th March, 1980.

The Assembly met in the Legislative Building (Ujjayanta Palace) at Agartala, on Wednesday, the 26th March 1980, at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker, (Shri Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 9 (nine) Ministers, Deputy Speaker and 44 Members.

STARRED QUESTIONS

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বারী জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীদ্রাউকুমার কামিনী ঠাকুর সিং।

শ্রীদ্রাউকুমার কামিনী ঠাকুর সিং—কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ-- মিঃ স্পীকার স্যার, শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নং ১।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, শিক্ষা দপ্তর কর্ত্তৃক প্রদত্ত শিক্ষক প্রার্থীগণের নো-অবজেকশান সার্টিফিকেট পোষ্ট-ওয়াইজ নয় বলে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্ত্তৃক গৃহীত হচ্ছে না ;

২। সত্য হলে, এর কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। লোকসভা আয়োগ কর্ত্তৃক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিজ্ঞাপনে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে কোন সরকারী দপ্তরে বা অনুমোদিত সরকারী এবং স্বয়ংশাসিত সংস্থায় চাকুরীরত যে কোন প্রার্থীকে অবশ্যই স্ব স্ব নিয়োগকারীদের মাধ্যমে আবেদন পত্র প্রেরণ করতে হবে। এটা শুধু শিক্ষা বিভাগের জন্যই নয়, সকল কর্মচারীর জন্যই এটা প্রযোজ্য।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ ঃ-- কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ-- মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মন্দির ও মসজিদের সংখ্যা কত ; (পৃথক হিসাব)।

২। এদের মধ্যে কতটি মন্দির, মসজিদ সরকারী সাহায্যে পরিচালিত হচ্ছে ;

৩। মন্দির মসজিদ সংস্কারের জন্য বা তৈরীর জন্যে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় কি ;

৪। দেওয়া হলে, সাহায্যের পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মন্দিরের সংখ্যা সরকারের রেকর্ডভুক্ত নাই। তবে ওয়াকফের কমিশনারের হিসাব অনুযায়ী মসজিদের সংখ্যা প্রায় ১৫১টি।

২। মোট ১৪টি মন্দির সরকারী সাহায্যে পরিচালিত হয়।

৩। কেবলমাত্র উক্ত ১৪টি মন্দির সরকারী সাহায্যে সংস্কার বা মেরামত করা হয়।

৪। উক্ত ১৪টি মন্দিরের সংস্কার বা মেরামতের সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করেন।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ ঃ-- ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রায় অবহেলিত অবস্থায় বহু মন্দির মসজিদ আছে। এইগুলির দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ-- দায়িত্ব গ্রহণ করার কোন সিদ্ধান্ত সরকারের নাই। তবে মসজিদগুলি ওয়াকফ সম্পত্তি। সেগুলি দেখবার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওয়াকফ কমিশনার রয়েছেন। সেই সম্পত্তিগুলির আয় থেকে সেইসমস্ত মসজিদ সংস্কারের কাজ নেওয়া যেতে পারে। সে দিকে সরকার দৃষ্টি রেখেছেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ-- যে খরচ-এর কথা বলা হল, যে সরকার বহন করবেন, সেটা কিভাবে করবেন এবং যে সমস্ত মন্দিরে পুরোহিত রয়েছেন, তাদের ভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ-- মন্দিরগুলির মধ্যে দুটি মন্দির জগন্নাথ মন্দির এবং উমা মহেশ্বরীর মন্দির-এঁদের গোড়ীয় মঠ এবং আনন্দময়ীর আশ্রম থেকে দীর্ঘকালীন লীজ নেওয়া হয়েছে। আর বাকীগুলির যাবতীয় খরচ সরকার থেকে বহন করা হয়। যে সমস্ত পুরোহিত মহারাজার আমল থেকে ভাতা পেয়ে আসছেন তাদের ভাতা দেওয়া হয়। তবে কত তা এখন বলতে পারছি না।

শ্রী তরণী মোহন সিং ঃ-- ১৪টি মন্দিরের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন। এই মন্দিরগুলি কোথায় এবং কি কি পুজা পার্বন সেখানে হচ্ছে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ-- চতুর্দশ দেবতা, দুর্গাবাড়ী, লক্ষ্মীনারায়ণ দেবতা, নৃসিংহ দেবতা, বৌদ্ধ মন্দির, উদয়পুরে ত্রিপুরা সুন্দরী দেবতা, উদয়পুরে মহাদেব দেবতা, রাধানগরে রাধামাধব দেবতা, কুঞ্জবনে মহাদেব দেবতা, সাব্রুমে কালীমাতা, নীলকান্ত-মনি দেবতা, নবজয় দেবতা, সোনামুড়ায় রাধানাথ দেবতা, কসবায় কালীমাতা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোথায় কি খরচ দেওয়া হয়, সেগুলি সমান ভাবে যে দেওয়া হয় তা নয়। যেমন উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী দেবতার দৈনিক ভোগের জন্য সরকারের খরচ বহন করতে হয়। কিন্তু সবগুলিতে দৈনিক খরচ এক রকম নয়। কম বেশী রয়েছে। তেমনি সংস্কার ইত্যাদির কাজ যদিও পূর্ত দপ্তর করে থাকেন তবুও সেগুলি যথেষ্ট নয়। সরকার এইদিকে নজর দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

শ্রীনকুল দাস ঃ-- রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যে পুরনো মসজিদ আছে বা মসজিদের মত পুরনো স্মৃতি আছে সেগুলি বে-আইনীভাবে দখল করে রাখা হয়েছে সেটা সরকার অবগত আছেন কিনা ? বিশেষ করে আগরতলায় গান্ধী স্কুল-এর কাছে যেখানে মুসলমান-দের কিছু কবর আছে, সেটা আনন্দমার্গ দখল করে আছে এবং তাদের সংবাদপত্রেরও অফিস করেছে। এই তথ্য সরকার জানেন কিনা এবং জানলে এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ-- স্যার, এটা ঠিক এবং আমি বলেছি যে এগুলি হচ্ছে ওয়াক্‌প সম্পত্তি এবং এরপর যাতে এসব সম্পত্তির দখল পেতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় তদন্ত চলছে। সাব-ডিভিশনগুলিতে যিনি ওয়াক্‌প কমিশনার, তিনি সাব-ডিবিশন্যাল অফিসারকে বলেছেন, তার সংগে সহযোগিতা করতে। কাজেই ওয়াক্‌প সম্পত্তিগুলি কি ভাবে উদ্ধার করা যায়, তার জন্য চেষ্টা চলছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের যারা পুরোহিত, তারা উপজাতিরা যারা মন্দিরে আসেন পূজা অথবা বলি দেওয়ার জন্য, তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত দক্ষিণা দাবী করেন, এটা আপনার জানা আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ-- স্যার, শুধু যে উপজাতিদের কাছ থেকেই এই রকম নেয়, এই রকম কোন রিপোর্ট আমরা পাইনি। তবে সাধারণ ভাবে যারা মন্দিরে পূজা অথবা বলি দেওয়ার জন্য যান, জাতি উপজাতি সবার কাছ থেকেই পুরোহিতেরা কিছু অতিরিক্ত পয়সা নেন বলে কিছু অভিযোগ আছে, যেটা দুর্নীতির মধ্যে পড়ে। যা হউক এসব সম্পর্কেও একটা তদন্ত চলছে। এর পরেও যদি এরকম অভিযোগ থাকে যে পুরোহিতেরা চাপ দিয়ে কিছু আদায় করার চেষ্টা করছে, তাহলে সেটা যদি সরকারের দৃষ্টি গোচর করা হয়, তবে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- তাছাড়াও উপজাতিদের নিজস্ব প্রথায় মন্দিরে পূজা দেওয়ার একটা রীতি আছে, সেটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় কিনা। যেমন আগামী দিন জমাতিয়াদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে ঐ মন্দিরে মহিষ বলি দেওয়ার একটা রীতি প্রচলিত আছে এবং তাতে তাদের নিজস্ব পুরোহিত দ্বারা পূজা বা বলি দেওয়ার কথা। কাজেই এই সমস্ত সুযোগগুলি উপজাতিদের দেওয়া হয় কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- এই সম্পর্কে আমার বিশেষ ধারণা নেই। যা হউক মাননীয় সদস্য যে কথাটা বল্লেন যে জমাতিয়াদের প্রথা অনুযায়ী তারা যাতে মন্দিরে পূজা বা বলি দিতে পারেন, তার সুযোগ নিশ্চয় দেওয়া হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা ঠিক যে গ্রামের মধ্যে অনেক মন্দির অথবা মসজিদের নিজস্ব সম্পত্তিও আছে, সেই সব সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিকগ্রণের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — এমন কোন পরিকল্পনা নেই। তবে যদি কেউ মনে করেন যে কোন মন্দির বা মসজিদের সম্পত্তি বে-আইনীভাবে রক্ষা করে ব্যক্তিগত স্বার্থে

ব্যবহার করছেন, সেই রকম অভিযোগ যদি সরকারের দৃষ্টিগোচরে আনা হয়, তাহলে সরকার কি ব্যবস্থা নিতে পারেন, তা নিশ্চয় দেখবেন।

মিঃ স্পীকার---শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী---প্রশ্ন নং ৫৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---স্যার, প্রশ্ন নং ৫৩

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে সিলিং উদ্বৃত্ত কত জমি সরকারের হাতে এসেছে এবং তাতে কতজন ভূমিহীনদের এরূপ জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ;

২) ইহা কি সত্য যে জোতদারদের সিলিং উদ্বৃত্ত জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পর সরকার এখনও অনেক জায়গা জমি অধিগ্রহণ করেন নি ;

৩) সারা রাজ্যে কত পরিমাণ খাস জমি আছে এবং তাতে কতজন ভূমিহীন লোককে পুনর্বাসন দেওয়া যাবে ?

উত্তর

১) মোট ১,৪৭২'৮০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এবং ৬০১ জন ভূমিহীনকে এ পর্য্যন্ত মোট ৭৫৫'৯৮ একর ভূমি বন্টন করা হইয়াছে

২) না। সিলিং উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ করার পরই মাত্র ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হয়।

৩) সারা রাজ্যে কত পরিমাণ খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা সম্ভব তাহা বর্তমান পুনঃ জরিপের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর সঠিক ভাবে জানা যাইবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সরকারের কাছে এমন কোন অভিযোগ আছে কিনা যে উদ্বৃত্ত জমির জন্য টাকা পাওয়ার পরও জোতদার অথবা জমিদার সেই জমির দখল ছাড়ছেন না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---স্যার, আমরা জানি যে জমির দখল নেওয়ার পরই টাকা দেওয়া হয়। কাজেই টাকা দেওয়ার পর জমির দখল ছাড়ছে না বলে কোন অভিযোগ আছে তা আমার জানা নাই।

শ্রীবিমল সিন্হা---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সিলিং-এর উপর জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য সরকারী নোটিশ পাওয়া সত্বেও জোতদার সেই জমি ছাড়ছে না, এমন কি সেই জোতদারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, এরকম ঘটনা সরকারের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---স্যার, এই রকম কোন স্পেসিফিক অভিযোগ আছে বলে আমার জানা নাই। তবে মাননীয় সদস্য যদি এই ধরনের স্পেসিফিক অভিযোগ দেন তাহলে নিশ্চয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা---তহশীলদার এবং কানুন-গো কোন কোন ভূমিহীনের রেকর্ড করছে না বলে তারা জমির দখল নিতে পারছে না এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---স্যার, উনি কোন স্পেসিফিক কেস না দিয়েই জিজ্ঞাসা করছেন যে এটা আপনার জানা আছে কি ? আমি এর উত্তর কি দেব ? তবে মাননীয় সদস্য যদি স্পেসিফিক কেস্ দেন, তাহলে আমরা সেটা দেখব।

শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা---যেমন পূর্ব কাঞ্চনপুর বাড়ীতে সিলিং-এর অতিরিক্ত জমি সরকার গ্রহণ করার পর সেগুলি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা সত্বেও তাদের নামে রেকর্ড করা হচ্ছে না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---এটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গ্রামের বড় বড় জোতদারদের সিলিংএর অতিরিক্ত জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য সরকার থেকে টাকা পাওয়া সত্বেও তারা সেগুলি ছাড়ছে না। ফলে ভূমিহীনদের মধ্যে সিলিং এর অতিরিক্ত জমি বন্টনের ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দিয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, গ্রামে বড় বড় জোতদারদের খুবই প্রভাব থাকে। কাজেই তারা টাকা পাওয়ার পরও যদি উদ্বৃত্ত জমি না ছাড়ে, তাহলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করবেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---উদ্বৃত্ত জমি যেগুলি সরকারের হাতে এসেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে সব খাস জমি আছে, সেগুলি গাঁও সভার মাধ্যমে ভূমিহীনদের হাতে তাড়াতাড়ি তুলে দেওয়ার কি উদ্যোগ সরকার নিচ্ছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, গাঁওসভা ভূমিহীনদের লিষ্ট করছেন, কাজেই গাঁও সভাকে বাদ দিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বন্টন করা হচ্ছে না। বন্টন হয় আমাদের সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অথবা আমাদের মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে কিন্তু বন্টনটা কাদের মধ্যে করা হবে, সেটা ঠিক করে দেয় গাঁও সভা এবং গাঁও সভার অনুমোদন নিয়েই ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্টন করা হয়।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন মহকুমা শাসকের অফিস থেকে তালিকা তৈরী করা হয়, তখন গাঁও সভাকে আদৌ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা না করেই গাঁও সভার মধ্যে ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়ে থাকে ? এই সম্পর্কে অভিযোগ দিলেও তার কোন সুরাহা করা হয় না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় সদস্য, এরকম যদি কোন ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ তহশীলদারেরা যে লিষ্ট তৈরী করে, সেই লিষ্টকেও শেষ বা ফাইন্যাল লিষ্ট বলে মেনে নেওয়া হয় না যতক্ষণ না গাঁও সভা সেটাকে পরীক্ষা করে না দেখেন। কাজেই এই ধরনের ঘটনা সরকারের দৃষ্টি গোচর হলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমাদের ফরেষ্টের মধ্যেও অনেক খাস জমি পড়ে আছে এবং সেগুলি ঠিক মত বন্দোবস্ত না দেওয়ার ফলে জুমিয়া পুনর্বাসন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা অনেক দূরে চলে গিয়েছে, তবু আমি এর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছি। ফরেষ্টের দুই ধরনের এরিয়া আছে একটা হচ্ছে রিজার্ভ ফরেষ্ট এবং প্রপোজড রিজার্ভ ফরেষ্ট আর একটা হচ্ছে প্রটেকটেড ফরেষ্ট। যারা রিজার্ভ ফরেষ্টে আগের থেকে আছেন তারা সেখানে জমি পাচ্ছেন। আর যারা নূতন ঢুকেছেন তারা সেখানে জমি পাবে না। প্রটেকটেড ফরেষ্টের বেলায়ও তাই। ইতিমধ্যে অনেক জায়গা প্রটেকটেড ফরেষ্টের এরিয়ার মধ্য থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য যেখান থেকে এসেছেন, সেই বিলোনীয়াতেও কিছু জমি আমরা ছেড়ে দিয়েছি। এবং আমরা এস, ডি, ও, দের নির্দেশ দিয়েছি যে তারা নোটিশ দেওয়ার পর দুই মাস অপেক্ষা করবেন, এর মধ্যে যদি ফরেষ্টের মতামত না জানান হয় তাহলে এস, ডি, ও-রা জমি নিয়ে নেবেন এবং তার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হবে না যদি সেটা প্রটেকটেড এরিয়াতে হয়, রিজার্ভ হলে হবে না বা প্রপোজড রিজার্ভ এরিয়াতে হলেও হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান নং ৫৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান নং ৫৫।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। রাজ্যের নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে নির্বাচনের কথা সরকার চিন্তা করছেন কি ? | হঁ্যা |
| ২। কবে নাগাদ এই নির্বাচন হবে ? | এখনও ঠিক হয় নাই। |
| ৩। চলতি আর্থিক বছরে নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে আর্থিক অনুদানের পরিমাণ বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? | না। |

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন সাব-ডিভিশানে নোটিফায়েড এরিয়া রয়েছে। বিগত সরকারের আমলে সেগুলির সীমানা ঠিক করা হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই সব নোটিফায়েড এরিয়ার সীমানা পরিবর্তন করেছেন কিনা ? এবং এইগুলির জন্য ম্যাপ করে সরকারের নিকট পাঠান হয়েছিল। আমি জানতে চাই যে সরকার এই সব নোটিফায়েড এরিয়াতে নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগে সেই সব এরিয়াগুলির পুনর্বিন্যাস করবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকার এটা নিশ্চয় দেখবে। সেই সব নোটিফায়েড এরিয়াগুলি নির্বাচনের আগে বাড়ান বা কমানো যায় কিনা সেটা সরকার দেখবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, সেই সব নির্বাচনের জন্য এস, টি এবং এস, সি'র জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা হবে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই সব এরিয়াতে যদি উপযুক্ত সংখ্যক এস, টি এবং এস, সি'র লোক থাকে তাহলে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ---কোয়েশ্চান নং ১০১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান নং ১০১

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। বামফ্রন্ট সরকার কতটি গাঁওসভার জন্য গোচারণ ভূমি বন্দোবস্ত দিয়েছেন ? | কমলপুর বিভাগের অন্তর্গত মোট ৬টি গাঁওসভার অধীনে গোচারণ ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। |
| ২। দেওছড়া গাঁওসভার কৃষকদের জন্য গো-চারণ ভূমি রেকর্ড করা হয়েছে কি ? | রেওয়া গ্রামের স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিরোধ থাকার ফলে দেওছড়ার গো-চারণ ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতেছে না। |
| ৩। না হইয়া থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তাহা করা হইবে বলে আশা করা যায় ? | এ বিরোধের মিমাংসা হওয়ার পর এই সম্পর্ক বিবেচনা করা হইবে। |

শ্রীরামকুমার নাথ---মাননীয় মন্ত্রী সেই গাঁওসভার জন্য গো-চারণ ভূমি দখল দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে একটা ল্যাণ্ড ডিসপ্যুট আছে, সেটার মিমাংসা হয়ে গেলেই সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রীতরণীমোহন সিংহ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কমলপুর মহকুমাতে ৬টি গো-চারণ ভূমির বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আর বাকী ৯টি মহকুমাতে কেন দেওয়া হয় নাই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের রিসার্ভে আরম্ভ হয়েছে এর সঙ্গে সঙ্গে কমলপুরের জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া কৈলাসহরের জন্য ২৫টি গাঁওসভাতে, ধর্মনগরে ৩টির জন্য এই ধরনের প্রস্তাব আছে। অন্যান্য মহকুমায় রি-সার্ভে সুরু হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে সরকার এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

মিঃ স্পীকার---শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং---কোয়েশ্চান নং ১১০

শ্রীআরবের রহমান---কোয়েশ্চান নং ১১০

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) কাঞ্চনপুর সয়েল রেঞ্জ ডিভিশনের অন্তর্গত লম্বাছড়া রিহেবিলিটেসন সেন্টারে কত জুমিয়া পরিবারকে বন বিভাগ দ্বারা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ? | কাঞ্চনপুর বন বিভাগের অন্তর্গত কামারমাড়া (লম্বাছড়া) বনপল্লীতে ১৯৭৭-৭৮ ইং সনে ৫০টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। |
| ২) ইহা কি সত্য যে, ১৯৭৯ সালে ঐ জুমিয়া পরিবারবর্গকে সরকারের তরফ হইতে কোন সাহায্য দেওয়া হয় নাই ? | না, ইহা সত্য নহে। |
| ৩) যদি সত্য হইয়া থাকে কি কি কারণে তাহাদিগকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় নাই ? | ২ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না। |
| ৪) বর্ত্তমান আর্থিক বছরে উক্ত জুমিয়া পরিবারগুলির সাহায্যের ব্যাপারে সরকারের কি কি পরিকল্পনা আছে ? | বর্ত্তমান আর্থিক বছরে উক্ত জুমিয়া পরিবারদিগকে ফলের বাগান পরিচর্য্যার খরচ, চাষের জন্য বিনামূল্যে ৫৩০ কে. জি. বীজ ধান এবং অবশিষ্ট ২০টি হালের বলদ দেওয়া হইবে। |

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দ্বিতীয় প্রশ্নে ১৯৭৯ সালে জুমিয়া পরিবারগুলিকে কিছুই দেওয়া হয় নি। আমি সেখানে নিজে গেছি এবং সেখানকার যে ফরেষ্টার তিনিও বলেছেন যে ১৯৭৯ সালে তাদেরকে কিছু দেওয়া হয় নি। সেখানকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেছি তারাও বলেছে যে কিছু পায় নি। ধানের বীজ, ঋণের টাকা, চারা গাছ কিছুই পায় নি ১৯৭৯ সালে তথাপি মন্ত্রী মশায় বলেছেন যে দেওয়া হয়েছে। তাহলে কোন্‌টা সত্য ?

শ্রীআরবের রহমান ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৭৯ সালে দেওয়া হয়েছে এবং আর যেগুলি বাকী আছে সেগুলি দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীতরণী মোহন সিংহা।

শ্রীতরণী মোহন সিংহা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১১, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১১।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) ইহা কি সত্য কৈলাসহরের হালাইছড়া চা-বাগানের মালিক বে-আইনীভাবে খাস জমি দখলে রেখেছেন ? | ১) হ্যাঁ। |
| ২) যদি সত্য হয়, তবে সেই জমির পরিমাণ কত এবং কত বৎসর যাবত দখল করে রেখেছেন ? | ২) ১০০'৪৯ একর, ১৯৭৬ সন হইতে। |
| ৩) ইহা কি সত্য যে এই খাস ভূমিকে এলাকাবাসীগণ গোচারণ ভূমি হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য দাবী করেছিলেন ? | ৩) হ্যাঁ। |

শ্রীতরণী মোহন সিংহা ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে ১০০ একর জমি দখল করে রেখেছে সেটা কত বছর যাবত বে-আইনীভবে তারা দখল করে রেখেছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এই হালাইছড়া চা-বাগানকে যে জমি দেওয়া হয়েছে তার সংলগ্ন জমি তারা ১৯৭৬ সাল থেকে দখল করে আছে সম্ভবতঃ বাগানকে অ্যাক্সটেনশন করার জন্য। আমরা বাগানের মালিকদেরকে বলেছি যে যারা অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগ জমি চা-বাগানের চায়ের জন্য ব্যবহার করতে পারে না, তাদেরকে আমরা কোন উদ্‌বৃত্ত জমি দেব না। এই বাগানে তাদেরকে যে জমি দেওয়া হয়েছে তার শতকরা ৫০ ভাগ জমি এখন পর্যন্ত চায়ের জন্য ব্যবহার করে নি। কাজেই এই জমিটা কিভাবে কাকে দেওয়া হবে সেটা সরকার পরে বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীতরণী মোহন সিংহা ঃ—যে বাড়তি জমি সরকার নেওয়ার জন্য চিন্তা করছেন তাহলে সেটা তারা যে গোচারণের জন্য দাবী করেছে তাদেরকে কি সেই জমি দেওয়া হবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—আমি বলেছি যে জমি বাগানের মালিকরাও পাওয়ার জন্য আবেদন করে নি। কাকে দেওয়া যায় সেটা সরকার বিবেচনা করে দেখবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৪৮, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৪৮।

প্রশ্ন

১) ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ পর্যন্ত সময়ে রাজ্যের কোন মহকুমায় কত জন বর্গাচাষী রেকর্ড ভুক্তির পর বর্গার স্বত্ব লিপি পাওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছেন এবং কতজনকে স্বত্ব লিপি দেয়া হয়েছে ?

২) গত দুই বছরে কোন মহকুমায় কত সংখ্যক জমিতে বর্গাচাষীর প্রবেশ নিষেধ করে কোর্ট থেকে ইনজেকশন জারী হয়েছে; এবং

৩) এই পরিস্থিতিতে বর্গাচাষীদের অধিকার রক্ষায় সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) বর্গা রেকর্ড করার জন্য ৪৩১২টি দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে। এর মধ্যে ৭৫০ জনের নাম স্বত্ব লিপি ভুক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া পুনর্জরিপ কালে ১৭২৮ জন বর্গাদারের নাম রেকর্ড ভুক্ত হইয়াছে।

২) এরূপ তথ্য সরকারের কাছে নেই।

৩) যে সব বর্গাদার নাম রেকর্ড করিতে গিয়া বিভিন্ন মামলায় জড়িত হয় তাদের সাহায্যের জন্য দি ত্রিপুরা বর্গাদারস অ্যাণ্ড মার্জিনেল ফার্মারস রুলস ১৯৭৯ চালু করা হইয়াছে। ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করে বর্গাদার রেজেষ্ট্রীকরণ ও এতত্‌ সংক্রান্ত প্রসিডিং-এর বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মামলা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কি সত্য যে ১৯৭৯ সনের ১০ই জুন থেকে দুই মাসের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে সারা ত্রিপুরায় বিভিন্ন রেভেনিউ সার্কেলে, অন্ততঃ পক্ষে একটা রেভেনিউ মৌজা সম্পূর্ণভাবে বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করার জন্য নিদিষ্ট ছিল এবং নিদ্দিষ্ট যদি থাকে তাহলে পরে ৪৩১২টি দরখাস্তের মধ্যে সেখানে মাত্র ৭৫০ জন এবং যোগ ১৭২৮ জনের নাম রেকর্ড ভুক্ত হয়েছে, বাকীগুলো রেকর্ডভুক্ত না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই কাজটা রিভিশন অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস-এর সংগে সংগে এটা করা হচ্ছে এবং এই কাজটা যাতে ত্বরান্বিত হয় সেই জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি এটা ত্বরান্বিত হবে। দ্বিতীয়তঃ এই কাজটাতে কৃষকদের সহযোগিতা প্রয়োজন। কমলপুরে কৃষকদের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়ার ফলে সেখানে ভাল কাজ হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত বর্গাদারের নাম রেকর্ড করা হয়েছে এবং পরচা দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে এই সমস্ত পরচায় স্বত্বাধিকার দেয়া হয়েছে সেই স্বত্বাধিকারের জন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে, এক একজনের বিরুদ্ধে ২১।২২টা করে মামলা চলছে। এদের রক্ষা করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---এই ধরণের মামলা ইত্যাদি যদি হয় সরকার দুইটা ব্যবস্থা সেখানে করেছেন। একটা হচ্ছে যে বর্গাদারদের আইনটাকে সংশোধন করা হয়েছে। বর্গাদারকে প্রমাণ করতে হবেনা, কিন্তু জোতদারকে প্রমাণ করতে হবে যে সে জোতদার। বর্গাদারদের বিরুদ্ধে যে মামলা হয় তার জন্য সরকার বর্গাদারদের পাশে আছে তাকে আইনের সাহায্য দেওয়ার জন্য তাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী ---যে সমস্ত বর্গাদার তার স্বত্বের পরচা পাওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে যদি কোন মামলা হয় সরকার সেই মামালায় বর্গাদারদের সংগে সমানভাবে

অভিযুক্ত হবেন এবং বর্গাদারদের যে অধিকার যে স্বত্বটা দেওয়া হয়েছে, সেটাকে রক্ষা করার জন্য আইনগতভাবে কোর্টে গিয়ে হাজির হবেন এবং তাকে সাহায্য করবেন, এই ভাবে কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে সরকার কি কোন চিন্তা করেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, যাদের নামে রেকর্ড করা হয় তাদের বিরুদ্ধে তো সেই রেকর্ড করার বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা চলতে পারে না। ফৌজদারী মামলা চলতে পারে। আমি আগেই বলেছি যে এই রেজিস্ট্রী সংক্রান্ত ব্যাপারে দেওয়ানী আদালতে মামলা করা নিষিদ্ধ হয়েছে সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে। আর যে টুকু সুবিধা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে কেউ যদি ফৌজদারী মামলা বর্গাদারের বিরুদ্ধে করে, সেই সব ক্ষেত্রে আমরা বর্গাদারদেরকে সাহায্য করতে পারি। এই ব্যাপারে কোন কোন মহকুমায় কত টাকা এই পর্য্যন্ত সাহায্য দেওয়া হয়েছে সেটা হল সদর—৯৫০ টাকা, সোনামুড়া—৭৪২ টাকা, কৈলাসহর—৩৫০ টাকা, কমলপুর—৫০৪৭ টাকা, ধর্মনগর ৯০০ টাকা, উদয় পুর—১৪৫০ টাকা, অমরপুর—৪০০৯ টাকা এবং বিলোনীয়া-৭০০ টাকা। এই সমস্ত বর্গাদার যারা বিভিন্ন মামলায় জড়িত আছে তাদেরকে সরকার সাহায্য করেছেন ডিফেণ্ড করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—বিলোনীয়া, উদয়পুর ও সাব্রুম এই সমস্ত মহকুমায় ৭০০/৮০০ এবং হাজার বর্গাদার সংগঠিত ভাবে দরখাস্ত দাখিল করেছেন আজকে ৭ মাস, ৮ মাস, ১০ মাস এবং ১ বছর হয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন পরচা তাদের দেওয়া হয় নি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমি আগেই বলেছি। বর্গাদার নাম রেকর্ড করার ব্যাপারে দপ্তরের যতখানি স্বক্রিয় হওয়া উচিত ছিল ঠিক ততখানি স্বক্রিয় দপ্তরকে করা যায় নি। এই জন্য সরকার উচ্চ পর্য্যায়ে বৈঠক করে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমাদের পঞ্চম ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধনের ফলে দেওয়ানী আদালতে বর্গাদারের নাম উচ্ছেদের জন্য কোন মামলা চলতে পারে না। কিন্তু দেখা গেছে, ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে কিছু কিছু জোতদার বর্গাদারের নাম লিপিবদ্ধ হওয়ার পরে, পরচা পাওয়া সত্ত্বেও জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করছে। ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে বে-আইনী জমি হস্তান্তরের জন্য যে আইন আছে ঠিক সেই রকম কোন আইন বর্গাদারদের জন্য তৈরী করা হবে কিনা কিংবা হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এটার জন্য আলাদা কোন রুলস বা আইনের দরকার হয় না। কিছু জোতদার যদি এ রকম করে থাকেন তবে সেটা বে-আইনী কাজ করছেন। বে-আইনী কাজ যাতে কেহ না করতে পারে সে জন্য আইন আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ৩,৩৪২টা দরখাস্তে আবেদন করেছেন তাদের বর্গা স্বত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া আর বাকী আছে কিনা ও যারা বর্গা স্বত্ব পেয়েছেন তাদের আর্থিক সাহায্য পাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—যে সব বর্গাদার আবেদন করেছেন তার মধ্যে আর কতটা বাকী আছে এ তথ্য আমার কাছে নেই। দ্বিতীয়তঃ বর্গাদাররা প্রান্তিক চাষী। কাজেই তাদের জমি চাষ করার জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে পাবেন।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরসিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীরসিরাম দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—ষ্টার্ট কোশ্চান নম্বর ২০১

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর উপজাতিদের কোন ভূমি অ-উপজাতিদের হাতে বন্ধক রাখা বা বিক্রয় হয়েছে কি ? | হ্যাঁ |
| ২। হলে, কত পরিমাণ। | ১৪·০৬ একর। |

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এই হস্তান্তরিত জমির মালিক কতজন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এই যে ভূমি হস্তান্তরিতের কথা বলা হয়, মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কারের নিয়ম অনুসারে কালেকটারের তদন্তের পর অনুমতি নিয়ে বেচা বিক্রী হতে পারে। এই বেচা বিক্রী করতে হলে ট্রাইবেল এডভাইসর কমিটির অনুমোদন লাগে। সে অনুমোদন দেওয়ার পর সরকার জমি হস্তান্তরের অনুমতি দিয়ে থাকেন। কালেক্টর ১৮৭ জনকে অনুমতি দিয়েছেন। কাকে কাকে দিয়াছেন, কিংবা কে কে হস্তান্তরিত করেছে সেটা এখানে নেই। তবে আমার যতটুকু মনে পড়ে, সাধারণতঃ এ্যাডভাইসরি কমিটি শহরের বাইরে কোন অনুমোদন দেন নি। আগরতলা শহরের উপর যারা এই ধরণের বিক্রি করেন খুব একটা বিপদে পড়ে সে সব ক্ষেত্রে বিবেচনা করার পর অনুমতি দেওয়া হয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী—জমি যারা বন্ধক রাখছেন তাদের মহাজনী লাইসেন্স ছিল কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ? যদি সে লাইসেন্স না থাকে, তাহলে তাদের হাতে যে সমস্ত জমি বিক্রী হয়েছে তার কি ব্যবস্থা হবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মহাজনদের লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এটা ঠিক, বহু মহাজন আছেন যাদের কোন লাইসেন্স নেই। তাদের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এ তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে লিষ্ট দিয়েছেন সেটা অ্যাডভাইসরি কমিটির পারমিশন নিয়ে করা হয়েছে এবং সরকারী রেকর্ডে আছে। কিন্তু পারমিশন ছাড়া বে-আইনী ভাবে যে জমি বিক্রী হয় তার রেকর্ড সরকারের কাছে আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, যারা বে-আইনী ভাবে জমি বিক্রী করে থাকেন তারা কেহ সরকারের কাছে এসে নিজের নাম রেকর্ড করিয়ে যান না। সেই রেকর্ড আনা সরকারের পক্ষে সম্ভবও নয়। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, কিছু ট্রাইবেল তারা সত্যি সত্যি বিপন্ন হয়ে যখন জমি বিক্রী করতে চান, এবং ট্রাইবেলদের

মধ্যে ক্রেতা না পান, এই সব কথা চিন্তা করে সরকার একটি করপোরেশন গঠন করেছেন। এই করপোরেশন ট্রাইবেলদের জমির দাম দিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবে। পরে ট্রাইবেলরা ইচ্ছা করলে ঐ জমি আবার কিনে নিতে পারবে কিংবা চাষ করতে চাইলে তাও করতে পারবে। অনেক সময় দেখা যায় ট্রাইবেলরা জলের দরে অন্য ট্রাইবেলদের কাছে জমি বিক্রী করে দিচ্ছেন। এটা বন্ধ করার জন্যই আমরা সিড্যুল কাণ্টস এবং সিড্যুল ট্রাইবসের জন্য ২টি করপোরেশন গঠন করেছি। দুঃস্থ ট্রাইবেলরা যাতে অ-উপজাতিদের কাছে জমি বিক্রী করতে বাধ্য না হন তারজন্য এই কর্পোরেশন কিনে রাখবেন ট্রাইবেলদের জমি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—তাহলে এই কর্পোরেশন উপজাতিদের কত জমি রক্ষা করেছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, এটা আমরা এখন মাত্র তৈরী করেছি। কাজেই মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন যে, আকাশ থেকে আইন তৈরী হতে পারে না। এই কর্পোরেশনের জন্য আইন তৈরী করতে হবে, ষ্টাফ নিয়োগ করতে হবে, অফিসার নিয়োগ করতে হবে। আমরা আশা করছি ১৯৮০-৮১ সালে এটা চালু করতে পারব। এই কর্পোরেশনের জন্য গভর্ণমেণ্ট টাকা দেবে এবং সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টও যাতে টাকা দেন তার জন্য আমরা টাকা চেয়েছি। এই কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য আমরা টাকা চেয়েছি। এই কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি কর্পোরেশনকে সাহায্য করবেন। এই দুইটি কর্পোরেশন ট্রাইবেলদের জমি এবং সিড্যুল কাণ্টদের জমি রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে যে সমস্ত উপজাতিদের জমি বে-আইনী ভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে, সেগুলি যদি সরকারের নোটিশে আনা হয় এবং ফেরৎ দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয় তাহলে বামফ্রণ্ট সরকার কি ব্যবস্থা নেবেন এবং এর মধ্যে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্ন এখানে উঠে না এই জন্য যে মাননীয় সদস্যও নিশ্চয়ই জানেন, এখন নয় অনেক আগে থেকেই বে-আইনী ভাবে যে সমস্ত হস্তান্তরিত হয়েছে, সেগুলি আমরা ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছি জমির মালিকদের। কাজেই এখন যারা বে-আইনী ভাবে হস্তান্তরিত করছেন সে সমস্ত জমিগুলিও সরকার নিয়ে নেবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাননীয় সদস্যর কাছে যদি এরকম কোন কেস থাকে, সেগুলি সরকারের কাছে উপস্থিত করলে আমরা নিশ্চয়ই সেই সমস্ত জমি জমার মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করব।

শ্রীবিমল সিন্হা—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে যে কথা বলেছেন যে, বামফ্রন্টের আমলে জমি হস্তান্তরিত হয়ে থাকলে ফেরৎ দেওয়া হবে কিনা ? তার সমর্থনে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই যে জনৈক উপজাতি যুব

সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তি জংবাহাদুর দেববর্মা, বাড়ী পূর্ব নালীছড়া, কমলপুর, সে একজন বাঙ্গালী মহাজনের কাছে জমি হস্তান্তরিত করেছেন, কিন্তু সে লিখেছে দেবতাদের কাছে এই সম্পত্তি দান করলাম এবং সেই জমি রেজিষ্ট্রিও হয়েছে। কাজেই সেই জমি পুনরুদ্ধার করা যাবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, সরকারের কাছে এরকম অনেক রিপোর্ট আছে যে ট্রাইবেলের নামে লিখেও বাঙ্গালীরা সেই জমি ব্যবহার করত। বে-নামীতে রাখত। এবং মাননীয় সদস্য এই যে দেবোত্তর কথাটা বলেছেন এটাও বেনামীর পর্যায়ে পড়ে এটা যদি সত্য হয় তাহলে নিশ্চয়ই সরকার এ সম্পর্কে তদন্ত করবেন এবং জমি যাতে হস্তান্তরিত না হতে পারে সেদিকে নজর রাখবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত জমি হস্তান্তরের জন্য রেষ্টর করা হয়েছে, সেই রেষ্টরড জমিগুলি যাতে আবার ফেরৎ দেওয়া না হয় সরকার সে রকম কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---নিশ্চয়ই নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীমণীন্দ্র দেববর্মা ঃ---সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা এবং তিনি তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে, উপজাতি যুব সমিতির একজন নেতৃস্থানীয় লোক এবং তার জামাই ও ছেলে খোয়াই রাজনগর এলাকায় সমগ্র জমিগুলিতে বাঙ্গালীদের দখল দিয়েছে?

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগেই বলেছেন যে এরকম কোন ঘটনা থাকলে. উনার নজরে আনলেই উনি তদন্তের ব্যবস্থা করবেন শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৭৪. স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৭৪, স্যার।

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় দিন মজুরের সংখ্যা কত?

২। স্বভাবতঃ বছরের কতদিন তাদের হাতে কাজ থাকে না?

৩। তাদের বছরে অন্ততঃ ২০০ দিন "কাজের জন্য খাদ্য" প্রকল্পে কাজ দিতে হলে কি পরিমাণ অর্থ ও খাদ্য প্রয়োজন?

৪। তজ্জন্য উক্ত খাতে ব্যয় বরাদ্দ আরও কি পরিমাণ বাড়াতে হবে; এবং

৫। উক্ত দিন মজুরদের সারা বছরের প্রয়োজন মেটাতে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

উত্তর

মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে সরকার তথ্য সংগ্রহ করছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৮২, স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— কোয়েশ্চান নং ১৮২, স্যার।

প্রশ্ন

১। আগরতলা পৌর সভায় মোট কতজন কর্মচারী আছেন (শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)।

২। কতজন তপশীলি জাতি উপজাতির কর্মচারী আছেন, এবং

৩। তপশীলিদের কোন শূন্য পদ আছে কিনা, এবং

৪। থাকলে কবে পর্যন্ত ঐ শূন্য পদ পূরণ করা হবে ?

উত্তর

১। অফিসার---৪ জন

তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী---১৬৪ জন।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী---২৩৪ জন।

মোট---৪০২ জন।

২। তপশীলি জাতি

৩য় শ্রেণীর কর্মচারী---১০ জন।

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী---১৩৯ জন।

মোট তপশীলি জাতির কর্মচারী---১৪৯ জন।

তপশীলি উপজাতি

৩য় শ্রেণীর কর্মচারী---৭ জন।

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী---২ জন।

মোট তপশীলি উপজাতির কর্মচারী---৯ জন।

৩। হ্যাঁ।

৪। শূন্য পদগুলি ১৯৮০-৮১ আর্থিক সনে পূরন করার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সিডুয়ল কাস্টদের এই ১৩৯ জন চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীর মধ্যে কি হরিজনরা রয়েছে, নাকি তাদেরকে বাদ দিয়ে এই সংখ্যা গণনা করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— হ্যাঁ, এই সংখ্যার মধ্যে হরিজনরাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্ন প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

রেফারেন্স পিরিয়ড

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। গতকাল সর্বশ্রী সমর চৌধুরী, তপন কুমার চক্রবর্তী, খগেন দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নোটিশের উত্তরে মাননীয়

মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আজ একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বিবৃতিটির বিষয় বস্তু হল---

"গত ৮৬ ঘন্টারও বেশী সময় ধরে টেলিগ্রাফ, ট্রাংকল, টেলিপ্রিন্টার ইত্যাদি সম্পূর্ণ অচল থাকায় বহির্জগত থেকে ত্রিপুরার বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হওয়ার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে"

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- স্যার, রিসেসের পর যদি আমাকে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য সুযোগ দেন তাহলে ভাল হয়। কারণ আমি তথ্য সংগ্রহ করতে পারি নি।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় রিসেসের পর এ সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- স্যার, আমি ২৪টি প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু তার মধ্যে ৬টি প্রশ্ন এসেছে। একটি সম্পর্কে আমাকে নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সেটা একসেপ্ট হয় নি। আর বাকীগুলি কেন আসে নি সেটা আমি জনতে চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য আপনার বাকী প্রশ্নগুলি এডমিট হয়নি বলে আসে নি। আপনি যদি এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান, তাহলে আমার চেম্বারে গিয়ে আপনি জানতে পারবেন।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ--- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ--- "গত ১৪ই মার্চ্চ খোয়াই মহকুমার আকড়া বাড়ীতে শম্ভু শুক্ল দাস ও জয়কুমার শুক্ল দাসের খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- স্যার, আমাকে যদি রিসেসের পরে বলার জন্য অনুমতি দেন তাহলে আমি পরে বিবৃতি দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সম্পর্কে রিসেসের পরে বিবৃতি দেবেন। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট বিভাগীয় মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া, কেশব মজুমদার ও রুদ্রেশ্বর দাস মহাশয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ টির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ-

"গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী অগ্নিকাণ্ডে বিলোনীয়া বাজার, কমলপুর মহকুমার ঢলুবাড়ী বাজার এবং ১৬.৩.৮০ ইং উদয়পুর মহকুমার গঙ্গাছড়া বাজার ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া সম্পর্কে"।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস, শ্রীকেশব মজুমদার এবং শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া যে কলিং এটেনশান এনেছেন, সে সম্পর্কে সরকারী বিবৃতি হলো ঃ---

গত ১৫।২।৮০ ইং তারিখে রাত্রি প্রায় ১১টা ৫মিঃ বিলোনীয়া বাজারে এক বিধ্বংশী অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুনের শিখা দেখামাত্র স্থানীয় দমকল বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায় এবং অগ্নি নির্বাপকের কাজ আরম্ভ করে। আগুনের শিখা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়াতে উদয়পুর ও আগরতলার দমকল বাহিনীকে ডাকা হয়। দমকল বাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় বি, এস, এফ-এর সাহায্যে প্রায় ৫-৩০ মিনিটের সময় আগুন নিবান হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে ৩টি গোলা সেড্, ৪০টি বেসরকারী দোকান ও ১০টি বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ভষ্মীভূত হয়। ইহাতে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৯,৫০,৬৫০ টাকা। স্থানীয় মহকুমার শাসক প্রতিক্ষেত্রে ৫০ টাকা হিসাবে আর্থিক সাহায্য দেন। এই ব্যাপারে বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারামূলে মোকদ্দমা নং ৯(২)৮০ গত ১৬।২।৮০ ইং তারিখে নথীভুক্ত করা হয়। কাহাকেও এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ইহার তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

কমলপুর মহকুমার ডলুবাড়ী বাজার গত ১৫।২।৮০ ইং তারিখে রাত্রি প্রায় ১-৩০ মিঃ হইতে ২টার মধ্যে ডলুবাড়ী বাজারে এক বিধ্বংশী অগ্নিকান্ড ঘটে। ঘটনাস্থল হইতে কমলপুর দমকল অফিস প্রায় ৪০ কিলো মিঃ দূরে। কাজেই তাদের আসতে কিছু দেরী হয় এবং অগ্নি নির্বাপক বাহিনী তারপর সেই আগুন আয়ত্বে আনেন। অগ্নি নির্বাপক সংস্থার সূত্রে প্রকাশ এই আগুন একটি দোকানের চুল্লী হইতে লাগে। এই আগুনে ৩৯ জন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহাতে ২৫টি দোকানঘর, ৮টি বাসগৃহ এবং ৩টি দোকান সহ বাসগৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অগ্নিকান্ডে ক্ষতির পরিমাণ ২,৪৭,১৮৫ টাকা। তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসাবে ১,০৫০ টাকা ২১টি সাহায্য পাওয়ার যোগ্য পরিবারকে দেওয়া হয়। তাছাড়া বন দপ্তর ঘরবাড়ী মেরামতের সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য বিনামূল্যে পারমিট দেওয়া হয়। ৮ জন ব্যবসায়ী যথা ঃ-সর্বশ্রী (১) প্রিয়লাল রায় (২) উপেন্দ্র চন্দ্র পাল (৩) সুকুমার সাহা (৪) প্রেমানন্দ সাহা (৫) সুকেন সাহা (৬) মতিলাল সাহা (৭) মধুসূদন রায় এবং (৮) কানাইলাল রায় তাহারাও আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কিন্তু তাহাদের বাড়ীর অগ্নিবীমা থাকার জন্য তাদের সাহায্য দেওয়া হয়নি। এই ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত কোন মামলা নথিভুক্ত হয় নি।

উদয়পুর মহকুমার গঙ্গাছড়া বাজার গত ১৬।৩।৮০ ইং তারিখে উদয়পুর মহকুমার গঙ্গাছড়া বাজারে এক বিধ্বংশী অগ্নিকান্ড-এ প্রায় ৭৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ টাকা। কোন লোক তাতে মারা যায় নাই। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাপারে কোন মামলা নথীভুক্ত করা হয় নাই এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীবিমল সিন্হা ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে, খবর পাওয়ামাত্র দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনাস্থল হইতে কমলপুরের দমকল বাহিনীর অফিস প্রায় ৪০ কিঃ মিঃ দূরে। এই তথ্য ভুল দেওয়া হয়েছে। কারণ সেদিন যখন আগুন লাগে তখন দমকল বাহিনী সেখানে আসতে পারে নি। পরের দিন সকাল বেলা দীনেশ বাবু, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনেক চেষ্টা করলেন টেলিফোন লাইনের জন্য কিন্তু কৈলাশহর বা আগরতলার সঙ্গে ডলুবাড়ীর কোন যোগাযোগ করতে পারলেন না সকাল ১১টা পর্য্যন্ত। কাজেই যে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পরিবেশন করেছেন সেটা ঠিক নয়। এই সম্পর্কে তদন্ত করে জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমি বলেছি দমকল বাহিনী আসতে দেরী হয়েছে। মাননীয় সদস্য সে তথ্য বুঝতে পারে নি। এ খবর কেন দেওয়া হলো না ঠিক মতো এ সম্পর্কে তদন্ত করবো। এটা ঠিক যে দমকল বাহিনী অফিস মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে তার জন্য নিশ্চয়ই এত সময় লাগার কোন প্রশ্ন উঠে না। এটা আমি তদন্ত করে দেখবো।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কয়েক মাস আগেও ডলুবাড়ীতে আগুন লাগে। তাই এই ব্যাপারে জনসাধারণের মনে প্রশ্ন জাগছে যে এর পেছনে কোন রহস্যজনক ঘটনা আছে কিনা। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্য কি ধরণের ঘটনার কথা বলছেন জানি না। তিনি যদি মনে করেন যে, কেউ আগুন লাগিয়েছে, সে তথ্য এখনও সরকারের কাছে আসে নি। আসলে সেটা অনুসন্ধান করে দেখবো।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কিছুদিন আগে ডলুবাড়ীতে যে আগুন লেগেছিল তাতে সেখানকার কেউ কেউ বলছেন যে কে বা কারা আগুন লাগিয়েছে এবং এইবার যে ঘরে আগুন লেগেছে সে ঘরে কোন জিনিষপত্র ছিল না সে জন্যই এই ব্যাপারে সকলের মনে সন্দেহ হচ্ছে। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো তিনি যেন তদন্ত করে দেখেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে অর্থ সাহায্যের কথা বলেছেন সেই সাহায্যের পরিমাণ কত তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—আমরা সংগে সংগেই সাহায্য দেই। সাহায্য দেওয়ার জন্য আমাদের কতগুলি নিয়মকানুন আছে। সেই অনুযায়ী আমরা ২০০ টাকা করে সাহায্য দিয়ে থাকি। তারপরে সাহায্যের দরকার হলে ব্যাঙ্ক থেকে সেই টাকা পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাওয়ার জন্যও আমরা সাহায্য করি। যাতে তারা ব্যবসা করতে পারে এবং ঘরবাড়ী মেরামত করতে পারে তারজন্য সরকার থেকে আমরা ২০০ টাকা করে সাহায্য দিয়ে থাকি। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ফরেস্ট থেকে বিনা মাশুলে জিনিষপত্র সরবরাহ করি।

মিঃ স্পীকার—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য জীতেন্দ্র সরকার কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন—নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—

"সম্প্রতি তেলিয়ামুড়া থানার হাওয়াইবাড়ী এলাকায় আসাম—আগরতলা রোডে মটর রিক্সা দুর্ঘটনায় একজন এবং রাস্তার উপর আর একটি খুন সম্পর্কে"।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী—মাননীয় সদস্য জীতেন্দ্র সরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর সরকারী বক্তব্য হল গত ১৪।৩।৮০ ইং তারিখে জিরানীয়া থানার অন্তর্গত বুরাখা গ্রামের রতন ভৌমিক এবং হরিনাথ দেবনাথ টি, আর, এল ২৩৯২ নং ট্রাকে করিয়া আমবাসা হইতে জিরানীয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। উক্ত গাড়ীটি তেলিয়া-

মুড়া হইতে বিকাল ৪-৪৫ মিনিটে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। রতন ভৌমিক ট্রাকের মালের উপর বসে এবং গাড়ীটি যখন দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছিল তখন হাওয়াই বাড়ীতে রতন ভৌমিক ট্রাক হইতে পড়িয়া গিয়া মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। ট্রাকের ড্রাইভার কোনরূপ ব্যবস্থা না নিয়া গাড়ীসহ দ্রুত পালাইয়া যায়। এই উপলক্ষে হাওয়াই বাড়ীর শ্রীস্বপন দাশের অভিযোগমূলে তেলিয়ামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৬৯। ৩৫৪ (ক) ধারার মোকদ্দমা নং ৫(৩) ৮০ নথীভুক্ত করা হয়। গত ১৬। ৩। ৮০ ইং তারিখে উপরোক্ত টি, আর, এল, ২৩৯২ গাড়ীর ড্রাইভার শ্রীঅজিত চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং টি, আর, এল ২৩৯২ ট্রাকটি সিজ করা হয়। পরে ঐদিনই ট্রাকটি এবং ট্রাকের চালককে জামিনে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে। উপরিউক্ত ঘটনার প্রাথমিক তদন্তের কাজ সারিয়া রতন ভৌমিকের মৃতদেহ সহ তেলিয়ামুড়া থানার ও, সি, শ্রীজয়দেব দাশ রাত্রি ৮ টার সময় যখন তাহার সঙ্গী দুইজন কনষ্টেবল এবং তেলিয়ামুড়া থানার কন্‌টিজেণ্ট সুইপার চুনিমাদ্রাজি সহ তিনটি রিক্‌সা করিয়া হাওয়াই বাড়ী হইতে তেলিয়ামুড়া ফিরিতেছিলেন তখন আগরতলার দিকে দ্রুত ধাবমান টি; আর, এল ২০৯৫ ট্রাকটি যে রিক্‌সাতে চুনিমাদ্রাজী ও একজন কনষ্টেবল শ্রীসুকুমার দেবনাথ ছিল সেটিতে ধাক্‌কা মারে। রিক্‌সার চালক রবীন্দ্র দাশ (বয়স ৩০) পিতা শ্রীঅমরচাঁন দাশ, সাং তেলিয়ামুড়া সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান এবং রিক্‌সার আরোহী কনষ্টেবল শ্রীসুকুমার দেবনাথ এবং সুইপার চুনিমাদ্রাজী আঘাত পান। গাড়ীর চালক শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ট্রাকটিকে সিজ করা হয়। এই ঘটনায় তেলিয়ামুড়া থানার ও, সি, ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯।৩০৪(ক) ধারার মামলা নং ৬(৩) ৮০ নথিভুক্ত করেন। গাড়ীর চালককে ১৫।৩।৮০ ইং তারিখে আদালতে সোপর্দ করা হয়। ট্রাকটি ও ট্রাকের চালককে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। আহত চুনিমাদ্রাজী মাথায় ঘোরতর আঘাত পান এবং ১৫।৩।৮০ ইং তারিখ রাত্রে তাহাকে আগরতলা জি, বি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। আহত কনষ্টেবল শ্রীসুকুমার দেবনাথকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল হইতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনাটি বর্তমানে তদন্তাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মনেনীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন— নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—

"সম্প্রতি অমরপুর মহকুমার কাছিমা গ্রামে পুলিশের গুলি চালনা সম্পর্কে।"

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর সরকারী বক্তব্য হল, গত ২৭।১।৮০ইং তারিখে বেলা ২টার সময় অমরপুর থানার এ-এস-আই নারায়ণ দাস ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারা ও সিকিউরিটি এ্যাক্‌টের ১১ ধারা অনুযায়ী কাঞ্চনপুর থানার নথীভুক্ত ৮(৯) ৭৯ নং মামলার (কাঞ্চনপুর ষড়যন্ত্র মামলা) পলাতক আসামী জ্ঞানেশ্বর জমাতিয়াকে অমরপুরের কাসকো বাজার হইতে গ্রেপ্তার করেন। তাহার সঙ্গে দ্বিতীয় টি-এ-পি বাহিনীর

১ সেকশান কন্‌স্টেবল ছিল। গ্রেপ্তারীকৃত আস'মী সহ পুলিশ দল যখন অমরপুরের কাছিমা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে পেঁীছে তখন মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত প্রায় ৩০০।৪০০ উপজাতি (যাহার মধ্যে কিছু স্ত্রীলোকও ছিলেন) পুলিশ দলকে আক্রমণ করে। আগ্নেয়াস্ত্র, টাক্‌কল, লাঠি ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত ছিল এবং তাহাদের আক্রমণে তিনজন কনস্টেবল সর্বশ্রী দিলীপ ঘোষ, মুকুল দেববর্মা এবং সত্য দেববর্মা মারাত্মকভাবে আহত হন। টাক্‌কলের আঘাতে ২টি রাইফেলেরও ক্ষতি করা হয়। আক্রমণকারীরা পুলিশ দলকে হত্যা করিয়া আসামীকে ছিনাইয়া নিতে চেষ্টা করিতে থাকিলে কোন উপায়ান্ত না দেখিয়া পুলিশকে আত্মরক্ষার্থে রাইফেল থেকে ২৮ রাউণ্ড ও রিভলবার থেকে এক রাউণ্ড গুলি ছুড়তে হয়। ফলে ২ জন আক্রমনকারী দেবজয় কুমার জমাতিয়া পিতা সুবর্নকুমার জমাতিয়া এবং শ্রীমতি তিরতি লক্ষ্মী জমাতীয়া পতি সভাহরি জমাতিয়া আহত হন। আক্রমণকারীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া যায়। আহতদের চিকিৎসার জি. বি. হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। সেখানে তাহারা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। এই ঘটনায় কন'সাধন জমাতিয়া পিতা সুবর্ণ কুমার জমাতিয়া এবং শ্রীমতি তিরতি লক্ষ্মী জমাতিয়া পতি সভ্যহরি জমাতিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরা সকলেই কাছিমা গ্রামের বাসিন্দা। ইহা ছাড়া আরও ৭ ব্যক্তি পলাতক আছে। তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা চালানো হইতেছে। তদন্তকালে চিরমনি জমাতিয়া পিতা গঙ্গা কুমার জমাতিয়া এবং সুরনহরি জমাতিয়া পিতা অমূল্য সাধন জমাতিয়া নামে আরও দুইজন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন প্রকাশ পাওয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়। সমগ্র ঘটনাটি তদন্তাধীন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :---পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সরকারী বক্তব্যে বলা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের এবং গ্রামবাসীদের আঘাতে পুলিশরা সিরিয়াস্‌লি ইন্‌জি-উরড্‌ হয়েছেন। সেই ইন্‌জিউরড্‌ পুলিশরা কতদিন চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ছিলেন এবং কোন্‌ হাসপাতালে ছিলেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী :- -তাদের হসপিটেলে থাকতে হয়েছিল সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহো-দয়ের জানা আছে কি যে, এখানে আক্রমণকারী হিসাবে যাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, এই আগ্নেয়াস্ত্র বলতে তিনি এখানে কি বুঝাচ্ছেন এটা তিনি জানাবেন কি ?

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী :—আমি আগেই তা বলেছি তাদের হাতে টাক্‌কল, লাঠি, আগ্নেয়াস্ত্র ছিল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পুলিশের উপর সেই আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী :—না তা হয়নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এখানে বলা হয়েছে আসামীদের ধরা হয়েছে। এবং পুলিশ যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন শ্রীচিরমনি জমাতিয়া ও সুরনহরি জমাতিয়া

স্কুলের ছাত্র এবং আরও দুইজন যারা গরু চড়াচ্ছিল তাদেরকে ধরে নিয়ে থানাতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে লিপিবদ্ধ করেছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী :—এটা ঠিক নয়।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে বলা হয়েছে যে যখন জ্ঞানেশ্বর জমাতিয়াকে পুলিশ কাসকো বাজার হইতে গ্রেপ্তার করে, তখন রাস্তায় কিছু সংখ্যক লোক তাদের বাধা দেয়। এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, যারা বাধাদানকারী তারা পুলিশের উপর মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে তখন পুলিশ ২৮ রাউণ্ড গুলি ছোড়ে। তারা এইভাবে গুলি না ছোড়ে সেই অবস্থাকে অন্য-ভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেনি। যারা গুলি চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা না দায়ের করে এটাকে যারা গুলি খেয়েছে, যারা মার খেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রয়োগ করা হয়েছে। সরকার সেই সমস্ত পুলিশকে যারা এইভাবে আক্রমণ করেছে তাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা মাননীয় সদস্যদের বুঝা দরকার যে গ্রামাঞ্চলে যদি মেয়েদের দিয়ে কোন পুলিশকে ঘেরাও করানো হয় এবং টাক্কল নিয়ে যদি তারা আক্রমন করে, তাহলে সেই অবস্থায় পুলিশের পক্ষে সেখান থেকে বেঁচে আসা কঠিন হতে পারে। কাজেই সরকার মনে করেন যে সব চাইতে কম যে শক্তি তারা ব্যবহার করেছিল তার ফলে কোন মারাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে নি। আর তা যদি না করত তাহলে সেখান থেকে আক্রমণকারীরা তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিতেন এবং আসামীদের ছিনিয়ে নিতেন এবং সেই রকম একটা সম্ভাবনা সেখানে ঘটতে চলেছিল। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি জানাতে চাই যে, কাছিমা গ্রামে প্রথম মিজোরা আসে এবং সেখানে অবস্থান করে। তারপর সেখান থেকে তারা অমরপুর টাউনের উপর এসে হামলা করে। এই জায়গাটিতে পুলিশকে ঘেরাও করে এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা নয়। সেই দিক থেকে পুলিশের পক্ষে সব চাইতে কম ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজেদের অস্ত্র ও জীবন রক্ষা করার জন্য, যতটুকু দরকার ছিল ঠিক ততটুকু ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেছে, তার বেশী ব্যবহার করেনি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ? যে, কাছিমা গ্রামে সেদিন দুইটি বিয়ে ছিল এবং সেই বিয়েতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর লোক এসেছিল। কাজেই এই অবস্থায় পুলিশ যখন আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে তখন সেই আসামীকে দেখার জন্য এই বিয়ে বাড়ী থেকে প্রচুর লোক এসেছিল এবং সেই আগত লোকেরা পুলিশকে আক্রমণ করেছে, এই সন্দেহে পুলিশ গুলি ছুড়েছিল। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :---স্যার, বিয়ে থাকাটা স্বাভাবিক, বিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বিয়ে বাড়ীতে যারা এসেছিল তাদের উত্তেজিত করে আসামীকে ছিনতাই করার

জন্য, যদি কেউ নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে সেটা খুব অন্যায় কথা। এটা করা তাদের ঠিক হয়নি।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ — মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ যখন আসামীকে নিয়ে আসে তখন আসামীকে ছিনতাই করার জন্য যারা পুলিশকে আক্রমণ করেছিল তারা সবাই উপজাতি যুব সমিতির লোক সেটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, তারা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক হতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে বলা হয়েছে আসামী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, যে রোগীরা কি অবস্থায় আছে? শ্রীমতি তিরতি লক্ষ্মী জমাতিয়া এখন বাড়ীতে আছে, কিন্তু তার ঔষধ খাওয়ার মত অবস্থা নাই, তার দুইটা গরু বিক্রি করা হয়েছে, ঘরে কিছু বীজ ধান ছিল তাও বিক্রি করতে হয়েছে। তার পরেও সে চিঠি লিখেছে, যে আমি ঔষধ খেতে পারছি না। তাছাড়া এই যে দেবজয় কুমার জমাতিয়া সে এখনও হাসপাতালে আছে তার হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে, ডাক্তার বলেছে যে সে জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। এই কথাটা জেনেও কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এদের সম্পর্কে আরোগ্য কথাটা ব্যবহার করছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এই ভদ্র মহিলা যখন সুস্থ হয়ে উঠেন, তখন মাননীয় সদস্য শ্রীজমাতিয়া আমাকে বলেছিলেন যে ওকে যাতে জামিন দেওয়া হয় এবং বাড়ীতে পাঠানো হয়। আমি পুলিশকে বলেছি যে ওকে জামিন দেওয়ার ব্যাপারে যেন কোন আপত্তি তারা না করেন। অমরপুর যেন তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আজকে মাননীয় সদস্য যদি মনে করেন যে, তাকে হাসপাতালে রাখলে পরে তার আরও চিকিৎসা হতে পারে, তাহলে আমি তাকে আরও রাখতে পারতাম এবং সেই ব্যবস্থা সরকার করতে পারত, ভাল ভাবে চিকিৎসা করে তাকে ছেড়ে দিতে পারত। মাননীয় সদস্য যদি মনে করেন যে তিনি অসুস্থ তাহলে আমি তাকে আবার হাসপাতালে আনার চেষ্টা করব এবং হাসপাতালে রেখে তাকে ভাল করার যত ব্যবস্থা আছে সে ব্যবস্থাগুলি আমরা নেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সেদিন আমি বলেছিলাম যে শ্রীমতি তিরতি জমাতিয়ার একটা এক বৎসরের বাচ্চা আছে, সেই বাচ্চাকে ফেলে তার পক্ষে হাসপাতালে থাকা সম্ভব না, তাই হয়ত সে বলেছিল যে সে সুস্থ হয়ে গেছে এবং সেই জন্যই সে বাড়ীতে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমি খবর নিয়ে দেখেছি যে সে এখনও অসুস্থ। তারপর এই যে দেবজয় জমাতিয়া, তার সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কি না জানি না, সে যখন হাসপাতালে অচৈতন্য অবস্থায় ছিল তখন তাকে হাতকড়া লাগিয়ে রাখা হয়েছিল এবং পুলিশ তার চারপাশ ঘেরাও করে তাকে এক অসস্তিকর অবস্থার মধ্যে রেখেছিল। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য হয়ত জানেন যে আমাদের মন্ত্রিসভা থেকে নির্দেশ দেওয়া আছে যে হাসপাতালের

মধ্যে যেন কাউকে হাত কড়া দিয়ে না রাখা হয়। কোন আসামীকে যখনই হাসপাতালে ভর্তি করা হবে তখন যেন কাউকে হাত কড়া অবস্থায় বেঁধে রাখা না হয় সেজন্য পুলিশকে পরিষ্কার নিদেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, যারা হাত কড়া অবস্থায় আসামীদেরকে হাসপাতালের মধ্যে রেখেছিল তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ--- পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে নানা ধরনের চক্রান্ত করে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ও বিপাকে ফেলার জন্য এরকম উস্কানি উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা গ্রামের লোকদেরকে দিচ্ছে এবং পুলিশের অত্যাচার ও আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর জন্য চেষ্টা করছে এমন কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ-- মাননীয় স্পীকার, স্যার, এর জবাব মাননীয় সদস্য ওদের কাছ থেকে জানতে পারেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হচ্ছে ঃ— "গত ১৪ই মার্চ খোয়াই মহকুমার আকড়া বাড়ীতে শম্ভু শুক্লদাস ও জয় কুমার শুক্ল দাসের খুন হওয়া সম্পর্কে"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এনেছেন তা হলে "—গত ১৪ই মার্চ খোয়াই মহকুমার আকড়া বাড়ীতে শম্ভু শুক্লাদাস ও জয়কুমার শুক্ল দাসের খুন হওয়া সম্পর্কে"

গত ১৫।৩।৮০ ইং বেলা প্রায় ১২-৩০ মিনিটে আমপুরা (ঈশ্বরসরদার পাড়া) এর সুকুমার শুক্ল দাস পিতা মৃত সুরেন্দ্র শুক্ল দাসের অভিযোগ মূলে কল্যাণপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির-৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং 4 (ফ) ৮০ নথি ভুক্ত করা হয়। অভিযোগকারী বলেন যে গত ১৫। ৩। ৮০ ইং সকালে গ্রামবাসীগন আমপুরা (ঈশ্বর সরদার পাড়া) শম্ভু শুক্লদাস, পিতা সুদর্শন শুক্লদাস এবং জয়কুমার শুক্লদাস, পিতা মৃত সুরেন্দ্র শুক্লদাস এই দুই ব্যক্তির মৃত দেহ ঈশ্বর সরদার পাড়ার রাস্তার পাশে লুঙ্গাতে পড়িয়া থাকিতে দেখেন। মৃত ব্যাক্তিদের গলায় ও মুখে গভীর ক্ষত চিহ্ন ছিল। কল্যাণপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ১৫।৩।৮০ দ্বিপ্রহরেই ঘটনা স্থলে যান ও মৃত ব্যক্তিদের ফটো তোলা হয় এবং অনুসন্ধানের জন্য পুলিশ কুকুর ও নেওয়া হয়। তদন্তের সময় জানা যায় যে গত ১৪। ৩। ৮০ ইং সন্ধ্যার মৃত শম্ভু শুক্লদাস (২২) ও জয় কুমার শুক্লদাস সুকুমার শুক্লদাসের বাড়ীতে কীর্তনের জন্য গ্রামবাসীগণকে নিমন্ত্রণ করিতে আমপুরা বাজারে আসে; ঈশ্বর সরকার পাড়ায় মাত্র ৮টি গরীব পরিবার বাস করে। ইহা আমপুরা পুলিশ ফাঁড়ি হইতে আড়াই ফার্লং দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মৃত যুবকগণকে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত আমপুরা বাজারে দেখা যায় এবং তারপর

তাহারা নির্জন টিলা রাস্তা দিয়া বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কিন্তু তাহারা সেই রাত্রে বাড়ীতে ফিরে নাই। ১৫।৩।৮০ সকাল বেলা তাহাদের মৃত দেহ দেখিতে পাওয়া যায়। তদন্তে আরও প্রকাশ পায় যে তাহাদের সহিত কাহারও জায়াগা সম্পত্তি, পারিবারিক—ও রাজনৈতিক কোন শত্রুতা ছিল না। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ যে কিছুদিন পূর্বে কিছু উপজাতি যুবক একটি দল গঠন করে এবং তাহারা বিভিন্ন অপরাধ মূলক কাজে লিপ্ত। সন্দেহ করা যাইতেছে ঐ দলই এই হত্যাকাণ্ড করিয়াছে। গ্রামবাসীগণও ঐ দলের নিম্ন লিখিত ব্যাক্তিগণ সেই খুনে লিপ্ত আছে বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করার জন্য বিভিন্ন স্থানে তল্লাসী চালাইতেছে এবং কল্যাণপুর থানার মঙ্গল চৌধুরী পাড়ার কুসুম দেববর্মা পিতা মৃত বীরেন্দ্র দেববর্মা নামক এক ব্যক্তিকে গত ২০।৩।৮০ ইং গ্রেপ্তার করিয়াছে। গেপ্তারীকৃত ব্যক্তি বর্তমানে জেল হাজতে আছে। সভাকার পুলিশ টহলদারী জোরদার করা হইয়াছে। মোকদ্দমাটি বর্তমানে তেলিয়ামুড়ার সি, আই, এর তত্ত্বাবধানে আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, ঐ পাড়ার কাছেই একটা খ্রীষ্টিয় ধর্মাবলম্বি লোকের আড্ডা আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এরকম তথ্য আছে কি? সে আড্ডার সাথে ঐ সমস্ত যারা নাকি সন্দেহভাজন ব্যক্তি, যাদের সম্পর্কে গ্রামের লোক সন্দেহ করছে, তারা ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, আমি বলেছি যে ঐ এলাকাটিতে একটা সমাজ-বিরোধী চক্র গড়ে উঠেছে এবং ওখানে একটি মিশনারিদের সেন্টার আছে। সেখানে রোমান হরফে কিছু ছাত্রদের কক্-বরক শেখানো হয়। সমাজ বিরোধীদের একটি চক্র সেখানে গড়ে উঠেছে কিছুদিন যাবৎ। ওরা এত অত্যাচার এলাকার মধ্যে করছে যে অনেক লোক এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। আমার কাছে একটা লিষ্ট আছে যারা সেই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। দুষ্কৃতকারীদের কাজ হচ্ছে ছিনতাই, লুঠতরাজ, ডাকাতি আরও নানা ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম করা। এই সব তথ্য ঐ এলাকার লোক সরকারের কাছে জানিয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব কেলরিফিকেশান স্যার, এই সমাজ বিরোধীদের নামের লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? তারা যে কোন সুনিদিষ্ট রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, ওরা অধিকাংশ হচ্ছে উপজাতি যুব সমিতির লোক।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব কেলরিফিকেশান স্যার, খুন হওয়ার পর যখন ডেডবডি ডাক্তারের কাছে নেওয়া হয় পোষ্ট মরটেম করার জন্য তখন ডাক্তারকে ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে যে যদি কোন সাক্ষী সঠিকভাবে সাক্ষী দিতে চায় তাহলে পরে খারাপ হবে। ডাক্তার রিপোর্ট দিয়েছেন যে গরম খিচুরি গায়ে পড়ে এই হত্যা বা মারা যাওয়ার রায় তারা দিয়েছেন। এ সমস্ত যে কথাবার্তা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তা জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এগুলি জানা নেই তবে মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিয়েছেন সেগুলি তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজ্যসভায় স্বীকার করেছেন যে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে সি, আই-এ'র এজেন্টরা কাজ করছেন এবং ঐ এলাকায় শান্তি বিঘ্নিত করা হয়েছে এ ধরণের কোন ষড়যন্ত্র এই রাজ্যে ঘটছে কিনা যাতে এই এলাকায় শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই এলাকার জনসাধারণ রিপোর্ট করেছে এই কেন্দ্রটিতে বাহিরের লোক, ত্রিপুরার বাহিরের লোক আছে এবং উপজাতি যুব সমিতির স্থানীয় নেতৃত্বাধীন লোক এলাকাটিতে গিয়েছেন এবং যারা আসামী তাদের কারো কারো বাড়ীতে তারা উঠেছেন। এসব তথ্য জনসাধারণের কাছ থেকে সরকারের কাছে এসেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ঘটনাটি গতকাল যেটা এই হাউসে উঠেছিল, যে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পাইপ সংগ্রহ করে বিভিন্ন ব্রীজের থেকে লোহা সংগ্রহ করে তীর বানানো, বন্দুক বানানো এ সমস্ত কাজকর্ম চলছে। বিশেষ করে কৈলাশহরে যাওয়ার পথে সাইথা বাড়ী পার হয়ে যে একটি ব্রীজ পড়ে, সে ব্রীজের সমস্ত লোহা তুলে নেওয়া হয়েছে। এই যে সাবভারসিভ কাজকর্ম চলছে, এগুলির সঙ্গে জড়িত যে সমস্ত লোক, তারাই যে এই ঘটনার সহিত যুক্ত এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা একটা অত্যন্ত পারপেচুয়েল ধারণা এই ঘটনাব সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। মাননীয় সদস্যদের আমি আগেই বলেছি যে ওখানে একটা চক্র গঠিত হয়েছে। এই ঘটনার পরেও ছিনতাই হয়েছে এবং একটা দলের লোক যে এসব ছিনতাই করছে তা পুলিশ বিভিন্ন কারণে মনে করছে, সে তথ্য আমি এখানে উল্লেখ করেছি। হেজামারাতেও একটি রেশন শপের ডিলারকে আক্রমন করা হয়েছে এবং সেখানে ছিনতাইকারীদের একটি গুলি হাত থেকে পড়ে যায়। উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা যে করছে এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। হেজামারা বাজারে বহু জিনিষ হেজামারা বাজারের কাছাকাছি এমন কি সরকারের জিনিষও এই গ্রুপ থেকে নেওয়া হয়েছে। তারা লুট করে নিয়ে গেছে। সেজন্য আমি বলেছি যে একটা চক্র আছে যারা একটা এরিয়াকে অপারেশনের জন্য বেছে নিয়েছেন। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে ওখানের রাস্তাঘাট দুর্গম এবং জঙ্গলে পূর্ণ, তাতে বিরোধীরা আত্মগোপন করে এই ধরণের কাজকর্ম করার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। তাই সরকার এটা অত্যন্ত উদ্‌বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন। এ সমস্ত কাজ কর্ম যারা করছেন তাদের জন্য সেখানকার শান্তিপ্রিয় লোকেরা বসবাস করতে পারছে না, এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি তারা যেন এই জিনিষটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবেন এবং সরকারকে সাহায্য করবেন যাতে এই ধরণের সমাজ বিরোধী চক্রকে ভেঙ্গে দেওয়া যায়।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন যে কিছু লোক এ সমস্ত এলাকায় উৎপাত করছে, তারা কারা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমার মনে হয় যে এখানে সাম্প্রদায়িক কথাটা উল্লেখ করার দরকার নেই। কারণ ওরা ওখানকার ভূমিহীন কলোনীর বাসিন্দা এবং খুব গরীব অংশের মানুষ।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—স্যার, আসামে যে ধরনের বিদেশী তাড়নের নাম করে আসামের ছাত্ররা যে আন্দোলন করছে আমাদের ত্রিপুরাতেও ঠিক সেভাবে উপজাতি যুব সমিতি বিদেশী সাহায্যে ঐ ধরনের কোন আন্দোলন করার তৎপরতা বা প্রয়াস চালাচ্ছে কিনা যাতে করে এই এলাকার বাসিন্দাদের শান্তি ভঙ্গ হয় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এরকমের কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় যেসকল দাঙ্গা, ছিনতাই, হত্যাকাণ্ড ঘটছে তাতে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা জড়িত আছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানান হয়। যারা এই সব উৎপাতে জড়িত থাকেন তাদের বাড়িতে উপজাতি যুব সমিতির নেতারা ঘন ঘন যাতায়াত করেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যারা এইভাবে উৎপাত করছে তাদের কারো কারো বাড়িতে হয়তো উপজাতি যুব সমিতির নেতারা কোন কাজে গেছেন। তবে উপজাতি যুব সমিতির কোন কোন নেতা, কখন, কার বাড়িতে গেছেন, তাদের পরিচয়ই বা কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এই তথ্য এখানে এখনই দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এটা কি এই মিন করে যে, কোন বাড়ীতে হয়তো কোন রাজনৈতিক দলের নেতা কোন কারণে গেছেন এখন সেখানে হয়তো কোন রকমের দুঃষ্কার্য্য হলো। তাহলে কি ধরা হবে যে ঐ দুঃষ্কার্য্যের সঙ্গে ঐ রাজনৈতিক দলের নেতার কোন সংযোগ ছিল এবং ঐ নেতার উষ্কানীতে ঐ কাজ হয়েছে---এটা কি কোন প্রমাণ সাপেক্ষে নয় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমিতো এ রকম কোন কথা বলি নাই যে বিভিন্ন দুঃষ্কার্য্যের সঙ্গে উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের যোগ আছে এবং তাদের উষ্কানী আছে। আমি বলেছি যে ঐরূপ ছিনতাই, হামলা, খুন ইত্যাদির সঙ্গে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকদের হাত আছে। এবং এই ব্যাপারে পুলিশের কোন সন্দেহ নেই। কারণ এই ব্যাপারে পুলিশের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আমি উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের অনুরোধ করছি তাদের সমর্থকরা যেন ঐরূপ কোন খুন, ছিনতাই, হামলা না করেন এবং এলাকার জনগণের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে তারা যেন সরকারকে সাহায্য করেন—তাহলেই আমরা খুশী হবো।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, রাজ্যের কোন জায়গায় কোন হামলা বা দাঙ্গা হলেই উপজাতি যুব সমিতির লোকেদেরে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে

পুলিশ আমাদের হয়রানী করছে এই ব্যাপারে সরকারী তরফ থেকে কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, মাননীয় সদস্য কি মনে করেন যে, খুন, ছিনতাই, ডাকাতি, স্কুল ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে সম্পত্তি নষ্ট করার পরও পুলিশ খুনী এবং দুঃষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করবে না ? তারা কি চান যে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে। খুন হবে, ডাকাতি হবে, দাঙ্গা হাঙ্গামা, হামলা ইত্যাদি হবে অথচ পুলিশ কিছুই করতে পারবে না, এটাই যদি মাননীয় সদস্যরা মনে করে থাকেন তবে আমি তাতে দুঃখিত।

Presntation of the Reports of the Committees.

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ--- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ "পাবলিক্ একাউণ্টস কমিটির ২৯ তম (টুয়ান্টি নাইন) এবং ৩০তম (থার্টিয়েত) প্রতিবেদন উপস্থাপন।"

আমি মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রীখগেন দাস মহোদয়কে অনুরোধে করছি রিপোর্ট দুইটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীখগেন দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "পাবলিক একাউণ্টস কমিটির ২৯তম (টুয়েন্টি নাইন) এবং ৩০ তম (থার্টিয়েত) প্রতিবেদন দুটি সভার সামনে পেশ করছি।"

মাননীয় অধ্যক্ষঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ---"ওয়েলফেয়ার অব্ দ্যা সিডিউল্ড কাস্টস এণ্ড সিডিল্ড ট্রাইবস্ কমিটির ২য় (সেকেণ্ড) প্রতিবেদন উপস্থাপন "

আমি মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদন (রিপোর্ট) টি সভায় সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ্য মহোদয়, আমি "ওয়েলফেয়ার অব্ দ্যা সিডিউল কাষ্টস্ এণ্ড সিডিউল ট্রাইবস্ কমিটির ২য় (সেকেণ্ড) প্রতিবেদন (রিপোর্ট)টি সভার সামনে পেশ করছি।"

(রেফারেন্স পিরিয়ড)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রেফারেন্স পিরিয়ডে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী, শ্রীখগেন দাস এবং শ্রীতপন চক্রবর্তী ত্রিপুরায় মাইক্রোওয়েভ অপারেশন সম্বন্ধে যা জানতে চেয়েছিলেন, রিসেস এর পর আমি সে সম্পর্কে ষ্টেটমেন্ট দেব বলেছিলাম---সেটি এখন বলছি।

এখানকার এ্যাডিশন্যাল ইঞ্জিনীয়ার, টেলিগ্রাম, গভঃ অব ইণ্ডিয়া, তিনি জানিয়েছেন যে সুপার ওয়েভের ট্রাবলস্-এর জন্য অধিকাংশ মাইক্রোওয়েভগুলি দারুণ ভাবে এফেকটেড হয়ে গত ২৪।৩।৮০ ইং তারিখে প্রায় ১৩ (থার্টিন) আওয়ার বন্ধ ছিল। তবে আশা করা হচ্ছে যে ২৫।৩।৮০ ইং থেকে উহা আবার সঠিক ভাবে চলবে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—স্যার, আমরা কাগজেপত্রে দেখেছি যে গত শুক্রবার থেকেই মাইক্রোওয়েভগুলি অচল হয়ে পড়েছিল। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে যে মাত্র থার্টিন আওয়ার এটা বন্ধ ছিল। স্যার, আমাদের এখানে যে মাইক্রোওয়েভ আছে তাতে শুধু মেসেজ রিসিভ্ করা যায় কিন্তু মেসেজ পাঠানো যায় না। এটা খুবই দুঃখজনক যে

রাজ্যের এসেম্বলি চলছে, এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অথচ এই এসেম্বলি সংক্রান্ত মেসেজ পাঠানোর ব্যাপারে পি, টি, আই-কে হাইয়েষ্ট প্রায়রিটি দিয়েও ২১শে মার্চ যে মেসেজ পাঠানো হয়েছিল সে মেসেজ ২২ তারিখে শিলচর গিয়ে পৌঁচেছে।

২১শে মার্চ যে ম্যাসেজ দিয়েছিলেন সেই ম্যাসেজ গিয়ে ২৪ তারিখে শিলচরে পৌঁছল। তাঁরা এখানে উল্লেখ করেছেন-ত্রিপুরা ইজ মেড কম্পলিটলী কাট অফ ফলোয়িং সাম আন-ইনডিকেটেড ট্রাবলস, নট এ সিংগল লাইন টু ক্যালকাটা। দি ম্যাটার ওয়াজ টেকেন আপ উইথ মিঃ এস, কে, রায়, নর্থ-ইস্টার্ণ রিজন্যাল জেনারেল ম্যানেজার অ্যাণ্ড মিঃ পি, কে, ভাটনগর। বাট নো সলাইটেস্ট ইম্প্রুভমেন্ট ওয়াজ ইন সাইট'। তারা এই ম্যাসেজ পাঠিয়েছেন ২৪ তারিখ। স্যার, এটা কি নতুন? এই অবস্থা নূতন নয়। টেলিপ্রিন্টারেরও এই অবস্থা নূতন নয়। ট্রাংক টেলিফোনেরও অচলাবস্থা। টেলিগ্রাম করতে হয়। সেই টেলিগ্রামও শেষ পর্যন্ত অর্ডিনারী পোস্টে পাঠাতে হয় ত্রিপুরা থেকে। এই হচ্ছে সত্যিকারের অবস্থা। গত ১২ মার্চ থেকে ডেডলক অবস্থা হয়ে গেল। ১৪ মার্চ ৯-১৫ মিনিট থেকে আবার ডেডলক অবস্থা হয়ে গেল। তারপর কন্টিনিউ করল পরদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত। এইভাবে একটার পর একটা চলছে। বিলোনীয়াতে তখন গুলি চলছে! কয়েক মাস আগের অবস্থা। এখান থেকে সংবাদ বাইরে পাঠাতে হবে। সংবাদ পাঠানোর কোন ব্যবস্থ নেয়। বার বার এই সম্পর্কে নজরে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু কোন নজরেই আনা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থাই করছেন না। স্যার, শুধুমাত্র পত্র পত্রিকার সংবাদের ব্যাপার তো নয়। সরকারকে যদি বর্ডারের কোন অপ্রীতিকর অবস্থার কোন সংবাদ পাঠাতে হয় বাইরে, সেও তো এই একমাত্র পথ। এইটাই একমাত্র চ্যানেল। সেই চ্যানেলটা পযন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। স্যার, এমন কি বি, এস, এফ-এ আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি বি, এস, এফ-ও একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে আছে। বর্ডারের নিউজ হাইয়েস্ট অথরিটিকে ইনফর্ম করতে পারছেন না। ব্যক্তিগত টেলিফোন, ব্যক্তিগত ট্রাংক টেলিফোন এই সমস্ত বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারের এই অবস্থা, পত্র পত্রিকার এই অবস্থা। বছরের পর বছর এইরকম চলছে। এরকম শুধু আজকে নয়, ১৯৭৪-৭৫-এ যখন আমি এম, এল, এ, হোস্টেলে ছিলাম, আমাদের এম, এল, এ, হোস্টেলের পাশেই ছিল পি, টি, আই, অফিস। সেখানে আমি দেখেছি ঘন্টার পর ঘন্টা, এমন কি ৩।৪ দিন পর্যন্ত টেলিপ্রিন্টার অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ টেলিফোনের অবস্থাও একই। এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে শুধুমাত্র দ্রুত অবহিত করার প্রশ্নই নয় বিধানসভার আমরা সদস্যরাও এই পরিস্থিতিতে উদ্‌বেক বোধ করছি এবং একটা গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ করে অনু-রোধ এই বিধানসভার পক্ষ থেকে যে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এই ব্যাপারে আরও বেশী চাপ সৃষ্টি করা হোক।

**শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী** ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরায় এই টেলিগ্রাম এবং টেলিফোন দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে একাধিকবার আমরা সরকারের তরফ থেকে

দৃষ্টি আকষণ করেছি। তাদের চরম অব্যবস্থা, কোন কোন ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি এই সমস্ত ব্যাপারে অনেকবার এর আগে যারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ছিলেন তাদেরও আমি বলেছি। কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি। এবারও আমি চেষ্টা করেছিলাম দেখা করতে। কিন্তু দেখা করার সময় না থাকায় আমি চিঠি লিখে রেখে এসেছি যে অন্ততঃ দুর্নীতির যে চক্র সেটা যেন তারা ভেঙে দেন। এই যে অব্যবস্থা চলছে, এই অব্যবস্থা সম্পর্কে এই হাউসের যে উদ্বেগ এটা আমি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং আমি আশা করব তারা অনতিবিলম্বে লোক পাঠাবেন যারা রেস্পনসিবল অফিসার আছেন, তাদের পাঠিয়ে এর একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দেখবেন যে কেন এই অব্যবস্থা এখানে চলছে।

পেপারস টু বী লেউড অন দি টেবিল

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—'দি রিক্সা প্লাইয়িং ফর হায়ার (অ্যামেণ্ডমেন্ট) রুলস," ১৯৭৯ রুলসটি সভার সামনে উপস্থাপন। আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— Mr Speaker, Sir, I beg to lay the Rikshaw Plying for hire (amendment) Rules, 1979 before the House.

মিঃ স্পীকার--- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ---"ত্রিপুরা ট্রাইবেল অ্যারিয়াজ অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (ডেলিমিটেশান অব কনস্টিটিউয়েন্সিস) রুলস্ ১৯৮০" সভার সামনে উপস্থাপন। আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলস্টা সভার সামনে উপস্থাপন করার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব—Mr Speaker, Sir, I beg to lay before the House the 'Tripura Tribal Arcas Autonomous District Council ( Delimitation of Constituencies ) Rules, 1980.

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করা যাচ্ছে তাঁরা যেন বিভিন্ন রিপোর্ট ও রুলস্-এর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করে নেন।

GOVERNMENT RESOLUTION

Mr. Speaker—Now, the business before the House is the Government Resolution regarding ratification of the Constitution ( fortyfifth Amendment ) Bill, 1980 as passed by the both Houses of Parliament. I would request the Chief Minister to move his resolution.

Shri Nripen Chakraborty—Sir, I beg to move "that this House ratifies the amendment to the Constitutition of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution ( Forty-fifth Amendment ) Bill, 1980, as passed by the two Houses of Parliament."

মিঃ স্পীকার—সভা ২টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

( After recess : Mr. Deputy Speaker in the Chair )

GOVERNMENT BILLS

মি: ডিপুটি স্পীকার—সভার পরবর্তী কাযসূচী হল, দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রে প্রিয়েশান ( ভোট অন এ্যাকাউন্টস্ ) বিল, ১৯৮০ ( ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮০ ) উত্থাপন। এখন আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি সভার অনুমতি চেয়ে এই সভায় বিলটি উত্থাপন করার জন্য।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Appropriation ( Vote on Account ) Bill. 1980 ( Tripura Bill No. 5 of 1980 )

মি ঃ ডিপুটি স্পীকার—এখন মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল---দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান ( ভোট অন এ্যাকাউন্ট ) বিল, ১৯৮০ ( ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮০ )" হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

( বিপক্ষে কেউ না থাকায় বিলটিকে হাউসে উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হল এবং বিলটি উত্থাপিত হল। )

মিঃ ডিপুটি স্পীকার---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল---দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রি-য়েশান ( ভোট অন এ্যাকাউন্ট ) বিল, ১৯৮০ ( ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮০ ) হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (Vote on Account ) Bill, 1980 ( Tripura Bill No, 5 of 1980 ) be teken into consideration.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল, দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন ( ভোট অন এ্যাকাউন্টস্ ) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮০ ) বিবেচনা করা হউক।

( বিপক্ষে কেউ না থাকায় প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হল।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—আমি এখন বিলের ধারা ৩টি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং, ২নং ও ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(বিপক্ষে কেউ না থাকায় উক্ত ধারা ৩টি এই বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হল।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---আমি এখন বিলের সিডিউলটি ভোটে দিচ্ছি। সিডিউলটি এই বিলের অনুরূপ গণ্য করা হউক।

(বিপক্ষে কেউ না থাকায় উক্ত সিডিউলটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হল)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হল---বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

( বিপক্ষে কেউ না থাকায় উক্ত শিরোনামাটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হল )।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল---দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান ( ভোট অন এ্যাকাউন্টস ) বিল, ১৯৮০ ( ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮০ ) পাশ করার জন্য আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty— Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1980 (Tripura Bill No. 5 of 1980) be passed.

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। এখন আমি ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হল—দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (ভোট অন এ্যাকাউন্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮০) পাশ করা হউক।

বিপক্ষে কেউ না থাকায় বিলটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতি ক্রমে পাশ হল )।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ১৯৮০) উত্থাপন। এখন আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সভার অনুমতি চেয়ে বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty— Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1980 (Tripura Bill No. 7 of 1980 )

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ-- এখন মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল---দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৪) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ১৯৮০) হাউসে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

(বিপক্ষে কেউ না থাকায় এই বিলটি হাউসে উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হল এবং বিলটি উত্থাপিত হল)।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ-- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল--দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৪) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ১৯৮০) হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty— Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1980 (Tripura Bill No. 7 of 1980) be taken into consideration.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-- মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, এই বিলটির উপর আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। এটা বামফ্রন্ট সরকারের দ্বিতীয় দফার সাপ্লিমেন্টারী

বাজেটের উপর একটা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল। এর দ্বারা বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যবাসীর কাছে একটা চমক সৃষ্টি করার জন্য এই বিলটাকে হাউসের সামনে এনেছেন। এটা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে বামফ্রন্ট সরকার মূল বাজেটের মধ্যে যে টাকার অংক বরাদ্দ করেছিলেন, যেটা নাকি গত মার্চ মাসে এই হাউসে পেশ করেছিলেন, সেই বাজেটের শতকরা ৭৫ ভাগ টাকা অনেক ডিপার্টমেন্ট এখন পর্য্যন্ত খরচ করতে পারেন নি, আবার অনেক ডিপার্টমেন্ট শতকরা ৫০ ভাগের বেশী টাকাও খরচ করতে পারেন নি, ঠিক সেই মুহূর্তে এই সরকার সাপ্লিমেন্টারী গ্রেন্ট চেয়ে আর একটা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল এই হাউসের সামনে এনেছেন। কিন্তু মূল বাজেটে যে পরিমাণ বরাদ্দ ছিল, সেটা যদি এই সরকার পুরাপুরি খরচ করতে পারতেন, তাহলে হয়তো এরকম সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের প্রয়োজন হত। কাজেই মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে এই যে এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিলটা এসেছে, তা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নয়। তাই বলছিলাম যে মূল বাজেটের টাকাটা যদি খরচ করা সম্ভব হত, তাহলে নিশ্চয় ত্রিপুরা রাজ্যে এখন, যে অবস্থা চলছে, তা চলতো না। আজকে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের জমিতে জলসেচ করার কোন ব্যবস্থা নেই, গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের জন্য যে সব টিউব-ওয়েল এবং রিং ওয়েলের দরকার ছিল, সেগুলিরও কোন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া পি, ডবলিউ, ডি-র যে সব রাস্তার আছে সেগুলি মেরামতের অভাবে ধুকছে, এমন কি গ্রামের রাস্তাগুলি পর্য্যন্ত মেরামত করা হচ্ছে না। কাজেই এই অবস্থায় সাপ্লিমেন্টারী ব্যয় বরাদ্দটা পাশ করলে, তা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে অত্যন্ত হাস্যস্পদ হবে। আর এই কারণেই আমি এই এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিলটাকে সমর্থন করতে পারি না। কাজেই যে সাপ্লিমেন্টারী ব্যয় বরাদ্দের দাবী আনা হয়েছে, তার পিছনে নিশ্চয় একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে এবং সরকারের এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরাও জনগণকে সতর্ক করে দিতে চাই যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটটাই বড় কথা নয়, বা তার মধ্যে যে অংকের টাকাটা ধরা হলো, সেটাই বড় কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে তার পারফরমেন্সটাই বড় কথা। এই পারফরমেন্স দিয়ে তারা কোন দৃষ্টান্ত সংস্থাপন করতে পারে নাই। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সাপ্লিমেন্টারী ব্যয় বরাদ্দ আমরা সমর্থন করতে পারি না। কারণ তাদের কার্যকারীতায়, তাদের সাফল্য সম্পর্কে আমি সন্দিহান। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট অর্থপূর্ণ হত যদি আমরা বুঝতাম এর দ্বারা ত্রিপুরার মানুষের আর্থিক উন্নতি হবে। এটা শুধু রাজনৈতিক চাতুরী ছাড়া আর কিছু নয়। এই বলে এই সাপ্লিমেন্টারীর বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীজমাতিয়া যে আশংকা প্রকাশ করেছেন সেটা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সরকার চেষ্টা করছেন টাকা খরচা করার জন্য। যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার একটা অংশ ইতিমধ্যেই খরচা হয়ে গেছে। এই অবস্থাতে এই বিলের বিরোধিতা করার অর্থ হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের যে কর্মসূচী রূপায়িত করতে চাইছে সেই কর্মসূচীতে বাধা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমি আশা করব হাউস এর দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না, এই বিশ্বাস নিয়ে আমি হাউসের সামনে বিবেচনার জন্য রাখছি।

মি: ডেঃ স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। ইহা আমি এখন ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হল, 'The Tripura Appropriation (No. 4 ) Bill, No. 1980 ( Tripura Bill No. 7 of 1980 )" বিবেচনা করা হউক।

( প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভায় গৃহীত হয় )।

এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং, ২ নং, ও ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

( উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল )।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল বিলের অনুসূচীটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

( বিলের অনুসূচীটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভায় ধ্বনি ভোটে বিলের অংশ-রূপে গৃহীত হল )।

এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল---'বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।'

( বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে ধ্বনি ভোটে সভায় গৃহীত হল )।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল " The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1980 (Tripura Bill No 7 of 1980) " পাশ করার জন্য আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব করতে।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move that "The Tripura Appropriation ( No. 4 ) Bill, 1980 ( Tripura Bill No. 7 of 1980 ) be passed.

Mr. Dy. Speaker—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কতৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। ইহা আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তবটি হল "The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1980 (Tripura Bill No. 7 of 1980"). পাশ করা হউক।

( বিলটি সভায় ধ্বনি ভোটে পাশ হল )।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল "The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1980 (Tripura Bill No. 6 of 1980)" উত্থাপন। এখন আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Deputy Speakerr Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Appropriation ( No. 3 ) Bill, 1980 ( Tripura Bill No. 6 of 1980).

Mr. Dy. Speaker---এখন মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থা-পিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল "The Tripura Appropri-

ation ( No. 3 ) Bill, 1980 (Tripura Bill No. 6 of 1980 )" হাউসের সামনে উত্থাপনের জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

( বিলটি ধ্বনিভোটে হাউসের সামনে উত্থাপিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হল, এবং বিলটি উত্থাপিত হল )।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল "The Tripura (Appropriation No. 3) Bill, 1980 (Tripura Bill No. 6 of 1980 )" হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Approprition ( No. 3 ) Bill, 1980 (Tripura Bill No. 6 of 1980 ) "be taken into consideration.

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিল সম্পর্কে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে পি. এ. সি. এই বিল সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন তারপর এই এপ্রোপ্রিয়েশান বিল হাউসের সামনে আনার কারণ বুঝতে পারছি না, কাজেই আমি এর বিরোধিতা করে এই বে-আইনী কাজের প্রতিবাদ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কি বলার চেষ্টা করছেন আমি জানি না। এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়ে এপ্রোপ্রিয়েশান বিল আনা হয়েছে এর মধ্যে কোথাও কোন বে-আইনী খরচার সংগে এর কোন যোগাযোগ নেই।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1980 (Tripura Bill No. 6 of 1980)" বিবেচনা করা হউক।

( প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বিবেচিত হইল )।

এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং, ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

( সভায় ধ্বনিভোটে বিলের ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গৃহীত হইল )।

এখন আমি বিলের সিডিউলটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত সিডিউলটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

( সভায় ধ্বনিভোটে সিডিউলটি বিলের অংশরূপে গণ্য হইল )।

এখন সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হল 'বিলের শিরোণামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।'

( বিলের শিরোণামাটি সভায় ধ্বনিভোটে সর্বসম্মতিক্রমে বিলের অংশরূপে গণ্য হইল )।

সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হল "The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1980 ( Tripura Bill No. 6 of 1980)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1980 (Tripura Bill No. 6 of 1980) be passed.

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ – এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1980 (Tripura Bill No. 6 of 1980)" পাশ করা হউক।

( সভায় প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে পাশ হইল। )

উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—"দি ত্রিপুরা মার্কেটস অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮০) হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় ডেপটী স্পীকার স্যার, I beg to move that The Tripura Market Amendment Bill, 1980 (Tripura Bill No. of 1980) be taken into consideration. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে কিছু বলছি। এটা খুব সামান্য বিষয়। এখানে আমাদের যে অ্যাক্ট। ত্রিপুরা মার্কেট অ্যাক্ট সেখানে প্রাইভেট বাজারগুলির ম্যানেজম্যান্ট সরকার অধিগ্রহণ করার জন্য একটা সময় বেধে দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে এই সময়ের মধ্যে করতে হবে। এখন এই সময়টা সরকার নির্দিষ্ট করে দেবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---এখানে অ্যাক্টের মধ্যে আগেই বলা হয়েছিল, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছিল যে তিন মাসের মধ্যে এটা করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে তৎপরতা আরম্ভ করেছিল, প্রশাসনিক তৎপরতা সেটা আজকে হারিয়ে ফেলেছে। তাই আজকে নুতন করে এই এ্যাক্টকে অ্যামেণ্ডমেন্ট করে বামফ্রন্ট সরকার প্রশাসনের সংগে তাল মিলিয়ে অ্যাডজাষ্টমেন্ট করার জন্য চেষ্টা করছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব এই অ্যাকট্টা আরেকবার পড়ুন। এই অ্যাকট্টা করা হয়েছিল প্রাইভেট যে বাজারগুলি আছে সেগুলির ম্যানেজমেন্ট যাতে আমরা হাতে নিতে পারি। কিন্তু সেই ম্যানেজমেন্ট একদিনে হাতে নেওয়া যায় না এবং সেটা একটা ধরাবাঁধা সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল---দি ত্রিপুরা মার্কেটস অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮০) বিবেচনা করা হউক।

( তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোট দেওয়া হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় )।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আমি বিলের ধারা দুইটি ভোটে দিচ্ছি---বিলের অন্তর্গত ১নং ও ২নং ধারা দুইটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

( তারপর এই প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় )।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হল—বিলের শিরোণামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

( তারপর এই প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় )।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---সভার পববর্তী কার্যসূচী হলো---দি ত্রিপুরা মার্কেটস অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮০) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ – Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Markets Amendment Bill, 1980 (Tripura Bill No. 8 of 1980) be passd

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো---মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। ইহা এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো---দি ত্রিপুরা মার্কেটস অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮০) পাশ করা হউক।

( বিলটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় )।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৮০) হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, I beg to move that the Tripura Land Tax amendment bill, 1980 (Tripura Bill No. 9 of 1980) be taken into consideration.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড টেক্স অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৮০) বিবেচনা করা হোক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় )।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আমি এখন বিলের ধারা দুইটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং ও ২ নং ধারা দুইটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় )।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন—বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ--

দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাকস্ অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৮০) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আই বেগ টু মুভ দেট, "দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৮০)" পাশ করা হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল ঃ---

"মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। ইহা এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল ঃ---

"দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৮০) পাশ করা হউক।

(বিলটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হলো)।

## GOVERNMENT RESOLUTION

Mr. Deputy Speaker :—Now, the business before the House is discussion on the Government Resolution regarding ratification of the Constitution (Fortyfifth Amendment) Bill, 1980 as passed by the both House of Parliament. I would now request the Chief Minister to raise the discussion.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সংবিধানের ৪৫তম অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, যা পার্লামেন্টের উভয় সভায় গৃহীত হয়েছে সেটা আজকে আমাদের বিধানসভায় অনুমোদনের জন্য আমি এখানে প্রস্তাব এনেছি। এটা যদিও ঠিক আইন আছে কিনা আমি জানি না, তবে এটা প্রচলিত প্রথা যে, যদি সংবিধান সংশোধন করা হয়, তাহলে একটা রেটিফিকেশান অর্থাৎ শতকরা ৫০ বা তার বেশী রাজ্যকে অনুমোদন দিতে হয়। সে দিক থেকে কয়েকটা রাজ্য এই বিলটি অনুমোদন করেছেন। আমরাও আজকে এই অনুমোদন দেওয়ার জন্য প্রস্তাব এনেছি। যে ধারাতে এই সংশোধন আনা হচ্ছে তা আছে সংবিধানের ৪৬ ধারার ৪র্থ চাপ্টারে। সেখানে এই কথা বলা হয়েছে যে, The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all froms of exploitation". সংবিধানে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, ভারতবাসীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বলতম অংশ বিশেষ করে সিডিউল কাস্টস এবং সিডিউল ট্রাইবস্ তাদের যে বিভিন্ন স্বার্থে শিক্ষার দিক থেকে, অর্থনীতির দিক থেকে সেগুলিকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে হবে এবং তাদের উপরে যে সামাজিক অবিচার রয়েছে সেগুলি দূর করতে হবে ও তাদের সকল রকমের শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। এই লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে সংবিধানের ৩৩৪ ধারায় আবেদন রাখা হয়েছিল যে, ১০ বছরের মধ্যে আমরা এটা করব। দুঃখের বিষয় যে, তারপর দু' দু'টা এই ধরনের

সংশোধন আনতে হয়েছে এই ১০ বছর সময় সীমা বাড়ানোর জন্য। কিন্তু তারপরও আজকে আবার সময় সীমা বাড়াতে হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কেন আমরা ১০ বছরের মধ্যে দুর্বলতম অংশের মানুষকে সমান স্তরে আনতে পারলাম না? ভারতবর্ষে বহু উপজাতি এবং জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে তপশিলী সম্প্রদায় রয়েছে। বিভিন্ন তপশিলী সম্প্রদায়ের এইসব মানুষকে একই স্তরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য সামনে রেখেই সংবিধান রচনা করা হয়েছিল এবং যাতে সেই কাজ করা যায়, তাদের সেইসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় তারজন্য সংবিধানে ব্যবস্থা ছিল। আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সেই কাজ করা ত দূরের কথা আমরা বামফ্রন্ট যখন আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সেই কাজ করবার জন্য চেষ্টা করছি তখনই এই কাজে শোষক গোষ্ঠী ও বুর্জোয়া জমিদারদের দলগুলি দলবদ্ধ ভাবে বাধার সৃষ্টি করছে। এটা একটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এটা মনে রাখতে হবে, সমাজের মধ্যে, সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে একদল লোকের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে, যাদের আমরা বুর্জোয়া জমিদার বলে থাকি, সেই সব বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর লোকেরা ক্রীতদাস হিসাবে রাখবেন যারা তপশিলী জাতি হিসাবে পরিচিত। তাদের মধ্যে অনেককে কনডোন লেবার হিসাবে রাখা হত। কনডোন লেবার হচ্ছে, যাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না। সেই রকম লোক আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নেই। আমরা জানি, বিভিন্ন রাজ্য থেকে এখানে কাজে ইনডেন্ট লেবার আছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে ঠিকাদাররা চুক্তি করে লেবার নিয়ে আছে। এই ধরনের লেবার আমরা ইটের ভাটি এবং চা বাগানে দেখতে পাই। এদের কোন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকে না। তাদের বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে প্রায় জেলখানার মতই রাখা হয়। হয়ত তারা অল্প সময়ের জন্য থাকে। কিন্তু জমিদারের কাছে যারা থাকে, তারা পুরুষানুক্রমে কাজ করে। আজকেও সেই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ না হওয়ার ফলে যারা কনডোন লেবার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের মুক্তি হচ্ছে না। জমিদারের হাতে রাষ্ট্র কাঠামো থাকার ফলেই এটা হচ্ছে। এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব এইজন্যই হচ্ছে না। আজকে আমরা যদি রাজনৈতিক দলগুলির দিকে তাকাই ত হলে দেখতে পাব, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর দলে কতজন রাজা মহারাজা, জমিদার জোতদার আছেন। এই সমস্ত লোক সে জনতাই হোক কিংবা লোকদলই হোক যখনই সরকার পাল্টাবে তারাও জামা পাল্টিয়ে সে দলে ভিড়ে যায়। জনতা, লোকদল, কংগ্রেস কেহই স্বার্থ বর্জিত দল নয়। যেই সরকারে আসুক না কেন এই সমস্ত বড় বড় রাজা-মহারাজা জমিদার-জোৎদারদের স্বার্থ রক্ষা করে সবাই চলবে। আর সরকারের ভেতরে এই সমস্ত লোক থাকলে কাজ করতেও সুবিধা হয়। তারা বিভিন্ন ভাবে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই আসল কথা হচ্ছে, সংবিধান সংশোধন করাটাই বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, এইখানকার সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছা থাকা দরকার তাদের উন্নতি করার। আমার মনে আছে, পল রবসন বলে একজন নিগ্রো বিশ্ব বিখ্যাত গায়ক তিনি—মাননীয় সদস্যরা জানেন, নিগ্রোরা খুব নিপীড়িত হচ্ছে, তাদের উপর দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন নিগ্রো ছেলে যদি কোন শেতাঙ্গ মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় এবং সেই নিগ্রোর এক টুকরো মাংস নেবার জন্য হাজার হাজার বড় লোকের মেয়েরা বসে থাকে। কারণ সেটা গর্বের বিষয় যে, তাকে লিঞ্চ করা হয়েছে। নিগ্রোরা কোন শেতাঙ্গ স্কুলে পড়তে পারবে না, কোন শেতাঙ্গ হোটেলে খেতে

পারবে না। এই রকম বর্ণ বৈষম্য সেখানে রয়েছে। যেখানেই বর্ণ বৈষম্য রয়েছে সেখানেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে। আজকে দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলিতে বিরাট শেতাঙ্গ দল রয়েছে। সেখানকার নিগ্রো নেতা পল্ল রর্ডসনকে কোর্টে দাঁড়িয়ে বলতে শুনা যায়, এই প্রথম স্বাধীন ভাবে কথা বলার সুযোগ পেলাম, এই প্রথম যেখানে খুশী সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারছি। আমার বন্ধুত্ব গ্রহণ করার জন্য আপামর জনসাধারণ প্রস্তুত হয়ে আছে। কাজেই এটা অবশ্যম্ভাবী কোন কথা নয়। কাজে কাজেই আমি বলতে চাই, এই রকম যে অবস্থা সেখানে ১০ বছরে এই সমস্যা দূর করতে পারতেন না।

মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন আজকে যে সমস্ত দেশ সমাজতন্ত্রে অধ্যুষিত হয়েছে; সেখানেও এই ধরনের পাপ ছিল। সে দেশগুলি সে পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। কারণ শ্রেনী সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই শ্রেণীহীন সমাজ, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে উঠে। শুধু সংবিধান সংশোধন করেই বর্ণবৈষম্য দূর করা যাবে না, যে ট্রাইবেলদের পায়ের তলায় রাখা হয়েছে, সে ট্রাইবেলদেরকে শোষণমুক্ত করা যাবে না, তাদেরকে শিক্ষা বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যাবে না যদি না শ্রেণী সংগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। আজকে যতদিন যাচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম ততই তীব্রতর আকার ধারণ করছে। পশ্চিমবঙ্গে আজকে বর্ণবৈষম্য নেই। আজকে সেখানে যান, দেখবেন কত বর্গাদার নাম রেকর্ড করেছে। যে বর্গাদাররা ক্রীতদাসের পর্য্যায়ে ছিল, আজকে তারা জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সাহস পাচ্ছে। সে সাহসের জোয়াড় আজকে ত্রিপুরায়ও এসেছে। তারা যাতে শ্রেণী সংগ্রামের পথে আসতে পারে, শোষণমুক্ত হতে পারে, আগামী ১০ বছরের জন্য সেই সুযোগ তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আমি নিশ্চয়ই আশা করব আমার এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আজকে হাউসে সংবিধানের ৪৫তম সংশোধনীকে রেটিফাই করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে বলতে চাই যে আমাদের সমাজ শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। তারাই হয় অত্যাচারী, তারাই হয় নির্য্যাতনকারী তারাই হয় শোষক যাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে, যারা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে শ্রেণী স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে না। আমরা যদি সমাজ ব্যবস্থার পেছনে তাকাই তাহলে দেখব, বহু যুগ আগে যাদের হাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল, তারাই নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করত। তারপর দাস প্রথার দিকে তাকালে দেখব সেই ক্রীতদাসদের মালিকরা তাদেরকে ২৪ ঘণ্টা খাটাত, অনাহারে, অর্দ্ধাহারে তাদেরকে রাখত। এমনকি তাদেরকে মেরে ফেলার অধিকার পর্য্যন্ত সেই মালিকদের ছিল। এই ক্রীতদাস প্রথার পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে আমরা দেখি সামন্ততন্ত্র। সেখানে দেখি শাসন ক্ষমতা ছিল যাদের হাতের মুঠোয়, তারাই সে ক্ষমতা ব্যবহার করেছে সেই ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে, তাদেরকে শোষণ করার বিরুদ্ধে। স্যার, আমরা দেখেছি—জমি পাইয়ে দিতে হবে জমিদারদের। সেই জন্য তারা লাঠি তুলে দিতেন ক্রীতদাসদের হাতে। সেই লাঠির আঘাতে মাথা ফাটত ক্রীতদাসদের, জমি চলে আসত জমিদারদের

হাতে। এই ভাবে এই দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের ব্যবহার করা হত বড় লোকদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এবং সেটা সম্ভব হয় এই জন্য, যেহেতু রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল তাদের হাতে, সেই সামন্তদের কথায় পরিচালিত হত দেশের শাসন ব্যবস্থা। আজকে ভারতবর্ষেও সেটা হচ্ছে, এখানেও রয়েছে আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা আধা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। আজকে ভারতের শাসন ক্ষমতায় রয়েছে বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী। তারা ভারতের শাসন ক্ষমতাকে ৩২ বৎসর ধরে কুক্ষিগত করে রেখেছে এবং যা কিছু কাজ করেছে, তা ঐ বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীরই স্বার্থে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে তপশিলী জাতি, উপজাতিদেরকে ১০ বৎসরের জন্য সুযোগ দেওয়া হলেও, সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ এই সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে হলে আমাদেরকে প্রথম চিন্তা করতে হবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাদের হাতে দেওয়া যেতে পারে। জগজীবন বাবু তপশিলী জাতি নেতা হিসাবে ভারতবর্ষে সমধিক পরিচিত। কিন্তু আমরা দেখেছি কংগ্রেস আমলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে এই ৩২ বৎসর যাবৎ তিনি কিছুই করতে পারেন নি। বরং আরও বেশী করে হরিজন নিগ্রহ হচ্ছে, তাদের ঘরবাড়ী অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে, নারীদেরকে ধর্ষণ করা হয়েছে, হরিজনদের উপর এই সমস্ত অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু সমস্ত কাজগুলিকে জগজীবন বাবুর সমর্থন করতে হচ্ছে. নীরবে সহ্য করতে হচ্ছে। কারণ ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে ভূস্বামীদের শাসন ব্যবস্থা, সমস্ত পুঁজিপতিদের স্বার্থেই পরিচালিত হচ্ছে এই শাসন ব্যবস্থা। সেইজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রেণী সংগ্রামের যে কথা বলেছেন, সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তপশীলি জাতি ও উপজাতি নিজেদের স্বার্থকে আদায় করতে পারবে এবং তাদেরকে বুঝে নিতে হবে সেই সংগ্রামের রাস্তা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরায় আমরা দেখেছি কংগ্রেস ৩০ বছর রাজত্ব করেছে এবং এখানে তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের নেতা ছিল। এখানেও তাদের যে অগ্রগতির পথ, সে অগ্রগতির পথকে বাঁধা দেওয়া হয়েছিল ঐ জোতদারদের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য। স্যার আমরা যদি গোটা ভারতবর্ষে যদি তাকাই, তাহলে দেখব—যে সমস্ত কৃষক জমিদারদের কাজ করছে যারা মুজুরের কাজ করছে, সেই বিহার, মধ্য প্রদেশ বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি তারা যখনই মাথা তোলার চেষ্টা করছে, তখনই তাদের উপর চলেছে অকথ্য নির্যাতন। স্যার, আমি এখানে একটা তথ্য তুলে ধরছি সিডুয়েল কাস্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবস কমিশনের ২৩তম রিপোর্টে হরিজন নিগ্রহের যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা হল—১৯৭৪ ইং সালে ৮,৮৬০ জন, ১৯৭৫ ইং সালে ৭,৭৮১ জন, ১৯৭৬ ইং সালে ৫,৮৬৭ জন এবং ১৯৭৭ ইং সালে ৯,২২৫ জন। এই সংখ্যাগুলি হচ্ছে সরকারের স্বীকৃত সংখ্যা। স্যার, ১৯৭৫-৭৬ ইং সালে হিমাচল প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ এই ৭টি রাজ্যে ২২,৪৭০ জন অস্পৃশ্যতার অভিযোগ সরকারী ভাবে স্বীকৃত।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কারা অস্পৃশ্য ? যাদের স্পর্শে আমাদের দেশ সুন্দর হয়, যাদের স্পর্শে দেশের সম্পদ সৃষ্টি হয়, যারা এই দেশের মধ্যে নিজের গায়ের ঘাম ঝড়িয়ে রক্ত ঝড়িয়ে দেশকে গঠন করেছেন, যারা দেশের অগ্রগতির জন্য সম্পদ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন এবং যাদের স্পর্শের দ্বারা দুনিয়া চলছে তারাই হচ্ছে অস্পৃশ্য। আমরা

এখন এই ৩২ বছর শাসনের পরও কংগ্রেস এবং জনতা শাসনের পরও সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশ সম্বন্ধে বলতে পারি, সেখানে এখনও হরিজননের পানীয় জলের জন্য এক সারিতে দাঁড়াতে হয়, স্কুলে যখন হরিজন ছাত্ররা যায় তখন তাদের ঘরের এককোনে বসতে দেওয়া হয়, সবার সঙ্গে মিশে বসতে দেওয়া হয় না। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে ত্রিপুরা পশ্চিবঙ্গ এবং কেরালায় বামফ্রন্ট গণতান্ত্রিক শক্তিশালী রাজ্যগুলিতে এই পাপ অনেকটা দুরীভুত, কিন্তু যেখানে এখনও গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী নয়, সে সব রাজ্যে এখনও কলকারখানার মধ্যে তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতিদের বসে একসাথে চা খেতে দেওয়া হয় না। এই জিনিষটা ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এখনও কেন? ভারতবর্ষের সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় তাদের সে রক্ষা কবজ আছে। ভারতবর্ষের সংবিধানের ১৫ নং ধারায়, ১৭নং ধারায়, ৩৩৬নং ধারায় এবং ৩৩৮নং ধারায় তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতিদের রক্ষা করার জন্য, এবং অস্পৃশ্যতার হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সেখানে নির্দ্দেশাবলী আছে। তা থাকা সত্বেও এগুলি চলছে। এটা কিসের জন্য? ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় যারা রয়েছেন তাঁরা চান ঐ অস্পৃশ্যরা অস্পৃশ্য হয়েই থাকুক, তাঁরা চান যারা ক্ষেত মজুর, যারা দিন মজুর এতদিন যারা কৃতদাস ছিল, তারা এই কৃতদাস থেকে ক্ষেতের মালিক এবং সমস্ত সম্পদের সৃষ্টি করছে এই যে অবস্থা, যারা আজকে কলকারখানার মালিক, যারা হয়তো আজকে ক্ষেত মজুরে পরিনত হয়েছে তারা এই ঘোষখোরদের স্বার্থে বৃহৎ বুর্জ্জোয়াদের স্বার্থে খেটে যাবে এটাই চান ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণী এবং তার জন্যই এই নির্যাতন তাদের দূর হয় নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই কথা বলতে গিয়ে আমি ত্রিপুরার কতগুলি জাতির কথা বলবো যে, যাদের সম্বন্ধে কংগ্রেস ৩০ বছর ধরে ক্ষমতায় থেকেও তাদের জন্য এক ফোটা চোখের জল ফেলে নি। সেই যে দুর্বল জাতিগুলি সেগুলি হচ্ছে। শব্দকর, লস্কর কপালী, বীন, তেলেঙ্গা এই রকম কতগুলি ক্ষুদ্র দুর্বল জাতি বিশেষ করে আমি কপালী জাতি সম্বন্ধে বলতে চাই যে, সারা ত্রিপুরায় তাদের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ কিন্তু আজকে তাদের সে অবস্থা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কোন্ অবস্থায় তারা আছে। যদি একটু লক্ষ্য করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, প্রশাসনের ভিতরে অফিস, আদালতের বিভিন্ন অংশে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যদি তাকাই, তাহলে তাদের কোন লোককে প্রশাসনের ভিতরে দেখা যাবে না। শিল্প জগতের দিকে, লেখকের জগতের দিকে ইত্যাদি জগতের দিকে যদি তাকাই, সেখানেও তারা অনুপস্থিত। শিক্ষার দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখা যাবে প্রায় ১ লক্ষ লোকের মধ্যে ৫ (পাঁচ) ভাগ, ৬ (ছয়) ভাগ লোকও অন্তত নাম সই করতে পারে কিনা সেখানেও সন্দেহ আছে এবং শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগও সরকারী কাজের মধ্যে নেই। এই হচ্ছে অবস্থা এবং তাদের পেশা হচ্ছে তারা শতকরা ১০০ ভাগই কৃষিজীবি কিন্তু তাদের নিজের জমিতে কয়জন চাষ করে সেটা হচ্ছে প্রশ্ন? তারা কৃষক হওয়া সত্বেও কোন উন্নত প্রথায় যে চাষ করবে সেই আলো তাদের কাছে গিয়ে পেঁছায় নি। কারণ সামাজিক দিক থেকে এমন এক অবস্থায় তারা আছে, যেখানে শিক্ষার কোন আলো, অগ্রগতির আলো সে জায়গায় পেঁছতে পারে নি। আমার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে এই এক বছরের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, কপালী এবং শব্দকর এই দুইটা সম্প্রদায়কে তপশীলি জাতিভুক্ত করা হবে। এই

সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য যথারীতি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আজকে প্রায় দেড় বছর হয়ে গেল কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে নীরব। যারা এতদিন বঞ্চিত হয়েছিল, যাদের জন্য ঐ কংগ্রেস সরকার কিছু করেন নি এবং যাদের কথা ভাবেন নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার তাদের যে আশার আলো দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার এখনও অনুমোদন না দেওয়ার সেটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলছে। কাজেই এই প্রস্তবকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কছে আহ্বান রাখবো যে, রাজ্যসরকারের যে সিদ্ধান্ত, সে সিদ্ধান্ত থেকে অনুমোদন বাড়িয়ে তাদের ক্ষেত্রে যেমন --কাপালী, শব্দকর, বীর ঢুলি তেলেঙ্গানা এইসব জাতিগুলির ক্ষেত্রে তপশীলি জাতিদের জন্য যে বিভিন্ন সুযোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও যাতে সেটা কাজে পরিনত করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি পরিশেষে বলতে চাই যে, তপশীলিজাতি, উপজাতিরা আজকে ভারতবর্ষের যারা ক্ষেত মজুর, যারা কলকারখানার শ্রমিক তাদের বুঝতে হবে যে এই ভাবে সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে তাদের সে অবস্থা থেকে অব্যাহতির পথ আজকে সংগঠিত করতে হবে, শোষক গোষ্ঠির যে ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের সোচ্চার হতে হবে। আমরা আজকে ত্রিপুরায় দুর্বল উপজাতিদের জন্য রক্ষা কবচ হিসাবে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করেছি। তাতে আমরা দেখছি ত্রিপুরার মধ্যে যারা বড় লোকের স্বার্থের পাহাড়াদার, ধনীক শ্রেণীর স্বার্থের পাহাড়াদার তাদের সেটা সহ্য হচ্ছে না। তারা এই স্ব-শাসিত জেলাপরিষদ, যেটা বামফ্রন্ট সরকার তাদের ন্যুনতম রক্ষা কবচ হিসাবে দেবার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা যে আইন হয়েছে তা কার্যকরী করার পথে তারা প্রকাশ্যে বাধা দিবেন বলে বলছেন। আমরা দেখছি, এর পিছনে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল মদত দিচ্ছে এবং মহাজন-শোষক যারা এই উপজাতিদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের শোষন করেছে, তাদের নিঃশেষ করেছে, তারাই এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করার বিরুদ্ধে আক্রমন করছে। এবংবামফ্রন্টসরকারের এই কাজকে বাধা দেবার জন্য তারা সক্রিয়আক্রমন করছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না। তার মুল কারণ হচ্ছে, যদি এই শাসক শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করার সুযোগ পায়, তাহলে সে জিনিষ করতে পারে। এই তপশীলিজাতি-উপজাতি এবং দুর্বল অংশের মানুষ তারা নিপীড়িত হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে, যেহেতু তাদের দল হিসাবে বামফ্রন্ট সরকার পাশে রয়েছে।

এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি এই কথা বলব যে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে তপশিলী জাতি এবং উপজাতি অংশের মানুষ যারা তারা যদি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগে সামিল না হয় তারা যদি বুঝতে চেষ্টা না করে এই ধরনের শ্রেণীর শাসক, এই ধরণের শাসনে যারা ভূস্বামী, ভারতে যারা জমিদার, যারা পয়সাওয়ালা তাদেরকে সরানো দরকার। যারা তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট যারা তাদের মুক্তি দিতে চায় এমন সরকার যদি কেন্দ্রে না যায় তাহলে পরে তহাদের মুক্তি সম্ভব না। কাজেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং সংগ্রামের জন্য সবাইকে আহ্বান করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার ঃ— শ্রী হরিনাথ দেববর্মা।

**শ্রী হরিনাথ দেববর্মা ঃ—** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মুখ্যমন্ত্রী যে বিলটা এনেছেন, তার উপর আমি আমার বক্তব্য রাখব। আমরা জানি এই সিডুল কাষ্টস্ এবং সিডুল ট্রাইবস্ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আমরা দেখেছি এই বিলটা দিয়ে পার্লামেন্টে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার ৩ বছর পরেও ট্রাইবেল যারা, সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবদের তাদের কিছুই উন্নতি হয়নি। উন্নতি করার জন্য তারা যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেই পরিকল্পনা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ৩০ বছর পরে ও তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে এত অনুন্নত অবস্থার মধ্যে রয়ে গেছে যা কল্পনা করা যায়না। এবং সেইজন্য সারা ভারতবর্ষের তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতিদের মধ্যে উন্নতি করার কথা সবার মুখে শুনি। কিন্তু তাদের উন্নতি আর বাস্তবায়িত হতে দেখিনি। তাদের উপর যেভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন চলেছে, যারা উপরওয়ালার লোক, যারা পয়সাওয়ালা যারা জমিদার এই সমস্ত মানুষেরা তাদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালিয়েছে। তাদের হাত রক্ষা পাবার কোন ব্যবস্থা সরকার করেনি। যার ফলে তাদের উপর অত্যাচার এখনও অব্যাহত গতিতে চলেছে। এর জন্য সরকার এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহন করুক। যার ফলে উপরতলার এই সমস্ত মানুষেরা, ধনীরা তারা যাতে আর মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। জনতা সরকারের আমলে দেখেছি বিহারে, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রেতে হরিজনদের উপর নির্মমভাবে যে অত্যাচার করা হয়েছিল, তখন জগজীবন বাবুর উদ্যোগে পার্লামেন্টে একটা প্রশ্ন উঠেছিল এবং সেটা পাশ হয়েছে কিনা জানি না। এমন একটা সংবিধান সংশোধন হওয়া দরকার, যেমন উত্তরপ্রদেশে, বিহারে এই সমস্ত লোকদের হাত রক্ষা পাওয়ার জন্য হরিজনদের হাতে বন্দুক তুলে দেওয়া হোক। সরকার তাদের বিনা পয়সায় গোলা বারুদ তাদের হাতে তুলে ধরুক। এই ধরনে সংবিধান সংশোধন হয়েছে কিনা জানিনা। এখন ইন্দিরা গান্ধী গদীতে বসছেন। আমরা দেখেছি যে কংগ্রেস আই তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে বলেছিল এই সমস্ত মানুষদের রক্ষা করার জন্য সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন কংগ্রেস আই গদীতে বসার পরেও আমরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছিটেফোটা এই সমস্ত আমরা দেখেছি। আমরা শুনেছি সরকার এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই ব্যবস্থার রূপরেখা আমরা দেখতে পাইনি। যেমন ইন্দিরা গান্ধী এক জায়গায় জানিয়েছেন যে, বিহারে একটি গ্রামে যেসমস্ত হরিজনকে অত্যাচার করা হয়েছিল এই সমস্ত হরিজনের পরিবারকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য পুলিশের সাহায্য পুরোপুরিভাবে হচ্ছিল না। যার জন্য তিনি বলেছিলেন বিশেষ বিশেষ আদালত গঠন করা হবে, বিশেষ বাহিনী গঠন করা হবে। এটা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছিল। বিশেষ বাহিনী বিশেষ আদালত সেখানেই করা হবে যেখানে হরিজনদের জন্য বিশেষ গ্রাম আছে। তাদের রক্ষা করার জন্য এই বিশেষ বাহিনী থাকবে এবং তার সংগে পুলিশ থাকবে। এই ধরনের কথা আমরা শুনেছি। তবে তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তবে কংগ্রেস আই মাত্র ২ মাস হল গদীতে বসেছ। তাদের কাযকলাপ, তাদের চরিত্র এর মধ্যে কিছু বুঝা যাবে না। আরও কয়েকমাস গেলে পরে তাদের চরিত্র বুঝা যাবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৭৮ এ পার্লামেন্টর সেক্রেটারী যখন উড়িষ্যায় গিয়েছিলেন হরিজন

এলাকা, ট্রাইবেল এলাকা পরিদর্শন করবার জন্য, সেই রিপোর্টে আমরা দেখেছি উড়িষ্যাতে যেসমস্ত হরিজন ধরনের মানুষ আছে বিভিন্নভাবে তাদের উপর অত্যাচার করা হয়। ঐখানে উপজাতি যারা আছে তারা কিছুটা উন্নত। তারা চাষ বাস করছে। তারা জমি রক্ষণাবেক্ষণে ব্যাপারেও তারা সচেতন। হরিজনরা সেখানে এতই অবহেলিত, এবং নির্যাতিত যা কল্পনা করা যায় না। তাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় বলেছিলেন যে, তাদের এমন অবস্থা যে তাদের ভরন পোষনের কোনধরনের ব্যবস্থা নেই। ঐ এলাকায় হরিজন মেয়েরা রাস্তায় দিনে বেরুতে পারে না। দিবালোক তাদের কাছে ভয়াবহ। তারা একমাত্র রাত্রিবেলায় বাড়ী থেকে বেরোয়। এই রিপোর্ট অত্যন্ত মর্মান্তিক। এই সমস্ত দুর করবার জন্য জনতা সরকার কোন চেষ্টা করেনি। কাজেই এটা বড়ই দুঃখজনক। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যেমন পুঁজিপতি, ধনী শ্রেণীর লোকেরা উত্তর প্রদেশ, বিহারে, দক্ষিণ ভারতের লোকেরা যারা এই সমস্ত হরিজনার তপশিলী উপজাতিদের সাংবিধানিক যে রক্ষা কবচ বাতিল করার জন্য চেষ্টা করছে। তারা উত্তর প্রদেশে বিহারে আমরা দেখেছি ১৯৭৮-৭৯ সনে তাদের ছিল উপজাতিদের হরিজনদের রক্ষা করার জন্য সে সংবিধান সেটা বাতিল কর। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পার্লামেন্ট অধিবেশনে উপজাতিদের জন্য যে ১০ বছর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে সেটা যথেষ্ট নয়। ১০ বছর তাদের পক্ষে কিছু নয়। কারন ট্রাইবেলরা এত অনুন্নত যে তাদের অন্যান্য উন্নত মানুষের মত সমান তালে উন্নতি করতে হলে ১ বছর কিছুই নয়। তাদের জন্য কোন মেয়াদ না, কোন টাইম না, যতদিন পর্য্যন্ত তারা উন্নত ধরনের মানুষের সংগে সমান তালে চলতে না পারে ততদিন পর্য্যন্ত এটা চলতে থাকবে। তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সমস্ত দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে। তাদের জন্য, তাদের উন্নত করার জন্য তাদের এই সুযোগ দেওয়া হোক। আমি দেখেছি পার্লামেন্টের কোন কোন সদস্য তাদের এই সমস্ত বিভেদের কথা নিয়ে বিতর্ক তুলেছিল, যারা বৌদ্ধ। যারা খৃষ্টান, তাদের জন্য ভারতের সংবিধানের মধ্যে তাদের রক্ষা কবচ অথবা তাদের চাকুরী ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা, রাজ্য বিধানসভায় বা কেন্দ্র বিধানসভায় তাদের প্রতিনিধি পাঠানোর যে রিজার্ভেশানের কথা, সেটা উল্লেখ যোগ্য অনেকে বলেছিলেন। কিন্তু যারা হরিজন ছিল, যারা উপজাতি ছিল, তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিষ্ট হয়েছে, বুদ্ধিজম গ্রহনের সঙ্গে সঙ্গে নাকি তাদের অবস্থা উন্নত হয়েছে, তাই তাদের এই সমস্ত ব্যবস্থা বাতিল করা হউক। আবার যারা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা হয়েছে, তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, তাই তাদের সমস্ত ব্যবস্থা বাতিল করা হোক। এই ধরনের প্রশ্ন অনেকে তুলেছিলেন। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি জানি যারা হরিজন, যারা উপজাতি থেকে ধর্মান্তর হয়েছে, তাদের অবস্থা ভারতবর্ষে কোন ক্রমেই পরিবর্ত্তন ঘটেনি। মাত্র শহরে যারা দুই একটা ঘর আছে, তাদের অবস্থার হয়ত কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যারা বুদ্ধিষ্ট এবং খৃষ্টান তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। যারা অ্যাংল্যো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের লোক, তারা তারাও উপজাতিদের মত পিছিয়ে পড়ে রয়েছে। তারাও আজ প্রতিবাদ তুলেছে তাদের ক্ষেত্রেও আমি বলতে চাই যারা অ্যাংল্যো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের লোক তারাও ভারতবর্ষের মধ্যে মাইনরিটি। হয়ত বা

অউন্নত সম্প্রদায়ের চেয়ে তারা উন্নত। শিক্ষায় দীক্ষায় হয়ত তারা উন্নত হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তারা ভারতবর্ষের মধ্যে মাইনরিটি তাই তাদের রক্ষা করার জন্য রক্ষাকবচ দরকার। হরিজন ও উপজাতির যারা আছে, তারা যেমন বিধানসভায় কনট্রাস্ট করে তাদের মত তোমরাও কনট্রাস্ট কর। তোমাদের যে নমিনেশান আছে সেই নমিনেশানের মাধ্যমে তোমাদের জন্য যে লোকসভা ও রাজ্যসভায় রিজার্ভেশান দেওয়া আছে, সেটা থাকা চলবে না। যাদের এত মাইনরিটি যে তারা বিভিন্ন লোকসভা নির্বাচনে ও রাজ্য সভা নির্বাচনে কনট্রাস্ট করে কোন রকমেই জয়ী হতে পারবে না। এই ছিল নমিনেশানের মাধ্যমে তাদের সিট রিজার্ভেশানের প্রশ্ন, এর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার।

আমি দেখেছি সিডুলকাস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ক্যাটাগরি আছে তপশীলি জাতির মধ্যে একটা শ্রেণী বিন্যাস আছে, সমস্ত তপশীলি সম্প্রদায়ের লোকেরা এক রকম নয়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। যারা হরিজন তারাও তপশীলি জাতি, যারা ত্রিপুরায় আছে, যারা পশ্চিমবাংলায় আছে তারাও তপশীলি জাতি, তারা সকলেই তপশীলি জাতির অন্তর্ভুক্ত। এবং তারা সকলেই পেছনে পড়ে রয়েছে, সিডুলকাস্টের লোকদের এই সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি পাওয়ার অধিকার আছে সংবিধানের মতে। তবু বাস্তবে এই সমস্ত তপশীলি জাতির লোকদের জন্য, যারা অনগ্রসর তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা সরকারের বিবেচনা করা উচিৎ, সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে তারা অস্পৃশ্যতার গণ্ডির মধ্যে রয়ে গেছে, যেমন আমরা দেখেছি দক্ষিন ভারতে তাদের প্রতি অস্পৃশ্যতা এত মারাত্মক যে সেটা আজকের এই বিংশ শতাব্দির কালে কল্পনা করা যায় না। তাই আমি মনে করি এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ভাবে মানুষে মানুষে যে ভেদা ভেদ সৃষ্টি করে চলেছে তাকে সর্ব্বতোভাবে নির্মূল করার চেষ্টায় ভারত-সরকারের একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কারণ সর্বপ্রথম যে কথাটা গান্ধীজির মুখে শুনেছিলাম, তিনিই সর্বপ্রথম আন্দোলন করেছিলেন এই অস্পৃতার বিরুদ্ধে, যদিও তিনি সফল হতে পারেন নি। তাঁর ধ্যানধারনা ভাল থাকা সত্যেও। ভারত-বর্ষের সমস্ত জাতিকে এক করার একটা চেষ্টা নিয়েছিলেন এই গান্ধীজী কিন্তু তাঁর এই সমস্ত চিন্তা ধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার মত মনোবল ভারতবর্ষের মানুষের নেই। তাই বলি আজ তাদের জন্য শুধু পরিকল্পনা গ্রহন করলেই চলবে না এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলেই চলবে না, তাদের জন্য লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার টাকা বরাদ্ধ করলেই চলবে না। এই সমস্ত পরিকল্পনাকে, এই সমস্ত বরাদ্ধ-কৃত টাকাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ভারতের সমস্ত মানুষের একটা মনোবল থাকতে হবে। কারণ যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মানুষের মানষিকতার পরিবর্তন হবে না, ততদিন পয্যন্ত কোন পরিকল্পনাই সুষ্ঠুভাবে বাস্তবে রূপায়িত হবে না। ভারতবর্ষের যেখানে ধনীদের শাসন ব্যবস্থা আজও আছে, সেখানে যতদিন পর্য্যন্ত ধনীদের প্রভাবমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করা যাবে না, ততদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার অনগ্রসর লোকদের জন্য উন্নত । পুরা গঠন করা সম্ভব হবে না। কোন সরকারই নুতন

ত্রিপুরা গড়তে পারবে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউজে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা অত্যন্ত ঐতিহাসিক প্রস্তাব, কারণ আগামী দশ বছরের জন্য এটা কিছুই না। কারণ আমি মনে করি কোন সরকারই গেরান্টি দিতে পারে না যে আগামী দশ বছরের মধ্যে তপশীলি জাতি ও উপজাতির লোকেরা উন্নত হতে পারবে। কাজেই এই সমস্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা থাকতে চাই না। আমি চাই অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সামনে পিছে এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক ভারতবর্ষের সংবিধান সংশোধন করা হোক এই ভাবে যে, যতদিন পর্যন্ত না এই সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা উন্নত লোকেদের মত শিক্ষায় দীক্ষায় সমাজ নীতিতে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে এবং যতদিন পর্যন্ত না তারা উন্নত লোকেদের মত সমাজে সম্মান পায়, তত্দিন পর্যন্ত তাদের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হবে। এই দাবী রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে বিলটি হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। আজকে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের ৩২ বছর পরও আমাদের সিডুল্ডকাষ্ট বলে পরিচয় দিতে হয়। এই সমাজের মধ্যে আজকে যে কোটি কোটি মানুষ শিক্ষিত আছে, তাদের মধ্যে আমরাও কম বেশী লেখা পড়া শিখেছি। তাদের মত কথা বলার ক্ষমতা আমরা পেয়েছি। কিন্তু আজও আমাদের পরিচয় সিডুল্ড কাষ্ট বা হরিজন বলে। আজকেও আমাদেরকে হরিজন বা সিডুল্ড, কাষ্ট বলে যে কোন জায়গায় পরিচয় দিতে হয়। যেখানে এই ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যরা পরিচয় দেয় হিন্দু বা মুসলমান বলে, সেখানে আমাদের হচ্ছে এই ধরণের পরিচয়। হাজার হাজার বছর আগেও সনাতন ধর্মের মধ্যে এরকম নির্দ্দেশ করা হয়েছে। বর্তমানে এ ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখা হচ্ছে যাতে শ্রমজীবি মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। তাই সব সময় এ বিভাগ করে রাখা হয়েছে। আমরা জানি যে অসমিয়ারা আজকে বলছে আসাম ফর আসামীজ। আবার উত্তর প্রদেশ ও বিহারেও আজকে কেন আন্দোলন হচ্ছে হরিজনদের সঙ্গে? হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের কেন দাঙ্গা হয়? আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই একদল বলে আমরা বাঙালি আরেক দল বলে আমরা উপজাতি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আইন-শৃঙখলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে। হ্যাঁ ঐ যে সমাজ ব্যবস্থা, সে ব্যবস্থার জন্যই আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেও বিশৃঙখলার আশংকা দেখা দিয়েছে। এখনও হরিজনরা গ্রামে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ঢুকতে পারে না, কোন মন্দিরে ঢুকতে পারে না। তার কারণ তারা নাকি অস্পৃশ্য। আজকে এখনও আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় আছে যে শনি-মঙ্গল বারে তাবিজ দিলে নাকি মঙ্গল হয়। আমেরিকাতেই শুধু বর্ণ বৈষম্য নয় আমাদের সোনাতন ব্যবস্থার মধ্যে আগে ছিল এবং বর্তমানেও আছে। আগে জমিদাররা এ ব্যবস্থাকে তাদের কাজেলাগাত। তাই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর মুসলমানরা তাদের জন্য পাকিস্তান দাবী করে। কারণ তখন মুসলমানরা সোনাতন ধর্মের অনুশাসনে পড়ে হিন্দুদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে মিশতে পারত না। তাই যদি বর্তমানের সিডুল্ড কাষ্টের অবস্থা চলতে থাকে তবে তারাও ত তাদের জন্য আরেকটা রাজ্যের দাবি করবে। ভারতীয় সংবিধান অনুন্নত জাতিকে উন্নত করার জন্য ১০ বছর তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা

করেছিল যাতে করে ওরা ঐ অগ্রসর জাতির মত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমরা দেখলাম স্বাধীনতা লাভের ৩০ বছর পরও সে রকম কোন উন্নতি যারা সিডুল্যডকাষ্ট আছে, তারা লাভ করতে পারে নি। স্যার ডঃ আমেদকর—যিনি ছিলেন সংবিধান রূপকার, তিনি সিডুল্ড কাষ্ট ও সিডুল্ড ট্রাইবদের জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধার উল্লেখ করেছেন, তা আজও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। সেরকম অবস্থা আমরা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি যে বিগত ৩০ বছরের মধ্যে এখানে সিডুল্ড কাষ্ট ও সিডুল ট্রাইবদের জন্য বিশেষ কিছু করা হয়নি। এখানে ৩০০টির মত স্কুলের মধ্যে মাত্র ১০০টিতে ছাত্রাবাস আছে আর বাকী স্কুলের মধ্যে এখনও কোন ছাত্রাবাস নেই। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ৩টি হাইস্কুলে ও ৮টি নিম্নতর স্কুলে ছাত্রাবাস খোলা হয়েছে, আমরা আশা করছি বর্তমান বৎসরের মধ্যে আরও খোলা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সিডুল্ড কাষ্ট ও সিডুল্ড ট্রাইবদের জন্য সংবিধানে আরও ১০ বছর সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা রেখেছেন কিন্তু প্রত্যক্ষ দৃষ্টি না দিলে তাতেও কোন ফল হবে না। আমাদের দাবি সিডুল্ড কাষ্ট ও সিডুল্ড ট্রাইবদেরকে শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য আগে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হউক কারণ বিগত ৩০ বছরের মধ্যে আমরা কি দেখলাম, আমরা দেখলাম সিডুল কাষ্ট ও সিডুল ট্রাইবদের ২ জন ২য় শ্রেণীতে, তৃতীয় শ্রেণীতে ৫।৬ জন আর ৪র্থ শ্রেণীতে ৮।৯ জন লোক নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের মিনিষ্ট্রি অব রিফর্মস ডিপার্টমেন্ট হরিজনদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দেবার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে কিন্তু তাতেও আমরা দেখলাম হরিজন নিপীড়ন এখনও বন্ধ হয়নি। আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে যে ৩৯ জন হরিজন নেওয়া হয়েছে তাদেরকে ৪র্থ শ্রেণী হিসাবে ট্রিট করা হয়েছে। আমরা দেখেছি কংগ্রেস আমলে সিডুল্ড কাষ্ট ও সিডুল্ড ট্রাইবদের কোটা পুরণ করা হয়নি চাকরির বেলায়। সিডুল্ড কাষ্টের কোটার পোষ্ট ভেকেন্ট রেখে দিয়েছিলেন এবং পরে অন্যদেরকে নিয়ে গেছেন তাহলে আমরা যাব কোথায়? বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুরের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ যে তিনি আমাদের সিডুল্ড কাষ্ট ও হরিজনদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা কেড়ে নিতে চিয়েছিলেন। তারা চিৎকার করছেন যে সিডুল্ড কাষ্ট ও সিডুল্ড ট্রাইবদের যদি এত সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে আমরা যারা উন্নত শ্রেণী আছি আমাদের ভাগে কম হবে। সে জিনিষটা আমরা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেও দেখছি যে যখন উপজাতিদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য স্ব শাসিত জেলা পরিষদ বিল আসল তখন স্ব-শাসিত বিল বাতিল করার জন্য আমরা বাঙালি একদিকে আরেকদিকে কংগ্রেস নেতারা উঠে পড়ে লেগেছেন। তাহলে আরও ১০ বছর ঐ কেন্দ্রিয় সরকার সিডুল্ড কাষ্টের সুযোগ সুবিধার মেয়াদ বাড়লে কি হবে? তাতেও তারা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে না। কারণ শ্রীমতী গান্ধী ত আজকে অশোক বাবুদেরকে এমন নির্দ্দেশ দিচ্ছেন না যে তার যেন এটার বিরোধীতা না করে। আমরা সেই শচীনবাবু ও সুখময় বাবুদের সময়ে দেখেছি যে ঐ উপজাতিদের নাম করে লক্ষলক্ষ টাকা ব্যয় করা হত কিন্তু আসল কাজ কিছুই হত না। শুধু উপজাতিদের নাম করে সেই লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠ করা হত। যেখানে বিগত ৩০ বছরে সিডুল্ড কাষ্ট ও সিডুল্ড ট্রাইবদের উন্নতি করা হলনা সেখানে কি করে আগামী ১০ বছরে তাদের উন্নতি করা হবে, আমরা কিভাবে তা আশা করতে পারি?

আজকে আমরা দেখেছি যে, অন্ধ্রপ্রদেশের সেই চিকমাগালুরে যেখানে শ্রীমতি গান্ধী নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে প্রথা আছে যে হরিজনদের নিকট কোন বর্ণ হিন্দু যদি জায়গাও বিক্রি করে তবে তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করে একঘরী করে রাখা হয়। বর্ণ হিন্দু রা হরিজনদের বলে যে তারা নাকি শুধু দাসত্ব করার জন্যই এসেছে। কোন জায়গা জমি মালিক হওয়ার নাকি তাদের কোন অধিকার নেই। আমরা দেখেছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও সিডিউল কাস্ট, সিডিউল ট্রাইব ইত্যাদি লিস্ট করে রাখা হয়েছিল কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পূর্ব্বে পর্যন্ত তাদের উন্নতির কোন চেষ্টা করা হয়নি। তাই আমি আজকে এই হাউসে এই দাবী রাখব যে কেন্দ্রীয় সরকার যেন প্রতিটি রাজ্যকে তাদের এস, সি, ও এসটি লোকদের উন্নতির জন্য আলাদা করে বাজেট যাতে করতে পারেন তার জন্য যেন কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দেন এবং এই জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করেন। প্রতিটি রাজ্যে যে পরিমাণ সিডিউল কাস্ট এবং ট্রাইব আছেন তাদের সংখ্যার অনুপাতে একটা পারসেনটেজ করে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয় আমরা আজকে দেখেছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে হরিজন নিগ্রহ, নির্যাতন চলছে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসার পরও উত্তর-প্রদেশ, বিহার অন্ধ্রপ্রদেশে পর পর কয়েকটি হরিজন নির্য্যাতন হয়ে গেল। শ্রীমতি গান্ধী এই হরিজনদের রক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। তিনি এবং তাঁর সরকার আজকে ঘোষণা করেছেন যে তারা হরিজনদের হাতে নাকি বন্দুক তুলে দেবেন। কিন্তু হরিজনদের হাতে বন্দুক তুলে দিলেই কি সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল? আজকে ঐসব রাজ্যে যেখানে কংগ্রেসী শাসন রয়েছে সেখানে কেন এই সব হরিজন নির্য্যাতন হচ্ছে? আমরা দেখছি এই ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ কেরেলা যেখানে বামফ্রন্ট সরকার শাসন ক্ষমতায় আছেন সেখানে কেন এই হরিজন নিগ্রহ হচ্ছে না? তিনটি রাজ্যে দেখা যাচ্ছে মুচি, মেথর' হাড়ি, ডোম, ট্রাইবল এবং বর্ণ হিন্দু এরা সকলেই শান্তিপূর্ভাবে পাশাপাশি বসবাস করছে এর কারণ হল এখানকার মানুষ বর্ণ বিদ্বেষকে ঘৃণা করেন এবং তারা এই ব্যাপারে বিশেষ সচেতন। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরাতে উপজাতি যুব সমিতি তারা ত্রিপুরাতে একটা দাঙ্গা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধাবার চেষ্টা করছেন। আমি তাদের এইরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা থেকে বিরত থাকতে আহ্বান করছি। সেই সঙ্গে আমি সমাজের সেই নীচু তলার মানুষকে যাতে আর ধনীদের হাতে বর্ণ হিন্দুদের হাতে নির্য্যাতিত না হতে হয় তার জন্য তারা যেন ঐক্য বদ্ধ হন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ মাননীয় উপধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী র‍্যাটিফিকেশান অব্ দ্যা কনস্টিটিউশান (৪৫তম এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮০ এখানে যে উপস্থাপিত করেছেন আমি তা সমর্থন করি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের প্রায় ৩০ বছর অতিক্রম হয়েছে। এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের মধ্যেও ভারতবর্ষের সমাজের যে সকল নীচুতলার মানুষ তাদের তেমন কোন উন্নতি হয়নি। দেখা যায় যে প্রতি দশ বৎসর করে করে এই বিলের সংশোধন করে কিছু লোককে তপশীলি

নামে আখ্যা দিয়ে তাদের উন্নতির জন্য সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এতে করেও দেখা যাচ্ছে যে এই দীর্ঘ ত্রিশ বছরেও এই শ্রেনীর লোকেদের কোন প্রকার উন্নতি করা সম্ভব হয় নি। তবে এই দশ বছর পর পর তপশিলী জাতি আখ্যা দিয়ে একটা শ্রেনীর মানুষকে একটা অপমানকর অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শুধু দশ বছর কেন ১০০ বছরেও এই তপশিলী জাতির লোকদের উন্নত করা সম্ভব হবে না। হরিজন নির্য্যাতন যে শুধু বর্ত্তমানে হচ্ছে তা নয়। আমরা দেখেছি অতীতেও তা বহুবার হয়েছে। আমরা একটি কবিতায় পড়েছি যে, পীড়য়া নামে একজন সাধক হরিজন শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে প্রবেশের সুযোগ না পেয়ে মন্দিরের পাশেই একটি নদী সে নদীর অপর পারে গিয়ে সাধন ভজন করতেন। একদিন মন্দিরের পুজারীরা শ্রীরঙ্গমের মূর্ত্তিকে নদীতে স্নান করিয়ে আনার জন্য নিয়ে গেছে। এমন সময়ে ঐ পাড়িয়া সাধক নদীর জলে স্নান করছিলেন। পাড়িয়া সাধকের ছায়া মূর্ত্তির উপরে গিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি স্বরূপ পাড়িয়াকে ঢিল মেরে মেরে নদীর জলেই তাঁকে মেরে ফেলা হয়। সুতরাং সেই ঘটনা আজকেও ঘটেছে। সেই ট্রেডিশান সমানে চলছে। এ সম্বন্ধে আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমরা দেখেছি যে, ডঃ আহমেদকর, যিনি সংবিধানের রূপকার তাঁর কর্তৃক কোন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হলে নাকি তা অন্যান্য বর্ণ হিন্দু প্রতিষ্ঠানে, বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সার্টিফিকেটকেও তারা স্পর্শ করতো না। ডঃ আমেদকর সেই সা ফিকেটে সই করেছেন বলে সেই সার্টিফিকেট নাকি অপবিত্র হয়ে গেল। এই যে মনোভাব এটা কি এটা আজো আছে। এই হরিজনদের আগে কোন প্রকাব চাকুরীতে নেওয়া হত না। আজো উত্তর প্রদেশ, বিহারে দেখা যায় যে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা হরিজনদের স্পর্শ করা তো দূরে থাকুক এদের ছায়াও মাড়ায় না। সুতরাং এই হরিজনদের প্রতি দশ বছর করে করে তাদের সুযোগ সুবিধা প্রদানের সময় সীমা বাড়িয়েই তাদের সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আজকাল আরো কতকগুলি জিনিস দেখা গেছে যে হরিজনদের মধ্যে থেকে যারা শিক্ষা দীক্ষায় একটু উন্নত হতে পেরেছে আরা আরও ভয়ংকর হয়ে উঠে। তারা আর তাদেরই হরিজনদের যারা অশিক্ষিত আছে তাদের ঘৃণা করে। ফলে এই হরিজনদের মধ্যে আবার দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে আমরা আরো দেখেছি যে, হরিজনদের কোন প্রকার জমির মালিকানা দেওয়া বর্ণ হিন্দুরা পছন্দ করে না। সেখানে হরিজনরা প্রকৃত শিক্ষার কোন প্রকার সুযোগ পাচ্ছেন না। তারা শুধু বড় বড় কৃষকদের ক্ষেত খামারের কাজ করেন এবং সেখানকার বড় বড় ফ্যাকটরীগুলোতে লেবারের কাজ করেন। এর বেশী সুযোগ তাদের দেওয়া হয়না।

এই তো অবস্থা! এরপর কোন মুখে তাঁরাই আবার বলেন যে হরিজনদের উন্নতি করতে হবে, সিডিউল্ড কাস্ট সিডিউল্ড ট্রাইব লোকদের উন্নতি করতে হবে? বুঝতে হবে যে তারাও মানুষ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন "এইসব অজ্ঞ, মুচি, মেথর তারাও আমার ভাই"। তারপরেও এদের তো মর্যাদা দেওয়া হয় নি। এই সমাজ ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে এদের কোন উন্নতি হবে না। কাজেই ১০ বছর বাড়িয়ে দিতে হবে। কারণ তারা পিছিয়ে আছে। কিন্তু এটা সমাধানের পথ নয়। সমাধানের পথ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কমরেড মতিলাল সরকার যে লিস্ট দিয়েছেন এখানে তাতে

আমরা দেখেছি সেই লিস্ট অনুসারে ত্রিপুরায় সিডিউলড কাস্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবদের যে সুযোগ তা বাড়ানো দরকার এবং সেই সংগে আমরা আবেদন রাখছি যে আজকে আমাদের মনোভাবেরও পরিবর্তন প্রয়োজন। কারণ এঁদেরকে দূরে সরিয়ে রেখে, এদের অবজ্ঞা করে আমরা যে উন্নতি করতে চাইছি সেটা হতে পারে না। কারণ কবিগুরু বলেছেন--- "যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে ফেলিছে যে নীচে।

পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

তাই এই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে দেশে যে সমাজ ব্যবস্থা চলছে তার সংগে তাল রেখে তারাও যেন কাজ করে যান।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সংবিধানের ৪৫ তম সংবিধান সংশোধনী বিল অনুমোদনের জন্য যে প্রস্তাব রেখেছেন সেটা আমি পুরোপুরি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই বিলটা নিয়ে লোকসভাতে এবং রাজ্যসভাতে—উভয় সভাতেই আলোচনা হয়েছে এবং সর্বসম্মতিক্রমে উভয় সভাতেই পাশ হয়েছে। আমি দেখেছি এই আলোচনায় বিশেষ করে কেরালা এবং পশ্চিম বঙ্গ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অনেকেই বলেছেন যে পশ্চিম বঙ্গ এবং কেরালায় নাকি তপশীলি জাতি এবং উপজাতিদের সবচেয়ে বেশী উন্নতি করা হয়েছে। তার সংগে অন্যান্য রাজ্যের কোন তুলনা হয় না। যদিও পশ্চিম বঙ্গ এবং ত্রিপুরায় একই পার্টির সরকার তবুও এই সরকার এদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আমরা পৌরসভাতে দেখেছি যে যেখানে ৬০০ এরও বেশী কর্মচারী আছে সেখানে উপজাতিদের সংখ্যা মাত্র ৯ জন। আমরা দেখেছি উপজাতিদের জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে এখনও কিছুই হয় নি। আমরা দেখেছি লক্ষ্মীধন এলাকায়, আমার বিধানসভা কেন্দ্রে—সেখানে আমি দেখেছি জুমিয়া যেখানে জুমচাষ করছে সেখানে ফরেষ্ট প্ল্যানটেশান করে সেখানকার জুমিয়াদের জীবিকা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বলা হচ্ছে সেখানকার উপজাতি জুমিয়াদের জন্য যে রাবার প্ল্যানটেশান স্কীম নেওয়া হচ্ছে তারা তার বিরোধীতা করছে। কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। যদি জুমিয়াদের জন্য কোন স্কীম নেওয়া হয় তাহলে তাতে কারো আপত্তি থাকবার কথা নয়। কিন্তু এরকম স্কীম নেই বলেই আজকে স্থানে স্থানে জুমিয়ারা বাধা দিচ্ছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। আমরা দেখেছি উপজাতিদের যে সমস্ত ভাষা রয়েছে সে সমস্ত ভাষার উন্নয়নে তেমন সষ্ঠু পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। যে ককবরক আজন্ম অবহেলিত হয়ে রয়েছে এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পরেও তার কোন অগ্রগতি আমরা লক্ষ্য করতে পারছি না। এই কারণে আমরা দেখেছি যে পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালা পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও এই ত্রিপুরার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। আমরা শুনেছি যে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবদের উন্নতি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে নাকি এই বৈষম্য দূর করা যাবে। তার জন্য তাঁরা আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু আজকে যারা শ্রেণীর জন্য সংগ্রাম করছে, যারা গোবিন্দ শ্রেণীর নেতৃত্বে আন্দোলন চালাচ্ছিল জোতদার মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে তাদের উপর

কিভাবে পুলিশ আক্রমণ চালিয়েছে তা আমরা দেখেছি। কাজেই সংগ্রাম কি করে করবে? যারা সংগ্রাম করবে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ তো রাইফেল চালাবে। কাজেই এই সমস্ত কথার তো কোন অর্থ নেই।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আর একটা জিনিষ আমি দেখেছি যে লোকসভায় যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে সেখানে ইতিপূর্বে ভারতের যে সমস্ত অনুন্নত স্টেট আছে এবং উপজাতি অধ্যুষিত রাজ্যগুলি রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে কেউ উল্লেখ করেন নি। একমাত্র উল্লেখ করেছেন জ্যোতির্ময় বসু। তিনি শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা তুলে ধরেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, কাজেই আজকে লোকসভায় যারা বসে আছেন সর্বভারতের প্রতিনিধি হয়ে তাদের চোখ ত্রিপুরার দিকে ফেরাতে হবে, ত্রিপুরার অবহেলিত সিডিউল্ড ট্রাইবসের দিকে। শ্রীমতী চন্দ্রশেখর রাজ্যসভায় বলেছেন যে ১০ বছর কেন, যদি এক হাজার বছর পর্যন্ত এটা বাড়িয়ে দেওয়া হয় তবুও তাদের পরিবর্তন হবে না যদি না পিপল ডিলিং উইথ ট্রাইবেল কমুনিটি তাদের মনোভাবের পরিবর্তন না আসে। আজকে এখানকার যারা উপজাতি এবং তপশীলিভুক্ত জাতি রয়েছে তাদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। যেখানে উপজাতি থাকবে, তপশীলি জাতি থাকবে সখানে রাস্তা বা স্কুল করা হবে না। এগুলি বাছাই করে করা হচ্ছে। এর একটি মাত্র কারণ যে তারা চায় এরা অবহেলিত হয়ে থাকুক। আমরা ত্রিপুরার দিকে তাকালেই বুঝতে পারি যে যেখানে ট্রাইবেল কমপ্যাক্ট রয়েছে সেখানে সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনার নাম করে সেখান থেকে ট্রাইবেলদের উচ্ছেদ করে তাদের বাস্তচ্যুত করা হচ্ছে। আমি বার বার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছি যে তারা অন্নবস্ত্রের অভাবের মধ্যে আছে, তাদের শিক্ষার জন্য কোন স্কুলেরও ব্যবস্থা নেই। আমি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারকেও চিঠি লিখেছিলাম। তিনি আমার চিঠি পেয়েছেন এবং পরে আমি দেখেছি সেখানে গিয়ে তিনি মিটিং করে এসেছেন। কিন্তু দুই বছর পরেও সেখানে সাহায্য পৌঁছায় নি। তাদের ছেলেমেয়েদের যে রকম বস্ত্রহীন অবস্থার মধ্যে দেখেছি কংগ্রেস আমলে, এখনও তাই রয়ে গিয়েছে। এমনি করে ক্যাটল্ ব্রীডিং ফার্ম জিরানীয়ায় এভিকশান হয়েছে। কিন্তু একটা ভাল রাস্তার জন্য কোথাও এভিকশান হয় নি। স্কুলের জন্য হয় নি। তাঁরা নিজেরা স্কুল করে দান করে দেন সরকারকে। এটাই ট্র্যাডিশান। আজকে এখানে শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলা হচ্ছে। ট্রাইবেলরা প্রথম থেকে কমুনিস্ট প্যাটার্ণ সমাজ গড়ে তুলেছে। ট্রাইবেলদের মধ্যে শোষণ নেই। যেটা হয়েছে সেটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হয়েছে। আমরা দেখেছি যাদের আন্দোলনের মাধ্যমে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে তারা ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে। ইভেন যাঁরা লেফটিস্ট মাইনডেড তাঁরাও আজকে পার্লামেন্টে এই ত্রিপুরা সরকার সম্পর্কে একটা কথাও বলেন না। একমাত্র বাজুবন রিয়াং তিনিই ইন্দিরা গান্ধীকে রিকোয়েস্ট করেছেন যাতে সেভেনথ সিডিউল সমর্থন করেন, অর্থাৎ সিক্সথ সিডিউল যাতে সমর্থন না করেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, তাই আমরাও ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আবেদন জানাব যে তিনি যেন আমাদের সিক্সথ সিডিউলের যে দাবী, সেই দাবীকে স্বীকৃতি দেন। আমরা লক্ষ্য করলাম যে বাজুবন বাবু দিল্লীতে গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের উপ-জাতিদের যে সাংবিধানিক দাবী. সেটাকে স্বীকৃতি দিয়ে উপজাতিদের রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা করেন নি। মাননীয় ডিপুটী স্পীকার, স্যার, আমি দেখেছি যে কোন

উপজাতি যদি আগরতলা শহরের বিশেষ করে অস্তাবল চৌমুহনি অথবা মঠ চৌমুহনি বাজারে শাক সব্জি বিক্রি করতে আসে, তখন তাকে বসার জায়গাটুকু পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না. এমন কি তাকে তার মাতৃ ভাষায় কথা বলতে দেওয়া হয়না। তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়। সে যদি বা বল্লো যে আমি কি দোষ করেছি, আমি তো এসব বিক্রি করতেই এসেছি, আমি তো আপনাদের কোন ক্ষতি করতে আসি নি। কিন্তু তা সত্বেও তার জায়গা হবে না। তাই আমি লক্ষ্য করছি যে একজন উপজাতি তার মাতৃ ভাষার কথা বলবে, সেটাকে পর্য্যন্ত স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না। যদিও বামফ্রন্ট সরকার তাদের মাতৃভাষাকে রাজ্য হিসাবে একটা স্বীকৃতি দিয়েছে। তবুও আমরা দেখছি যে কক বরক ভাষা কোর্ট অথবা জেলখানাতে চলছে না বা চলতে দেওয়া হচ্ছে না। দিগ্ বিজয় জমাতিয়া এবং অন্য একজন একবার জি, বি, হাসপাতালে গিয়েছিল, সেখানেও তাদেরকে তাদের মাতৃভাষায় কথা বলতে দেওয়া হয়নি, অবশ্য মাননীয় সদস্য রতি বাবু সেখানে তার প্রতিবাদ করেছিলেন স্যার, এই হচ্ছে এখানকার সমাজের অবস্থা। সংবিধানে আমাদের উপজাতিদের জন্য একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সেই যে সাংবিধানিক সুযোগ সেটাকেও আমরা এখানে ফলো করতে পারব না অথবা সেটাকে ফলো করার চেষ্টাও করা হয় না। অবশ্য এই দিক থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে মনোভাব, তা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় বলেই মনে হয়। কারণ আমি দেখেছি যে কংগ্রেসের রাজত্বকালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ গুরুপদ উপজাতি কলোনীতে গিয়ে উপজাতিদের সমাবেশে উপজাতি ভাষায় না বল্লেন, তা বড় লজ্জার ব্যাপার, একজন মুখ্যমন্ত্রী এরকম কথা বলতে পারেন, তা অমরা কল্পনাও করতে পারি না এবং তার এই মনোভাব কোন ক্রমেই উপজাতিদের পক্ষে মোটেই কল্যাণকর নয়। সেই তুলনায় আমার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাব আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। কাজেই আমি বলছিলাম উপজাতিদের প্রাত অ-উপজাতি উন্নত সম্প্রদায়ের মনোভাব যদি এরকম হয়, তাহলে আজকে কক বরক ভাষা এমনি করে অযতনে পড়ে থাকতো না। এই ভাষাটাকে উন্নয়নের দায়িত্ব শুধুমাত্র উপজাতিদেরই নয়, এটার উন্নয়নের দায়িত্ব সমস্ত রাজ্যবাসীর। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে আমরা যদি সর্বভারতীয় চিত্র দেখি, তাহলে দেখব যে আজকে ভারতের অন্যান্য স্থানে যেমন নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম এবং মেঘালয় রাজ্যগুলিতে যেমন উপজাতিরা রয়েছে, তেমনি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও উপজাতিরা রয়েছে। সেখানে উপজাতিরা তাদের নিজস্ব যে সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং ভাষা রয়েছে, সেগুলির ঐতিহ্য তারা নষ্ট করে নি। সেই সব উপজাতিদের মধ্যে মিশনারীরা কাজ করছে বটে, কিন্তু তারা উপজাতিদের যে বৈশিষ্ট্য বা আইডেন্টিটি, সেটা কোন সময়ে হ্রাস করবার চেস্টা করে নি বরং সেখানকার উপজাতিদের যে নিজস্ব পোষাক পরিচ্ছদ আছে, সেগুলিকেও তারা ডেভেলাপমেন্ট করার চেষ্টা করেছে, তাদের মাতৃভাষার উন্নতি করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ত্রিপুরায় আমরা অন্যরকম জিনিষ দেখতে পাচ্ছি। কারণ এখানকার উপজাতিদের যে সংস্কৃতি বা কৃষ্টি সেটাকে উন্নত করার কোন উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বরং আমরা দেখতে পেলাম যে এখানকার উপজাতিদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমাদের ছেলে মেয়েদের তোমাদের নিজস্ব পোষাকে স্কুলে পাঠিও না, তোমরা তোমাদের উপজাতিদের সংস্কৃতি, আর ভাষা নিয়ে গর্ব করবে না। এই রকম একটা অবস্থা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র চলছে। আর তা নাহলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং ভাষার আরও অনেক উন্নত হতে পারত। কিন্তু দীর্ঘ ৩০ বছরের মধ্যেও আমরা সেটা লক্ষ্য করতে পারি নি। ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবরের আগে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমাজ ব্যবস্থা ছিল, এখন আর সেই সমাজ ব্যবস্থা নেই এবং তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাদের হাতে ছিল, এখন আর তাদের হাতে সেই ক্ষমতা নাই। সেই ক্ষমতা এমন সব লোকের হাতে চলে গিয়েছে, যারা ত্রিপুরার উপজাতিদের যে বৈশিষ্ট তাকেও ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে। তাই আজকে উপজাতিদের জন্য যে সুযোগ সুবিধা সাংবিধানিক ভাবে চালু আছে, সেটাকে আরও ১০ বছর বৃদ্ধি করার যে প্রস্তাব লোকসভা এবং রাজ্যসভাতে সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে, তাকে অনুমোদন করার জন্য যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে এসেছে, সেটাকে আমরাও সমর্থন করি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মিসেস চন্দ্র শেখর যে কথাটা বলেছেন, সেটাকে আমি এখানে উল্লেখ না করে পারছি না, সেটা হচ্ছে উপজাতিদের উন্নতি হউক, এটা সবাই চায়, কিন্তু তাদের উন্নতি করার পিছনে যে মনোভাবটা থাকার দরকার, তার অভাবে যেন তাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ না হয়ে যায়। আজকে মণিপুরীরাও দাবী করছে যে তাদেরকে সিডিউল্ড ট্রাইবসের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে, কেন না, দে আর বিলঙ্গিং টু মঙ্গোলিয়ান ট্রাইবস। তারা সিডিউল্ড কাস্টের সুযোগ সুবিধা চাইছে না, তারা চাইছে সিডিউল্ড ট্রাইবসের সুযোগ সুবিধা এবং আমাদের উপজাতি যুব সমিতিও মণিপুরীদের এই দাবীকে সমর্থন করছে। কাজেই এই হাউসে যে রেটিফিকেশান হতে চলেছে, তাকে আমার সমর্থন জানিয়ে সরকারের কাছে এই আহবান করছি যে উপজাতি যারা সমাজের মধ্যে নানা দিক দিয়ে পিছনে পড়ে আছে, তাদেরকে অ-উপজাতি উন্নত সম্প্রদায়ের মতো উন্নত করে তোলার জন্য বাস্তব ব্যবস্থা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হউক।

শ্রীদশরথ দেব--মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, পার্লামেন্টের উভয় হাউসে সংবিধানের ৪৫ তম যে সংশোধনী গৃহীত হয়েছে, কনভেনশান অনুযায়ী সেটা রাজ্যগুলির অর্ধেকেরও বেশী বিধান সভায় অনুমোদিত হতে হয় এবং সেই নিয়ম অনুসারেই আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাদের ত্রিপুরা বিধান সভায়ও সেটার অনুমোদন করার জন্য একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। আমরাও এই সংশোধনী প্রস্তাবকে সমর্থণ করে রেটিফাইড করব এবং করছি—এর বাইরে অন্য কোনও প্রশ্ন উঠে না। কারণ বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থা যেমন পার্লামেন্ট, বিধানসভা এবং আরও অন্যান্য যে সমস্ত সংস্থা আছে, সেগুলিতে সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস্দের কোটা এবং সরকারী চাকুরীতে তাদের জন্য যে কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানের আছে, সেটা এই রেটিফিকেশান না হলে উঠে যাবার কথা। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে সিডিউল্ড ট্রাইবসের ক্ষেত্রে তাদের যে রক্ষা কবচ সেটাকে উঠিয়ে দেওয়া যায় না। সেজন্য এটাকে আমি সমর্থন করছি। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে আরও ১০ বছর কেন ১০০ বছর এই ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সেই বাড়িয়ে দেওয়ার উপরই নির্ভর করে না

সিডিউল্ড কাস্ট এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবসের যে বর্তমান অনগ্রসরতা রয়েছে সেই অনগ্র-সরতা দূর হয়ে যাবে এবং তারা অন্যান্য অগ্রসর অংশের জনগণের সমান হয়ে যাবে। শুধু এই সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে সেটা হতে পারে না। যে সমস্ত রক্ষা কবচ সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে সেগুলি সত্যি সত্যিই তাদের উন্নত করার জন্য তার প্রতিটি ধারা আন্তরিক ভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কি না সেটাই দেখতে হবে। তাহলেই প্রশ্ন আসছে সমাজের প্রতি যে মৌলিক দৃষ্টিভংগী তার মধ্যে আছে সিডিউল্ড কাস্ট এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস-এর মৌলিক সমস্যার সমাধান। আইন করে মৌলিক সমস্যার সমাধান হয় না। অনেক মেম্বারই উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে এতদিন ছিল সামন্ততান্ত্রিক প্রথা—জমিদারী প্রথা। সেখানে জমিদারদেরই প্রভাব সব চেয়ে বেশী। সেখানে শ্রমিকদের কোন অধিকার ছিল না। এবং আমি প্রতিবারই এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি যে সিডিউল্ড কাস্ট এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবসের মৌলিক সমস্যা হল মূলতঃ কৃষক ও শ্রমিক সমস্যা। মূলতঃ বলছি—এছাড়া আরও অনেক সমস্যা আছে। যদি উপজাতি এবং তপশীলি জাতির কৃষকদের জমির গ্যারান্টী দেওয়া যায় তাহলে সমস্যার অধেক সমাধান হয়ে যাবে। শ্রমিক হিসাবে কাজের গ্যারান্টী, শিক্ষার গ্যারান্টী দেওয়া গেলে অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কারণ সমাজের উন্নতি বলুন, চাকরীর কথাই বলুন এমন কি বর্ণ বিদ্বেষ—অস্পৃশ্যতা অবলুপ্ত করার কথাই বলুন অন্যদের সংগে সামাজিক ভাবে একই স্তরে আসতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষ নিজকে তৈরী করতে পারে। অন্যের সংগে প্রতিযোগিতায় নামার জন্য শিক্ষার দরকার। কিন্তু সেই শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলা যায়না যদি তাদের আথিক অবস্থার উন্নতি না করা হয়। সিডিউল্ড কাস্টের মধ্যেও খুব বড় চাকরী করেন প্রচুর জায়গা জমি যাদের আছে এমন কিছু পরিবার আছে—সেখানে দেখবেন যে লেখা-পড়ায় একমাত্র তাদের ছেলে মেয়েরাই অগ্রসর হয়েছে সেখানে অন্যের সঙ্গে একত্রে মিশার তাদের কোন অসুবিধা হয় না। জগজীবন বাবুর ছেলের পুত্রবধূ একজন বর্ণ হিন্দু কিন্তু সেই সম্প্রদায়ের আর একজন লোক যে লেখা পড়া জানেন না বস্তিতে থাকে—এমন কি এই রকম একজন বর্ণ হিন্দু কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েও সেই বাড়ীতে পুত্র বধূ হতে যাবে না। তাহলে অস্পৃশ্য অস্পৃশ্য বলে জোর করে চীৎকার করে তা লোপ করা যায় না। যখনই পিছনে পড়া অংশের মানুষকে শিক্ষায় অর্থনীতিতে অন্যদের সমকক্ষ করে তোলা যায় তখন এই মূল রোগ দূর করা যায় এবং ভারতবর্ষের এই ফিউড্যাল সমাজ ব্যবস্থায় সেটা হচ্ছে না। আমি সেদিনও উল্লেখ করেছিলাম যে সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা যেখানে মুনাফার উপর নির্ভরশীল সেখানে সমগ্র জাতির প্রয়োজনে জিনিষ উৎপাদন হয় না বন্টন হয়না এর জন্যই ব্ল্যাক হচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে, চীনে, কিউবা কোরীয়াতে সেখানে জিনিষের দাম বাড়ে না। উত্তর কোরিয়ায় ১৫ বছর আগে এক কে, জি, চাউলের দাম ছিল 80 পয়সা আজও 80 পয়সা। "এই চাউল তোমরা উৎপাদন করবে এই চাউল আমার দেশের জনগণের কাছে যাবে। এর বাইরে যেটা থাকবে সেটা বিদেশে যাবে—আর আমার দেশের জনগনের জন্য তার দাম এর উপর উঠতে পারবে না। আমার দেশের জনগণের চাহিদা মিটিয়ে তবেতো আমার ব্যবসা। কিন্তু ভারতবর্ষ, আমেরিকা, জাপান, বৃটিশ যেখানে পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে সেখানে দেশের গরীব সে বর্ণ হিন্দুই হউক আর সিডিউল্ড কাস্ট আর সিডিউল্ড টাইবই

হউক—গরীবের মুখের দিকে চেয়ে উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থা ঠিক হয় না। বন্টন ব্যবস্থা কাজেই ব্রজগোপাল বাবু বলেছিলেন যে সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন না করলে ওদের উন্নতি করা যাবে না। কাজেই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। ৩০ বছর আমাদের সংবিধানে ছিল এ ং ১০ বছর পর পর এটা পার্লামেন্টে আলোচিত হয় কিন্তু আজও দেখা যায় যে সারা ভারতবর্ষে সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসের উপর বিভিন্ন ভাবে অত্যাচার চলেছে। ৩০ বছর এই আইন চালু হয়েছে শিক্ষায় বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা—রক্ষাকবচ। ৩০ বছর উপর শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সিডিউল্ড কাস্টের শিক্ষার হার কত? খুবই কম এবং উপজাতিদেরও একই অবস্থা। চাকরীর ক্ষেত্রে প্রমোশানের ক্ষেত্রে রিজার্ভেশান আছে কোটা আছে। কিন্তু আরও তারা চাকরীর ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা কত? উপজাতির জমি যাতে হস্তান্তরিত না হয় অন্যের হাতে না যায় তার জন্য সারা ভারতবর্ষে আইন আছে। বৃটিশের আমলেই সেই আইন ছিল। ছোটনাগপুরে ১৯৫৭ সালে সেই আইন হয়েছিল, উড়িষ্যাতে ১৯৫৫ সালে সেই আইন হয়েছিল। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, সেই সব রাজ্যেও আছে। সই জায়গায়ই আছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র ১৯৬০ সালে এই ব্যাপারে একটা রেস্ট্রিকশান হয়েছে ১৮৭ ধারায়। কিন্তু আমরা দেখছি সারা ভারতবর্ষে সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসের জমি মাঠের পর মাঠ তাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে। ত্রিপুরাতেও আমরা দেখছি যে একই অবস্থা।

ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও আমরা তাই দেখছি। তাহলে প্রশ্নটা কতকগুলি নিরাপত্তা মূলক আইনই শুধু নয় সমগ্র শাসকগোষ্ঠীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীটাকে পুরা পরিবর্তন করতে হবে এবং ধনিকগোষ্ঠী যারা শোষক ব্যবস্থার মধ্যেদিয়ে জন্ম নিয়েছেন, শোষণ ব্যবস্থাকে যারা জিয়ে রাখতে চান ওদেরকে যদি ক্ষমতায় বসিয়ে রাখা হয় বছরের পর বছর এই বৃদ্ধি করার পরও তাহলে সিডিউলড্ কাস্ট এবং সিডিউলড্ ট্রাইবের যে অবস্থা সেই অবস্থার ইতর বিশেষ কিছু পরিবর্তন হবে এই ইলুশান আমার নেই। কারণ আমরা ৩০ বৎসর যাবত দেখছি। এই সংবিধান সৃষ্টি হওয়ার পর ৩০ বৎসর চলে গেছে। এখন লক্ষ্য করার বিষয় ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কি হয়েছে। ত্রিপুরায় ১৯৪৬ ইং পর্য্যন্ত ট্রাইবেল রাজার অধীনে রাজত্ব ছিল। তিনি তো সিডিউল ট্রাইবেল রাজা, তিনি তো অন্য কোন জাতের লোক নন্। সেই ১৩ শো বছর রাজত্ব করার পর ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেল রাজার ট্রাইবেলদেরকে নিয়ে রাজত্ব করার পর সেই ট্রাইবেলদের শিক্ষার হার শতকরা একজন ছিল ১৯৪৬ সালে। এই তো আমাদের রাজা। তাহলে লড়াইটা কার বিরুদ্ধে? লড়াইটা কি বর্ণ হিন্দু ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে না কাস্টের বিরুদ্ধে? কেউ কেউ লড়াইটাকে ওদের বিরুদ্ধে সিডউল ট্রাইবাদরকে লেলিয়ে দিতে চান। ভুল পথে তাদেরকে পথ দেখিয়ে দেন। আমরা মার্কসবাদীরা বলি লড়াইটা হচ্ছে জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যারা সমাজে শোষণ ব্যবস্থাকে জিয়ে রেখে শোষিত মানুষ, অনগ্রসর মানুষগুলিকে নিষ্পেষিত করতে ওদের উপর শোষণ চালাচ্ছে ওদেরকে গরীব করে তুলছে, দিনের পর দিন ওদেরকে অসহায় দিনমজুরে পরিণত করছে, কৃতদাসের দিকে ঠেল দিচ্ছে। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া উল্লেখ করেছেন, এটা বামফ্রন্টের কৃতিকলাপ নয়। যাদের উপর এখনও তাদের প্রসংশা আছে মনে মনে, হয়তো ধারণা

করেন যে তারা ফিরে আসলে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারব সেই কংগ্রেসী রাজত্বের কাহিনী। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ৪০২ জন কর্মচারী, তপশিলী সম্প্রদায়ের ১৪৯ জন ১৩৯ জন হচ্ছে ক্লাশ ফোর, ১০ জন হচ্ছে ক্লাশ থ্রি, এস টি ৯ জন মোট পার্সেন্টেজ অনুযায়ী সেটা হওয়া উচিত ছিল অনেক বেশী দুশোর কাছাকাছি হওয়া উচিত ছিল। এটা অন্যায়। আগরতলা শহরে কি ট্রাইবেল নাই? ট্রাইবেল রাজার রাজধানীতে ট্রাইবেল নাই এটা হতে পারে না। আজকে দিনের পর দিন ওরা হয় তো সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু এর মধ্যে ১৫০ জন ক্লাশ ফোর কর্মচারী পাওয়া যাবে না এটা হতে পারে না। ক্লাশ ফোর হিসাবে ঘর ঝার দেওয়া, পায়খানা পরিষ্কার করা এটা হয়তো তারা করবে না। তাহলে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী মাননীয় সদস্য ঘটনা টা বললেন কিন্তু ঘটনাটা কেন হল সে কথাটা বললেন না কেন? এটা তো ঐ কংগ্রেসী রাজত্বেরই কুফল। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর বর্তমানে সিডিউলডকাস্ট এবং সিডিউলড্ট্রাইবের ক্ষেত্রে চাকুরীর ক্ষেত্রে, প্রমোশনের ক্ষেত্রে, জমির ক্ষেত্রে যে ভাবে অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাদের শুন্য কোটাগুলি পুরন করার জন্য যে প্রচেষ্টা চলেছে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে রাজার আমল ঐ ১৩শো বৎসর থেকে কংগ্রেসী রাজত্বের ৩০ বৎসরের মধ্যে কখনও গ্রহণ করা হয় নি। দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন আছে। জগজ্জীবন বাবুর কথা বলেছেন, আক্ষেপ করে তিনি বলেছিলেন জনতা রাজত্বের সময় সিডিউলকাস্ট এবং সিডিউলট্রাইব এর উপর যে নির্য্যাতন হচ্ছে ওদের ঘরে ঘরে বন্দুক দেওয়া দরকার, ওদের মধ্যে বিশেষ বাহিনী গড়ে তুলা দরকার। করা যেতে পারে আমার কোন আপত্তি নেই। গরীব মানুষ যদি আত্ম রক্ষার জন্য বন্দুক পায় আমি অত্যন্ত খুশী হব। কিন্তু হাতে বন্দুক তুলে দিলে নিজেদেরকে রক্ষা করা যায় না। মাইনরিটির হাতে বন্দুক, মেজরিটির হাতে বন্দুক ইতিমধ্যে আছে সে বন্দুকে বন্দুকে লড়াই হবে, খুনখারাপি হবে কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। এইভাবে সমস্যার সমাধান যারা বাতলান আমি মনে করি সেটা ঠিক পথ নয়। কারণ বর্ণহিন্দুর সংগে সিডিউলড্কাস্টের, উপজাতির সংগে অ-উপজাতির সাধারণ মানুষের বন্দুকের একটা সংঘর্ষ লাগিয়ে রাখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেওয়া। সাম্প্রদায়িক দাংগা জাতি উপজাতিতে দাংগা এটা সমস্যা সমাধানের পথ নয়। এটা জগজ্জীবন রামের মুখ থেকে আসুক এটা যত বড় নেতার মুখ থেকেই আসুক না কেন এইভাবে সমস্যা সমাধানের পথকে আমরা সমর্থন করতে পারি না এবং ভারতবর্ষের উপজাতি, তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন রাখব যে এই সমাধান যিনি দিচ্ছেন এটা যেন তারা গ্রহণ না করেন। কারণ এটা হবে আত্মহত্যার সামিল। আমি অবাক হয়ে যাই, বিরোধী গ্রোফের মাননীয় সদস্য হরিনাথ বাবু শ্রীমতি গান্ধীর পক্ষে ওকলতি করে বলেছেন যে ইন্দিরা গান্ধী তো মাত্র দুমাস হল ক্ষমতায় এলেন সিডিউলড্কাস্ট এবং সিডিউলড্ট্রাইবদের জন্য এখনই তো কিছু করা সম্ভব নয়, কিছু সময় দিন। আমি বলি এর আগেও ১১ বৎসর শ্রীমতি গান্ধী রাজত্ব করেছেন। এই ১১ বৎসর সিডিউলড্ কাস্ট এবং সিডিউলড্ট্রাইবসসের অবস্থা কি ছিল? এই যে ৪০২ জনের মধ্যে মাত্র ৯ জন মিউনিসিপ্যালিটির সিডিউলড্ট্রাইবসের কর্মচারী এটাতো শ্রীমতি গান্ধীর রাজত্বেই হয়েছিল, কংগ্রেসীদের হাতে ২৩ বৎসর মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। কাজেই শ্রীমতি গান্ধী সিডিউলকাস্ট এবং সিডিউলট্রাইবসের সমস্যার সমাধানের

গ্যারেনটি হতে পারে না। যত দিন পর্য্যন্ত শ্রীমতি গান্ধী ভারতবর্ষের পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেবেন ওদের স্বার্থে রাজত্ব চালাবেন ততদিন সিডিউলকাস্ট এবং সিডিউলট্রাইবসের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের পক্ষে বিপজ্জনক। এই কথা আমার সিডিউলকাস্ট এবং সিডিউলট্রাইবসের জনগণের মনে রাখা দরকার। শ্রীমতী গান্ধীর কণ্ঠস্বর নকল করে হরিনাথ বাবু কি বললেন? তিনি বললেন, জনতা সরকারের আমলে দেশের অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী যখন বলতেন, আমি চিনি দিতে পারি না, লবণ দিতে পারি না, জিনিস পত্রের দাম কমাতে পারি না, জিনিস পত্র ঠিক মত দিতে পারি না। কারণ আড়াই বৎসরে জনতা সরকার সব চুড়মার করে দিয়েছে, আমাকে আপনারা সময় দিন। চমৎকার কথা। কাজেই ১১ বৎসরের রাজত্বে যা হয় নি এ রাজত্বেও কিছু হবে না সিড্যুল ট্রাইবস্ এবং সিড্যুল কাষ্টস্‌দের একথা মনে রাখা উচিত। খ্রীষ্টানদের কথা এরা উল্লেখ করেছেন, বাদ দেওয়ার কথা বলেছেন। আমি যতটুকু জানি, এই জমিদার গোষ্ঠীগুলি যারা সিড্যুল কাষ্টস্ এবং সিড্যুল ট্রাইবস্‌দের সুযোগ সুবিধা দিতে চান না, তারাই আপত্তি তুলেন। আপত্তি উঠে ট্রাইবেলদের মধ্যে যারা হিন্দু রয়েছেন, সিড্যুল কাষ্টস্‌দের মধ্যে যারা হিন্দু রয়েছেন, বুদ্ধিষ্ট হচ্ছেন তাদের কি হবে? আমি নিজে পার্লামেন্টারী কমিটি অন দি ওয়েল ফেয়ার অব দি সিড্যুল্ড কাষ্টস্ অ্যাণ্ড সিড্যুল্ড ট্রাইব দু দু'বার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি, সেখানে কনভেনার হিসাবে কাজ করেছি। তখন অনেক প্রশ্ন উঠেছে, অনেক দরখাস্ত এসেছে যে, ওদের বাদ দেওয়া হোক। বলা হয়েছে ওরা ত হিন্দু নয়। ওরা উন্নতি করার জন্য খ্রীষ্টান হয়েছেন। খ্রীষ্টান মিশনারী তাদের টাকা পয়সা দিয়ে উন্নতি করবে, আমরা তাদের দায়িত্ব নেব কেন? এটা কাজের কথা নয়। আমরা বলেছি, একটা লোক ধর্ম্মান্তরী হলেই তার আর্থিক উন্নতি হয় না। আমি এখন হিন্দু আছি, কাল মুসলমান হয়ে যেতে পারি, খ্রীষ্টান হতে পারি। রাতারাতি খ্রীষ্টান হলেই অবস্থার পরিবর্তন হয় না। ধর্মান্তরনের সঙ্গে অর্থনীতির পরিবর্ত্তনের কোন সম্পর্ক নেই। এটা উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। এটা সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। উৎপাদন যন্ত্র কতটা আমার হাতে আছে তার সঙ্গে সম্পর্ক। কাজেই ধর্মান্তরনের জন্য কারো কোন বিশেষ অধিকার হরণ করা আমরা কোন দিন সমর্থন করি না। আমরা এখনও করি না, আমরা এখনও মনে করি, যেসব সিড্যুল ট্রাইবস খ্রীষ্টান, বুদ্ধিষ্ট হয়েছেন তারাও অন্যান্য সিড্যুল ট্রাইবসের জন্য সংবিধানে যে সব রক্ষা কবচ আছে তা পাবেন। আমরা তার সঙ্গে একমত। তারপর আমি আরো কয়েকটি জিনিস এখানে উল্লেখ করতে চাই। কেরালা, পশ্চিমবঙ্গে সিডুল্ড ট্রাইবস এবং সিডুল কাষ্টের ভাল হয়েছে একথা বিরোধী পক্ষ বলেছেন। এটা গর্বের বিষয়, আমাদের পার্টি, আমাদের দল সেখানে সরকার চালায়। তাঁদের নীতি আমাদের নীতি একই—"ধনবাদী গোষ্ঠী ব্যবস্থাকে আরো পরিবর্তন করো, আরো কোন ঠাসা করো। শ্রমিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা নিয়ে আসো। শোষণহীন সমাজতন্ত্র গঠনের প্রোগ্রাম অনুযায়ী দেশকে তৈরী করো।" আমরা সমাজতন্ত্রী প্রোগ্রাম চালু করছি না আমরা বুর্জ্জোয়া প্রোগ্রামই চালু করছি। কারণ, আমাদের হাতে এখনও ক্ষমতা আসে নি। সরকার আসেনি। কেন্দ্রের হাতে মুল ক্ষমতা রয়ে গেছে। কিন্তু মানুষকে সমাজতন্ত্র গঠন করার কথা নিশ্চয়ই আমরা বলব। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে উপজাতি যুব সমিতির মার্কসবাদী

কমিউনিষ্টদের নাম শুনলেই গঙ্গায় স্নান করতে হয়, সেই উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা কেরালা পশ্চিমবঙ্গের প্রশংসা করেছেন এটা বড় আনন্দের কথা।

( ভয়েসেস ফ্রম দি অপজিশন বেঞ্চ :— ভাল কাজ করলে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা প্রশংসা করতে ভুল করে না )

এর জন্য আমি খুশী, আনন্দিত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে আমরা কি দেখলাম ? কে দিয়েছে, কক্-বরক্‌কে রাজ্য ভাষার স্তরে মর্যাদা ? বামফ্রন্ট। সময় লাগবে, একটা ভাষাকে উন্নত করতে। কে দিয়েছে, উপজাতিদের বে-আইনী জমি ফেরৎ দেওয়ার কাজ ? বামফ্রন্ট। বামফ্রন্টই একাজে শক্ত হাতে শুরু করেছে। কে দিয়েছে স্ব-শাসিত উপজাতি জেলা পরিষদ বিল ? আমরা ৬ষ্ঠ চাই। ৬ষ্ঠ তপশীল দেওয়ার জন্য আমরা এই হাউস প্রস্তাব পাশ করেছিলাম, ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য আমরা দিল্লীতে বলেছিলাম, নেতাদের কাছে আমরা গিয়েছি, সেই প্রধান মন্ত্রীর কাছে গিয়েছি। কিন্তু ওরা যখন দিল না, তখন আমরাও বসে থাকি নি। আমাদের হাতে যতটুকু ক্ষমতা আছে, আমরা যতটুকু দিতে পারি, আমরা ৭ম তহশীলের মাধ্যমে উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বিল দিচ্ছি। আমি আজকে এই হাউসে "দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরীয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্‌ট কাউন্সিল ( ডিলিমিটেশান অব কন্সটিটিউয়েনসিস্ ) রুলস্, ১৯৮০' উপস্থিত করেছি। আমরা চেষ্টা করব, মে মাসের মধ্যে এটা যেন হয়। যদি আইন কানুন তৈরী করতে কোন অসুবিধা হয়, তাহলে মে মাসের পরিবর্ত্তে জুন আমাদের করতেই হবে। আমাদের এই নির্বাচন মে, জুন, জুলাই-এর মধ্যে করতেই হবে। তবে জুলাই-এর আগে মে মাসেই যাতে করতে পারি সে জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং ইতিমধ্যেই আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে একটি অফিস ভাড়া নিয়ে কাজ শুরু করেছি। এই কাজ কে করেছে ? বামফ্রন্ট সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ২৪৮টি কক-বরক্ স্কুল চালু করেছে। মাষ্টার দিয়েছে। কে করেছে ? সময় নিচ্ছে। হসপিট্যাল, স্কুল হাই স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল এই সব গুলিই গ্রামাঞ্চলে বাছাই করে করে দেওয়া হয়েছে। বেশীর ভাগ হসপিট্যালই জঙ্গলে দিয়েছি যাতে সেখানকার সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবস সুযোগ পায়। গ্রামের গরীবদের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা কাজ করছি। এটাও যারা দেখেন না তাদের আর কি বলব। হ্যাঁ, আমরা জানি, সারা ঘরের মধ্যে ইলেকট্রিক লাইট জ্বালিয়ে কোন অন্ধকে সে ঘরে নিয়ে আসলে সে অন্ধকার এবং আলোর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। সে রকম কিছু নেতা, কিছু লোক আছে অন্ধ। কিন্তু তারাও নেতাগিরি করে। কিন্তু সে বড় দুর্ভাগ্য। মাননীয় স্পীকার, স্যার, নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যখন তিনি এই কথা বলেন, বাছাই বাছাই করে সিডুল ট্রাইবস্ এবং সিডুল কাষ্টস্ এলাকায় ভাল রাস্তা দেওয়া হয় নাই। আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু কখন হয়েছিল ? যাদের রাজত্ব চলে যাবার পর নগেন্দ্র বাবুরা আজ আপশোষ করেছেন, যারা আবার আসতে পারলে উনারা খুশী হবেন, তারা আনার চেষ্টাও করছেন, লাইন দিচ্ছেন সেই কংগ্রেসী আমলে এই কাজটা হয়েছিল। বামফ্রন্টই প্রথমে এসে প্রতিটি গাঁওসভার হাতে এক লক্ষ, দেড়লক্ষ,

টাকা তুলে দিয়েছে খাদ্যের বদলে কাজের মাধ্যমে রাস্তা তৈরী হবে। আমরা বলেছি, মন্ত্রীরা করবে না, আমলারা ঠিক করবে না, বি. ডি. সি. তে বসে গাঁওসভার প্রধানরাই ঠিক করুন কোথায় কোথায় রাস্তা হবে। এটাই সঠিক পথ। নগেন্দ্রবাবু বললেন, আপনাদের প্রধানরা আমাদের রাস্তা দিচ্ছে না। এটার কোন অর্থ হয়না।

( ভয়েসেস ফ্রম দি অপজিশন বেঞ্চ ঃ—টেণ্ডার কল না করেই কাজ দেওয়া হয়েছে )

হরিনাথ বাবু যদি কন্ট্রাকটরী করতে চান, এম. এল. এ. দের কন্ট্রাকটরী করতে কোন বাধা নেই, তাহলে করতে পারেন, আমরা টেণ্ডার দিয়ে দেব।

( হরিনাথবাবু বে-আইনী কাজ করতে চান না )

কাজেই প্রশ্ন হচ্ছে, ট্রাইবেলদের অবহেলা হচ্ছে অনেক ভাবে, তাদের অনেক অভাব অভিযোগ আছে। কিন্তু সেই অভাব বামফ্রন্ট সরকারই সর্ব্ব প্রথম এসে ওদের সেই অভাবের জায়গায় ধরে ধরে কতটা রিলিফ দেওয়া যায় সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নগেন্দ্রবাবুর অভিযোগ, তিনি সারা ট্রাইবেল এলাকা ঘুরে বেড়ান এবং তার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আমি একটা কলোনীতে গিয়েছি। কোথায় সেটা আমার মনে নেই। তবে নগেন্দ্রবাবুর জন্মের আগে থেকেই আমি ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে পরিচিত। তার জন্মের আগে থেকে আমি ট্রাইবেলদের নিয়ে রাজনীতি করছি। নগেন্দ্রবাবুর মা বাবা আমাকে চিনবেন। তাঁর মার বড় দাদা আমার ক্লাশ মেট, যিনি আই. বি. ইন্সপেকটর ছিলেন। কাজেই নগেন বাবুর বাড়ীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। নগেনবাবুর বাড়ী আমার অপরিচিত নয়। কাজেই আমি বলছি, কালচার সম্বন্ধে তিনি যা বললেন, খ্রীষ্টান মিশনারীরা সমগ্র উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে ওয়েষ্টার্ন কালচার গ্রহণ করেছে তা মোটেই ঠিক নয়। সমস্ত মিজো, সমস্ত নাগা কিংবা অন্যান্য সমস্ত ট্রাইবেল ওয়েষ্টার্ণ কালচার মোটেই গ্রহণ করেনি। সরকার চায়, তারা দুর্নীতি মুক্ত হবেন, তারা নিরলস ভাবে কাজ করে যাবেন। কারণ তারাই হচ্ছে, আমাদের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত। ট্রাইবেলদের মধ্যে এরাই নানা সুযোগ সুবিধা লাভ করে ধনিক শ্রেনীতে পরিণত হয়েছেন। আমিও নাগাল্যাণ্ডে ঘুরেছি, ওদের গ্রামে আমিও অতিথি হয়েছি, আমিও সেমিনারে থেকে বুঝতে চেষ্টা করেছি, ওদের কালচারকে। কয়েকজন নাগা ট্রাইবেলদের ওয়েষ্টার্ণ কালচার দেখে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, সমস্ত মিজো, সমস্ত নাগা ওয়েষ্টার্ণ কালচারে দীক্ষিত হয়েছে। তাদের সামগ্রিক উন্নতি হয়ে গেছে। নগেন্দ্র বাবুরা মনে করছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত ট্রাইবেলরা লেখাপড়া শিখে ওয়েষ্টার্নদের সমকক্ষ হয়ে গেছে। এটা মনে করার কোন কারণ নাই। নগেন্দ্র বাবুকে বিলাতে গিয়ে প্রডিউস করলেও কেউ টের পাবেন না। যে তিনি একজন অনুন্নত অংশের লোক। আনকালচার যেটা সেটা টের পাওয়া যাবে না। সমাজের মধ্যে দুইটি লোক একটু ওয়েষ্টার্ন কালচার হলেই গোটা সমাজের লোক ওয়েষ্টার্ন কালচারও হয় না। ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব একটা কালচার আছে। নগেন্দ্র বাবুদের একটা বিক্ষোভ আছে—ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের কেন ওয়েষ্টার্ন কালচারড করা গেল না, কেন তাদেরকে খৃষ্টান বানিয়ে রাতারাতি ওয়েষ্টার্নাইজড করা গেল না, কেন তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে? এটা হচ্ছে বদ্ হজম, কালচার নয়। উনারা

চন্দ্রশেখরনের কথা বলেছেন। মন্ত্রীত্ব যাওয়ার পর চন্দ্রশেখরন এক হাজারটা কথা বলেছেন। আমি উনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই, শী ইজ ওয়ান অব দি ইম্পরটেন্ট লীডার অব দি কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে তিনি দুবার মন্ত্রী হয়েছিলেন। মিসেস চন্দ্রশেখরনকে আমি ব্যক্তি গত ভাবে চিনি। আমার কমিটিতে তিনি কাজও করেছিলেন যখন মন্ত্রী ছিলেন না। মিসেস চন্দ্রশেখরন এখন সেই দলেই আছেন। যে দল ৩০ বৎসর রাজত্ব করে সিডুয়েল কাস্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবসদের দুরবস্থায় রেখে দিয়েছে। এটা বড় দুর্ভাগ্য জনক। সিডুয়েল্ড কাস্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবসদের জন্য অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন। উনরাও দুঃখ প্রকাশ করেন, আমরাও করি। কিন্তু পথ আলাদা। মিঃ স্পীকার, স্যার, ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। ইষ্ট বেঙ্গলে যোগেন্দ্র মন্ডল নামে তপশিলী সম্প্রদায় ভুক্ত একজন বড় নেতা ছিলেন। তিনি সিডুয়েল্ড কাষ্টদের কথা যখন বলেন, তখন আপনার চোখের জল ফেলতে হবে। কিভাবে তারা অত্যাচারিত, জমিদাররা কি ভাবে তাদেরকে শোষণ করছে, একজন বর্ণ হিন্দুর বাড়ীতে গেলে কিভাবে হাতে জল ঢেলে দেয়, ঘটি ধরতে দেয় না, এই সমস্ত কাহিনী যখন তিনি বলেন তখন সিডুয়েল্ড কাষ্টরা চোখের জল ফেলে দেন, মনে হবে সত্যি সত্যি তিনি একজন সিডুয়েল্ড কাষ্ট দরদী বন্ধু। ট্রাইবেলদের মধ্যে ও এরকম অনেক আছেন যারা ট্রাইবেলদের জন্য চোখের জল ফেলেন, চীৎকার করেন। ঘটনাগুলি সবই ঠিক, ইতিহাসও ঠিক, কিন্তু সে সমস্যা সমাধানের জন্য যে পথটা তারা বাতলান সেটা ঠিক নয়। যোগেন্দ্র মণ্ডল কি পথ বাতলালেন? ১৯৪৬ কি ৪৭ ইং সনে সিলেটে গণভোট হবে—শ্রীহট্ট [illegible]। পাকিস্তানে থাকবে নাকি ভারতের অন্তভুক্ত হবে। যোগেন্দ্র মন্ডল আহবান করলে তপশিলী ভুক্তদের পেছনে পড়ার মুল কারণ হল এই বর্ণ হিন্দুরা, তাদের জন্যই আমরা অত্যাচারিত, শোষিত এবং ওরাই আমাদেরকে অস্পৃশ্য করে রেখে দিয়েছে। কাজেই পাকিস্তানে থাকলে আমরা অনেক ভাল থাকব তবুও এই বর্ণ হিন্দুদের অধীনে থাকব না। এই ভাবে গণ ভোটে সিলেটের কয়েক লক্ষ লোককে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়াইয়া ছিলেন। এই ঘটনা আমার জানার কারণ হল সেই রেফারেণ্ডামের নির্বাচনের আমি নিজেও একজন অংশীদার ছিলাম। সমস্ত পূর্বাঞ্চল বর্তমান বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে সিলেট সমস্ত এলাকাগুলি আমি ঘুরেছি। যেখানে গিয়েছি সেখানেই দেখেছি যোগেন্দ্রবাবুর মিটিং। একদিকে আমরা মিটিং করেছি, আর অন্য দিকে যোগেন্দ্রবাবুর মিটিং। ভারতবর্ষে যাওয়া সিডুয়েলকাষ্টদের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। কাজেই ভোট ফর পাকিস্তান। পাকিস্তান হল, কিন্তু যোগেন্দ্রবাবুরা কেউ পাকিস্তান থাকতে পারলেন না। বর্ণ হিন্দুরা, ব্রাহ্মণরা, কায়স্থরা উদ্বাস্তু হয়ে কেউ গেল ত্রিপুরায়, কেউ মেঘালয়ে, কেউ আসামে, কেউ পশ্চিমবঙ্গে। সবাইকে ইষ্টবেঙ্গল ছাড়তে হল, সেই সঙ্গে ছাড়তে হল সিডুয়েল কাষ্ট ভাইদেরও। ভোট দিয়েও রেহাই পাওয়া গেল না। নগেন্দ্রবাবুরাও ট্রাইবেলদের সেই পথই দেখান। ট্রাইবেলদের জন্য এখন ভাল ভাল কথা বলছেন, তারপর বলবেন—ইন্দিরা গান্ধীর দলে যোগ দাও, তারপরে বলবেন বামফ্রন্ট সরকারকে ভাঙ্গ, তারপর বলবেন বাংলাদেশে গিয়ে অস্ত্রের ট্রেনিং নাও। অস্ত্রের ট্রেনিং নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বাংগাল খেদাও, বামফ্রন্ট সরকারকে বিভ্রান্ত কর, ত্রিপুরাকে লিবারেট কর। এই বি, ভি, আর বাহিনী উপজাতি কিছু সৈন্যদের কে লেলিয়ে দিচ্ছেন ত্রিপুরা

রাজ্যে গোলমাল করার জন্য অস্ত্র দিচ্ছেন। এই বাংলাদেশের গভর্ণমেণ্ট বাংলাদেশ থেকে চাকমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন ত্রিপুরায় দলে দলে আসবার জন্য। তারাও চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য। যে বাংলাদেশ সরকার, যে বি, ডি, আর বাহিনী চাকমাদের স্বশাসিত জেলা পরিষদ দিচ্ছে না, চাকমাদের জমি কেড়ে নিয়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের দিয়ে দিচ্ছে, সে বি, ডি, আর বাহিনীর কাছে অস্ত্রের ট্রেনিং নিয়ে, সে বাহিনীর বন্দুক দিয়ে ত্রিপুরাকে লিবারেট করে উপজাতি যুব সমিতি ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষা করবে এটা কি বিশ্বাস যোগ্য? তারা ট্রাইবেলদের স্বার্থরক্ষা করবে না, করবে ত্রিপুরা রাজ্যে গোলমালের সৃষ্টি। কাজেই এটা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—পয়েণ্ট অন অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী হয়ে যে ভাবে হাউসকে মিসলীড করছেন সেটা কোন মতেই সমর্থন যোগ্য নয়। উনি যে সমস্ত তথ্য এখানে পরিবেশন করছেন এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কাজেই উনার এই বক্তব্য প্রসিডিংস থেকে এক্সপাঞ্জড করা হোক।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এটা পয়েণ্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, এটা প্রসিডিংস থেকে এক্সপাঞ্জড করতেই হবে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

( গণ্ডগোল )

শ্রীদশরথ দেব— এই সমস্ত কার্য কলাপ যারা করছেন তারা মুখে ট্রাইবেলদের জন্য যত ভাল কথাই বলুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে ট্রাইবেলদের সর্বনাশের দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। এই সমস্ত লোকদেরকে আমাদের চিনে রাখতে হবে এবং দরকারও।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি সেটাকে সমর্থন করি। কারণ এতে সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবসরা আরও ১০ বৎসর সুযোগ সুবিধা পাবে এবং সেই সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের সিডুয়েল কাষ্ট ও সিডুয়েল ট্রাইবস এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে সমগ্র ভারতবর্ষে যে সিডুয়েল কাষ্ট ও সিডুয়েল ট্রাইবস সম্প্রদায় আছে, তাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি এতেই তাদের মূল সমস্যার সমাধান হবে না। তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথকে বাছাই করে নিতে হবে, শ্রমিক শ্রেণীর একতায় শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই ময়দানে নামতে হবে। এই ধনিক গোষ্ঠীর নেতাদের দলে ভীড়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। শ্রীমতী গান্ধীকে ডেকে এনে এই সমস্যার সমাধান হবে না। এই বক্তব্য রেখেই আমি রিজলিউশানটি পূর্ণ সমর্থন করি এবং হাউসকে রিকমেণ্ড করি মাননীয় সদস্যরা সবাই যেন সেটাকে সমর্থন করেন, বিরোধ বক্তব্য যেন কেউ উপস্থিত না করেন।

মিঃ স্পীকার—আরও কয়েকজন বক্তা আছেন। কিন্তু আমাদের হাতে সময় কম। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা খুবই আনন্দের কথা যে প্রস্তাবের পক্ষেই সবাই বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় সদস্য, শ্রীজমাতীয়ার বক্তব্যের

মধ্যে শুধু ত্রিপুরা না, সমস্ত ভারতবর্ষের উপজাতিদের মনে যে বিক্ষোভ, সে বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই বিক্ষোভের কারণগুলিকে খুঁজে বের করা যাতে কি ট্রাইবেল, কি কাস্ট কারোর মনের মধ্যে ভবিষ্যতে এই বিক্ষোভ থাকতে না পারে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগেই বলেছি-আমাদের সমাজ হচ্ছে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ, যে সমাজে একদল সংখ্যালঘু লোকের হাতে সমস্ত জমিজমা ও শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত। অপরদিকে আরেক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল শোষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত। শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে নাই। একটা ছোট বাচ্চা ছেলে, সে যদি কোন ট্রাইবেল বা হরিজনের ঘরে জন্মায়, তাহলে জন্মের পর থেকে এই শিক্ষাই সে পায় যে-আমি পায়ের তলার মানুষ কাজেই পায়ের তলাই থাকব। আমি অস্পৃশ্য কাজেই কোন অধিকার নেই আমার বর্ন হিন্দুর ঘরে প্রবেশ করার। তার জল না ছোওয়া এটা আমাকে আমার মা ছোট বেলা থেকে এই শিক্ষা দেয়। কেন দেয়? নানান কথা শেখাতে আরম্ভ করেন যা আমাকে মেনে নিতে হবে। অভিশাপ হচ্ছে ওখানে অভিশাপ অস্পৃশ্য নয়। অভিশাপ হচ্ছে যে, অস্পশ্য যারা তারা ওটাকে মেনে নিচ্ছেন। অভিশাপ এটা নয় যে অনগ্রসর। অভিশাপ হচ্ছে এটা যে ট্রাইবেলরা অনগ্রসরটাকে মেনে নিচ্ছে। এটা শুধু ত্রিপুরার কথা নয়, যেখানে ট্রাইবেলের রাজত্ব আছে যাকে ওরা বলছেন ট্রাইবেল রাজ্য, ওরা বলছেন সেখানে জুমিয়ারা বিদ্রোহ করছে। সেখানে কি জুমিয়ারা দেখছে না ওরা এখানে বলছেন যে আজকাল বাজারে তাকে বসতে দেওয়া হয় না। জুমিয়ারা দেখছে না যে তাদের মতই ট্রাইবেলদের বাড়ী আছে, গাড়ী আছে, তাদের মায়েরা-বোনেরা একরকম ভাবে থাকেন। আর আমরা নাগাল্যাণ্ডের কোনায় কাপড় পড়তে পারি না। আমি আন্দামানে গিয়েছিলাম সেখানে একটা ছোট্ট জায়গা আছে ২৬টি মাত্র পরিবার। ২৭ বছর লেগেছে তাদের একটু কাপড় পড়ানো শেখাতে। দুজন লোক হিন্দী শিখেছে। আমি সেখানে দেখা-সাক্ষাৎ করার পর একটা উৎসবের মতো হলো, সেটা করার পর তারা গান শুনালেন। আমি গান শুনলাম। তারপর সেই বুড়োকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কিছু বললেন? তিনি হিন্দীতে বললেন যে, এবারের কাপড়টা তো এখনও পাই নি। কাপড় মানে তদের যেরকম পোষাক সে রকম একটা পোষাক। ২৭ বছর লেগেছে তাদের কাপড় পড়ানো শেখাতে কিন্তু সেই ২৬টি পরিবারকে কাপড় দিতে পারি না। এই সমাজে আমরা বাস করছি। আমরা কাপড় পড়ানো শিখিয়েছি কিন্তু কাপড় দেবার ব্যবস্থা এই সমাজের মধ্যে নেই। এটা মাননীয় সদস্যদের মনে রাখতে হবে যে, সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সে ট্রাইবেলের মধ্যেই হোক, অন্যদের মধ্যেই হোক এই শ্রেণী সংগ্রামের বলে যে জিনিষটার কথা বলেছিলাম সেই শ্রেণীর সংগ্রামটাকে তারা যত দিন তীব্র করবে তত এর হাতে থেকে মুক্তির রাস্তা ক্রমশ পেরিয়ে আসবে। শুধু রক্ত দিলে তো হবে না? মাননীয় সদস্য বলেছেন নকশালরা রক্ত দিচ্ছে। হ্যাঁ, দিচ্ছে, অনেক লোক রক্ত দিচ্ছে। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই রক্ত দেবার পর যদি সেই মানুষগুলিকে নিয়ে যাওয়া যায় সেই শোষক গোষ্ঠীর পেছনে যারা শোষণ করছে সে শোষণকে রক্ষা করবার জন্য তাদের পেছনে তাহলে সে রক্ত দান বৃথা হবে। সে রক্ত দান কাজে লাগে নি।

বরাবরই শাসক গোষ্ঠী সেই শ্লেভারির যুগ থেকে আরম্ভ করে। শ্লেভারিরা লড়াই করে নি? পৃথিবীর ইতিহাস এ আছে। শ্লেভারিরাও লড়াই করেছে। ভূমি স্বামীদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে শ্লেভারিদের জন্য দিয়েছে একটু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। তারপর কৃষকরা লড়েছে ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে। তারাও রক্ত দিয়েছে কিন্তু ক্ষমতা তাদের হাতে আসে নি। ক্ষমতা গেছে বুর্জুয়াদের হাতে, পার্লামেন্টের হাতে। ভোটে সরকার হবে এতেই কৃষকরা খুশী হয়েছে। সেই বুর্জুয়া পার্লামেন্টে তার বিরুদ্ধে দেশে দেশে শ্রমিকরা সংগ্রাম করেছে, রক্ত দিয়েছে। একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে সেই রক্ত দেওয়া প্রথম স্বার্থক হলো। শ্রেণীহীন সমাজ করার রাস্তাটাকে দেখিয়ে। কাজেই শুধু রক্ত দিলেই আমার হাতে ক্ষমতা চলে আসে না, যারা সর্বহারা তাদের হাতে ক্ষমতা চলে আসে না। শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা যায় না। আর এই কথাটাও মাননীয় সদস্যরা জানেন শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করার পরও বুর্জুয়া মতাদর্শ চলে যায় না; যে অস্পৃশ্য তার কথা বলছেন এটা আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। এটা আমার মা, আমার চৌদ্দ পুরুষ আমাকে শিখিয়েছেন যে ওরা অস্পৃশ্য। এমন কি ক্ষমতা দখল করার পরও শ্রমিক শ্রেণীকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নূতন একটা বুদ্ধিজীবী সমাজ গড়ে তুলতে হবে এটা চেতনা থেকে বুঝতে হবে। এটা বুঝাও বড় কঠিন। মাননীয় সদস্য শ্রীভক্তমাতিয়াকে এই কথা বুঝার জন্য আমি অনুরোধ করবো যে সমাজের মূল শক্তিগুলিকে, কোন শক্তিগুলি বাড়ছে, কোন শক্তি-গুলি নেমে আসছে, কেড়ে রাখার চেষ্টা করছেন এই সমাজকে পেছনে দিয়ে এবং কারা তার পক্ষে? কংগ্রেস, কংগ্রেস (ই), জনতা, সি. এফ. ডি এই ধরনের লোকগুলি সেই প্রতিক্রিয়া শক্তিগুলিকে তারা অরগানাইজ করছেন, রি-অরগানাইজ করছেন নিজেদের রাজ্যকে রক্ষা করবার জন্য। তার পেছনে যারা চলে গিয়ে রক্ত দিতে চায়, তাদের রক্ত স্বার্থক হবে না. তাঁরা যে কোন দলের লোকই হোন না কেন। মাননীয় সদস্য শ্রীদেব যে কথা বলেছেন আমিও সেই কথাই বলছি। যেমন হরিজনদের উপর নির্যাতন হচ্ছে বিহারে। বিহারে পুলিশকে বিশ্বাস করা যাচ্ছিল না। সেখানে থেকে দাবী উঠেছিল যে বিহারী পুলিশকে দিয়ে হবে না, অন্য জায়গা থেকে পুলিশ নিয়ে এসো। কেন বর্ণ হিন্দু কি শুধু গ্রামের মধ্যে থাকে, পুলিশের মধ্যে থাকে না? পুলিশের মধ্যেও থাকে। অফিসারের মধ্যে থাকে না? অফিসারের মধ্যেও থাকে। একটা মেয়েকে বলাৎকার করলো। সেখানে দারোগা হয়তো তাকে শাস্তি দেবেন না কারণ যে বলাৎ করেছে সে হয়তো বর্ণ হিন্দু কাজেই শ্রেণী দৃষ্টি এটা অফিসারের মধ্যেও আছে, পুলিশের মধ্যেও আছে জনতার মধ্যেও আছে। যদি লড়তে হয় তাহলে সমস্ত জাতিকেই লড়তে হবে। সমস্ত জায়গায় এর প্রতিবাদ করতে হবে। এটা কঠিন কাজ। সরকারে বসলেন, সমস্ত অফিসার সেলাম করলেই মনে হয় না যে সরকারী নীতি সব মেনে নিচ্ছেন এটা তো নয়? সরকারী নীতি আজ ৩৩ বছর ধরে যে নীতি চালু হয়ে এসেছে সে নীতির মধ্যে আকাশ-পাতাল পাথক্য। সেজন্য সরকার তাঁর নীতির পরিচালনার জন্য, কার্যকরীর জন্য যেটা কর-ছেন সেটা হচ্ছে নীচের তলার মানুষকে অধিকার দিচ্ছেন, সে নীতিটাকে প্রয়োগ করার জন্য। সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে সে চেতনা জাগ্রত করছেন যে চেতনার মধ্যে সাম্প-দায়িকতা নেই, যে চেতনার মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা আছে তার মধ্য দিয়ে এই যে পাপ সেই পাপকে যাতে আমরা সব জায়গা থেকে দূর করতে পারি। মাননীয় সদস্য

শ্রীজমাতিয়া চার্চের কথা বলেছেন। চার্চ ভালো। মিশনারী কথার মানেই হচ্ছে যে নিজেকে দিয়ে দিয়েছেন। মাদার টেরেসা চার্চের লোক। যাকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ সেলাম করছেন। তাঁরমধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি নেই। তাঁর মধ্যে আমি মানব প্রেম দেখেছি। আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং মুগ্ধ হয়েছি। আমরা অপেক্ষা করছি কবে তিনি এখানে আসবেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। নাগাল্যাণ্ডের ইতিহাস জানি ইংরাজরা ঢুকতে পারছেন না স্বাধীন নাগাল্যাণ্ডে। কাকে পাঠানো হলে প্রথম মাননীয় সদস্য শ্রীজমাতিয়াকে সেই ইতিহাস পড়ার জন্য আমি অনুরোধ করবো। চার্চ প্রথম গেল। সেই কোরানে প্রথম চার্চ বসলো। তারপর ইংরেজ রাজত্বে সেই চার্চের পেছনে সেখানে গেল ইংরেজ চার্চ। এটা মানব প্রেম থেকে নয়। চার্চে সেই চমর বেথুন সাহেবের মত লোক এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। আমাদের এখানে ভগিনী নিবেদিতার মত লোক সমস্ত ভারতবর্ষ আজকে শ্রদ্ধা করছে। সেই রকম লোক যেমন আছে ইংরেজের রাজত্ব রক্ষা করার জন্য চার্চ আসে। সুতরাং এই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের মধ্য দিয়ে এই ব্যাকওয়ার্ডনেস ইত্যাদি দূরীকরণের মধ্য দিয়ে যদি প্রতিক্রিয়া শক্তি কাজ করে সেটা শ্রীজমাতিয়াদের লক্ষ্য রাখতে হবে, সেটার প্রতি সতর্কতার প্রয়োজন আছে। আমরা সেগুলিকে বাধা দেব। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি যে, আমি এই কথা বলিনি যে আজকে যেটুকু সুযোগ সুবিধা তপশিলী জাতি উপজাতিদের আছে তা আমরা দেবনা। দেবনা বলেই আজকে আমরা এই প্রস্তাব এনেছি। এবং বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, যে রেটিফিকেশান নিশ্চয় গৃহীত হবে শুধু এখানে নয় সমস্ত ভারতবর্ষে হবে। এখানকার তপশিলী জাতি উপজাতি তাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অন্যান্য দিকে যে অনগ্রসরতা আছে সেটা দূর করবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

Mr. Speaker—Now the question before the House is the Resolution moved by Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister "That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Forty-fifth Amendment) Bill, 1980, as passed by the two Houses of Parliament."

(The resolution is passed unanimously).

Anouncement by the Speaker

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এখন আমি একটি ঘোষণা দিচ্ছি, ১৯৮০-৮১ সালের জন্য পাবলিক একাউন্টস কমিটি, এষ্টিমেটস্ কমিটি, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি এবং কমিটি অন দি ওয়েলফেয়ার অব সিডিউলড্ কাষ্টস্ এণ্ড সিডিউলড্ ট্রাইবস্ গঠন করার জন্য সদস্যদের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার এবং মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে গতকল্য আমি এই সভায় ঘোষণা দিয়েছিলাম। তদনুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির জন্য ৯টি করে মনোনয়ন পত্র যথাসময়ে পাওয়া গিয়েছে, অদ্য ১২ ঘটিকায় সবগুলি মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষান্তে দেখা গেছে সবগুলো মনোনয়ন পত্রই বৈধ এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেহই মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেন নাই। কাজেই নির্বাচনের প্রয়োজন নাই।

আমি উক্ত কমিটিগুলির জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিলকারী সদস্যদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করছি।

ঃ নির্বাচিত সদস্যদের নাম হলো ঃ

পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি

১। শ্রীখগেন দাস
২। শ্রীসুনীল চৌধুরী
৩। শ্রীগৌতম প্রসাদ দত্ত
৪। শ্রীশ্যামল সাহা
৫। শ্রীজীতেন সরকার
৬। শ্রীফেজুর রহমান
৭। শ্রীঅখিল দেবনাথ
৮। শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া
৯। শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং

ত্রিপুরা বিধান সভার কার্য্য পরিচালনা বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীখগেন দাস মহাশয়কে পাবলিক একাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

ঃ এষ্টিমেটস্ কমিটি ঃ

১। শ্রীসমর চৌধুরী
২। শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং
৩। শ্রীবাদল চৌধুরী
৪। শ্রীবিমল সিন্হা
৫। শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা
৬। শ্রীসুবল রুদ্র
৭। শ্রীমন্দিদা রিয়াং
৮। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া
৯। শ্রীতরুনীমোহন সিংহ

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়কে এষ্টিমেটস্ কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি।

ঃ পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি ঃ

১। শ্রীকেশব মজুমদার
২। শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী
৩। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা
৪। শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী
৫। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস
৬। শ্রীসুমন্ত কুমার দাস
৭। শ্রীমোহন লাল চাক্মা
৮। শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ

৯। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

ত্রিপুরা বিধান সভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে পাবলিক আণ্ডার টেকিংস কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি।

সিডিউলড় কাস্ট এ্যাণ্ড সিডিউলড ট্রাইবস কমিটি ঃ—

১। শ্রীমতিলাল সরকার।
২। শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।
৩। শ্রীকামিনী দেববর্ম্মা।
৪। শ্রীনিরঞ্জন দেববর্ম্মা।
৫। শ্রীনকুল দাস।
৬। শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা।
৭। শ্রীরসিরাম দেববর্ম্মা।
৮। শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।
৯। শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা মহাশয়কে কমিটি অন দি ওয়েলফেয়ার অব এস. সি. এ্যাণ্ড এস. টির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি।

অন্যান্য কমিটির নাম।

অধ্যক্ষ ঃ- আমি মাননীয় সদস্যগণকে জানাচ্ছি যে বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০০ ধারার ১ উপধারা অনুসারে ১৯৮০-৮১ সনের জন্য নিম্নলিখিত কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে। এখন আমি কমিটিগুলির নাম এবং ঐসব কমিটিতে যে সকল সদস্য মনোনীত হয়েছেন, তাদের নাম ঘোষণা করছি।

I. কমিটি অন প্রিভিলেজ

১। শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—চেয়ারম্যান।
২। শ্রীমতিলাল সরকার সদস্য।
৩। শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী সদস্য।
৪। শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস সদস্য।
৫। শ্রীরসিরাম দেববর্ম্মা সদস্য।
৬। শ্রীনরেশ ঘোষ সদস্য।
৭। শ্রীতরনী মোহন সিংহ সদস্য।
৮। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস সদস্য।
৯। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং সদস্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ—আমি হাউসের অনুমতি নিয়ে আর ও ৫ মিনিট সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি।

## II. লাইব্রেরী কমিটি

১। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস চেয়ারম্যান।
২। শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য সদস্য।
৩। শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা সদস্য।
৪। শ্রীমতিহরি চৌধুরী সদস্য।
৫। শ্রীনিরঞ্জন দেববর্ম্মা সদস্য।
৬। শ্রীমন্দিদা রিয়াং সদস্য।
৭। শ্রীতরনী মোহন সিংহ সদস্য।
৮। শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং সদস্য।
৯। শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা সদস্য।

## III. কমিটি অন পিটিশানস্

১। শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী চেয়ারম্যান।
২। শ্রীযাদব মজুমদার সদস্য।
৩। শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ সদস্য।
৪। শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস সদস্য।
৫। শ্রীমোহন লাল চাকমা সদস্য।
৬। শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী সদস্য।
৭। শ্রীবিধুভূষণ মালাকার সদস্য।
৮। শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া সদস্য।
৯। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া সদস্য।

## IV—কমিটি অন এ্যাবসেন্স অব মেম্বারস্ ফ্রম দ্যা সিটিংস অব দি হাউস।

১। শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা চেয়ারম্যান
২। শ্রীরশিরাম দেববর্ম্মা সদস্য
৩। শ্রীমতিহরি চৌধুরী ,,
৪। শ্রীমোহন লাল চাকমা ,,
৫। শ্রীনকুল দাস ,,
৬। শ্রীযাদব মজুমদার ,,
৭। শ্রীমনীন্দ্র দেববর্ম্মা ,,
৮। শ্রীসুমন্ত কুমার দাস ,,
৯। শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া ,,

V—কমিটি অন ডেলিগেটেড লেজিস্‌লেশান।

১। শ্রীমতিলাল সরকার চেয়ারম্যান।
২। শ্রীরাধারমন দেববর্ম্মা সদস্য
৩। শ্রীনরেশ ঘোষ ,,
৪। শ্রীহরিচরণ সরকার ,,
৫। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ,,
৬। শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী ,,
৭। শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ,,
৮। শ্রীসুনীল চৌধুরী ,,
৯। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ,,

VI—কমিটি অন গভর্ণমেন্ট এ্যাসুরেন্স

১। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস চেয়্যারম্যান।
২। শ্রীরাম কুমার নাথ সদস্য
৩। শ্রীসুমন্ত কুমার দাস ,,
৪। শ্রীরাধারমণ দেবনাথ ,,
৫। শ্রীকামিনী দেববর্ম্মা ,,
৬। শ্রীহরিচরণ সরকার ,,
৭। শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য ,,
৮। শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার ,,
৯। শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা ,,

VII—রুল্স কমিটি

১। শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা, অধ্যক্ষ,—একস্‌-অফিসিও চেয়্যারম্যান।
২। শ্রীজ্যোতির্ময় দাস। উপাধ্যক্ষ—একস্‌-অফিসিও মেম্বার।
৩। শ্রীহরিচরণ সরকার সদস্য
৪। শ্রীযাদব মজুমদার ,,
৫। শ্রীমতিহরি চৌধুরী ,,
৬। শ্রীরামকুমার নাথ ,,
৭। শ্রীনিরঞ্জন দেববর্ম্মা ,,
৮। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ,,
৯। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ,,

VIII—হাউস্‌ কমিটি

১। শ্রীনরেশ ঘোষ চেয়্যারম্যান।
২। শ্রীরাধারমণ দেবনাথ সদস্য
৩। শ্রীরাম কুমার নাথ ,,
৪। শ্রীকামিনী দেববর্ম্মা ,,
৫। শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা। ,,

৬। শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা সদস্য
৭। শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য ,,
৮। শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা ,,
৯। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ,,

IX. বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি

১। শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা, অধ্যক্ষ একস্ অফিসিও চেয়ারম্যান
২। শ্রীজ্যোতির্ময় দাস, উপাধ্যক্ষ একস্ অফিসিও মেম্বার
৩। শ্রীঅনিল সরকার, মন্ত্রী মেম্বার
৪। শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ,,
৫। শ্রীবিমল সিন্‌হা ,,
৬। শ্রীমতিলাল সরকার ,,
৭। শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ,,
৮। শ্রীসমর চৌধুরী ,,
৯। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ,,

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ—সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রইল।

## Papers Laid on the Table

ANNEXURE—"A"

Starred Question No. 6.

By—Sri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে এ পর্য্যন্ত কতজন ভুমিহীনকে ১০ গণ্ডা পরিমাণ ভুমি এ্যালট-মেন্ট দেওয়া হয়েছে ;

২) তাহাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকার এ পর্য্যন্ত আর কি কি সাহায্য দিয়েছেন এবং আরো কি কি সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা আছে ?

উত্তর

১) গৃহ নির্মাণের জন্য ১০ গণ্ডা পর্য্যন্ত ভুমি দেওয়া হয়। ১৯৭৮ ইং সনের এপ্রিল থেকে ঐরূপ এ্যালটির সংখ্যা ১৩৮০।

২) এইসব এ্যালটি বর্তমানে প্রচলিত সরকারের বিভিন্ন গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা যেমন "Village Housing Project Scheme, Lower Income Housing Group Scheme" এ সাহায্য পাইতে পারেন। ইহা ছাড়া পরিবার প্রতি ভুমি উন্নয়ন প্রকল্পে ১৫০ টাকা খরচ করার ব্যবস্থা আছে।

যেসব গৃহহীনকে মহকুমা শহর উপকন্ঠে কলোনীতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদের গৃহ নির্মাণের সাহায্য দেওয়ার বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 25

By—Sri Subodh Ch. Das, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of L.S.G. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর সহরে সুপার মার্কেট নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) থাকলে কতদিনের মধ্যে করা হবে ?

৩) না থাকলে, কারণ কি ?

উত্তর

১) বর্তমানে ধর্মনগর সহরে সুপার মার্কেট নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) অর্থাভাবের জন্য। অর্থের সঙ্কুলান হইলে প্রস্তাবটি বিবেচনা করা যাইবে।

Assembly Starred Question No. 50.

By—Sri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-ch uge of the Employment Services Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা কত ?

২) তারমধ্যে মাধ্যমিক উর্দ্ধ পাশ বেকারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) সারা রাজ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা—৬৭,২৮৮ জন।

২) তারমধ্যে মাধ্যমিক সমতুল্য ও তদুর্ধ পাশ বেকারের সংখ্যা—২৯,৫৫১ জন।

Starred Question No. 51

By Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) পুনঃ জরীপের মাধ্যমে সারা রাজ্যে এখন পর্যন্ত কতজন ভূমিহীনকে ভূমি বন্দোবস্ত এবং বর্গাস্বত্ব দেওয়া হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ;

২) ইহা কি সত্য, যারা বেশী জমির মালিক পুনঃ জরিপের সময় এমন জোতদাররাই দখলিকৃত খাস জমি বে-আইনীভাবে তাদের নামে দখলদার হিসাবে রেকর্ড করিয়ে নিয়েছেন ;

৩) সত্য হইলে এ সমস্ত জোতদারদের দখলীকৃত খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৪) যে সমস্ত ভূমিহীন জমি বন্দোবস্ত ও বর্গাস্বত্ব পাচ্ছেন তাদের সরকারী সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) পুনঃ জরীপের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিভাগগুলিতে ভূমিহীনকে ভূমি ও বর্গাদারকে বর্গাস্বত্ব দেওয়া হইয়াছে—

| বিভাগ | ভূমি দেওয়া হইয়াছে এমন ভূমিহীনের সংখ্যা | বর্গাদারের সংখ্যা |
|---|---|---|
| সদর | ৪৭ | ৩৭৯ |
| কমলপুর | ১৯ | ৭৩৮ |
| উদয়পুর | ৮৮ | ৪৫৩ |
| খোয়াই | — | ২৫ |
| কৈলাসহর | — | ৭৫ |
| বিলোনীয়া | — | ৫৪ |
| | ১৫৪ | ১৭২৪ |

২), ৩) ও ৪) হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 59

By Sri Tapan Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে বন দপ্তরে কয়টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে ?

২। তার মধ্যে কয়টি করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদ রয়েছে ;

৩। দপ্তরের সামগ্রিক আয়ের সাথে সংগতি রেখে পদ সৃষ্টি করা হয় কি ?

উত্তর

১। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে বন দপ্তরে এখন পর্য্যন্ত মোট ৫১টি (একান্ন) নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

২। উপরোক্ত ৫১টি (একান্ন) পদের মধ্যে ৩৯ (উনচল্লিশ)টি তৃতীয় শ্রেণীর পদ এবং ১২ (বার)টি হইল চতুর্থ শ্রেণীর পদ।

৩। না।

Admitted Starred Question No. 60

By Sri Tapan Kr. Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে রাজ্যের বন দপ্তরের মোট আয়ের পরিমাণ কত ছিল ;

২। এই আয় ১৯৭৬-৭৭ আর্থিক বছরের তুলনায় কত বেশী বা কম :

৩। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরের বন বিভাগের আয়ের উৎসগুলি কি কি ?

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে বনবিভাগের মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ৮৭, ২৫, ৯৯৮.১৪ (সাতাশি লক্ষ পঁচিশ হাজার নয়শত আটানব্বই টাকা চৌদ্দ পয়সা) টাকা।

২। এই আয় ১৯৭৬-৭৭ আর্থিক বৎসরের তুলনায় ২৫, ০৯, ১৮২.১০ (পঁচিশ লক্ষ নয় হাজার একশত বিরাশী টাকা দশ পয়সা ) টাকা বেশী।

৩। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বৎসরে বৃক্ষ, বাঁশ, ছন, জ্বালানী কাঠ, বালু, পাথর, বন্য জীবজন্তু ও জীবাশ্ম ইত্যাদি হইতে মাশুল আদায় ক্রমে ১নং উত্তরে বর্ণিত আয় হইয়াছিল।

Admitted Starred question No. 106

By Sri Drao Kr. Riang,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the forest Department be pleased to state.

১। ১৯৭৯ সনে ফরেষ্টার পোষ্ট এ এপয়ন্টমেন্ট দেওয়ার সময় অভিজ্ঞ সিনিয়র এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন গার্ডদের মধ্য থেকে প্রমোশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল কিনা,

২। না হইয়া থাকিলে ইহার কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। প্রমোশনের জন্য নির্দ্ধারিত সংখ্যক পদ পূর্বেই পূরন করা হইয়াছিল।

Starred question No. 149.

by Shrl Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to staee.

1) Whether it is a fact that the Sub-Divisienal Officers were assigned with a speeific cuties in the month of June and July, 1979 for re-

recording the names of Bargadars in one village of each Tahasil of West District on a special drive;

2. If so, the achievements thereof and th: names of villages, Tahasils and the number of Bargadars;
3. Whether it is a fact that two months target period from the 10th June, 1979 was initially fixed for completion of identification and recording of Bargadars in th: Revenue Circles where the revisions of survey were not in operation ;
4. If so, the achievements thereof and the number of Bargadars who recorded their names in the Barga Register (Circle-wise) ;
5. If any document was supplied to the Bargadars after recording their names in the Barga register ;
6. If so, what are those documents ?

Answer

'. Yes.

2 Name of Mouja, Tehsil and number of Bargadars recorded during special drive are given in the Annexure I.

3. Yes.

4.

| | | |
|---|---|---|
| Sadar | .. | 23 |
| Bishalgarh | ... | 36 |
| Sonamura | ... | 29 |
| Khowai | .. | 5 |
| Taliamura | ... | 1 |
| Dharmanagar and .. | | |
| Kanchanpur | ... | 9 |
| Santir Bazar | ... | 32 |
| Sabroom | .. | 1 |
| | | 136 |

5. No.
6. Does not arise.

Starred Qestion No. 149

Annexure—I

| Name of Circle | Name of Tehsil | Name of Village. | No. of bargadars recorded during the spl. drive. |
|---|---|---|---|
| Sadar | Khayerpur | Khayerpur | 4 |
| | Uttar champamura | Uttar champamura | 15 |
| | Uttar champamura | Mekhlipara | 4 |
| Bishalgarh | Nehalchandranagar | Nehalchandranagar | 5 |
| | Rangapania | Rangapania | 6 |
| | Sreenagar | Anandanagar | 4 |
| | Paschim Takerjala | Paschim Takerjala | 3 |
| | Pathaliaghat | Pathaliaghat | 7 |
| | Pekuarjala | Pekuarjalati | 4 |
| | Golaghati | Golaghar | 2 |
| | Srinagar | Srinaga | 5 |

Admitted Starred Question No. 169
By—Rashiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত হোলী উৎসবে কতজন ইঁটভাটা শ্রমিককে ফাগুয়া ভাতা দেওয়া হয়েছে ?

এবং

২। কতজনকে ধূতি শাড়ী দেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১। ৩১৯৯ জন শ্রমিককে।

২। ২৭৭৩ জন শ্রমিককে।

Admitted Starred Question No. 196
By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenune and Local Self Government Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জরুরী অবস্থার সময় আগরতলা বটতলাতে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উচ্ছেদ হয়েছে এবং যাদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাদের মোট সংখ্যা কত ?

২। এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বিকল্প দোকান ঘরের জায়গা দেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। উচ্ছেদকৃত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৮১ জন।

২। ৮১ জনের মধ্যে ৭৭ জনকে বটতলাতেই বিকল্প জায়গা দেওয়া হইয়াছে। বাকি ৪ জনকে পাওয়া যায় নাই।

Starred Question No. 206
By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে কোন জিরাতিয়া পুকুর আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে এর সংখ্যা কত ? এবং

৩। এই পুকুরগুলো কারা ভোগ দখল করছে ?

উত্তর

১। কৈলাসহর, ধর্মনগর, কমলপুর, সদর, খোয়াই, উদয়পুর, অমরপুর ও সাব্রুম মহকুমাগুলিতে কোন জিরাতিয়া পুকুর রেকর্ড ভুক্ত নাই। বিলোনীয়া ও সোনামুড়া মহকুমার তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 203
By—Shri Mati Lal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ভূমি স্বত্ব নবীকরণ করতে গিয়ে এ পর্য্যন্ত কয়টি ক্ষেত্রে জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটেছে ?

২। এই অভিযানে কি পরিমাণ খিরাতিয়া জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ?

৩। যে সকল খাস জায়গায় গাঁও পঞ্চায়েত জলাশয়, বাগান, বাজার বা গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে সব জায়গা পঞ্চায়েতকে রেকর্ড করে দেয়া হয়েছে কি ?

৪। না হলে, তা কবে পর্য্যন্ত করা হবে ?

উত্তর

১।
২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৩।
৪।

Starred Question No. 216
By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছর পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে বকেয়া খাজনার (ভূমি রাজস্বের) পরিমাণ কত ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক খাজনা রহিত করার পূর্ব পর্যন্ত ষোল ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাণি বা তার বেশী জমির মালিকদের নিকট বকেয়ার পরিমাণ কত ?

৩। এই বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। বকেয়া খাজনার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ঃ—

| | |
|---|---|
| সদর | ২৩,৯৮,৪৮৭·১৮ |
| সোনামুড়া | ৩,২০,৯০৫·২৯ |
| খোয়াই | ১৪,৩৭,১৯৯·৮৮ |
| কৈলাসহর | ৫,২৭,৫৯৮·২৪ |
| কমলপুর | ২,৮৯,২৭৮·৩৬ |
| ধর্মনগর | ১১,০২,৬৪৬·৭১ |
| উদয়পুর | ৩,১১,১৯৯·৫৫ |
| অমরপুর | ২,৭৩,৫৯০·৪৮ |
| বিলোনীয়া | ৩,৪৩,৩৩৭·৭০ |
| সাব্রুম | ১,২৯,৭৪২·৫০ |
| | ৭১,৩৩,৯৮৬·০২ |

২। এরূপ তথ্য সরকারের হাতে নেই।

৩। ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ ও ল্যাণ্ড রিফর্মস্ আইন ১৯৬০ এর বিধানানুযায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব আদায় করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 244

By—Shri Gautam Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Deptt. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কত লোক রাবার চাষ করছেন এবং মোট কত জমি রাবার চাষে ব্যবহৃত হচ্ছে;

২। রাবার চাষে আগ্রহী কোন ব্যক্তিকে কোন সাহায্য করা হয়েছে কিনা এবং কত জনকে করা হয়েছে;

৩। রাবার চাষে আগ্রহীদের কি কি সাহায্য দেওয়া হয়?

উত্তর

১। রাবার বোর্ডের নথী মূলে দেখা যায় যে ২৭ (সাতাশ) জন লোক ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৭০ হেঃ ভূমির উপর রাবার চাষ করিতেছেন।

২। ভারত সরকারের অনুমোদনে রাবার বোর্ড আওতাধীনে "ঋণ ও ভর্তুকী" প্রকল্পে, যাহা ১৯৭৯ ইং সনে গৃহীত হইয়াছে, ১৭ (সতের) জন লোক ১৯৭৯ ইং সনে রাবার চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। সাহায্যের জন্য তাহাদের আবেদন বিবেচনাধীনে আছে। যোগ্য ব্যক্তিগণকে এই প্রকল্পাধীনে সাহায্য করা হইবে।

৩। ২ নং উত্তরে বর্ণিত প্রকল্প অনুযায়ী ২ হেক্টর পর্য্যন্ত রাবার চাষীদের হেক্টর প্রতি ৭,৫০০ টাকা এবং ২ হেক্টরের বেশী কিন্তু ২০.২৩ হেক্টর পর্য্যন্ত রাবার চাষীদের হেক্টর প্রতি ৫,০০০ টাকা মূলধনী অনুদান ৭টি বাৎসরিক কিস্তিতে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ৬ হেক্টর পর্য্যন্ত রাবার চাষীদের ১০০ ভাগ ভর্তুকীতে উচ্চ ফলনশীল জাতের রাবার চারা এবং ৭ বৎসর পর্য্যন্ত ৫০ ভাগ ভর্তুকীতে সার এবং ভূমি সংরক্ষণ কাজের খরচের জন্য ভর্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রথম ৭ বৎসরের জন্য বার্ষিক কিস্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হইতে হেক্টর প্রতি অনধিক ১৫ হাজার টাকা ঋণ এবং সুদের উপর ৩ ভাগ ভর্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই ঋণ দশম বৎসর হইতে ষোড়শ বৎসরে বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। তাহা ছাড়া বাগান তৈরী ও রাবার উৎপাদন করার ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বিনা পয়সায় উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

Starred Question No. 245

By—Shri Gautam Dutta

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত বর্গাদারের সংখ্যা এ পর্যন্ত কত (বল্ক ভিত্তিক হিসাব) ;

২। তাদেরকে কৃষি কাজ পরিচালনার জন্য কোন সাহায্যের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। থাকিলে কি ধরনের বা কি কি সাহায্য ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে বা হবে ?

উত্তর

১। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল :—

সদর—৫৪১

সোনামুড়া—৭৮

খোয়াই—১৬১

———

৭৮০

কৈলাসহর---৮২

কমলপুর---৭৫৫

ধর্ম্মনগর--১৩২

———

৯৬৯

উদয়পুর---৫২৯

অমরপুর----২১

বিলোনীয়া--১৩৪

সাব্রুম--- ৪১

———

৭২৫

———

২৪৭৪

২) হ্যাঁ

৩) রেকর্ডেড বর্গাদারকে কৃষিকার্য্য পরিচালনার জন্য ৫০ ভাগ ভর্তুকি দিয়া সার, বীজ ইত্যাদি দেওয়ার স্কিম আছে ।

Starred Question No. 247

By—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের ব্যাপারে জমি এ্যাকোয়ার করে বা এ্যাড্ভান্স পজেশান নিয়ে রেল দপ্তরকে দেওয়ার ব্যাপারে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ?

২। যাদের জমি এ্যাকোয়ার করা হবে তাদের কম্পেন্সেশান দেওয়ার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে ?

উত্তর

১। ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান আইন অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করা হইতেছে এবং রেল দপ্তরের নিকট উক্ত জমি অগ্রিম হস্তান্তরের জন্য উক্ত আইনের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইতেছে।

২। ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান আইনের বিধান অনুযায়ী শীঘ্রই ক্ষতিপূরণ ধার্য্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রাপকদিগকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং রেল দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য অর্থ প্রেরণের অনুরোধ করা হইয়াছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE 'B'

Unstarred Question No. 31

By—Shri Gautam Dutta

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন বে-সরকারী ব্যক্তির নিকট এ পর্যন্ত কত টাকা বৃত্তিকর (প্রফেসানেল টেক্স) অনাদায়ী রয়েছে ?

২। এই টাকা তোলার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে ?

উত্তর

১। বৃত্তিকর আইনে করদাতাদের তালিকা লিপিবদ্ধ করার বিধান না থাকায় অনাদায়ী করের পরিমাণ নির্দ্ধারণ অথবা অনাদায়ী ব্যক্তিদের পরিসংখ্যান রাখা হয় নাই।

২। বিভিন্ন শ্রেণীর করদাতাদের নাম লিপিবদ্ধ করার কাজ এবং তাহাদের নিকট হইতে আইনানুযায়ী দেয় কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও বিবেচনাধীন আছে।